প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি

একসঙ্গে একবছর




We come nearest to
the great when we
are great in humility.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এম কে নারায়ণন

রাজ্যপাল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, ভূমি ও ভূমিসংস্কার, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, তথ্য ও সংস্কৃতি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, সংখ্যালঘু এবং মাদ্রাসা শিক্ষা এবং পাহাড় বিষয়ক

পূর্ণমন্ত্রী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প ও বাণিজ্য, শিল্প পুনর্গঠন, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ, পরিষদীয় ও তথ্যপ্রযুক্তি

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

অমিত মিত্র
অর্থ ও শুল্ক

মণীশ গুপ্ত
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি

ফিরহাদ হাকিম
পুর ও নগরোন্নয়ন

মানস রঞ্জন ভুঁইয়া
সেচ ও জলপথ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বস্ত্র

ব্রাত্য বসু
বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা

মলয় ঘটক
আইন এবং বিচার

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
খাদ্য ও সরবরাহ

পূর্ণেন্দু বসু
শ্রম

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
কৃষি

অরূপ রায়
কৃষি বিপণন

আবু হেনা
মৎস্য

চন্দ্রনাথ সিংহ
পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ

সাধন পাণ্ডে
ক্রেতা বিষয়ক

সুদর্শন ঘোষদস্তিদার
পূর্ত এবং পরিবেশ

আবদুল করিম চৌধুরী
জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

হায়দার আজিজ সফি
সমবায় এবং জলপথ পরিবহণ

প্রতিমন্ত্রী

মদন মিত্র
ক্রীড়া এবং পরিবহণ (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)

অরূপ বিশ্বাস
যুব বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), আবাসন এবং পরিষদ বিষয়ক

শ্যামল মণ্ডল
সুন্দরবন বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), সেচ

সুব্রত সাহা
মৎস্য

মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর
উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কল্যাণ (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), ক্ষুদ্রশিল্প

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
স্বাস্থ্য

সাবিনা ইয়াসমিন
শ্রম

সুনীল তিরকে
ক্রেতা বিষয়ক

প্রমথনাথ রায়
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

আবু নাসের খান চৌধুরী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিষদ বিষয়ক

জাভেদ খান
অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা

নুরে আলম চৌধুরী
প্রাণীসম্পদ বিকাশ

রচপাল সিং
পর্যটন

শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়
শিশুকল্যাণ

সাবিত্রী মিত্র
নারীকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ

শান্তিরাম মাহাতো
স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

গৌতম দেব
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

হিতেন বর্মণ
বন

শংকর চক্রবর্তী
সংশোধন প্রশাসন

উজ্জ্বল বিশ্বাস
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি

সৌমেন মহাপাত্র
জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

সুকুমার হাঁসদা
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি

একসঙ্গে একবছর



পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার প্রথম বছরটি অতিক্রম করল। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে এই উপলক্ষে আমি আমার সশ্রদ্ধ ও বিনম্র অভিবাদন জানাচ্ছি। আপনাদের অকুণ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এমন একটি সমস্যাসঙ্কুল, অকারণ বিরোধিতায় কণ্টকাকীর্ণ বছরে মাথা উঁচু করে সাফল্যের এবং প্রত্যাশা পূরণের পথে এগিয়ে চলা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। বাংলার মায়ের চরণে আমরা নিবেদিত। বাংলার মাটির সঙ্গে আমাদের নিবিড় নাড়ির টান। বাংলার মানুষের কাছে আমাদের ঋণ সব অর্থেই অপরিশোধ্য। আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আপ্লুত। ঈশ্বর-আল্লাহ তেরো নাম, সবকো সনমতি দে ভগবান। এই অবকাশে তাই আবার বলি, আমরা আতিশয্যে বিশ্বাসী নই। ক্ষমতার অকারণ দম্ভ প্রকাশেও আমরা অপারগ। অসম্ভবের বেড়া ভাঙা আমাদের সযত্ন লালিত স্বপ্ন। কেননা, আমরা নতুন যৌবনেরই দূত। অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ আমাদের একমাত্র শপথ। আমাদের এগিয়ে চলার মূলমন্ত্রও একটিই। চরৈবেতি।

মহাকালের মানদণ্ডে ৩৬৫টি দিন অতি নগণ্য ও সামান্য সময়। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত একটি সরকারের যথাযথ মূল্যায়নের পক্ষেও এই সময় অবশ্যই পর্যাপ্ত নয়। তবু সবিনয়ে বলি, 'তোমার চরণধূলার তলে মাথা নত করে' দিয়ে বলি, এই অল্প সময়ে আমাদের প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে আমরা একশো শতাংশ সফল হয়েছি। এই সামান্য সময়ে রাজ্য প্রশাসনকে অচলায়তনের বদ্ধ পরিবেশ থেকে বের করে এনে আমরা শুধু যে সঠিক দিশা দেখানোর চেষ্টা করেছি তাই নয়, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ও শিশুকল্যাণ, সংখ্যালঘু ও তফশিলি জাতি-উপজাতি উন্নয়ন, জঙ্গলমহল ও পাহাড়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা-সহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। পূর্বতন সরকারের টানা চৌত্রিশ বছরের অপশাসন যে সর্বব্যাপী অমানিশার জন্ম দিয়েছিল, তার অতল গহ্বর থেকে সামান্য একটি বছরেই আমরা পশ্চিমবঙ্গকে বের করে আনতে পেরেছি। যৎপরোনাস্তি সংক্ষেপে বলতে গেলে, আপাতদৃষ্টিতে যে সব কাজকে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, এই একটি বছরে আমরা সেই সব কাজকেই সম্ভব করেছি। কেননা আমাদের পাথেয় ছিল সততা, আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা এবং সর্বোপরি বাংলার মানুষের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা। সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির এই স্মারক গ্রন্থের নাম তাই দেওয়া হয়েছে 'প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি।' এই গ্রন্থ আমাদের সকলের কর্মযজ্ঞের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রামাণ্য দলিল।

আমি আগেও অনেকবার বলেছি, এই সুযোগে আবার বলছি, উত্তরাধিকারের প্রেক্ষাপটে বিচার না-করলে আমাদের সাফল্য বা জয়যাত্রার সঠিক, নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। একটি বছর আগে প্রবল সমর্থনের জোয়ারে ভেসে আমরা যখন এই মহাকরণে প্রবেশ করেছিলাম, তখন উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা ঠিক কী পেয়েছিলাম? বিদ্রোহী কবির ভাষায় বলতে গেলে পেয়েছিলাম দুর্গম গিরি, কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবার। কিন্তু আমরা গোড়া থেকেই হুঁশিয়ার ছিলাম। অবহিত ছিলাম চ্যালেঞ্জের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে। আমরা জানতাম, এই দুর্লঙ্ঘ পথ রাত্রি-নিশীথে অতিক্রম করেই সোনার বাংলায় আলোকোজ্জ্বল সুপ্রভাতের অভ্যুদয় ঘটাতে হবে আমাদের। আমরা জানতাম, এমন একটি রাজ্য প্রশাসন আমরা হাতে পেয়েছি, যার কোষাগার শূন্য এবং যে রাজ্যের প্রতিটি ভূমিষ্ঠ হওয়া নবজাতকের মাথায় ডেমোক্লিসের তরবারি হয়ে ঝুলছে অপরিমেয় ঋণের বোঝা। ক্ষমতায় এসে আমরা দেখতে পেলাম, সরকারের আয় হওয়া একটি টাকার মধ্যে ৯৪ পয়সাই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে শুধু বেতন আর ঋণের সুদ দিতে। এই পাহাড়প্রমাণ ঋণের বোঝা, এমন পুঞ্জীভূত পাপ, এমন অপদার্থতা আর অকর্মণ্যতা, এমন সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাসী অচলাবস্থার অসহায় বলি হয়েছি আমরা। ফলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার দায় চলে এসেছে আমাদের কাঁধে। অথচ এই পাপের জন্য আমরা তো দায়ী নই। সাধ আর সাধ্যের মধ্যে এই দুরতিক্রম্য ব্যবধান নিয়েই শুরু হয়েছিল আমাদের পথ চলা। এই প্রাসঙ্গিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংকটের প্রেক্ষাপট ভুলে গিয়ে আমাদের সরকারের কর্মযজ্ঞের মূল্যায়ন করার অর্থ হবে সত্যকে বিকৃত করারই নামান্তর। আমি এ কথা বিলক্ষণ জানি, চৌত্রিশটি বছর ধরে ক্রমাগত দলতন্ত্র আর দলীয় রক্তচক্ষুর আধা-ফাসিস্ত জমানায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বেঁচে থাকা এই বাংলার মানুষকে অত সহজে দুঃস্বপ্ন আর দুঃসময়ের স্মৃতি ভোলানো যাবে না। যেতে পারে না।

অবিবেচক ও অপদার্থ পূর্বসূরিদের তৈরি করে যাওয়া এমন ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সুবিচার প্রার্থী হয়ে গত একটি বছর ধরে দিল্লির দরবারে আমরা আবেদন জানিয়ে চলেছি। আমাদের ব্যাখ্যা ও সংগত দাবি একটাই। তা হল, যে পাপের দায় আমার নয়, তার বোঝা আমাকে বহন করতে হবে কেন? সচেতন ভাবে উন্মার্গগামী হয়ে বছরের পর বছর ধরে যাদের এমন ঋণের ফাঁদ তৈরির সুযোগ এবং অবকাশ করে দেওয়া হল, সময় থাকতে তাদের নিরস্ত করা হয়নি কেন? কেন গোটা দেশের বাকি সব রাজ্য সময়মতো অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে ব্যয় ও ঋণসঙ্কোচ আইন লাগু করলেও, পশ্চিমবঙ্গ সে কাজ করেনি? কেন বাম জমানাকে দেওয়া হয়েছিল এমন অনৈতিক আর্থিক স্বেচ্ছাচার আর অনাচার করার খোলা ছাড়পত্র? অতএব আমাদের সুচিন্তিত বক্তব্য, এ রকম একটি ভয়াবহ অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার দায় কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

অতএব আমাদের দাবি, এই বিপুল ঋণের কাঠামোটির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে আগামী তিনটি বছর আমাদের দেয় সুদ মুলতুবি রাখা হোক। যাতে সেই টাকা বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ করে আমরা আবার গড়ে তুলতে পারি আমাদের সকলের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গ। ভিক্ষাপাত্র হাতে আমরা এই দাবি জানাচ্ছি না। জানাচ্ছি, কারণ এ ব্যাপারে সুবিচার পাওয়া আমাদের হক। আমরা যে কোনও রকম অসাংবিধানিক বা অভূতপূর্ব দাবি জানাচ্ছি, তা-ও নয়। কেননা, ঋণগ্রস্ত কোনও কোনও রাজ্য সরকারকে এই ধরনের রেহাই দেওয়ার পূর্বদৃষ্টান্ত আছে আমাদের দেশে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনুরূপ পরিস্থিতিতে থাকা অন্য কোনও রাজ্য যদি উপকৃত হয়, তা হলেও আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। কেননা, সব রাজ্যই এই মহান দেশের অঙ্গ। সবার গুরুত্বই সমান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে বারে বারে আলোচনা করা সত্ত্বেও, আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও সুবিচার পাইনি। পেলেও কবে পাব, কতটা পাব, বা আদৌ পাব কি না, সে সম্পর্কেও এখনও পর্যন্ত আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। অতএব যে তিমিরে এক বছর আগে আমরা প্রবেশ করেছিলাম, সেই আর্থিক আঁধার এখনও এতটুকুও কাটেনি। পূর্বসূরির তৈরি করা অরাজকতা আর কেন্দ্রের বধির কর্ণযুগলের মাঝখানে থেকেই আমাদের দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে আমাদের রোজকার চ্যালেঞ্জ। এই ভবিতব্যকে শিরোধার্য করেই আমাদের বের করে নিতে হচ্ছে এগিয়ে চলার পথ।

এই দুঃসহ আর্থিক বোঝা ও কেন্দ্রের অনমনীয় অসহযোগিতার মাঝখানে নবজাতক সরকারের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে কায়েমি স্বার্থ ও প্রভাবশালী গণমাধ্যমের একাংশের সম্মিলিত কুৎসা, অপপ্রচার ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। অনেক সময়ই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তিলকে তাল করে দেখিয়ে 'গেল গেল' রব তোলা হচ্ছে আর্তনাদের কোরাসে। কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, আপাত-অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য অষ্টপ্রহর আমরা কতটা পরিশ্রম করছি, সবরকম অসুবিধাকে তুচ্ছ করে আমরা যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি— এ সবের কোনওটাই তাদের বিচার্য নয়। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ এঁদের ছিদ্রান্বেষণের একমাত্র চালিকাশক্তি। সেই স্বার্থ জনবিরোধী হলেও আমাদের তা মানতে হবে। না-মানলেই শুরু হবে অপবাদ আর অপপ্রচারের চিল-চিৎকার। যারে দেখতে নারি, তার সব চলন ব্যাঁকা তো লাগবেই। এঁদের কাছে আমার প্রশ্ন একটাই। গত চৌত্রিশ বছর ধরে রাজ্যটা যখন তিল তিল করে রসাতলে যাচ্ছিল, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? কোথায় ছিল আপনাদের বিবেক? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন কুম্ভীরাশ্রু?

এই অবকাশে তাই আরও একবার বলি, সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোনও কাজ বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার কিছুতেই করবে না। অন্য কেউ করার চেষ্টা করলে সাধ্যমতো আমরা তার প্রতিবাদ করব। প্রয়োজনে প্রতিরোধও গড়ে তুলব। তুলবই। কেননা, আমজনতার কাছে এটাই আমাদের দায়বদ্ধতা। আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। ক্ষমতায় আসার আগে আমরা যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলাম, সেটাই এই সরকারের বাইবেল, গীতা, কোরান বা গুরুগ্রন্থ। ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি আমরা যেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি এবং

করব, ঠিক তেমনই যে সব বিষয়ে আমাদের নীতিগত বিরোধিতা আছে, তার থেকে একচুলও আমরা সরে আসব না। আসতে পারব না। অবস্থান বদল বা সংশোধন করার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের উপর চাপ আসছে। ভয় দেখানো হচ্ছে। রক্তচক্ষু দেখানো হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত অসত্য ও অর্ধসত্য প্রচার করার। কিন্তু আবার বলছি, কুচক্রী ও ষড়যন্ত্রকারীদের এই প্রচেষ্টা বাংলার মানুষ বিশ্বাস করছেন না। করবেনও না কোনও দিন। কেননা, তাঁরা জানেন আমাদের সরকার দুর্বলের সরকার। অসহায়ের সরকার। শোষিতের সরকার, নিপীড়িতের সরকার। মায়ের সরকার। মাটির সরকার। মানুষের সরকার। তাঁদের মৌন-মলিন মুখে ভাষা জোগানোই আমাদের শপথ, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। মুক্তির মন্দিরের সোপানতলেই আমরা নিবেদন করেছি নিজেদের। সেটাই আমাদের রাজনীতি। আমরা স্বদেশব্রতে দীক্ষিত। সংস্কারের আমরা বিরোধী নই। আমরা কূপমণ্ডুকও নই। বিশ্বায়নের অমোঘ নিয়ম সম্পর্কে আমরাও সম্যক ওয়াকিবহাল। কিন্তু সাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ বা বিপন্ন করে মুষ্টিমেয়র আখের গোছানোর জন্য যে সংস্কার, আমরা তার ঘোরতর বিরোধী। সেই বিরোধিতায় যে কোনও ধরনের আত্মত্যাগ করতেই আমরা প্রস্তুত।

আমরা নির্বাচনী ইস্তাহারে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এক বছরের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সবই আমরা রক্ষা করতে পেরেছি। আর্থিক ভাবে প্রায় দেউলিয়া হওয়া সত্ত্বেও এই কৃতিত্ব আমরা অর্জন করতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই কৃতিত্ব ও প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য প্রাপ্য প্রশংসা সরকার অর্জন করেছে।

আমাদের মেয়াদের বাকি বছরগুলিতে আমরা নিশ্চিত ভাবেই আমাদের বাকি প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করব। আমাদের প্রয়াস থাকবে আমাদের প্রতিশ্রুতির চেয়েও বেশি কাজ করে জনগণের প্রত্যাশা ছাপিয়ে যাওয়ার। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে হৃত সোনালি গৌরব ফিরিয়ে আনাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমরা একটিবারের জন্যও সে লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হইনি। আমরা আত্মবিশ্বাসী, এই কৃতিত্ব আমরা অর্জন করব।

আমি সগর্বে বলতে পারি, এত অনাচার, অবিচার, অসহযোগিতা এবং দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও গত এক বছরে আমাদের সরকার একদিনের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। আমরা অবিচল থেকেছি বন্ধুর পথ ধরেই মানুষের প্রতিটি প্রত্যাশা পূরণে। সামনে চড়াই এসেছে। উৎরাই এসেছে। কিন্তু একটি বারের জন্যও আমাদের পদস্খলন হয়নি।

এই সরকারের যাবতীয় কৃতিত্ব একা মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রথম বর্ষপূর্তির শুভক্ষণে আমি আমার আনন্দ, দুঃখ ও গর্ব রাজ্য সরকার ও তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। এই সাফল্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়, সামগ্রিক ভাবে পুরো সরকারের। যাঁরা সবাই দায়িত্ববোধ ও মৈত্রীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এই সাফল্যগাথা তাঁদের সবার। আমি কৃতজ্ঞ আমার মন্ত্রিসভার সব সহকর্মীর কাছে। আমি কৃতজ্ঞ মুখ্যসচিব, সবক'টি দফতরের সচিব, সবক'টি সরকারি দফতরের সব ক'জন সচিব এবং প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে তাঁদের অধস্তনদের কাছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা যা অর্জন করেছি, এঁদের অপরিসীম সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তা কিছুতেই অর্জন করা সম্ভব হত না। জেলা ও ব্লকস্তরে যে আধিকারিকরা কাজ করেন, সব জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, সব পুলিশ সুপার, ডেপুটি পুলিশ সুপার ও এই রাজ্যের অগণিত থানায় যে অফিসার-ইন-চার্জরা কাজ করেন— তাঁদের সবার প্রতিও আমি সমান ভাবে কৃতজ্ঞ। এবং সব শেষে আমি আমার আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ভাগ করে নিতে চাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে, যাঁরা বরাবর আমাদের সাহসের মূল উৎস ও শক্তির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির দিনে নতুন করে আবার শপথ নিচ্ছি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ-আপদ, অসহযোগিতা-অপবাদ— সবকিছুকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমরা স্বর্গের চেয়েও প্রিয় এই জন্মভূমির কল্যাণে কৃতসঙ্কল্প থাকব। মৌন-মলিন মুখে ভাষা তো জোগাবই। জীর্ণ-বিদীর্ণ উত্তরাধিকারকে ইতিহাসের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত করে আশার সঞ্চার করব প্রতিটি হৃদয়ে। আবার সত্য করে তুলব মনীষীর সেই উক্তিকে। 'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো।'

এই কঠিন ব্রতে আপনারা সবাই সঙ্গে থাকবেন, এই আশা রাখি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি

একসঙ্গে একবছর



উত্তুঙ্গ অভিযান সফল: অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে।



মহাকরণের বাইরে: জনতার অভিবাদন গ্রহণে।



মহাকরণে মহাপ্রবেশ রাজ্য প্রশাসনের নতুন কর্ণধারের।



মহাকরণের অন্দরে: বড় লালবাড়ির সঙ্গে পরিচিতি



উদ্বেল জনতা: আবদার মেটাতে ক্লান্তি নেই এতটুকু।



বরাভয়: বাংলা শাসনের ভার আজ থেকে তাঁর হাতে।



সংযত থাকুন। সমর্থকদের উদ্দেশে।



অকাতরে: মা-মাটি-মানুষের পাশে।



শপথ নিচ্ছেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী।



যাত্রা শুরু নতুন কর্ণধারের



আলাপচারিতা: রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে নতুন প্রশাসনিক প্রধান



সৌজন্য: পূর্বসূরির সঙ্গে নমস্কার বিনিময় উত্তরসূরির।



জনজোয়ারে ভেসে রাজপথ থেকে মহাকরণের ক্ষমতার অলিন্দে।



মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে প্রথমবার: বুঝে নিচ্ছেন নতুন দায়িত্বভার।



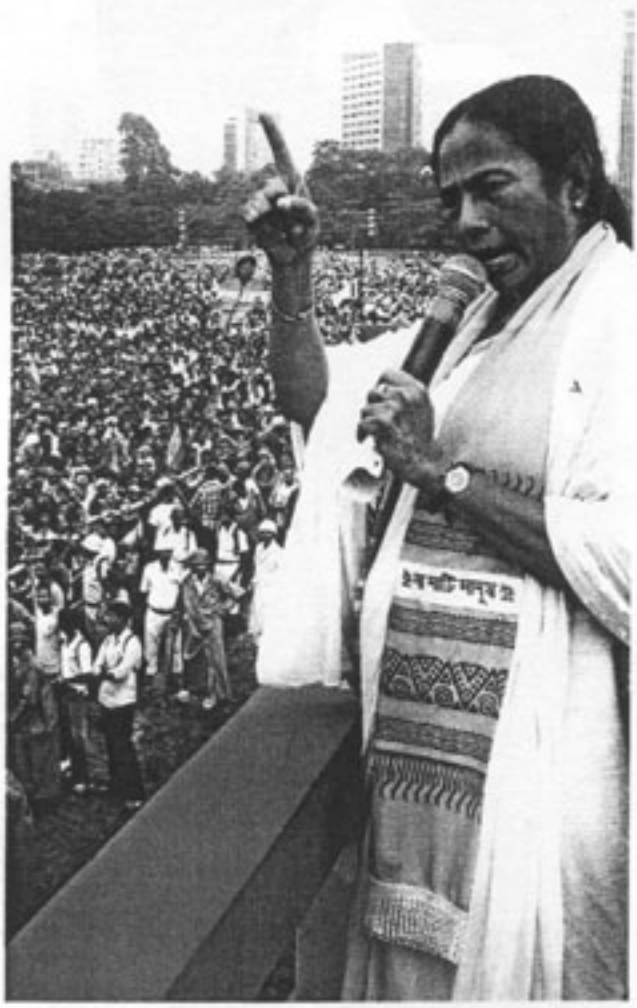
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সাংবাদিক বৈঠক।



নিরাপত্তার ব্যূহে নতুন মুখ্যমন্ত্রী।



নতুন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথম সংবাদমাধ্যমের সামনে।



বিজয়-ব্রিগেড: বিজয়োৎসবের মঞ্চে



এই প্রথম মহাকরণে বাংলার কোনও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন বিদেশসচিব হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন



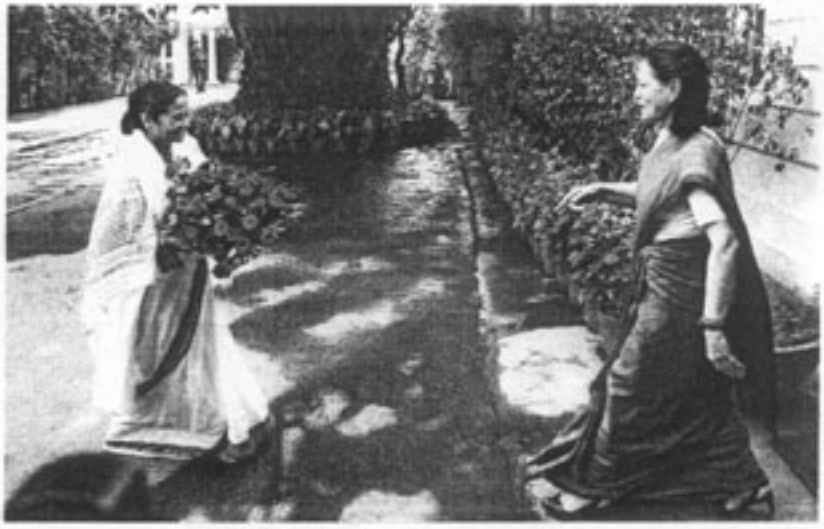
কেন্দ্র তাঁর প্রান্তে: বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্মা মমতা-সকাশে।



বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর পদে শাহরুখ-বরণ।



মহাকরণ থেকে ক্রিকেটের নন্দনে: বলিউডি বাদশার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।



পুষ্প-বিকাশ: দশ জনপথে সনিয়া গান্ধির শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।



সংগ্রামী অভিনন্দন: সাক্ষাতে মেধা পাটেকর।



রাজভবনে রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবীসিং পাটিলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।



জঙ্গলমহল জয়। লালগড়ের প্রান্তিক বাসিন্দাদের জন্য এই প্রথম উন্নয়ন ও বিকাশের দিশা।



'লালকেল্লা' ফতে। লালগড়ে জনতার অভিবাদন গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রী।



মমতায় সমর্পণ। মূলস্রোতে মাও-নেত্রী সুচিত্রা মাহাতো।



মমতায় সমর্পণ। মূলস্রোতে মাও-নেত্রী জাগরী বাস্কে।



পাহাড়-বন্ধু। সমতলে এসে সাহায্যের আশ্বাস প্রাপ্তি মোর্চা নেতৃত্বের



মহা-বৈঠক। বিমল গুরুং ও রোশন গিরি
মনোযোগী শ্রোতা।



মিতালির মেলবন্ধন। মোর্চা নেতৃত্বের সঙ্গে পাহাড়ে।



পাহাড়-বন্ধু। বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে মহাকরণে।



কলকাতা হাইকোর্টের সার্ধশতবর্ষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী।



স্বাগতম: প্রধানমন্ত্রী বরণে মুখ্যমন্ত্রী। দমদম বিমানবন্দরে।



বহু যুদ্ধের সাক্ষী। অভিনন্দন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের।



সাহায্যে একযোগে কেন্দ্র-রাজ্য।



বোঝাপড়া: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদাম্বরমের সঙ্গে।



সাহায্যের হাত:
সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের
বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠানে।



পাশে থাকার আশ্বাস। সংখ্যালঘু সভায় মুখ্যমন্ত্রী।



বাংলার দিশা: 'বেঙ্গল লিডস'-এর সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী।



'বেঙ্গল লিডস'-এ দিশা দেখাতে।



মন্ত্রিসভার বৈঠকে সহকর্মীদের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের কর্ণধার।



অন্য মুখ্যমন্ত্রী।
শিল্পপতি বৈঠকে
খোশমেজাজে।



শিল্পপতিদের সঙ্গে পরিচিতিপর্ব।



লগ্নির লক্ষ্যে। শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর।



বিপর্যয় মোকাবিলা। আমরি'র অকুস্থলে।



সহমর্মিতা: সিকিমে ভূকম্প-বিধ্বস্তদের পাশে হাসপাতালে



সহসা সফর: শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শুনছেন অভিযোগের কথা।



সহসা সফর: এসএসকেএমের হাল নিজের চোখে খতিয়ে দেখতে।



মাতৃসমা: শিশুকে পোলিও খাওয়ানোয় যত্নবান।



নাট্যমোদি: নাট্যমেলার শুভারম্ভে মুখ্যমন্ত্রী।



একঝলকে। অতিথিদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে মগ্নমনা।



জয় হে: জাতীয় সংগীত হিসেবে জনগণমনর শতবর্ষ পালনে।



সংগীত-সন্ধ্যা। সংগীতমেলায় গীতশ্রীর সম্মানে।



সুরের উল্লাস: নক্ষত্রদের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী। সংগীতমেলার সূচনায়।



একচিলতে অবসর: কর্মব্যস্ত সময়সূচির মধ্যে সুযোগ বের করে 'খোকাবাবু' দেখতে। দেব-শুভশ্রীর সঙ্গে কথোপকথনে।



বঙ্গবিভূষণ: এই প্রথম রাজ্যে এ স্তরের কৃতী সম্মাননা।



সপ্তদশ কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসবের সূচনায়।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা-শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।



মনে শিশুরা: প্রথম শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে।



সম্মাননীয়: কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনে আগত প্রধান অতিথির সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে।



অসংগঠিত শ্রমিকদের সহায়তা দিতেও আগুয়ান সবসময়।



কৃষকের পাশে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের শুভারম্ভ।



ওঁরা উদ্বেল। শ্রমিকরা উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে।



মেধার সন্ধানে। মাধ্যমিকে কৃতীদের সঙ্গে।



স্বল্প অবসর। কাজের ফাঁকে প্রকৃতির বুকে।



মাতৃ-আরাধনার মণ্ডপে।



বিনম্র প্রণতি কবির চরণপ্রান্তে।



অর্থই উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক অর্থতালুকের সূচনালগ্নে মুখ্যমন্ত্রী।



নিজের পায়ে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণপ্রদান অনুষ্ঠানের পুরোভাগে।



সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণিকায়।

সূচিপত্র

১.	কৃষি	১
২.	কৃষি বিপণন	৩
৩.	প্রাণীসম্পদ বিকাশ	৫
৪.	অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ	৭
৫.	জৈবপ্রযুক্তি	১০
৬.	অসামরিক প্রতিরক্ষা	১২
৭.	শিল্প ও বাণিজ্য	১৪
৮.	সমবায়	১৮
৯.	ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক	২০
১০.	সংশোধন প্রশাসন	২৩
১১.	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা	২৫
১২.	বিপর্যয় মোকাবিলা	৩০
১৩.	উচ্চশিক্ষা	৩৩
১৪.	বিদ্যালয় শিক্ষা	৩৫
১৫.	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৩৯
১৬.	পরিবেশ	৪৩
১৭.	শুল্ক	৪৬
১৮.	অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা	৪৭
১৯.	বন	৪৯
২০.	অর্থ	৫১
২১.	মৎস্য	৫৫
২২.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন	৫৬
২৩.	খাদ্য ও সরবরাহ	৫৮
২৪.	স্বরাষ্ট্র	৬০
২৫.	আবাসন	৬৩
২৬.	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ	৬৫
২৭.	পার্বত্য বিষয়ক	৭১
২৮.	তথ্যপ্রযুক্তি	৭২
২৯.	তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক	৭৬

প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি

একসঙ্গে একবছর

সূচিপত্র

৩০.	সেচ ও জলপথ	৭৯
৩১.	বিচার	৮১
৩২.	জঙ্গলমহল	৮৩
৩৩.	শ্রম	৮৬
৩৪.	আইন	৯০
৩৫.	ভূমি ও ভূমি সংস্কার	৯২
৩৬.	জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা	৯৫
৩৭.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৯৭
৩৮.	সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	১০০
৩৯.	পৌর বিষয়ক	১০৩
৪০.	উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন	১০৬
৪১.	কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার	১০৮
৪২.	রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন	১১০
৪৩.	জনস্বাস্থ্য কারিগরি	১১৩
৪৪.	পরিষদ বিষয়ক	১১৫
৪৫.	পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন	১১৬
৪৬.	পূর্ত	১১৮
৪৭.	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	১২২
৪৮.	বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি	১২৫
৪৯.	উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কল্যাণ	১২৭
৫০.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১২৮
৫১.	ক্রীড়া	১২৯
৫২.	নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ	১৩১
৫৩.	সুন্দরবন বিষয়ক	১৩৩
৫৪.	স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি	১৩৬
৫৫.	পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ	১৩৮
৫৬.	পর্যটন	১৩৯
৫৭.	পরিবহণ	১৪১
৫৮.	নগরোন্নয়ন	১৪৩
৫৯.	জলসম্পদ উন্নয়ন	১৪৬
৬০.	যুব বিষয়ক	১৪৮



কৃষি

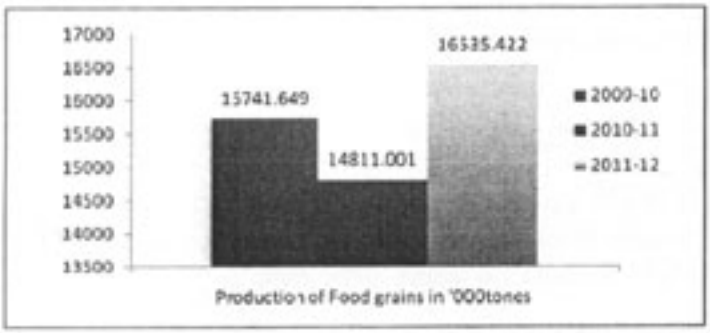


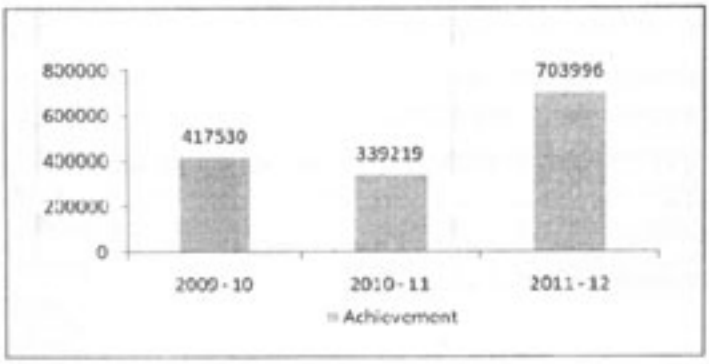
সূচনা

কৃষির বিকাশকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। কারণ, রাজ্যের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং চাষযোগ্য জমির ৯৫ শতাংশই রয়েছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব কৃষি দফতরের কাঁধে। কৃষি যাতে দীর্ঘমেয়াদি ভাবে আর্থিক সংগতিপূর্ণ ও লাভজনক হয়, তার জন্য যথাযোগ্য নীতি নির্ধারণ করে কৃষি দফতর।

১. খাদ্যশস্য উৎপাদন

রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন এর আগের দু' বছরের তুলনায় ২০১১-১২ সালে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১'য় যেখানে ধান উৎপাদন হয়েছিল ১৩,৩৮৯.৬১ টন, সেখানে ২০১১-১২'য় উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ১৫,০৪৪ টন। ২০১০-১১'য় রাজ্যে গম উৎপাদিত হয়েছিল ৮৭৪.৪২ টন। ২০১১-১২'য় গমের ফলন হয়েছে ৯০৮ টন। জোয়ার, বাজরা, রাগির মতো শস্যের মোট উৎপাদনও বেড়েছে অনেকটাই। এ রাজ্যে সব সিরিয়ালের মোট উৎপাদন ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ছিল ১৪,৬৩৪.৩৫ টন। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে থেকে তা বেড়ে হয়েছে ১৬,৩৩৬.৯৭ টন। বৃদ্ধি পেয়েছে ডাল, তৈলবীজ, পাট, তুলো, আখের উৎপাদনও।



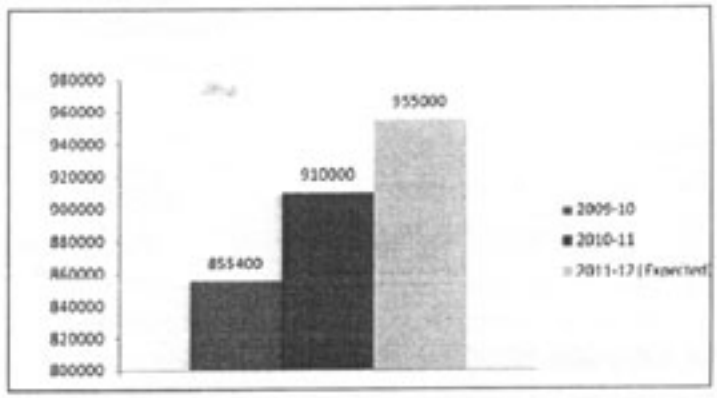


২. কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

২০১০-১১'য় যেখানে ৩,৩৯,২১৯ জন কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, সেখানে ২০১১-১২'য় ৭,০৩,৯৯৬ জনকে নতুন কার্ড দেওয়া হয়েছে।

৩. বীজ উৎপাদন

বীজের গুণগত মান বাড়ানোর পাশাপাশি সংখ্যার নিরিখেও বেশ খানিকটা এগিয়েছে রাজ্য। ২০১০-১১ সালে ৯,১০,০০০ কুইন্টাল বীজ উৎপাদন করা হয়েছিল। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে সেটাই বেড়ে হয়েছে ৯,৫৫,০০০ কুইন্টাল।



৪. সার

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৯-১০ সালে সারের দাম বিনিয়ন্ত্রণ করেছিল। বর্তমানে সারের দাম বাজারের উপর নির্ভরশীল। তার ফল হিসেবে সারের দাম একাধিকবার বাড়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন সরকার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন সার পৌঁছে দিতে পেরেছে। সেই সঙ্গে মুদ্রিত মূল্যের বেশি দামে যাতে কোথাও সার বিক্রি না-হয়, সেদিকেও কড়া নজর দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই ৯৮৪৫টি ক্ষেত্রে (আগের অর্থবর্ষে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২১২১) অভিযান চালিয়ে ৩৫৭টি (আগের অর্থবর্ষে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১) ক্ষেত্রে সাসপেন্ড, ১১৬টি ক্ষেত্রে (আগের অর্থবর্ষে এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য ভাবে ছিল শূন্য) সারের লাইসেন্স বাতিল এবং ২৭টি ক্ষেত্রে (আগের অর্থবর্ষে এই সংখ্যাটাও শূন্য ছিল) এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এ বছর ১৮টি ক্ষেত্রে (গত অর্থবর্ষে এই একটিও এমন ঘটনা ঘটেনি) বাজেয়াপ্ত করা, ৫২৬২ ক্ষেত্রে শো-কজের (আগের অর্থবর্ষে এই সংখ্যাটা ছিল ২৬২) ঘটনা ঘটেছে।

৫. জৈব সারের ব্যবহার

২০১০-১১'র তুলনায় ২০১১-১২ সালে জৈব সারের ব্যবহার লক্ষ্যণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জৈব সারের ব্যবহার ১,০২৫ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ১,১১০ মেট্রিক টন। অগ্যানিক ম্যানিওর ব্যবহার ৪০.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৪২.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। ভার্মি-কমপোস্টের ব্যবহার ২২.২০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ২৩.৮ লক্ষ মেট্রিক টন। কমপোস্টের ব্যবহার ৮৫.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৭.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। গ্রিন ম্যানিওরিং ৬.৪৫ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৮৫ লক্ষ হেক্টর।

৬. গুরুত্ব আরোপ

- **উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিকল্প চাষ**

ধান বা আলুর মতো প্রথাগত চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প চাষের দিকে ঝোঁকার ব্যাপারে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে সরকার। এর ফলে কৃষকরা আরও বেশি করে ন্যায্য মূল্য পাবেন বলে সরকার আশাবাদী। যে সব চাষে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি হল— ডাল, তৈলবীজ, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।

- **বীজের মান ও লভ্যতা বৃদ্ধি**

এই ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সিড সার্টিফিকেশন (বীজ শংসাপত্র প্রদান) ব্যবস্থাকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তেমন অন্য দিকে বীজ পরীক্ষার পরিকাঠামো এবং পর্যায়ক্রমে তার মান উন্নয়নে প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ল্যাটেরাইট সমৃদ্ধ লালমাটির এলাকাকে একটি 'সিড হাব' হিসেবে গড়ে তুলতে চায় রাজ্য সরকার।

- **কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি**

ডেমনস্ট্রেশন সেন্টার বা প্রদর্শন ক্ষেত্র (ডিসি) প্রসার ও কৃষকদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণের উন্নতির প্রয়াস করা হচ্ছে সর্বতো ভাবে।

৭. কৃষক উন্নতিকল্পে পদক্ষেপ

উপরি-উক্ত পদক্ষেপগুলির সুফল কৃষকদের কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে 'মিশন মোড' দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে:

- সহজ ঋণ ও বিমা
- মাটির গুণমান উন্নয়ন
- ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট মিশন
- বীজের গুণমান উন্নয়ন
- কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি
- ফসলের স্বাস্থ্যরক্ষা
- কৃষকদের জন্য পরামর্শ
- প্রতি বছর প্রতি ব্লকে সেরা কৃষকের জন্য **কৃষকরত্ন** পুরস্কার
- বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থা

৭. নীতিগত সিদ্ধান্ত

এর অংশ ও সরকারের নীতি নির্ধারণের অঙ্গ হিসেবে বেশ কিছু যোজনা প্রস্তাবিত রয়েছে বা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। তার কয়েকটি হল:

- ২০১১-১২ সালে ৬৭,০০০ হেক্টর জমিতে ২.২৫ লক্ষ কৃষককে নিয়ে ধান ও গমের জন্য ডিসি গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত, রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একটি করে **কৃষি উৎপাদন কেন্দ্র** গড়ে তোলা হবে। ডিসিগুলির আশপাশে মুল ও বিকল্প দু'ধরনের চাষের জন্যই এই কেন্দ্রগুলি খোলা হবে। এ বছরে ২.২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৬ লক্ষ কৃষককে নিয়ে ডিসি গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিসিগুলিতে থাকবে— ক) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় ১০০ শতাংশ কৃষক, খ) বিনামূল্যে শস্যবিমার সুবিধা, গ) বিনামূল্যে উন্নত মানের সাহায্য, ঘ) প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের তৎক্ষণাৎ পরামর্শ, ঙ) ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে মূল চাষের উৎপাদন কিনে নেওয়ার নিশ্চয়তা
- আরও অন্তত ১৫ লক্ষ কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হবে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ পাবেন কমপক্ষে ২৫ লক্ষ কৃষক। এ ছাড়াও কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়া শস্যবিমা, অ-বাণিজ্যিক শস্যে বিনামূল্যে সরকারি কভারেজ এবং আলুর ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেওয়া কভারেজ দেওয়া হবে কৃষকদের। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিমার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে গ্রাম পঞ্চায়েতে।
- মাটির মানোন্নয়নে বিশেষ প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ বছর জোরকদমে এই প্রয়াস চলবে, বিশেষত জোর দেওয়া হবে অম্লযুক্ত মাটির রাসায়নিক সংশোধনে। সারের ক্ষেত্রে এসএমএস-ভিত্তিক পরামর্শের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কৃষকদের জন্য। প্রয়োগে দক্ষতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে উন্নতি করা হবে। মাটির গুণগত মানোন্নয়নে মাটি পরীক্ষার পাশাপাশি, মাটিভিত্তিক পরামর্শের সঙ্গে যোগ করা হবে এফএমএস'কে (মোবাইল ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। বাড়বে পরিসরও।
- ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর পতঙ্গের উপর কঠোর নজরদারি চালানো হবে। শুরুও হয়ে গিয়েছে তার প্রাথমিক কাজ।
- কৃষকদের পরামর্শদাতাদের ভূমিকা সম্প্রসারিত হবে।
- ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডব্লিউএমপি)-এর অধীনে রাজ্য কৃষি দফতর একটি রাজ্যস্তরে নোডাল এজেন্সি গঠন করেছে। শুরুতে ৩.২৩ লক্ষ হেক্টর জমিকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরও ২ লক্ষ হেক্টর জমিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। সেই সঙ্গে খরাপ্রবণ এলাকায় অতি-ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা চালু করারও প্রয়াস নেওয়া হবে।
- প্রতিটি ব্লকে **ইমপ্লিমেন্টেশন হাব** গড়ে তোলার লক্ষ্যে যন্ত্র ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
- বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এবং কৃষকবন্ধুদের নিযুক্ত করে কৃষি সম্প্রসারণকে আরও মজবুত করতে হবে।
- কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়নে জেলাস্তরে কৃষি মহাবিদ্যালয় তৈরি হবে।
- কৃষি দফতরের সক্রিয়তায় আরও একাগ্রতা আনতে এগ্রিকালচারাল ডিরেক্টরেটের পুনর্বিন্যাস হচ্ছে।

*****

কৃষি বিপণন



সূচনা

বাজারের উপর নজরদারি, প্রয়োজন বুঝে হস্তক্ষেপ এবং উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য যাতে কৃষকের ঘরে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের সুষম বণ্টনের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করছে কৃষি বিপণন দফতর।

এই দফতরের প্রধান কাজগুলি হল:

১) বাজারের উপর নজরদারি এবং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ
২) নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মার্কেটিং বিভাগের মাধ্যমে নিজের খরচায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা।
৩) কৃষি বিপণন পরিকাঠামো তৈরি করা
৪) নতুন উদ্যোগ

- কৃষি বিপণন আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার
- বৃহৎ কৃষি বিপণন পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচি গ্রহণ।
- ভারপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির পুনর্গঠন।

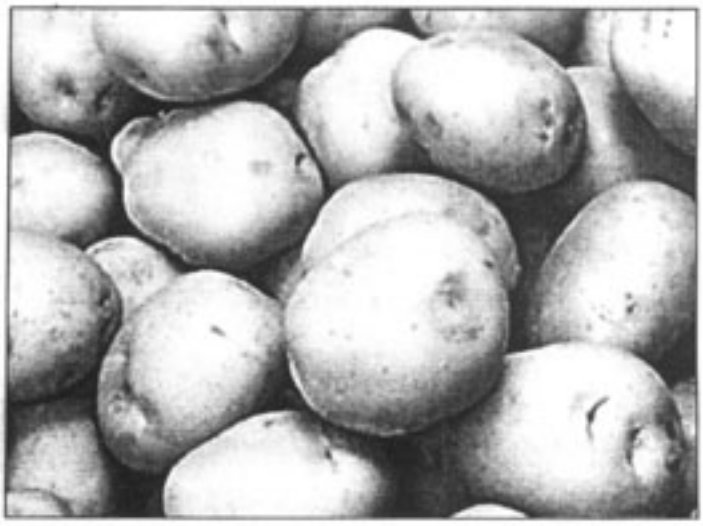
পরিকাঠামো

তথ্য সংগ্রহ ও হস্তক্ষেপ

কৃষিজ পণ্যের বাজারদর এবং বাজারে যে যে পণ্য আসছে, তার সম্পূর্ণ খতিয়ান জোগাড় করে নথিভুক্ত করা হচ্ছে ও অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে সেই তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টাল www.agmarketnet.nic.in-এও ।

আলু

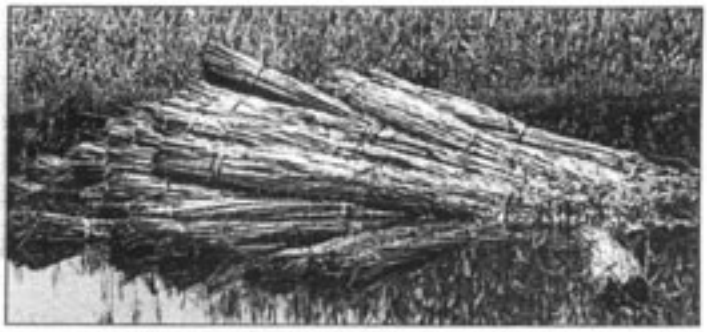
এ বছর আলুর উৎপাদন অতিরিক্ত হওয়ায় চাষিদের বিক্রয়ের সুবিধার্থে হিমঘরে আলু মজুত রাখার সময়সীমা একমাস বাড়ানো হয়েছে। সমুদ্রপথে আলু রফতানি বাড়ানোর ক্ষেত্রে নন-রেফার কন্টেনারের জন্য সরকার প্রতি কিলোগ্রাম আলুতে ২ টাকা দরে ভর্তুকি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। রেফার কন্টেনার হলে, এই ভর্তুকির পরিমাণ প্রতি কিলোয় ৩ টাকা। এর জন্য ২০১১-১২ সালে ৮ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।



পাট

জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে যে কোনও রকম কাঁচা পাট সংগ্রহের জন্য উৎসাহ দিতে ন্যূনতম মূল্যের উপরে প্রতি কুইন্টালে ১০০ টাকা করে অতিরিক্ত মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে।

- **আইআইটি (খড়গপুর), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিং এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের** সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন প্যাকেজিং মডেল, শুকনো ফুল প্রক্রিয়াকরণ বা উৎপাদকের 'নিজস্ব সংস্থা'র মতো একাধিক উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা উৎপাদকের পক্ষে লাভজনক।



নতুন উদ্যোগ

কৃষি বিপণন আইন সংস্কার

কৃষি বিপণন আইনকে আরও বেশি করে কৃষকবান্ধব করে তুলতে এপিএমসি আইন এবং হিমঘর আইন সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছে। এই সঙ্গে গুদাম আইনেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে গুদাম এবং হিমঘরের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই রশিদ গ্রাহ্য হবে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও।

হিমঘর

গত এক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৩৫টি বহুমুখী (আলু-সহ অন্যান্য কৃষিজ পণ্য) হিমঘর গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আরও ৪.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন স্টোরেজ স্পেস খুব শিগগিরই যোগ করা হবে। কৃষি বিপণন দফতর মোট ৬.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষিজ পণ্য ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৫১৪টি হিমঘরকে লাইসেন্স দিয়েছে।

কোল্ড চেন ম্যানেজমেন্ট

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট মার্কেটিং বোর্ড রাজ্যের বিভিন্ন আরএমসি'র আওতায় থাকা মার্কেট ইয়ার্ডে ৩৬টি বহুমুখী হিমঘর গড়ে তোলা হবে। ৩০টির নির্মাণ অচিরেই শেষ হবে। এই মার্কেটিং বোর্ড ইতিমধ্যেই ১২টি 'কন্ট্রোলড অ্যাটমোস্ফিয়ার রেফ্রিজারেটেড ভ্যান'-এর অনুমতি দিয়েছে, যার প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৩ মেট্রিক টন। এর ফলে ফলন পরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই ঠেকানো যাবে।

বিভিন্ন সংস্থা পুনর্গঠন

কলকাতার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'কলকাতা রেগুলেটরি মার্কেট কমিটি' এবং ধান-সহ বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য সরাসরি কৃষকদের থেকে কেনার জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন পর্ষদ'কে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

কিষাণ মান্ডি

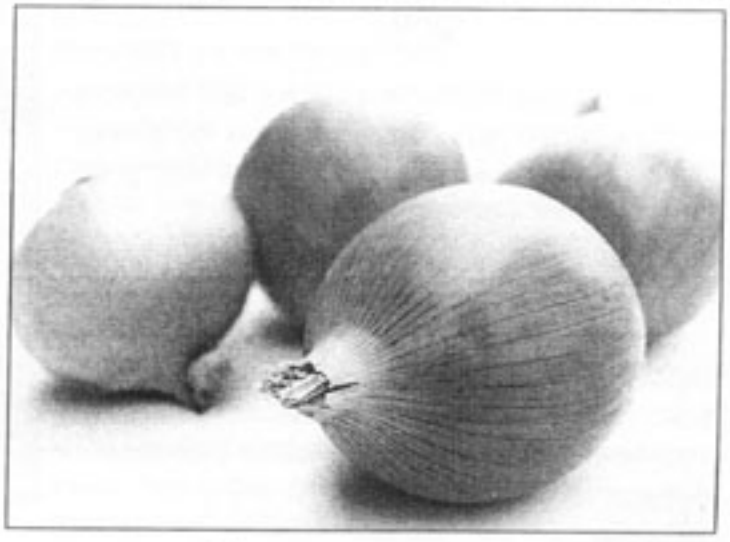
রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকেই কিষাণ মান্ডি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রথম ধাপে ১০০টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে কৃষকরা সরাসরি তাঁদের পণ্য বিক্রি করতে পারেন এবং সরকারও তাঁদের থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে ধান-সহ অন্যান্য কৃষিজ সামগ্রী কিনতে পারে। এ জন্য গত আর্থিক বছরের তুলনায় এ বছর চার গুণ বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বাঁকুড়া, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও উঃ ২৪ পরগনায় জেলাস্তরের মান্ডির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

প্রসেসিং ইউনিট

এপিইডিএ, ডিএসি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কৃষি বিপণন দফতর যৌথ উদ্যোগে শেওড়াফুলিতে একটি পট্যাটো ফ্লেক কারখানা গড়ে তুলছে।

রফতানি বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যশালী চাল তুলাইপাঞ্জি, গোবিন্দভোগ, কাটারিভোগ এবং কালোনুনিয়া প্রভৃতি চাল, যেগুলি স্বাদে-গন্ধে বাসমতী চালের সমতুল্য, সেই চালগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশ-বিদেশের বাজারে তা বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন পর্ষদ, নয়াদিল্লির বঙ্গভবন এবং মহাকরণে এই চালগুলি বিক্রির দু'টি স্টল খুলতে চলেছে। কলকাতা বিমানবন্দর এবং



দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরগুলিতেও একই ধরনের আরও চারটি স্টল খোলা হতে চলেছে অচিরেই।

পেঁয়াজ সংরক্ষণ

অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে হিমঘরে উদ্বৃত্ত পেঁয়াজ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য মূলত দু'টি, কৃষককে ন্যায্যমূল্য পাওয়ানো এবং ধীরে ধীরে পেঁয়াজ চাষের পরিসর বৃদ্ধি।

*****

প্রাণীসম্পদ বিকাশ



সূচনা

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর পশুপালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যমোচন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি পুষ্টির বিকাশেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এমনকী খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই পশুপালন থেকে অর্জিত আয় গ্রামাঞ্চলের মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। এই কাজও আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের বেশ কিছু স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে:

- দুধ, মাংস, ডিম প্রভৃতি উৎপাদন বাড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র নির্দেশাবলি মেনে দুধ, মাংস এবং ডিম সংরক্ষণ
- ডেয়ারি এবং পোলট্রি ব্যবসায় আরও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো

সাফল্য

হিমায়িত গো-বীজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ২০০৯-১০ সালে সংখ্যা ছিল ১৯.৬৪ লক্ষ, যা পরের বছর দাঁড়ায় ২০.২১ লক্ষে। কিন্তু ২০১১-১২ সালে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৭৩ লক্ষ। কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে ৩৪.০৫ লক্ষ গবাদি পশুর, যা আগের দু' বছরের তুলনায় বেশি। গত অর্থবর্ষে এই সংখ্যাটা ছিল ৩২.৮৯ লক্ষ। শাবক জন্মের সংখ্যা ২০১১-১২ সালে ১২.৫৭ লক্ষ, ১,০৬,৪৪৫টি বকনা বাছুরের জন্য সাহায্য করা হয়েছে, ৩৫,২০৩টি গবাদি পশুকে বিমার আওতায় আনা হয়েছে, মোট ১৬১.৭৮ লক্ষ গবাদি পশুর টিকাকরণ হয়েছে। বিভিন্ন ভেটেরেনারি ডিসপেনসারি, হাসপাতাল, হেল্‌থ ক্যাম্পে চিকিৎসা হয়েছে ১২১.৩৪ লক্ষ গবাদি পশুর। এ ছাড়াও ৩২ লক্ষ হাঁস ও মুরগির ছানা বিতরণ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

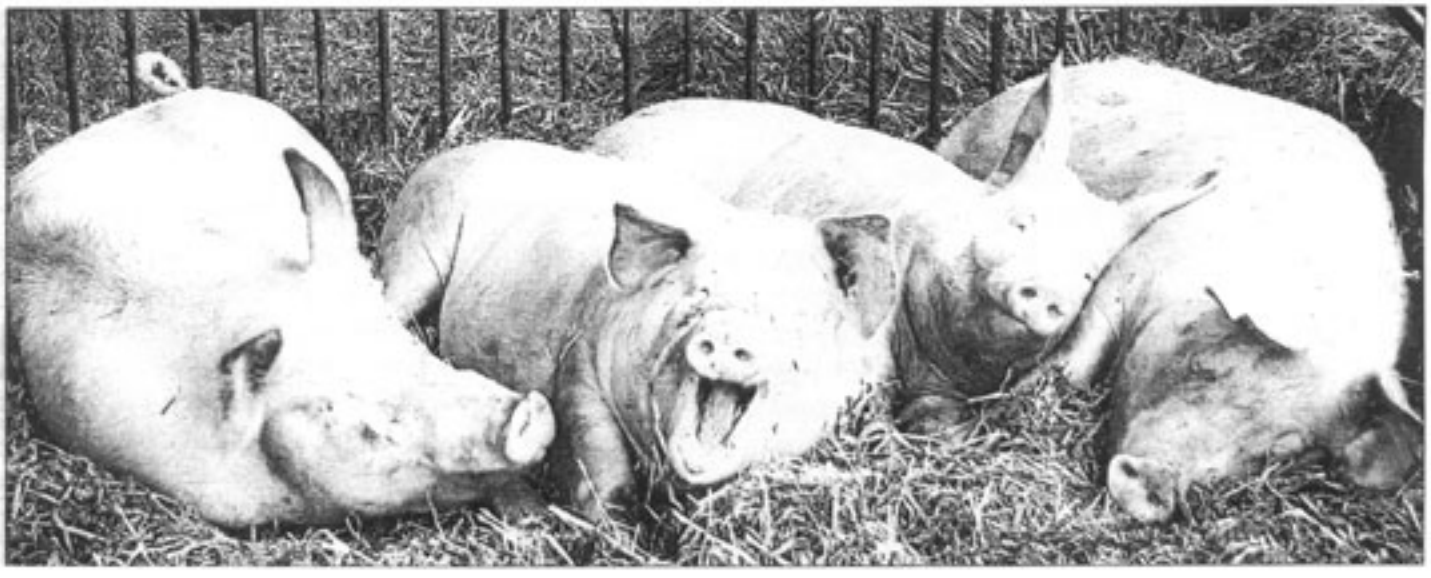
১. মাওবাদী অধ্যুষিত (এলডব্লিউই) ব্লকগুলিতে উন্নয়নমুখী কাজ:

রাজ্যের ২৩টি এলডব্লিউই ব্লককে বিশেষ উদ্যোগের আওতায় এনে উন্নয়নমুখী কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

- বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযানের আওতায় ১২টি ব্লককে আনা হয়েছে।
- ছাগল উৎপাদনের জন্য নজর দেওয়া হয়েছে ৫টি ব্লকে।
- বলদ প্রতিপালন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ৬টি ব্লককে।

এ ছাড়াও যে সব পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি হল—

- মাংস উৎপাদন বাড়াতে পশ্চিম মেদিনীপুরে নতুন পোলট্রি ফার্মের নির্মাণকাজ শুরু
- বাঁকুড়ার কোতুলপুরে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট (একটি বিপন্ন প্রজাতির



ছাগল) ব্রিডিং স্টেশনের আধুনিকীকরণ।

২. মাদার ডেয়ারি কলকাতা:

- গ্রামস্তরের দুগ্ধ সমবায়গুলি (ওয়েস্ট বেঙ্গল মিল্ক প্রোডিউসার্স ফেডারেশন লিমিটেডের মাধ্যমে) থেকে টাটকা দুধ সংগ্রহ ছাড়াও হুগলি, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে মাদার ডেয়ারি দুধ সংগ্রহ শুরু করেছে। এর ফলে মাদার ডেয়ারির দৈনিক দুধ সংগ্রহের পরিমাণ দিনপিছু ৮০,০০০ লিটার থেকে ২ লক্ষ লিটার হয়েছে।
- 'মা শক্তি' নামে গোরুর দুধ, টোনড দুধ, কোলেস্টেরল-মুক্ত দুধ, ফুলক্রিম দুধ বাজারে এনেছে। এ ছাড়াও ফ্লেভারড ইয়োগার্ট, মিষ্টি দই, পনির, ঘি, এমনকী পানীয় জল পর্যন্ত বাজারে এনেছে মাদার ডেয়ারি। এ ধরনের বহুমুখী ব্যবসার ফলে লোকসানের রাস্তা ছেড়ে লাভের মুখ দেখেছে মাদার ডেয়ারি। মার্চ ২০১২-তে লাভ হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা।

৩. হিমুলকে শক্তিশালী করা:

- হিমুলের অধীনে প্রাথমিক স্তরে দুগ্ধ উৎপাদকদের বকেয়া এবং অন্যান্য খাতে বেশ কিছু বকেয়া বাবদ হিমুলকে মোট ৪.৯৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের আওতায় ৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে হিমুলকে।

৪. বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযান:

- গবাদি পশু প্রতিপালন এবং দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে এই প্রকল্প ৫টি ব্লক থেকে বাড়িয়ে ৬২টি ব্লকে প্রসারিত করা হয়েছে।

৫. বকনা বাছুর প্রতিপালন:

- বাছুর মৃত্যুর হার কমাতে ২০১১-১২'য় বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযানের আওতায় কাজ চলছে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সব বকনার স্বাস্থ্য কভারেজ, পুষ্টিগত সহায়তা ও বাধ্যতামূলক বিমা দেওয়া সম্ভব হবে এর মাধ্যমে।

৬. পরিকাঠামো উন্নয়ন:

- ১৯টি ব্লকে বিএলডিও এবং বিএএইচসি অফিস ভবন গঠন।
- কোচবিহার, শিলিগুড়ি এবং বর্ধমানে ভেটেরেনারি পলিক্লিনিক চালু।
- বেলগাছিয়ায় ৫০ শয্যার কৃষক হস্টেল তৈরি।
- বর্ধমানের কুসুমগ্রামে দৈনিক ৪,০০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এই ইউনিটগুলি থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। এবং উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপার ইউনিটটি সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর, সবং এবং তালিভাটায় দৈনিক ৫০০০ লিটার দুধ রাখার জন্য কুলার বসানো হয়েছে।
- উত্তর ২৪ পরগনার ডাকবাংলো এবং গোপালনগরে দৈনিক ৪০০০ লিটার দুধ রাখার কুলার বসানো হয়েছে।
- একই রকম কুলার বসানো হয়েছে হাওড়ার আমতা, নদিয়ার তেহট্ট এবং পুরুলিয়ার দেউলিতে।
- বহরমপুরের ফিডার ডেয়ারির সম্প্রসারণ এবং পুনর্গঠন।
- শালবনিতে গবাদি পশুর খাদ্য প্রস্তুতকারক মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ১১,৮০০ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ১৭,৭০০ মেট্রিক টন করা হয়েছে।
- কল্যাণী ফিড মিলিং প্ল্যান্টে ৫০০ মেট্রিক টন ক্ষমতার দু'টি 'সাইলো' তৈরি হয়েছে।

*****

অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ



সূচনা

অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের প্রধান দায়িত্বই হল তফশিলি জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত মানোন্নয়ন। এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে নতুন সরকার গত একবছরে বেশ কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছে সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে। প্রশাসনিক সংস্কারের মূল লক্ষ্যই ছিল, তফশিলি জাতি-উপজাতি ও অন্য অনগ্রসর শ্রেণির অভাব-অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার সাধন এবং উপকৃতদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা। সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রকে (সিআরআই) এর জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। সমাজের নিম্নবর্গের ক্ষমতায়নের জন্য শুরু হয়েছে নতুন নতুন প্রকল্প, যার লক্ষ্য ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতার বিকাশ এবং কর্মশিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ।

বরাদ্দ খরচ

- গত অর্থবর্ষে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ৯২ শতাংশই ব্যয় করেছে সরকার। এ তথ্য এ জন্য তাৎপর্যপূর্ণ যে, তার আগের দু'টি অর্থবর্ষে এর চেয়ে অনেক কম টাকা খরচ করেছিল তৎকালীন সরকার। ২০১০-'১১ সালে যা ব্যয় করা হয়েছিল এই খাতে, তার মধ্যে শুধু তফশিলি জাতির জন্যই গত আর্থিক বছরে ৮৫ শতাংশ বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ২০০৯-'১০ এবং ২০১০-'১১ সালে দফতর এই খাতে যেখানে যথাক্রমে ২৮৪.০৪ কোটি ও ২৭০.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করেছিল, সেখানে ২০১১-'১২ অর্থবর্ষে খরচ করা হয়েছে ৫০৩.৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২০১০-'১১ সালে যেখানে ৫৮২.৮৯ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল, সেখানে ২০১১-'১২ সালে খরচ করা হয়েছে ৮৪১.০৬ কোটি টাকা।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) অতিরিক্ত তালিকা

- ৪৭টি সম্প্রদায় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন করেছে, তাদের সমীক্ষা শুরু হয়েছে। রিপোর্টও জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৪৪টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা হচ্ছে, কোন সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়ার নিরিখে কোন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যাতে ক্যাটেগরি-ক (অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া) এবং ক্যাটেগরি-খ (পিছিয়ে পড়া) সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে তাদের জন্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমানে ১০৮টি সম্প্রদায় ওবিসি তালিকাভুক্ত যার মধ্যে ৫৬টি 'ক' এবং ৫২টি 'খ' ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত।

জাতিগত শংসাপত্র দ্রুত প্রদান

- এই সব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষ যাতে দ্রুত এবং সমস্যাহীন পদ্ধতিতে জাতিগত শংসাপত্র পান, তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সময়সীমা ৮ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে দরখাস্ত দেওয়ার ৪ সপ্তাহের মধ্যে আনা হয়েছে। এছাড়াও, দরখাস্তের ফর্মটি আট পাতা থেকে কমিয়ে দু' পাতায় আনা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর— এই সাতটি জেলায় অনলাইন পদ্ধতিতেও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ২০০৯ ও ২০১০ সালে এই সংখ্যাটা যেখানে ৩,২৮,৬৯৪ এবং ৪,৮২,৯৬২ ছিল, সেখানে ২০১১ সালে ৬,০০,২১০টি জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা।

শিক্ষা প্রকল্পের রূপায়ণ

- অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের আওতায় উচ্চশিক্ষায় তফশিলি জাতি, উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা যাতে সুযোগ-সুবিধা পান, তার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প আছে। তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্পটি হল 'পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ।' প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় স্কলারশিপ হিসেবে। নতুন সরকার চলতি আর্থিক বছরে ৬.৯৯ লক্ষ তফশিলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২৪৩.৪৫ কোটি টাকা এবং ৭৫,৬০০ তফশিলি উপজাতির ছাত্রছাত্রীর জন্য ২৯.১৭ কোটি টাকা খরচ করেছে। গত বছর এই হিসেবটা ছিল— ২.৭০ লক্ষ তফশিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৭০.৭৫ কোটি টাকা এবং ২৭,৮০০ তফশিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৮.৮৮ কোটি টাকা। ২০০৯-'১০ এবং ২০১০-'১১ সালে যেখানে বিগত সরকার এই খাতে ২২৯.৩৮ কোটি এবং ২১৮.৭৭ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছিল, সেখানে নতুন সরকার ২০১১-'১২ সালে ব্যয় করেছে ৪২৪.৭১ কোটি টাকা।
- এর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাঋণ দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিক্যাল/এমবিএ/নার্সিং ট্রেনিং ইত্যাদি পেশাদারি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য তফশিলি জাতির ছাত্রছাত্রী, যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন, তাঁদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫ লক্ষ। সুদও অত্যন্ত কম। চলতি আর্থিক বছরে নতুন সরকারের কার্যকালে ওয়েস্ট বেঙ্গল এসসি/এসটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনানশিয়াল কর্পোরেশন-এর পক্ষ থেকে ৮৪ জন তফশিলি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাঋণ বাবদ ২.১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ প্যাকেজ

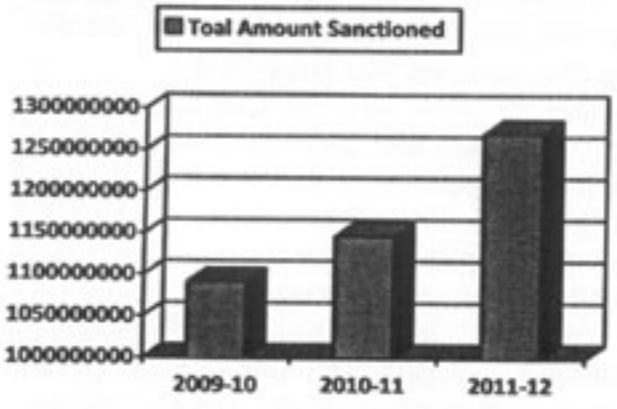
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই মাওবাদী অধ্যুষিত রাজ্যের তিনটি জেলার জঙ্গলমহলের ২৩টি ব্লকে নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের প্রত্যেককে বাইসাইকেল দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই সাইকেল দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতেই সকলকে সাইকেল দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন ব্লকের ছাত্রীদের মধ্যে মোট ৩৯,৮৯৩টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

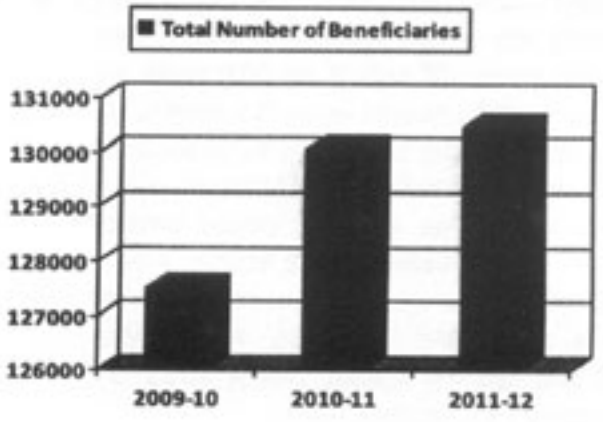
আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প

- ডব্লিউবিটিডিসিসি লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ৪,৮৩০ জন শিক্ষানবিশকে দক্ষতার মানোন্নয়ন, নেতৃত্ব এবং কর্মোদ্যোগী করে তোলার মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ন' হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছে মাইক্রো ক্রেডিট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

আর্থিক ভাবে দুর্বল ওবিসি ও সংখ্যালঘু ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য

- উচ্চশিক্ষায় ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের কয়েকটি স্কিম চালু রয়েছে। অন্যতম জনপ্রিয় স্কিমটি হল 'পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ'। নতুন সরকার ৫৪,২০০ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ বাবদ ৭.৬৬ কোটি টাকা খরচ করেছে। গত বছর ২৬,৩৫২ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ৩.৭১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিক্যাল/এমবিএ/নার্সিং ট্রেনিংয়ের জন্য অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন,





তাঁদের বিশেষ ঋণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫ লাখ টাকা এবং সুদের হার সামান্য। চলতি আর্থিক বছরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৩৬ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাঋণ বাবদ ১৯.৯৪ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং ও জঙ্গলমহল

- জঙ্গলমহল এলাকার দরিদ্র আদিবাসী মানুষদের কাছ থেকে কেন্দুপাতা ক্রয়ের জন্য ডব্লিউবিটিডিসিসি কর্তৃক লার্জ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং প্রোডাক্ট সোসাইটিকে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, কেন্দুপাতার দাম প্রতি চট্টা (২.৫ কেজি) ৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও, ভারতীয় সংবিধানের ২৭৫(১) ধারা অনুসারে জঙ্গলমহল এলাকার মানুষের উন্নয়নে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত সুবিধা প্রকল্প

- ২০১১-১২ সালে তফশিলি জাতির ক্ষেত্রে ৪৭,৩০০ জনের জন্য খরচ করা হয়েছে ৪৭৩০ লক্ষ টাকা। তফশিলি উপজাতির ১৮৭০২ জনের ক্ষেত্রে খরচ করা হয়েছে ১৮৭০ লক্ষ টাকা।

পরিকাঠামো উন্নয়ন

- এই সব অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়ন বাবদ ইতিমধ্যেই ৭৪.৯৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। মোট ৮৭৭টি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র সেচ, পানীয় জল প্রকল্প, রাস্তা-ঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, হস্টেল বাড়ি তৈরি প্রভৃতি। এই সব প্রকল্পে ভারতীয় সংবিধানের ২৭৫(১) ধারা অনুযায়ী এই সব এলাকার জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য মিলেছে। ২০১১-১২ সালে, ২০.৯৬ কোটি টাকায় ২১৩টি হস্টেল তৈরি, পুনর্গঠন, মেরামত এবং সংস্কার করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

- দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী উপজাতি পরিবারগুলিকে মাসিক ১০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়ার প্রকল্প রয়েছে, যার অধীনে ২০১১-১২ সালে মোট ১২৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ১,৩০,৪৬৩ জন আদিবাসীকে যাঁদের বয়স ৬০ বা তার বেশি।

ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলের মানোন্নয়ন

- তফশিলি জাতি-উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনার আওতায় ছেলেদের ৬টি এবং মেয়েদের ৬টি হস্টেল করার জন্য অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে ২০১১-১২ সালে। ছেলেদের হস্টেলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩,৪৯,৫০,২০০ টাকা। মেয়েদের হস্টেলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১,৯৯,৮৩,৪০০ টাকা।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

- অনগ্রসর জাতি-উপজাতিদের মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে

এই দফতর অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে। ঝুমুর, গম্ভীরা, বাউল, ভাটিয়ালি, কবি-গান, পুতুলনাচ, ছৌ, সারিগান, নৌ-বাইচ, দারুশিল্প, কাঁথাশিল্পর অন্তর্ভুক্তি এবং ১৮৭৩-র সাধারণ ধর্মঘটকে আত্মসম্মান এবং আইনের চোখে সমানতার আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে দফতরের 'রুলস অফ বিজনেস' সংশোধিত করা হয়েছে। এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসার দশম শ্রেণির পরীক্ষা, আইসিএসই, সিবিএসই-র কৃতী পরীক্ষার্থীদের (অনগ্রসর) জন্যও ড. বিআর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হবে। ড. বিআর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া, ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, গুণিজন সংবর্ধনা, শ্রী শ্রী ঠাকুর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ স্মৃতি পুরস্কার, চা-উৎসব, আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব ইত্যাদি সফল ভাবে গত অর্থবর্ষে আয়োজিত করা হয়েছে।

দফতরের কাজ আরও স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল ভাবে করতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। দফতরের সব কাজকর্মের খতিয়ান *www.anagrasarkalyan.gov.in* ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজের সব শ্রেণি থেকে মতামত এবং পরামর্শ নেওয়ার রাস্তা খোলা থাকছে, যাতে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কল্যাণে দফতর আরও সক্রিয় ও সফল ভাবে কাজ করতে পারে।

গত এক বছরে বিলি বা বিতরণ পদ্ধতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে এই দফতর। দ্রুত বিলি-বণ্টন, নজরদারি, সময়মতো রিপোর্ট জমা দেওয়া-নেওয়া এবং আরও বেশি করে তফশিলি জাতি-উপজাতি-ওবিসি'দের কাছে পৌঁছনই এই প্রশাসনিক পরিবর্তনের মূল মন্ত্র। কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মানবসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বাড়ানো এবং প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আম্বেদকর সেন্টার ফর এক্সেলেন্স

- কলকাতায় আম্বেদকর সেন্টার ফর এক্সেলেন্স গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি জেলায় যার শাখা থাকবে। তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাগত এবং দক্ষতা উন্নয়নের কাজকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এ ছাড়াও বহুমুখী প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এই কেন্দ্রটি।

অলচিকি ও দার্জিলিং-এর স্থানীয় ভাষার প্রসার

- রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাঁওতাল অ্যাকাডেমির পরিচালন কমিটি পুনর্গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অ্যাকাডেমির অন্যতম প্রধান কাজ হবে অন্যান্য কাজের সঙ্গে অলচিকি ভাষার প্রসার ঘটানো।

উত্তরবঙ্গ সেচ সমবায় প্রকল্প

- তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষের কাছে সেচ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সফল একটি প্রকল্প। জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে ১০০০টি ইউনিটে (জেলাপ্রতি ৫০০টি) এই প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে **ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউলড ক্লাস অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশনের** অধীনে। ইউনিট পিছু প্রকল্পের খরচ হচ্ছে ৮০,০০০ টাকা, যার মধ্যে এনএসএফডিসি দিচ্ছে ৩০,০০০ টাকা ঋণ, এসসিএ থেকে এসসিপি ভর্তুকি হল ৪০,০০০ টাকা। উপভোক্তাকে দিতে হবে মাত্র ১০,০০০ টাকা। এনএসএফডিসি ঋণ মেটাবে রাজ্য সরকার, যার বছরপ্রতি সুদের হার হল ৩ শতাংশ।

কৃষি-শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র

- আরও একটি নতুন প্রকল্পের তালিকায় রয়েছে কৃষি-শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র। বনগাঁ মহকুমা সদরে এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে স্থানীয় তফশিলি জাতিভুক্ত কৃষিজীবী মানুষের কাছে বিভিন্ন তথ্য এবং সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি একটি নতুন প্রকল্প।

প্রাক আইএএস-ডব্লিউবিসিএস প্রশিক্ষণ

- দরিদ্র অথচ মেধাবী তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের প্রাক আইএএস এবং ডব্লিউবিসিএস প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি উদ্যোগে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমন প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম।

ইংরেজি শিক্ষা ও কমপিউটার প্রশিক্ষণ

- নতুন সরকারের জনমুখী নতুন প্রকল্পের তালিকায় আরও একটি সংযোজন হল দূরশিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কাছে ইংরেজি শিক্ষা এবং কমপিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ পৌঁছে দেওয়া। এ জন্য কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আম্বেদকর সেন্টার ফর এক্সেলেন্স থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইংরেজির পাশাপাশি স্প্যানিশ শেখানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

মেধা পরীক্ষা

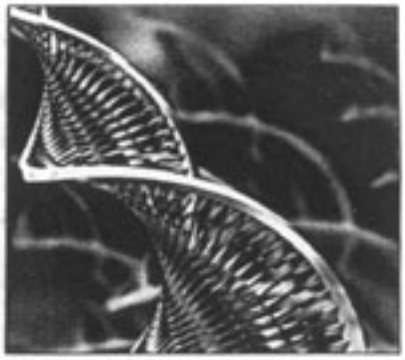
- তফশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের যাতে তৃণমূল স্তর থেকেই গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পেশাদার সংস্থার মাধ্যমে স্কুল পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ এবং একই সঙ্গে মেধা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে স্কুল পাশ করে বেরোনোর পর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ কেরিয়ার সম্পর্কিত একটা ধারণা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

কমপিউটার প্রশিক্ষণ

- মোট ২.৯৬ কোটি টাকা (ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির টাকা সহ) খরচ করে 'ইসিআইএল-ইসিআইটি'-এর মাধ্যমে ৬৬টি কেন্দ্র থেকে ২০০০ তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ডোয়েকের ও-লেভেল ট্রেনিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

*****

জৈব প্রযুক্তি

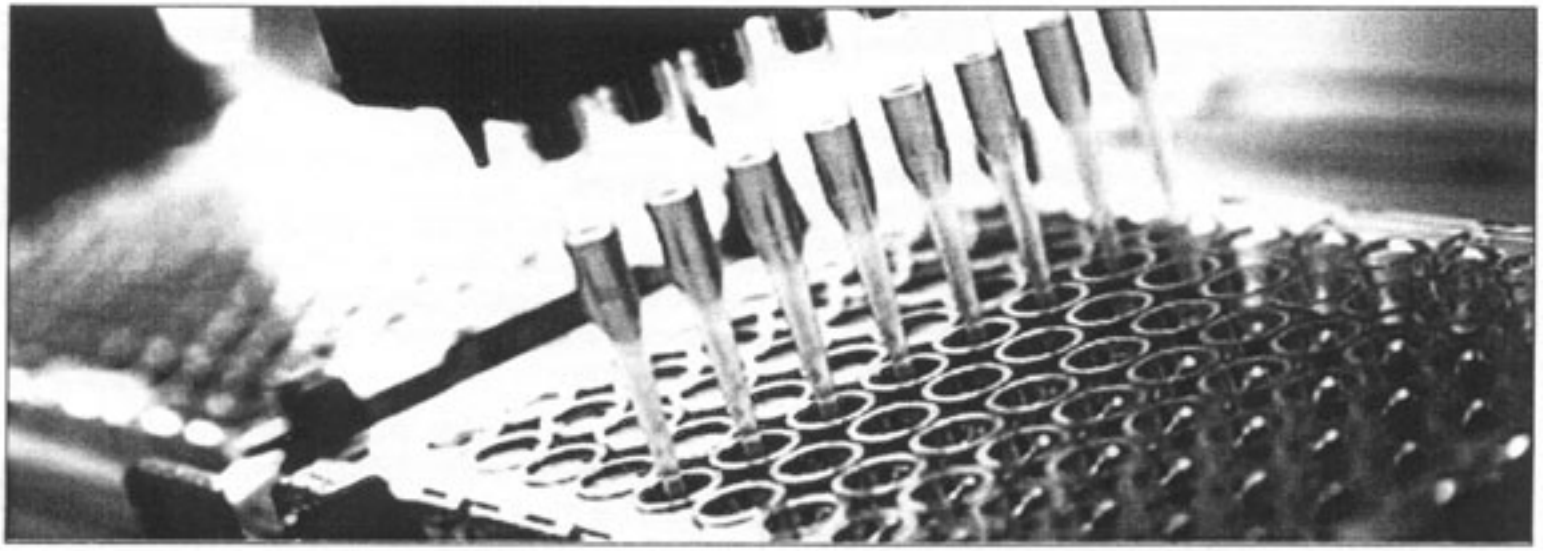


সূচনা

পশ্চিমবঙ্গের বিপুল জীববৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধ প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের ষোলো আনা সদ্ব্যবহার করাই লক্ষ জৈব প্রযুক্তি দফতরের। হিমালয় থেকে তরাইয়ের ক্রান্তীয় অরণ্য, গাঙ্গেয় সমতল থেকে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ— এই রাজ্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যে। এই দফতর বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়নমুখী প্রকল্প এবং সর্বজনীন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য করেছে। অর্থ সাহায্য করা হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজেও। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষ, যাঁরা তৃণমূলস্তরে রয়েছেন, তাদের কাছে জৈব প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিতে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও মানচিত্রের মাধ্যমে রাজ্যের জৈব উপাদানের সঠিক ব্যবহার
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি
- জৈব প্রযুক্তির গবেষণা ও বিকাশের জন্য সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার
- রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার তৃণমূলস্তরেও ছড়িয়ে দেওয়া
- গ্রামীণ শিল্পকে রাজ্যস্তরে পৌঁছে দিতে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহদান
- জ্বালানি ক্ষেত্রে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে জৈব জ্বালানির ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির জোগানকে সুনিশ্চিত করা
- জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রাজ্যে চাকরির সম্ভাবনা বৃদ্ধি
- জৈব প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে কারিগরি সহায়তার জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণ
- পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক বায়োটেক পার্ক স্থাপন
- জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের মানোন্নয়ন
- তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তথ্যভাণ্ডারের সম্প্রসারণ
- 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস', 'বায়োসেফটি' এবং 'বায়ো এথিকস'-এর স্বার্থরক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব প্রদান
- জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন সরকারি দফতর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন
- জৈব প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা
- জৈব প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ নিয়ে আসা
- জৈব প্রযুক্তির কোম্পানিগুলির জন্য সহজে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা
- জৈব প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের জন্য ভাতা ও আর্থিক ছাড়ের ব্যবস্থা করা



উপরের লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সাংগঠনিক রূপরেখা নির্মাণ

জৈব প্রযুক্তি দফতরের জন্য ২০০৯-১০ সালে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০১০-১১ সালে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০১১-১২ সালে ১৩.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রকল্প

২০ মে ২০১১ নতুন সরকার তার যাত্রা শুরু করেছিল। গত একবছরে রাজ্যবাসী সেই সরকারের কাজের গতি এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারা চাক্ষুষ করেছে। রাজ্য সরকারের এমনই কয়েকটি প্রয়াস এবং লব্ধ ফলের বিবরণ নিম্নলিখিত।

- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাকারী সংস্থাগুলিকে অর্থ সাহায্য করে থাকে রাজ্য সরকার। বর্তমানে রাজ্য সরকার দ্বারা অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত ১৫টি প্রকল্প চলছে। আরও দু'টি প্রকল্প আসছে।
- গ্রামীণ জৈব প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর-১ ব্লকের মতো উপজাতি অধ্যুষিত এবং উপদ্রুত এলাকায় জৈব প্রযুক্তির ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং লাক্ষা চাষের মতো প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগরে 'ওমেনস টেকনোলজি পার্কে' নিমপিঠের বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ বায়োটেকনোলজির উদ্যোগে, গাছের টিস্যু কালচার সম্পর্কিত গবেষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে।
- সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে কলকাতা বায়োটেক পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন গবেষণার কাজ এবং তার সুফল হাতে-কলমে করে দেখিয়ে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে এই কর্মসূচিকে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। আট কোটি টাকা সরকারি বিনিয়োগে এখানে একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার গঠন করা হয়েছে। ট্রিপল-টিওএফ নামে সর্বোন্নত প্রযুক্তির প্রোটিওমিক্স যন্ত্রপাতি আনানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'ড. বিসি গুহ সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি'র তত্ত্বাবধানে কলকাতা বায়োটেক পার্কে একটি বায়ো ইনকিউবেশন ইউনিট গঠন হয়েছে। এখানে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।
- 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডে'র অধীনে জৈব প্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও ছাত্রদের শিল্প-প্রস্তুত করে তোলার জন্য একটি স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বলিষ্ঠ জনসংযোগের দৌলতে, গবেষণা ও বিকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন বায়োটেক কোম্পানি কলকাতার বায়োটেক পার্কে তাদের শাখা খোলার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে। তিনটি কোম্পানি ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য অপেক্ষারত এমন কোম্পানির সংখ্যা এই মুহূর্তে ১০। আশা করা হচ্ছে, চলতি বছর অক্টোবরের মধ্যেই পার্ক ভর্তি হয়ে যাবে।
- 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডে'র অফিস ইতিমধ্যেই সল্টলেকে তাদের নিজস্ব ভবনে উঠে এসেছে। শিল্পতালুকের কাছেই এর অবস্থান। এর অর্থ, জৈব প্রযুক্তিনির্ভর সংস্থাগুলির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।

*****

অসামরিক প্রতিরক্ষা



সূচনা

যে কোনও দুর্যোগে সবচেয়ে কম সম্ভাব্য সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের কর্মীরা। দুর্যোগের প্রাবল্য ও প্রতিক্রিয়ার সময়ের মধ্যে যে সামান্য ফারাক, সেটাই এই দফতরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অসামরিক প্রতিরক্ষার বিভিন্ন অংশকে সমান ভাবে দক্ষ করে তুলে দুর্যোগের আঘাত ন্যূনতম করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এই দফতর।

বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার

২০০৯-১০ সালে ৩.৭৮ কোটি, ২০১০-১১ সালে ২.৩১ কোটি এবং ২০১১-১২ সালে ৭.৭৩ কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য থেকেই স্পষ্ট, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এই দফতরকে।

সাফল্য ও পরিকল্পনা

- অসামরিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে চলতি আর্থিক বছরে একাধিক প্রকল্প নিয়েছে যাতে দফতরের বিভিন্ন শাখা আরও মজবুত হয় এবং জনসচেতনতা ও উদ্ধারকার্য আরও দ্রুততার সঙ্গে করা যায়। আমরা রাজ্যের চারটি দুর্যোগপ্রবণ ব্লকে (যথা হুগলির পুরশুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর-১ এবং উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট-১) ইতিমধ্যেই সিভিল ডিফেন্স রেসকিউ সেন্টার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছি। এই ব্লকগুলিতে উদ্ধারকারী দল, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ওয়ার্কশপ সব সময় প্রস্তুত থাকবে যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য।
- গত এক বছরে আমরা আসানসোল (শিল্পজাত দুর্যোগ সামনে রেখে) এবং শিলিগুড়ি (হড়কা বান এবং ধস সামনে রেখে) দু'টি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি সিভিল ডিফেন্স রেসকিউ সেন্টার চালু করেছি। এখানেও উদ্ধারকারী দল প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে সব সময় প্রস্তুত আছে।
- ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১২-তে আসানসোলে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সিভিল ডিফেন্স রেসকিউ সেন্টারটির উদ্বোধন হয় দফতরের মাননীয় মন্ত্রী, আইনমন্ত্রী এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়রের উপস্থিতিতে। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২-তে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হয় নকশালবাড়ির কেন্দ্রটি।
- ২০১২-১৩ সালে আমরা মালদার বৈষ্ণবনগর, কোচবিহারের তুফানগঞ্জ, পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে এ ধরনের কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা করেছি। এ ছাড়াও সবক'টি জেলা সদরে কুইক রেসপন্স টিম প্রস্তুত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- যে কোনও অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের মোকাবিলায় জেলাস্তরে পরিকাঠামোকে অত্যাধুনিক সরঞ্জামে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সিভিল ডিফেন্স রেসকিউ সেন্টার চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।
- এর ফলে স্পিড বোট বা অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য জেলাগুলিকে আর কলকাতার উপর নির্ভর করতে হবে না। এ ছাড়াও এই



কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনে নিকটবর্তী জেলায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে অতি অল্প সময়ে।

- অসামরিক প্রতিরক্ষা ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে দফতর বরাদ্দ করা ৫.২১ কোটি টাকার পুরোটা ব্যবহার করেছে সেই ১০টি জেলায় যেগুলি 'মাল্টি হ্যাজার্ড ডিস্ট্রিক্ট' হিসেবে পরিচিত, যেমন— দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এবং কলকাতা। কাঠ কাটার জন্য বুলেট চেন স', ধাতু বা কংক্রিট কাটার জন্য সার্কুলার স', টেলিস্কোপিক ৪০ ফুট অ্যালুমিনিয়াম ল্যাডার, হাইড্রলিক জ্যাক, কাম ল্যাঙ্গ, রোটারি হ্যামার ড্রিল, পাওয়ার অ্যাসেন্ডার্স অ্যান্ড ডিসেন্ডার্স, রোপ স্ট্রেচার, ট্যান্ডেম ও সিঙ্গল পুলি, সিবিআরএন ম্যাশ, ফায়ার এন্ট্রি স্যুটের মতো অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এই জেলাগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এই সরঞ্জামগুলি বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছ থেকে কেনা হয়েছে।
- অসামরিক প্রতিরক্ষাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পঞ্চায়েত পিছু অন্তত ১০ জন এবং পৌরসভা পিছু ১৫ জন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। কলকাতায় এই লক্ষ্যমাত্রাটা ওয়ার্ডপিছু ৫০। কলকাতায় প্রতি ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই ১০ ওয়ার্ডে সে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কলকাতা এবং জেলায় প্রশিক্ষণ চলছে।
- উদ্ধারকার্যে গতি আনতে এই দফতর ৪টি উদ্ধারকারী গাড়ি এবং ৩টি অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত রেখেছে। এর মধ্যে ২টি উদ্ধারকারী গাড়ি এবং একটি অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হয়েছে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জন্য। একটি উদ্ধারকারী গাড়ি এবং একটি অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হয়েছে আসানসোলে, যেখান থেকে বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে কাজে লাগানো যাবে। এবং একটি উদ্ধারকারী গাড়ি ও একটি অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হয়েছে শিলিগুড়িতে সমগ্র উত্তরবঙ্গের জন্য। এই উদ্ধারকারী গাড়িগুলিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছাড়াও একসঙ্গে ১৫-২০ জন উদ্ধারকারী যেতে পারেন।
- দুর্যোগপ্রবণ জেলাগুলির অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবীদের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করা হচ্ছে যাতে যে কোনও প্রয়োজনে তাঁদের 'ফার্স্ট রেসপন্স টিম' হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- কলকাতা ওয়ার্ডেন সার্ভিসকে আরও কার্যকরী করে তুলতে প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৫০ জনকে (সংশ্লিষ্ট পদে যোগ্য পুরুষ ৩০ জন এবং মহিলা ২০ জন) অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিয়োগ করা হবে, যাতে জরুরি সময়ে তাঁদের 'স্ট্যান্ডবাই' হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন এই স্বেচ্ছাসেবীরা। তাই কর্তব্যরত অবস্থায় তাঁদের দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিমার ব্যবস্থা করার কথা ভাবছে নয়া সরকার।
- দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই দফতরের সাইরেন বিকল হয়ে আছে। কলকাতা-সহ ৩১টি জায়গার সাইরেনগুলিকে ধাপে ধাপে ফের চালু করা হচ্ছে। জরুরি অবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।
- রাজ্যের ১০৫টি দুর্ঘটনাপ্রবণ ব্লকে পর্যায়ক্রমে ৪৫টি সিভিল ডিফেন্স রিসোর্স সেন্টার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- দমকল বিভাগের সঙ্গে অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবীদের আটটি ব্যাচে (প্রতিটিতে ৩০ জন সদস্য) সাত দিনের যৌথ মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে।

*****

শিল্প ও বাণিজ্য



একনজরে

- গত এক বছরে রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা, যাতে তিন লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উদ্যোগপতিদের উৎসাহের দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পের জমি শিল্পের স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ও নানা প্রকার শিল্পোদ্যোগে প্রয়োজনীয় উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি রাখার বিষয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে অনুমতি প্রদানের জন্য ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ ওয়াই, ১৪ জেড সহ সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি সংশোধন করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাণিজ্য প্রস্তাবের ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য এক জানালা ব্যবস্থা 'শিল্পসাথী'-র উদ্বোধন করা হয়েছে। অতীতের ৯৯ পৃষ্ঠার ফর্ম পূরণের বদলে মাত্র ৭ পৃষ্ঠার একটি ফর্ম প্রবর্তন করা হয়েছে।
- গত ১৩ এপ্রিল, ২০১২-তে বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় ট্রান্স-দামোদর খোলা-মুখ কয়লাখনি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী।
- বালি, কাঁকড়, মোরাম ইত্যাদি গৌণ খনিজদ্রব্যের লিজ প্রদানে স্বচ্ছতা আনতে ও রাজস্ব বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ মাইনর মিনারেল বিধিতে পরিবর্তন এনে নিলামের মারফত বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৫ সালের পর প্রথম নিলামের মাধ্যমে গ্রানাইট উত্তোলনের লিজ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সর্বপ্রথম রাজ্যে শিল্প নিয়ে কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখানে বণিকসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সচিবদের নিয়মিত বৈঠক হয়।
- গহনা ও মূল্যবান রত্নশিল্পে ২৫ শতাংশ রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ফেব্রুয়ারি ২০১২-য় হাওড়ার ফাউন্ড্রি পার্কের ফেজ-১ ও সাঁকরাইলের জরি হাবের উদ্বোধন করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। ফাউন্ড্রি পার্কের ভিতরে একটি আইটিআই গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান হয়।
- বারাসতে রিজেন্ট গার্মেন্ট ও অ্যাপারেল পার্কের এবং আরও দু'টি বস্ত্র কারখানার উদ্বোধন করা হয়েছে।
- জাতীয় আকরিক লৌহ নীতি প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- রাজ্যের খনিজ নীতির আওতায় চুন-বালি-সুরকি প্রভৃতি বিষয়গুলিকে নিলামের মাধ্যমে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রত্যেক লগ্নিকারী যাতে রাজ্যের একটি করে বন্ধ কারখানার দায়িত্ব নেন, সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে কিছু প্রস্তাব শিল্পদ্যোগীদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে।

প্রথম পর্ব

- **এক বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব- তিন লক্ষ কর্মসংস্থান**

বর্তমান সরকার গত এক বছরে সেইল, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, ট্রাকটর ইন্ডিয়া লিমিটেড, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, টিভিএস মোটরস, মেটিক্স ফার্টিলাইজারস, রিলায়েন্স গ্রুপ ইত্যাদি বড় বিনিয়োগকারী-সহ ১৭৬টি কোম্পানির কাছ থেকে বিনিয়োগের জন্য প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব পেয়েছে। এর ফলে কমপক্ষে তিন লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। বিগত বছরগুলির চেয়ে এই সব প্রস্তাবের আর্থিক সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি।

- **হাওড়ায় ফাউন্ড্রি ক্লাস্টার ও জরি হাব**

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন আগে হাওড়ায় প্রথম দফায় ফাউন্ড্রি ক্লাস্টার উদ্বোধন করলেন। একশো কুড়ি জন উদ্যোগপতি ইতিমধ্যেই সেখানে জমি নিয়েছেন। ফাউন্ড্রি অ্যাসোসিয়েশন পার্কের ভিতরে আইটিআই তৈরি করে ওই পার্কটির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় যুবক-যুবতীরা ফাউন্ড্রি শিল্পের উপযোগী দক্ষতা লাভ করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে চাকরি পেতেও তাদের সুবিধে হবে। হাওড়ার সাঁকরাইলে ২০১২-র ফেব্রুয়ারিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জরি হাব-এর উদ্বোধন করেন। এই অঞ্চল জরির কারিগরদের জন্য পরিচিত। এই হাবটি আরও বিস্তৃত ও উন্নত করা হবে যাতে এখানকার উৎপাদন দেশ এবং বিদেশের ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারে।

- **বড়জোড়ায় কয়লা উৎপাদন**

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্য নিগম লিমিটেড (ডব্লুবিএমডিটিসি) বড়জোড়ায় ট্রান্স দামোদর কোল মাইনিং ব্লক-এ বাণিজ্যিক ভাবে কয়লা উৎপাদনের কাজ করতে চলেছে। ১৩ এপ্রিল ২০১২-তে এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

- **২০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে শহরে গ্যাস সরবরাহ**

রান্নার গ্যাস কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে সরবরাহের জন্য গ্রিড

নেটওয়ার্ক চালু করতে চলেছে জিসিজিএসসি লিমিটেড। এর জন্য তারা এইচপিসিএল এবং গেইল এর সাথে ১৭.১১.২০১১-তে একটি চুক্তি পত্র সই করেছে। এতে বিনিয়োগ হবে ২০০০ কোটি টাকা স্পেশ্যাল পারপাস ভেইকল (এসপিভি) মারফত। আসানসোল-রানিগঞ্জ অঞ্চলে গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি হচ্ছে যাতে ওই অঞ্চলে ২১০ স্কোয়্যার কিমি জুড়ে কোল বেড মিথেন (সিবিএম)-এর খনন কাজ চালানো যায়। সংস্থাটি এরই মধ্যে সিবিএম বাজারে ছাড়তে শুরু করেছে।

- **বেঙ্গল লিডস ২০১২**

রাজ্য সরকারের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম ৯ জানুয়ারি ২০১২ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০১২ মিলন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজন করেছিল একটি শিল্প বাণিজ্যমেলার। এই ধরনের প্রয়াস সরকারের তরফ থেকে প্রথম। এই মেলায় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের নানা সুযোগ-সুবিধা বিশদ ভাবে পরিবেশিত হয়। সব স্তরের উদ্যোগপতিদের কথা মাথায় রেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্টজন — ডিএলএফ-এর রাজীব সিং, পুঞ্জি লয়েড এর অতুল পুঞ্জ, টিএফই-র মল্লিকা শ্রীনিবাসন, জিন্দাল স্টিলের সজ্জন জিন্দাল, ইউনিভার্সাল সাকসেস-এর প্রসুন মুখার্জি, আইটিসি-র ওয়াইসি দেবেশ্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের উপরাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্যরা।

৬ দিনের এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল ১২০ টি সংস্থা। ১২টি সরকারি বিভাগও প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। রাজ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছে মারুতি সুজুকি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, তারা ইন্টারন্যাশনাল, বেঙ্গল এরোট্রোপলিস ইত্যাদি।



- **নতুন নতুন ক্ষেত্রে শিল্পস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন**

সরকার ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৫-র ১৪ ওয়াই ধারা সংশোধন করেছে যাতে উদ্যোগপতিরা নতুন নতুন ক্ষেত্রে তাঁদের শিল্পের প্রয়োজনে অতিরিক্ত জমির মালিকানা পেতে পারেন শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অনুমতি সাপেক্ষে। এই ব্যাপারে একটি আদর্শ লিজ চুক্তির খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

- **গৌণ-খনিজ বণ্টনে স্বচ্ছতার স্বার্থে বিধি সংশোধন**

কাঁকড়, মোরাম ইত্যাদি এবং নদী বাহিত ছোট আকরিক পদার্থের স্বচ্ছ বণ্টনের জন্য নিলামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব আকরিক পদার্থের জন্য যে বিধি আছে তারও সংশোধন করা হয়েছে। এতে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

- **নয়াচরে পরিবেশ বান্ধব শিল্প**

নয়াচরে (পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়) ইকো-ট্যুরিজম প্রজেক্ট এবং ১৯৮০ এমডব্লু বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার ২৬,০০০ কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করছে। এই প্রস্তাবে মৎস্যজীবীদের জন্য বাসস্থান ও মাছ ধরার উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও হবে।

- **হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস পুনরুজ্জীবনে রাজ্যের সক্রিয় উদ্যোগ**

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-এ গত কয়েক বছরে প্রযুক্তিগত কারণে কর্মবিরতির ফলে ২০১১-১২ সালে প্রভূত আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা। এছাড়াও বিশ্বে পেট্রলজাত দ্রবের দাম পড়া নিয়ে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে সংস্থাটি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার কর্ণধারদের সাথে অনেক আলোচনা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মাননীয় মন্ত্রী এই সংস্থার চেয়ারম্যান (সাম্মানিক)-এর দায়িত্ব নিয়েছেন, যাতে অংশীদার, কর্মীবৃন্দ এবং বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাগুলির স্বার্থ রক্ষা পায়।

এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরণের শিল্প উদ্যোগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যেমন-

- **হাওড়ার সাঁকরাইলে:** পলিপার্ক— সহযোগী শ্যাম স্টিল, প্রাইম টেকনোপ্লাস্ট প্রাইভেট লিমিটেড, রামকি এনভাইরো ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।
- **নৈহাটিতে:** ঋষি বঙ্কিম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক— সহযোগী হতে চেয়েছেন- টেক্সম্যাকো রেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, তারা করবেন গ্রিন ফিল্ড স্টিল ফাউন্ড্রি ও সুপ্রিম ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড।
- এছাড়া **পুরুলিয়ার** রঘুনাথপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, **পানাগড়**

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বাঁকুড়া প্লাস্টো স্টিল পার্ক-এ নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

- **নির্মাণ শিল্পের যন্ত্রপাতি**

খড়্গপুরের বিদ্যাসাগর পার্কে এবং চাঙ্গুয়ালে ট্রাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেডের নতুন শিল্পকেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। পুরো প্রকল্পটিতে মোট বিনিয়োগ (চার দফা প্রকল্পের সবক'টি সম্পূর্ণ হলে) হবে ৬০০ কোটি টাকা এবং ধাপে ধাপে ২০০০ মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ও আরও ৩০০০ জনের অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে। ট্রাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেড হয়স্টার-ইউএসএ'র সঙ্গে রিচার্স্টাকার ও ফর্কলিফট ট্রাক নির্মাণ করবে এবং ম্যানিটোওক-ইউএসএ'র সহযোগিতায় ক্রেন তৈরি করবে।

- **সারশিল্প**

পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মাটিক্স ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড একটি ২,২০০ এমটিপিডি অ্যামোনিয়া কারখানা ও ৩,৮৫০ এমটিপিডি সিঙ্গল ইউরিয়া প্ল্যান্ট গড়ছে। এই প্রকল্পগুলিতে ১১,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে, ১,৫২৫ জনের কর্মসংস্থান হবে। সম্প্রতি যার চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

- **টিভিএস**

টিভিএস কোম্পানি একটি কারখানা গড়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। এর আগে তারা অ্যাসেম্বলি ওয়ার্কলাইন, মেসার্স মহাভারত মোটরস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে চালাচ্ছিল। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে টিভিএস-এর এ রকম কারখানা গড়তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডব্লিউবিআইডিসি'র মাধ্যমে ৪৫.১৭ একর জমি দিয়েছে। টিভিএস ও মেসার্স মহাভারত মোটরস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড জয়েন্ট ভেঞ্চার ভিত্তিতে একটি নতুন কোম্পানি গড়ে তুলেছে, যার নাম হয়েছে নিও স্ট্র্যাটেজিক মোটরস প্রাইভেট লিমিটেড।

যে যে কর্মসূচি সমাপ্তির পথে সেগুলি হল,

- ধানসেরি পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করেছে ২ লক্ষ টন থেকে ৪.৩ লক্ষ টন।
- **বানতলায়**- লেদার গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেনিং সেন্টার,
- **রানিহাটিতে**- ফাউন্ড্রি পার্ক ও আইটিআই
- **হলদিয়াতে**- হিন্দুস্থান কোলস লিমিটেড-এর হাওড়া বিটুমিন ইমালসান প্ল্যান্ট।

জমির ব্যাপারে যে সব সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত সেগুলি হল:

১) **শালবনিতে** জেএসডব্লিউ ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করবে।

২) **হাওড়ার উলুবেড়িয়া**- প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের কোল রোলিং মিল।

৩) **বাঁকুড়ার মেজিয়ায়**- শোভা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট।

৪) **বাঁকুড়ায় জোরহিরায়** অঙ্কিত মেটাল এবং মেটাল পাওয়ার লিমিটেডের রোলিং মিল অ্যান্ড স্টিল মেল্টিং শপ।

৫) **হাওড়ার রানিহাটিতে** ফাউন্ড্রি ক্লাসটার অ্যাসোসিয়েশনের ফাউন্ড্রি পার্ক।

- **কেভেনটার গ্রুপ**

ডানকুনিতে কেভেনটার গ্রুপ আনুমানিক ২৭৩ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি ফুড পার্ক গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের বর্তমান কারখানার সম্প্রসারণ প্রকল্পে আরও ৬১.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ৪,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এই গোষ্ঠী বারাসতে খাদ্য পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার, খাদ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাবও দিয়েছে।

এছাড়াও গোয়ালতোড়ে ১,০০০ একর জমির জন্য বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আগ্রহপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

- মনিকাঞ্চন (মূল্যবান পাথর ও অলংকার পার্ক) রপ্তানির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ১০,৪২৫ কোটি টাকা হয়েছে বিগত বছরের ৮,১২৫ কোটি টাকা থেকে।
- বিগত বছরে ৭টি থেকে ২০১১-১২ সালে ১২টি পলি পার্ক বাণিজ্যিকভাবে কাজ করা শুরু করেছে।
- গত বছর সাহাচক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য বিনিয়োগ ছিল ২৭.৫০ কোটি টাকা। এ বছর সেটি হয়েছে ৫০ কোটি টাকা।
- বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য বিনিয়োগের আবেদন এসেছে ২০৯ কোটি টাকা। গত বছর তা ছিল ১০৪ কোটি টাকা।
- পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বিনিয়োগের আবেদন এসেছে ৪,৯৫৪.৬০ কোটি টাকা।
- ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যানের জন্য বিনিয়োগ হয়েছে ৫৫৭.০২ কোটি টাকা যা ৫,১৫১ জনের কর্মসংস্থান করবে।

শিল্প-সাথী

১ অক্টোবর ২০১১ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী 'শিল্পসাথী'-র উদ্বোধন করেন, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের দফতরে। এর আগে বিনিয়োগকারীদের সরকারি বিভিন্ন বিভাগে ফর্ম জমা দিতে হত লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য। যার ফলে কাজের ভীষণ দেরি হত। বর্তমানে কমন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম (সিএএফ)-এর মাধ্যমে সব সরকারি বিভাগের কাজ এই 'শিল্প-সাথী'র মাধ্যমে করা হবে। ৯৯ পাতার ফর্ম ছোট করে ৯ পাতায় নামিয়ে আনা হয়েছে। স্থান পরিদর্শন বাদে সমস্ত ছাড়পত্র পেতে সময় লাগছে ১৫ দিন। আগে এই একই কাজ করতে লাগত ৩১৭ দিন।

পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্য নিগম লিমিটেড (ডব্লুবিএমডিটিসি লিমিটেড)

এটি একটি রাজ্য সরকারি সংস্থা যেটি শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্থাটির কাজ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ, খনন ও বিক্রয় খনিজ পদার্থের। রাজ্য সরকার মনোনীত বোর্ড অপ ডাইরেকটর, এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা এর পরিচালনায় দায়িত্বে।

ডব্লুবিএমডিটিসি লিমিটেড-এর বর্তমান কাজ :

- বাঁকুড়া জেলা তিনটি কালো পাথরে খনি
- পুরুলিয়ার বেলদিহিতে রক ফসফেট
- পুরুলিয়ার মিরমিতে কোয়ার্জ
- এছাড়াও পুরুলিয়া-র পালসারা আর বীরভূমের পাঁচামী-হাটগাছায়

কালো পাথরে খননের কাজ শুরু হবে।

- গ্রানাইট, লাইমস্টোন, চাইনা-ক্লে'র খননও শীঘ্র শুরু হয়ে যাবে।

কয়লা :

- ট্রান্স দামোদর কোল ব্লক-এ কয়লা পাওয়া গেছে।
- এই ব্লক থেকে পাওয়া কয়লা বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয় হবে।
- ১২.৫ শতাংশ কয়লা এই ব্লক থেকে রাখা থাকবে ছোট ছোট শিল্পগুলোর জন্য।
- ডব্লুবিএমডিটিসি লি. বর্ধমান জেলায় পাঁচটি কয়লার ব্লক পেয়েছে-- যাদের উৎপাদন শুরু হবে আনুমানিক ২০১৫ সাল থেকে। ব্লকগুলি হল জগন্নাথ এ কোল ব্লক, জগন্নাথপুর বি কোল ব্লক, ইছাপুর কোল ব্লক, কুলটি কোল ব্লক, সিতারামপুর কোল ব্লক।
- এই ব্লকগুলোর উৎপাদন শুরু হলে রাজ্যে আরও অনেক কর্মসংস্থান হবে এবং রাজস্বও বাড়বে।
- ডব্লুবিএমডিটিসি লি. এই প্রথম ২০১২-১৩ সালে লাভের মুখ দেখবে। বিগত ৩৮ বছর ধরে এটি লোকসানেই চলছিল। আশা করা যায়, ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে সংস্থাটি তার সরকারি ঋণ ও শোধ করে দিতে পারবে। এছাড়াও সংস্থাটি রাজ্যে আর্থ সামাজিক দিক থেকে অনেক কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করে।

পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

- ১৯৭৬-এ প্রতিষ্ঠিত এর অধীনে আছে ৫টি চা বাগান।
- নাগারকাটায় হিলা টি এস্টেট, জলপাইগুড়ির দলসিংপাড়ায় মধুয়া টি এস্টেট, দার্জিলিং-এর রঙ্গরুন ও রুঙ্গমুক সিডার্স-এ চা বাগান।

কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে :

- প্রচুর অর্থ ব্যয় করে শ্রমিকদের জন্য কাঁচা ও পাকাবাড়ি তৈরি করা হয়েছে।
- হিলা টি এস্টেটে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে যা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে।
- হিলা টি এস্টেট 'সজল ধারা' প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে ঘরে গরে জল সরবরাহ হচ্ছে।
- রুঙ্গমুক-সিডার্স-এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে।
- শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সহযোগিতায় চা পর্যটনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে হিলা টি এস্টেট, মধুয়া আর প্যান্ডাম চা বাগানগুলিতে।
- প্যান্ডাম চা কারখানাতে পুরোনো যন্ত্রপাতি বদলে নতুন যন্ত্রপাতি আনা হচ্ছে যাতে চা বাগানটির গৌরবোজ্জ্বল অতীত ফিরে আসে।

গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড

এইচপিসিএল এবং গেইল-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৭/১১/২০১১-এ যাতে এসপিভি তৈরি করে শহরে গ্যাস বন্টন ত্বরান্বিত করা যায়। এর ফলে হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জিসিজিএসসি'র আওতাভুক্ত হবে।

ডাইরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ

- চর্মজাত দ্রব্যের জন্য ৪৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বর্জ্যপদার্থ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এবং পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- চর্মদ্রব্য প্রদর্শনীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ২০০৯-১০ সালে ২৭.৭৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ২০১১ -১২ সালে ১.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- এএসআইডিই-র জন্য ২০০৯-১০ সালে ১৮.০৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ২০১১-১২-তে বেড়ে তা হয় ৩৬.৫১ কোটি টাকা।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ ইনসেনটিভ স্কিম-এর আওতায় ব্যয়বরাদ্দ ২০০৯-১০ সালের ১৩৯.৭৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।

*****

সমবায়



সূচনা

বাধা পেরিয়েই এগোতে হবে সংঘবদ্ধ ভাবে। পিছিয়ে পড়া মানুষকে হাতে হাত রেখে আলোর দিশা দেখায় সমবায়। তাই সমবায় উন্নয়নে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। খোলা হয়েছে বহুমুখী কাজকর্মের রাস্তা। যার ফলে সমবায় ক্ষেত্রে অগ্রগতিও নজরকাড়া।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

- সমবায় ঋণদান সংস্থাগুলির মাধ্যমে কৃষকদের স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়। ক) সর্বোচ্চ স্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক, খ) জেলাস্তরে ১৭টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় স্তরে শীর্ষ ব্যাংকে তিনটি শাখা, গ) গ্রামীণ স্তরে ৫,৯৬৬টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায়ের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি শস্য ঋণ এবং খামার-অখামার ঋণ দেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে, সর্বোচ্চ স্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি এবং গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড ও তার দু'টি শাখা এবং ২৪টি প্রাথমিক সমবায় কৃষি এবং গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। প্রাথমিক শহর সমবায় সমিতি/ব্যাংকের থেকে গৃহঋণের মতো বিবিধ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলে আবর্বান ক্রেডিট কো-অপারেটিভের আওতায় রয়েছে মহিলাদের জন্য উইমেন ক্রেডিট কো-অপারেটিভ, যা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সদস্যপদ/ঋণগ্রহীতা সদস্যপদ (গ্রামাঞ্চল)

- বর্তমান সরকারের লক্ষ্য, সমস্ত কৃষক পরিবারকে সমবায়ের আওতায় নিয়ে আসা। মূল উদ্দেশ্য হল, কৃষকদের অধিকাংশকেই কৃষিঋণের সুবিধা দান করা, এমনকী ভূমিহীনদের জন্য পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মহিলাদের ক্ষমতায়নে। ২০০৯-১০ সালে সদস্য ছিল ৩৪,৮৪,৯৯৯ এবং ঋণগ্রহীতা সদস্যসংখ্যা ছিল ১৬,৬৭,৮৫৭। পরের বছর সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৬,৮৮,৭২৪ এবং ঋণগ্রহীতা সদস্য ছিলেন ২১,১২,৩৩০ জন। কিন্তু ২০১১-১২ সালে সদস্যসংখ্যা যেমন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮,৫৪,৬৮৫, তেমনই ঋণগ্রহীতার সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১,৬০,৯৩৪-এ।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

- কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণদানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়ছে। এ কারণেই প্রাথমিক কৃষিঋণ সমবায়ের মাধ্যমে কম সুদে কৃষিঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ২০০৯-১০ সালে মোট ১,০১,২৭৯.২৯ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছিল মোট ১৭,৫৮,৫২৪ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। পরের বছর ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৩৮,৮৪৫ লক্ষ টাকা, কার্ডের সংখ্যা ছিল ১৮,৭৭,০৮৫। আর ২০১১-১২ সালে ঋণের পরিমাণ ১,১৭,৪৮৩.০৭ লাখ টাকা। কার্ডের সংখ্যা ১৯,২৯,৬৪১।

যৌথ দায়বদ্ধতা গোষ্ঠী

- বর্তমান সরকারের এক বছরের শাসনকালে এ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ২০০৯-১০ সালে এ ধরনের গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১,৬৪০, পরের বছরে ৬,০৯৮ এবং ২০১১-১২ সালে ৯,৪০১।

খামার/অখামার ক্ষেত্রে সাহায্য

- সমবায় ঋণে শস্যঋণই শীর্ষে। তবুও সমবায়, ব্যাংকগুলি তাদের সম্প্রসারণ করে খামার, খামার-সংযুক্ত কাজ এবং অখামারজাত কাজের জন্যও ঋণ দিচ্ছে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে এই ঋণদান প্রকল্পও বড়সড় সাফল্যের মুখ দেখেছে।

সম্পদ ব্যবহারে উদ্যোগ

- স্বল্পমেয়াদি সমবায় ঋণের ক্ষেত্রে গত এক বছরে নজিরবিহীন সাফল্য এসেছে। গ্রামীণ সঞ্চয় এবং সেই অর্থকে ঋণ হিসেবে বণ্টন করার ক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখেছে দফতর। স্বল্পমেয়াদি ক্ষেত্রে মোট গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ২০০৯-১০ সালে ছিল ১২,৫৭২.৪৩ কোটি টাকা, যা পরের বছর দাঁড়ায় ১৪,৪৪৭.৩২ কোটিতে। আর ২০১১-১২ সালে সেটাই দাঁড়িয়েছে ১৫,১৯৪.৩১ কোটি টাকায়। দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্র এবং শহরাঞ্চলেও একই রকম সাফল্য এসেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী

- স্বনির্ভর প্রকল্পে, বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মোট ৯১.৫৮ শতাংশই মহিলা। ২০০৯-১০ সালে কোনও প্রশিক্ষণই শুরু করা যায়নি, পরের বছর ১৯,৭৬৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আর ২০১১-১২ সালে ১,৮৮,৭০৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়িক বিস্তৃতি

- প্রাথমিক কৃষিঋণ সমবায়গুলির বিভিন্ন ব্যবসায়িক সাফল্যেও আলাদা মাত্রা তৈরি হয়েছে। যেমন, সার ব্যবসার সংখ্যা ৩১.০৩.২০১০ সালে ছিল ১৯২৫, পরের বছর ওই সময়ে ২,২০০ এবং চলতি বছর একই তারিখে তা ২,৬২২। একই ভাবে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে বীজ ব্যবসা, কৃষিপণ্য বিপণন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সেচ, নিজস্ব গুদাম এবং ভাড়া করা গুদামের ক্ষেত্রেও। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে 'বীজ-গ্রামে'র সংখ্যাও। ২০১০-১১'য় বীজ-গ্রামের সংখ্যা ছিল ৩৭৩, ২০১১-১২'য় সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯৫'য়।

বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ

- বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেনফেড-এর ভূমিকা বিশাল। ২,৯০৯টি প্রাথমিক কৃষি সমবায়, ২৬৭টি প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতি এবং বেনফেড-এর মোট সংরক্ষণ ক্ষমতা ৬.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বেনফেড-এর মাধ্যমে ২০১১-১২ সালে মোট ৫৬৮ কোটি টাকার সার বিক্রি করা হয়েছিল, যা আগের দু' বছরের চেয়ে অনেকটাই বেশি। সমবায় ক্ষেত্রে ৪৪টি হিমঘরের ক্ষমতা ৩.২০ লাখ মেট্রিক টন।

ধান সংগ্রহ

- ধান সংগ্রহেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। বেনফেড-এর মাধ্যমে ৯০.২০ কোটি টাকা মূল্যের এবং কনফেড-এর মাধ্যমে ৫৮.৫৫ কোটি টাকা মূল্যের ধান সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্রামীণ পরিকাঠামো

- কৃষকদের মধ্যস্বত্বভোগী ফড়েদের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং তাঁদের উৎপাদনের সঠিক মূল্য দিতে সরকার প্রক্রিয়াকরণের একগুচ্ছ ব্যবস্থা করেছে, যেমন রাইস মিল, ডাল মিল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, তেল কল, ময়দা কল, তুষ কল, বাদাম প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, চিলিং প্ল্যান্ট, গ্রামীণ হাট ইত্যাদি। গুদাম নির্মাণের ক্ষেত্রে ২০১০-১১ সালে দেওয়া হয়েছিল ১২.৯০ লক্ষ টাকা। ২০১১-১২ সালে দেওয়া হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা। মেরামতি ও সংস্কারের ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা যথাক্রমে ১৩৬.৯ লক্ষ এবং ২১২ লক্ষ টাকা। স্টোরেজ গোডাউনের ক্ষেত্রে অঙ্কটা যথাক্রমে ২৯৬ এবং ৫৬৮ লক্ষ টাকা। হিমঘরের ক্ষেত্রে ৯১.৯ এবং ২৬০ লক্ষ টাকা।

সমবায় ভবন

- রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সমবায় ভবনের কাজ শুরু হয়েছে এবং তা এগোচ্ছে দ্রুতগতিতে। লক্ষ্য, পরিষেবার উন্নয়ন, সমবায় ক্ষেত্রে সবক'টি দফতরকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসা যাতে প্রতিটি দফতরের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। বর্ধমান, আসোনসোল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদায় কাজ চলছে জোরকদমে।

সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমবায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের থেকে এ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য আসছে। বর্তমানে ছ'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও বোলপুরে আর একটি কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে।

নীতিগত সিদ্ধান্ত/সংস্কার

- বৈদ্যনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, রাজ্য সমবায় আইন ও নিয়মবিধি চালু হয়েছে গত বছর থেকেই, যেখানে সমবায় ঋণ সমিতিগুলিকে আলাদা বন্ধনীতে রাখা হয়েছে।
- আরও মসৃণ উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা এবং আর্থিক ভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ার লক্ষ্যে, গণতান্ত্রিক কাঠামো সুনিশ্চিত করার জন্য, নতুন আইন অনুসারে সমবায় নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
- কৃষিঋণ যাতে আরও বেশি সংখ্যক পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে জন্য সমবায় নেটওয়ার্কের আওতায় সব কৃষক পরিবারকে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য 'স্পেশ্যাল ড্রাইভ' চলছে। ভূমিহীন দরিদ্র গ্রামীণ জনতার পাশাপাশি বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে মহিলা, তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর।

*****

ক্রেতা সুরক্ষা



সূচনা

ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রধান কাজ ক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষিত করা। ভোগ্যপণ্যের মান যাচাই, প্যাকেজিং ঠিক মতো হচ্ছে কি না, তা দেখাই এই দফতরের দায়িত্ব। পাশাপাশি ক্রেতাকেও তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর। এই দফতর নিম্নলিখিত দফতরগুলির মাধ্যমে কাজ করে—

- স্টেট কমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ফোরাম
- ডিরেক্টরেট অফ লিগ্যাল মেট্রোলজি
- ডিরেক্টরেট অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস

স্টেট কমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ফোরাম

ক্রেতা সচেতনতা, সুরক্ষা এবং স্বার্থরক্ষাই স্টেট কমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ফোরামের প্রধান কাজ। ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-র সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে একটি রাজ্য কমিশন (কলকাতায় একটি অতিরিক্ত বেঞ্চ সহ) এবং ২১টি ডিস্ট্রিক্ট ফোরাম গঠন করেছে যাতে রাজ্যের সবক'টি জেলাকে এর আওতায় আনা যায়। সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি এবং কলকাতায় ২টি অতিরিক্ত ফোরাম গঠন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে জলপাইগুড়ি ফোরামের একটি সার্কিট বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।

কলকাতায় রাজ্য কমিশন নিয়ে রাজ্যের সবক'টি ফোরামে মোট ৯৮,৪১৯টি মামলা দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে ৯২,৩৫৬ (৯৪ শতাংশ) মামলারই নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। ২৯.০২.২০১২ তারিখের হিসেবে বকেয়া ছিল ৬,০৬৩টি মামলা।

দেশের সবক'টি ফোরামকে যুক্ত করা হয়েছে 'কমপিউটারাইজেশন অ্যান্ড কমপিউটার নেটওয়ার্কিং অফ কনজিউমার ফোরাম ইন দ্য কান্ট্রি' বা কনফোনেট-এর সঙ্গে। তবে হাওড়া ফোরাম এখনও এর আওতাভুক্ত হয়নি। যদিও এর জন্য চলতি বছরে অর্থ বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে।

ডিরেক্টরেট অফ লিগ্যাল মেট্রোলজি

নিম্নলিখিত আইনগুলি মেনে কাজ করে এই বিভাগ—

- দ্য লিগ্যাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট, ২০০৯
- ক) দ্য লিগ্যাল মেট্রোলজি (জেনারেল) রুল, ২০১১
  খ) দ্য লিগ্যাল মেট্রোলজি (নিউমারেশন) রুল, ২০১১
  গ) দ্য লিগ্যাল মেট্রোলজি (ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস) রুল, ২০১১
  ঘ) দ্য লিগ্যাল মেট্রোলজি (অ্যাপ্রুভ্যাল অফ মডেলস) রুল, ২০১১
  ঙ) দ্য লিগ্যাল মেট্রোলজি (প্যাকেজড কমোডিটিজ) রুল, ২০১১
  চ) দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল মেট্রোলজি রুল, ২০১১
  ছ) দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল মেট্রোলজি (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০১১

এই আইনগুলি ওজনে ঠকানো, তথ্য গোপন, ভ্রান্ত উপস্থাপনের হাত থেকে ক্রেতাকে রক্ষা করে। ডিরেক্টরেট অফ লিগ্যাল মেট্রোলজির মাধ্যমে এই আইনগুলি কার্যকর হয়। কলকাতা এবং জেলাগুলিতে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিত বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালাচ্ছে এই টাস্ক ফোর্স। যারা ধরা পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। ২০১১-১২ সালে লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিপার্টমেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যান্ড কম্পাউন্ডিং ফি বাবদ ৪,০৫,৯৪৮ ব্যবসায়ীর থেকে ১৩,৪১,০০,৯৭৬ টাকা আদায় করেছে এই দফতর। বাজেয়াপ্তর সংখ্যা ৩,০১০।

ক্রেতা সুরক্ষা দফতরকে আরও আধুনিক করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় এই দফতরের অফিসে মোট ২৭টি কমপিউটার বসানো হয়েছে।

বাজার চিহ্নিতকরণের জন্য জিআইএস সিস্টেম চালু হয়েছে।

২০১১-১২ অর্থবর্ষে কলকাতা (প্রেসিডেন্সি ডিভিশন) এবং শিলিগুড়িতে (জলপাইগুড়ি ডিভিশন) সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরির মানোন্নয়ন করা হয়েছে। বর্ধমান ডিভিশনের চুঁচুড়াতেও একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরি স্থাপনের কথা বিবেচনাধীন।

আরও বেশি সংখ্যক ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে, লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিরেক্টরেটের ইন্সপেক্টরিয়াল ইউনিটগুলির বিস্তারিত ডিলিমিটেশন প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে।

'ওয়ে ব্রিজ' পরীক্ষার জন্য ২টি মোবাইল কিট খোলা হয়েছে।

ডিরেক্টরেট অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস

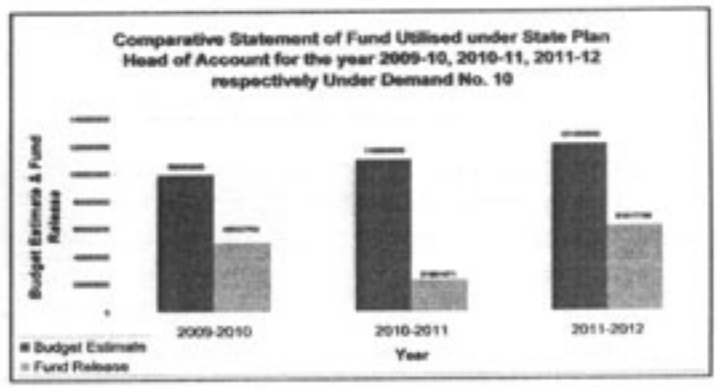
বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সচেতনতা বাড়ানোই এই দফতরের প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটাতেও উদ্যোগী হয় এই দফতর। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতায় অভিযোগও এই দফতরের মাধ্যমে জমা পড়ে।

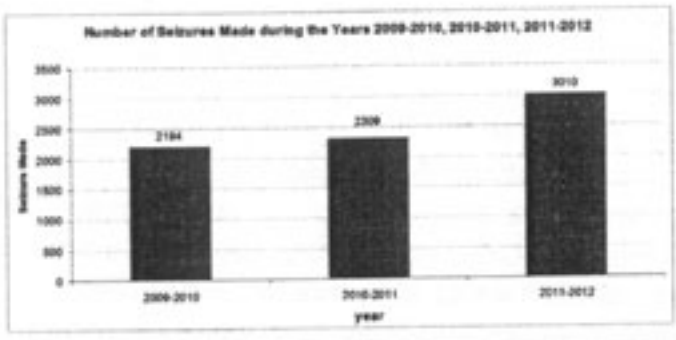
ডিরেক্টরেট অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস তিনটি ডিভিশনে তিনটি ডিভিশনাল কার্যালয় রয়েছে। রয়েছে প্রতিটি জেলায় একটি করে রিজিওন্যাল অফিস, এবং ব্যারাকপুর

ও দুর্গাপুর মহকুমায় একটি করে অতিরিক্ত রিজিওনাল অফিস।

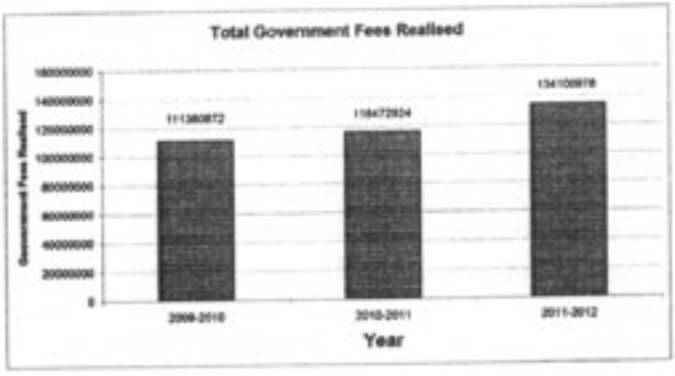
বিগত এক বছরের সাফল্য

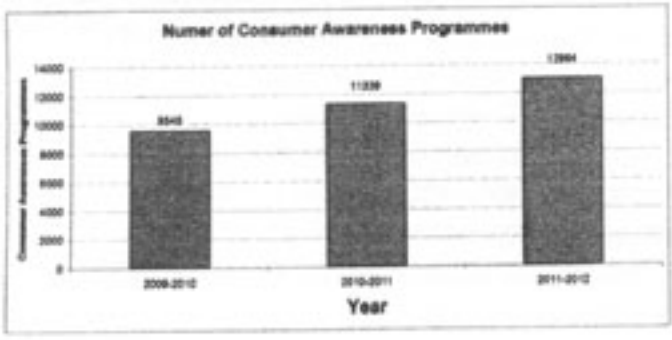
- ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে সেমিনার, আলোচনাচক্র, পথনাটিকা, ম্যাজিক, ডল শো'র মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। ২০১১-১২ সালে (জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত) এমন ৯৩৬৫টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
- ক্রেতা সুরক্ষা দিবসে পোস্টার, স্টল তৈরি, ব্যানার লাগানো লিফলেট বিতরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ এবং স্লোগান প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়েছে রাজ্য জুড়ে।
- বিভিন্ন এনজিও এবং ভিসিও-গুলির জন্য তিনটি ডিভিশনাল অফিসের তরফেই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।
- নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন জেলার নিজস্ব উৎসবেও ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের তরফে পোস্টার, হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। যেমন বীরভূমের পৌষ মেলায়, কোচবিহারের রাসমেলায়, জলপাইগুড়ির জঙ্গেশ মেলায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গঙ্গাসাগর মেলায় বহু মানুষের সমাগমে এই দফতর মানুষকে সচেতন করার কাজ করে গিয়েছে।
- উৎসবের মরশুম যেমন দুর্গাপুজো, ইদ, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোয় সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।
- ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের নিজস্ব পাক্ষিক পত্রিকা 'উপভোক্তা সমাচারে'র দু'টি সংখ্যা বাংলা, ইংরাজি ও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।
- বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি এবং উর্দুতে লিফলেট বিলি করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লক, সাব-ডিভিশন, জেলা সদরের বাজারের সামনে ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। কলকাতার ১২টি বাজারের সামনে ১২টি হোর্ডিং লাগানো হয়েছে।
- এফএম জ্ঞানবাণী রেডিওয় লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার করা হয়েছে।
- কলকাতায় দূরদর্শনে প্রতি শুক্রবার রাত ৮.৩০ থেকে ৯.০০ পর্যন্ত 'কেনাকাটার সাতসতেরো' নামে একটি লাইভ ফোন-ইন অনুষ্ঠান হচ্ছে।
- বিভিন্ন শপিং মল এবং বড় বাজারগুলিতে উন্নত প্রযুক্তির 'টাচস্ক্রিন কিয়স্ক' বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
- ২০১১-১২ সালে এনজিও এবং ভিসিও-গুলির ৫০ জন সদস্যকে ইগনুতে সার্টিফিকেট কোর্স অন কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স করতে পাঠানো হয়।
- রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশ্ব ক্রেতা সুরক্ষা দিবস, ২০১২ পালন করা হয়। স্টার থিয়েটারে মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জিতাত্মানন্দ। বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নটী বিনোদিনী সরণিতে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ১০ হাজার, ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও তিনজন সেরা রিজিওনাল অফিসার এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিরেক্টরেটের তিনটি সেরা 'নন-ট্যাক্স' রাজস্ব উপার্জনকারী জেলাকেও পুরস্কৃত করা হয়।
- জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ক্রেতাদের পক্ষ থেকে ১,৮৮৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৯৭১টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে।
- দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকা মামলাগুলির নিষ্পত্তিতে জিআইজেড এবং ফিকি'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে, কলকাতা এবং জেলায় লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিরেক্টরেটের সহায়তায় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই বাহিনী নিয়মিত বিভিন্ন বাজার এবং দোকানগুলিতে দাঁড়িপাল্লার ওজন দেখতে অভিযান চালাচ্ছে। অনিয়ম দেখলেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- আর্থিক প্রবঞ্চক সংস্থাদের থেকে ব্যবসায়ীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০১১ রিজার্ভ ব্যাংক ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর। সেবি এবং কেন্দ্রীয় ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রকও এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এমন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েত ব্লক এবং পুর এলাকার প্রতিটি ব্লকে সাধারণ মানুষের জন্য আয়োজিত হবে।
- ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, বিমা এজেন্টদের সংগঠনের উপস্থিতিতে মেডিকেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি এবং তাদের থার্ড পার্টি এজেন্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে ক্রেতাসুরক্ষা দফতর। উপভোক্তা রোগীদের ভোগান্তি কমানো এবং তাঁদের অভিযোগ ও সমস্যার নিরসনে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।
- পশ্চিমবঙ্গে ১০০০টি স্কুল-কলেজে 'ক্রেতা ক্লাব' (কনজিউমার ক্লাব) গড়ে তোলার উদ্যোগ (স্পেশ্যাল ড্রাইভ) নেওয়া হয়েছে। এই ক্লাবগুলির মাধ্যমে রাজ্য তথা দেশের আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ৬১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে।

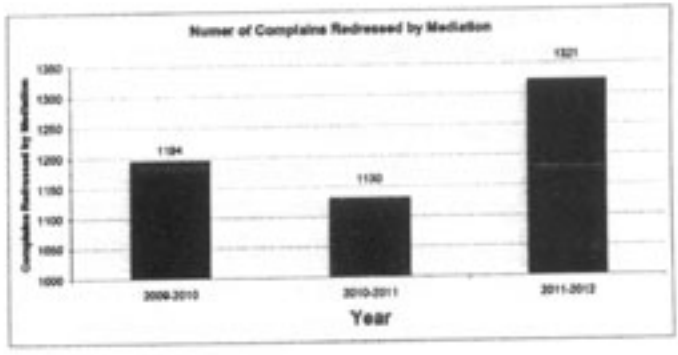


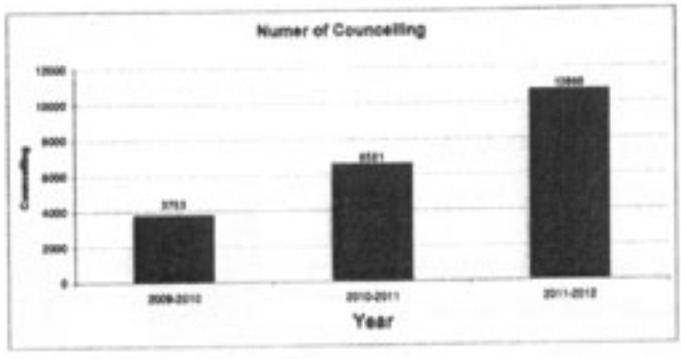

Number of Seizures Made during the Years 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
Seizure Made
2184
2309
3010
2009-2010
2010-2011
2011-2012
year


Number of Traders Covered
Traders Covered
365418
369971
405948
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Year


Total Government Fees Realised
Government Fees Realised
111380872
118472924
134100978
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Year


Numer of Consumer Awareness Programmes
Consumer Awareness Programmes
8548
11339
13994
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Year


Numer of Complains Redressed by Mediation
Complains Redressed by Mediation
1194
1130
1321
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Year


Numer of Councelling
Counselling
3753
6721
10846
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Year

*****

সংশোধন প্রশাসন



সূচনা

সংশোধনাগারে আটক বন্দিদের শুধুমাত্র আটকে রাখা নয়, বরং সংশোধন করে সমাজের মূলস্রোতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করাই কাম্য। তাই সংশোধনাগার আর নিছক শাস্তি দেওয়ার কেন্দ্র নয়। তার মূল উদ্দেশ্য নতুন করে সংশোধিত জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনা এবং অতীতে তাঁরা যে যা অপরাধ করেছেন, সেই অপরাধগুলি যাতে আগামী দিনে আর না-করেন তার জন্য সমস্ত রকম ভাবে তাঁদের বোঝানো, উদ্বুদ্ধ এবং সংশোধিত করা।

সাফল্য

- রাজ্যের সংশোধনাগারগুলির মেরামতি, বিদ্যুদয়ন, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এ জন্য ২১ কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় কিছু কাজের খতিয়ান দেওয়া হল—
  ১. আলিপুর সিসিএইচ (২.৭৮ কোটি)
  ২. প্রেসিডেন্সি সিএইচ (২.৫৪ কোটি)
  ৩. দমদম সিসিএইচ (৫২.৩৩ লক্ষ)
  ৪. জলপাইগুড়ি সিসিএইচ (৭৬.৮৭ লক্ষ)
  ৫. বহরমপুর সিসিএইচ (১.৯৭ কোটি)
  ৬. মেদিনীপুর সিসিএইচ (২৫.৬৭ লক্ষ)
  ৭. বালুরঘাট ডিসিএইচ (৫৯.১০ লক্ষ)
  ৮. বাঁকুড়া ডিসিএইচ (৪১.৯৩ লক্ষ)
  ৯. কোচবিহার ডিসিএইচ (১৮.৭০ লক্ষ)
  ১০. ঝাড়গ্রাম এসসিএইচ (১৬.৬০ লক্ষ)
  ১১. আলিপুর ডব্লিউসিএইচ (১২.৪৫ লক্ষ)
  ১২. কৃষ্ণনগর ডিসিএইচ (৫.৯৪ লক্ষ)
  ১৩. হুগলি ডিসিএইচ (৮০.২৫ লক্ষ)
  ১৪. হাওড়া ডিসিএইচ (২৬.১৯ লক্ষ)
  ১৫. রায়গঞ্জ ডিসিএইচ (৮২.৫০ লক্ষ)
  ১৬. বর্ধমান ডিসিএইচ (৪৪.০৬ লক্ষ)
  ১৭. আসানসোল স্পেশাল সিএইচ (৬.০৯ লক্ষ)
  ১৮. কাটোয়া এসসিএইচ (৩.৫০ লক্ষ)
  ১৯. রানাঘাট এসসিএইচ (১৭.৭৫ লক্ষ)
  ২০. কন্টাই এসসিএইচ (৫০.৬৩ লক্ষ)
  ২১. শিলিগুড়ি এসসিএইচ (১২.৪১ লক্ষ)

এ ছাড়াও ২০১১-১২ সালে এই দফতরের জন্য বরাদ্দ করা ২,২০০ লক্ষ টাকার মধ্যে খরচ করা হয়েছে ২,১০৮ লক্ষ টাকা।

- রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া) এবং তেহট্টে (নদিয়া) দু'টি সাবসিডিয়ারি কারেকশনাল হোম তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে, খরচ হয়েছে যথাক্রমে ৩.২৮ কোটি এবং ৪.৪৮ কোটি টাকা।
- সংশোধনাগারের আবাসিকরা যাতে তাঁদের আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সে জন্য আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে সিমলেস টেলিফোন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এই পরিষেবা আগেই চালু ছিল।

ক. আবাসিকদের পুনর্বাসন প্রকল্প

- নাবার্ড, আইটিসি, রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য এনজিও-গুলির সহায়তায় এই দফতর আবাসিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে সংশোধনাগারে থাকাকালীনই তাঁরা রোজগার করতে পারেন। মূল স্রোতে তাঁদের সহজে ফিরিয়ে দিতে বৃত্তিগত কমপিউটার কোর্স, ডিটিপি'র মতো বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁদের।

খ. মৌলিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা

- রাজ্য সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় প্রায় সব আবাসিককেই আনা সম্ভব হয়েছে। বছরভর রাজ্যের সবক'টি সংশোধনাগারে এই প্রকল্প চালু থাকে। আবাসিকদের উচ্চশিক্ষার জন্য আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে একটি সমীক্ষা চালাচ্ছে নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। চলতি বছরও বিভিন্ন সংশোধনাগার থেকে বহু পরীক্ষার্থী সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

গ. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

- 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'বিসর্জন', 'তাসের দেশ', 'শেষের কবিতা', 'তোতাকাহিনি'র মতো নৃত্যনাট্য এবং নাটক মঞ্চস্থ করেছেন আবাসিকরা। এমনকী 'মা-মাটি-মানুষ' যাত্রাপালাও পরিবেশিত হয়েছে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখার পর যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সকলের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ৮,০০০ টাকা সাম্মানিক ঘোষণা করেন। নয়াদিল্লির বাণিজ্য মেলা, রাঁচির কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড, নবি মুম্বইয়েও 'বাল্মীকি প্রতিভা' মঞ্চস্থ হয়েছে।
- সাংস্কৃতিক ট্রুপের সংখ্যা ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ২ বেড়ে ৬ হয়েছে। এই সময়ে স্টেজ শো'র সংখ্যা ৫ থেকে বেড়ে ২৯ হয়েছে।

- দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ৭ আবাসিককে নিয়ে ইতিমধ্যে একটি লোকসংগীতের ব্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যান্ডের বিভিন্ন গান সম্বলিত প্রথম অ্যালবামটি 'সা, রে, গা, মা'র উদ্যোগে মুক্তির অপেক্ষায়।
- আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে একটি আর্ট গ্যালারি খোলা হয়েছে দর্শকদের জন্য। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে বন্দিদের আঁকা বিভিন্ন ছবি প্রশংসা আদায় করেছে।
- 'স্পোর্টস ক্লাব' ইতিমধ্যেই রাজ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে। ২০১২ সালে স্পোর্টস টিমকে হায়দরাবাদ পাঠানো হয়েছিল অল ইন্ডিয়া প্রিজন মিট-এ।

ঘ) মানবিক প্রকল্প

- বিপদের সময় এবং শিক্ষার জন্য বন্দিদের পরিবারকে সাহায্য করা হয় 'প্রিজনার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড'-এর তরফে। সংশোধনাগারের আবাসিকদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাও তাঁদের পরিবারের লোকেদের নিয়মিত সাহায্য করে থাকেন।

ঙ) প্রশিক্ষণ

- দ্য রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (রিকা) ২০১০ সালের অগস্টে গঠিত হওয়ার পর থেকে অনবদ্য এবং প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে। কারেকশনাল সার্ভিসের অফিসার এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, উত্তর-পূর্বের অন্যান্য জায়গাতেও করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত (২০১১ সালের জুন মাস থেকে গৃহীত)

- সংশোধনাগারগুলির উপর চাপ কমাতে আরও সংশোধনাগার তৈরি করা হবে।
- যে সব সাব-ডিভিশনে সংশোধনাগার নেই, সেখানে একটি করে এসসিএইচ তৈরির কাজে সাহায্য করা হবে। আইন অনুযায়ী, প্রতিটি সাব-ডিভিশনেই একটি করে সংশোধনাগার থাকার কথা। কিছু সদ্য গঠিত সাব-ডিভিশনে এখনও কোনও সংশোধনাগার নেই, যদিও আদালত কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। মুক্ত কারাগারের বিষয়টির সঙ্গে এ দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে



বিবেচনা করা হচ্ছে।
- যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করে আবাসিকদের আরও ভালো বাঁচার পরিমণ্ডল দেওয়া হচ্ছে।
- সীমাবদ্ধ কর্মীসংখ্যা নিয়ে সবক'টি সংশোধনাগারে সমান ভাবে নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। এ জন্য সিসিটিভি'র ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। রাজ্যের ১৩টি সংশোধনাগারে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে সিসিটিভি লাগানো হবে।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্পে বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, যাতে সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে আবাসিকরা সমাজের মূলস্রোতে সহজে মিশতে পারেন।
- 'রিকা'র মাধ্যমে ২৫টি সংশোধনাগারে কমপিউটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেম চালু করা হচ্ছে।
- প্রিজনার্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং ভিজিটর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে নিয়ে একটি ই-প্রিজন সিস্টেম চালু করা হচ্ছে।
- বন্দিদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তার পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে সরকার।
- সিমলেস টেলিফোনের ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করা।
- তথ্যপ্রযুক্তির উপর নির্ভর করে সংশোধনাগারের মান বাড়ানো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করা।

*****

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা



সূচনা

নতুন সরকার আসার পর পূর্বতন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতরটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটির নাম পরিকল্পনা দফতর এবং অন্যটির নাম পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা বিষয়ক। পরিকল্পনা দফতরের প্রধান কাজ হল, রাজ্যের বার্ষিক যোজনা তৈরি করা এবং কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের সঙ্গে একত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণ করা। জেলাস্তরের পরিকল্পনা কমিটিগুলি যাতে নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, সে ব্যাপারে সাহায্য করাও এই দফতরের কাজ। অন্যান্য দফতর এবং জেলা কর্তৃপক্ষের সাহায্যে এই দফতর জেলা যোজনা, বার্ষিক যোজনা এবং পঞ্চবার্ষিকী যোজনার তদারকি করে থাকে। রাজ্য যোজনা পর্ষদ এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলির গঠন ও কাজকর্ম তদারকি করাও এই দফতরের আওতায় পড়ে।

পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন যোজনা কমিশনের অনুমোদনক্রমে ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে যেখানে পরিকল্পনা রূপায়ণে ১৪,১৫০ কোটি টাকা এবং তার পরের অর্থবর্ষের জন্য ১৭,৯৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেখানে ২০১১-১২ সালে নতুন সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে ২২,২১৪ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ সালের বরাদ্দ নিয়ে যোজনা পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে ১০.০৪.২০১২ তারিখে বৈঠক করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। **বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫,৯১০ কোটি টাকায়।** দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১২-২০১৭) দর্শন এবং কর্ম রূপায়ণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের মাননীয় সদস্যরা এ নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানদের সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠক করেছেন।

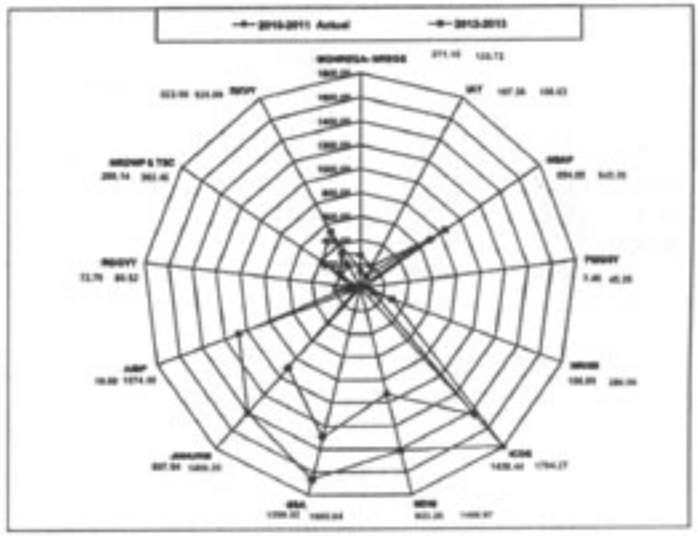
মাওবাদী অধ্যুষিত পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলার ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যান

২০১০-১১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে মাওবাদী অধ্যুষিত বলে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে এই জেলার ১১টি ব্লকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যান বা আইএপি'র অধীনে এই জেলার উন্নয়নে ৬৪৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে ৬২৩টির কাজ সম্পূর্ণ হয়। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম মেদিনীপুরের উন্নয়নে আরও ৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করে।

২০১১-১২ সালে কেন্দ্র পুরুলিয়ার আটটি ও বাঁকুড়ার চারটি ব্লককে মাওবাদী অধ্যুষিত হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই দুই জেলার উন্নয়নে ৩০ কোটি টাকা করে মঞ্জুর করে। ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে পুরুলিয়ায় ৮৪৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৩৬টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি প্রকল্পগুলির কাজ চলছে। বাঁকুড়া জেলার উন্নয়নে ৩৯৪টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম

২০১০-১১'য় ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের থেকে প্রাপ্তি এবং ২০১৩-র বাজেট নীচের র‍্যাডার ডায়াগ্রামে বর্ণনা করা হল। এই প্রোগ্রাম একটি রাজ্য সরকারের উদ্যোগ।

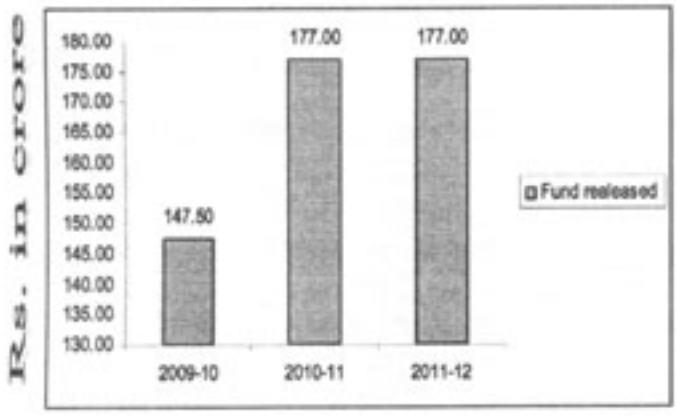


IAY : Indira Awas Yojana; **NSAP:** National Social Assistance Programme; **PMGSY:** Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana; **NRHM:** National Rural Health Mission; **ICDS:** Integrated Child Development Services; **MDM:** Mid-day Meal; **SSA:** Sarva Shikha Abhiyan; **JNNURM:** Jawaharlal Neheru National Urban Renewal Mission; **AIBP:** Accelerated Irrigation Benefit Programme; **RGGVY:** Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojanan; **TSC-** Total Sanitation Campaign



বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিইইউপি)

রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের এলাকা উন্নয়ন খাতে খরচের জন্য ১৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আগে ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে ২৯৫ জন বিধায়কের মধ্যে ১৪৭.৫০ কোটি টাকা



বরাদ্দ করা হয়। (বিধায়ক পিছু ৫০ লাখ টাকা) ২০১০-১১ অর্থবর্ষে বিধায়ক পিছু ৬০ লাখ টাকা করে মোট ১৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ২০১১-১২ অর্থবর্ষেও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের এলাকা উন্নয়ন খাতে খরচের জন্য ১৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সাংসদ কোটার টাকা (এমপিএলএডিএস)

রাজ্যে বর্তমানে ৪২ জন লোকসভা এবং ১৬ জন রাজ্যসভা সদস্য রয়েছেন। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে এলাকা উন্নয়ন বাবদ খরচের টাকার অঙ্ক সাংসদ পিছু ২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫ কোটি টাকা হয়েছে।
২০০৯-১০ সালে সাংসদ কোটা খাতে ১৭৮৩.৪৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। সেখানে খরচ হয় মাত্র ১৩৪৫.৮৮ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে সাংসদ কোটা খাতে ১৬০৬.৫৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। সেখানে খরচ হয় ১৪৮৮.৯৪ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে সাংসদ কোটা খাতে ১৬৭২.৭৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। চলতি অর্থবর্ষে এই টাকা খরচের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৯৬.০২ কোটি টাকা।

- ২০১১-১২ সালে হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ডিস্ট্রিক্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বা ডিএইচডিআর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বর্ধমান ও নদিয়া জেলার ডিএইচডিআর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং পুরুলিয়া জেলার ডিএইচডিআর প্রকাশনার পথে।

পুরস্কার

কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রকের থেকে ২০১২'য় বেশ কয়েকটি পুরস্কার জিতেছে এ রাজ্য। বিভিন্ন বিভাগে দেশের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মালদহ, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। ডিএইচডিআর প্রকাশনায় উৎকর্ষের স্বীকৃতি হিসেবে গোটা দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ যোজনা কমিশনের থেকে 'মানব বিকাশ অ্যাওয়ার্ড ২০১২' লাভ করেছে।

সংস্কার

- রাজ্যের তিনটি মাওবাদী অধ্যুষিত জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এবং উত্তরবঙ্গের ছটি জেলা মালদহ, কোচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও জলপাইগুড়িতে বিভিন্ন সরকারি দফতরে শূন্য থাকা কর্মীপদের হিসেব করা হয়েছে। বেশ কিছু পদে ইতিমধ্যেই কর্মী নিয়োগ হয়েছে। অন্য জেলাগুলির শূন্যপদের হিসেব করা হচ্ছে।

- সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি জেলা, মহকুমা এবং ব্লকস্তর পর্যন্ত একটি ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং কমিটি গড়া হয়েছে। দ্রুত প্রকল্প রূপায়নের উদ্দেশ্যে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরের নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখতে এই কমিটিগুলি কাজ করবে। উন্নয়নমুখী বকেয়া কাজ গুণমান বজায় রেখে স্থানীয়স্তরে দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি যাতে হয় তা দেখার দায়িত্ব এই কমিটিগুলির।

PLANNING COMMISSION

UNDP

MANAV VIKAS
India Human Development Awards

Certificate of Recognition

Planning Commission, Government of India & United Nations Development Programme

confer the Manav Vikas Award 2012 to

West Bengal

for overall excellence in preparation of District Human Development Reports.

Tuhin K. Pandey
Joint Secretary (State Plans)
Planning Commission

Caitlin Wiesen
Country Director
UNDP India



পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে সার্বিক উৎকর্ষের জন্য যোজনা কমিশন ও ইউএনডিপি **মানব বিকাশ পুরস্কার** ২০১২ পেয়েছে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ।

MANAV VIKAS
India Human Development Awards

Certificate of Recognition

Planning Commission, Government of India & United Nations Development Programme

confer the Manav Vikas Award 2012 to

District *Malda, West Bengal*

for excellence in Focus on Gender and Inclusion in preparation of District Human Development Reports.

Tuhin K. Pandey
Joint Secretary (State Plans)
Planning Commission

Caitlin Wiesen
Country Director
UNDP India

MANAV VIKAS
India Human Development Awards

Certificate of Appreciation

Planning Commission, Government of India & United Nations Development Programme

Congratulate

District *Hooghly, West Bengal*

As Manav Vikas Award 2012 finalist for excellence in Innovations in Measurement in preparation of District Human Development Reports.

Tuhin K. Pandey
Joint Secretary (State Plans)
Planning Commission

Caitlin Wiesen
Country Director
UNDP India

MANAV VIKAS
India Human Development Awards

Certificate of Appreciation

Planning Commission, Government of India & United Nations Development Programme

Congratulate

District *North 24 Parganas, West Bengal*

As Manav Vikas Award 2012 finalist for excellence in Quality of Analysis in preparation of District Human Development Reports.

Tuhin K. Pandey
Joint Secretary (State Plans)
Planning Commission

Caitlin Wiesen
Country Director
UNDP India

*****

বিপর্যয় মোকাবিলা



সূচনা

বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনাকে উদ্দীপনা জোগানোর জন্য এই সরকার অগ্নি নির্বাপণ দফতর, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দফতর তিনটিকে একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত করে, নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বিষয়টিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই দফতর দিনরাত কাজ করে চলেছে। তিনটি দফতর এক করার সরাসরি ফল হিসেবে সপ্তাহে প্রতি দিন ২৪ ঘণ্টার জন্য মহাকরণ থেকেই স্টেট কন্ট্রোল রুমকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। অসামরিক প্রতিরক্ষা ও বিপর্যয় মোকাবিলা– দু' দফতরের কর্মচারীরাই কাজ করছেন সেখানে।

সাফল্য

- ২০০৯-১০ সালে জাতীয় বিপর্যয়ে এক্সগ্রাশিয়া খাতে অর্থ মঞ্জুর হয় ৪৫৪.৭ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে অর্থ মঞ্জুর হয় ৩৯২.৫ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে অর্থ মঞ্জুর হয় ১২০৪.৪ কোটি টাকা।
- ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন খাতে ২০০৯-১০ সালে অর্থ মঞ্জুর হয় ৮১.৪ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে মঞ্জুর হয় ৮৮.১২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে মঞ্জুর হয় ২৩৬.৪২ কোটি টাকা।
- কনস্ট্রাকশন অফ রেসকিউ শেল্টার খাতে ২০০৯-১০ সালে অর্থ মঞ্জুর হয় ৫৪ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে মঞ্জুর হয় ৫৭.৫ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে মঞ্জুর হয় ২২৮ কোটি টাকা।
- রিলিফ স্টোর নির্মাণ খাতে ২০০৯-১০ সালে মঞ্জুর করা হয়েছিল ২৬.৫৯ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে মঞ্জুর করা হয়েছিল ৪১.২৫ কোটি টাকা। কিন্তু, ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যাটাই বেড়ে দাঁড়ায় ১১৫.৩৬ কোটি টাকা।

(ক) সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা

- ২০১১-১২ সালে পর্যন্ত বন্যা, ভূমি-ধস ও ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ৭,২৪,০০০টি ত্রিপল (খরচ হয়েছিল ৪১.২২ কোটি টাকা), ৪৯৮২ মেট্রিক টন চাল (খরচ হয়েছিল ৮.৭১ কোটি টাকা) ২,৯২,০০০টি ধুতি (খরচ হয়েছিল ৪.২৩ কোটি টাকা), ২,৫৯,৫০০টি শাড়ি (খরচ হয়েছিল ৫.৯৬ কোটি টাকা), ২,২৬,৫০০টি লুঙ্গি (খরচ হয়েছিল ২.৭১ কোটি টাকা), ২,৫৯,০০০টি শিশুদের পোশাক (খরচ হয়েছিল ৬.৫৩ কোটি টাকা), ২,৩২,০০০ টি উলের কম্বল (খরচ হয়েছিল ৪.৮৭ কোটি টাকা) ২,৫৬,৪০০টি সালোয়ার-কামিজ (খরচ হয়েছিল ৫.১৩ কোটি টাকা), ৭৬,৪০০টি পাজামা-পাঞ্জাবি (খরচ হয়েছিল ১.৭৪ কোটি টাকা) বিলি করা হয়েছে এবং র‍্যাপার দেওয়া হয়েছিল ২,২০,০০০ টি (খরচ হয়েছিল ৪.২২ কোটি টাকা)।
- গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর সিকিমের ভূমিকম্পের কথা মাথায় রেখে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে একটি মেমোর‍্যান্ডাম পাঠানো হয়েছে।
- ভূমিকম্পে সিকিমের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে মিলিটারি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে আকাশ থেকে ফেলার জন্য প্রথমে ২০০০, পরে আরও ১০,০০০ খাদ্য প্যাকেট প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুকনো খাবার ছাড়া, মোমবাতি, দেশলাই, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ছিল। এছাড়া ৫০০০০টি ত্রিপলও রাজ্য সরকারের তরফে পাঠানো হয়েছে।
- **আয়লা:** ২০০৯ সালে আয়লায় ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে শেষ কিস্তি হিসেবে ৮৮ কোটি টাকা, উত্তর ২৪ পরগনায় আয়লার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য শেষ কিস্তির ৩৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়িতে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য যথাক্রমে ২০ এবং ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান জেলার কয়লাখনি অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য ৪,৬২,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য দার্জিলিং, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদিয়া এবং পুরুলিয়াকে মোট ১১১.৮৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

মানবসৃষ্ট বিপর্যয়

- ❖ **আমরি**– আমরির ঘটনায় মৃত ৯১টি পরিবারকে ২৭৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মৃতদের পরিবারের একজনকে গ্রুপ-সি অথবা গ্রুপ-ডি'র চাকরি (যদি কেউ ইচ্ছুক হন) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।
- ❖ **সাঁইথিয়া রেল দুর্ঘটনা** - বিগত সরকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেও, অর্থ বরাদ্দ করেনি। বর্তমান সরকার সাঁইথিয়ার দুর্ঘটনায় মৃত ৬২ জনের পরিবারের জন্য ১৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

❖ **গঙ্গাসাগর মেলায় মৃত** - ২০১০-১১ সালে গঙ্গাসাগর মেলায় পথদুর্ঘটনায় ৩ জন মৃতের পরিবারের জন্য মোট ৬ লক্ষ টাকা এবং তার আগের বছর একজন মৃতের পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

❖ **বাংলাদেশি জলদস্যুর হাতে নিহত ভারতীয় মৎস্যজীবী** - বাংলাদেশি জলদস্যুদের হাতে নিহত ৩ জন মৎস্যজীবীর পরিবারের হাতে মোট ৬ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে।

❖ **সংগ্রামপুর বিষমদ** - সংগ্রামপুরে বিষমদ খেয়ে মৃত ১৭২ জনের পরিবারের জন্য মোট ৩৪৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

❖ **প্রাকৃতিক বিপর্যয়:** প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত ব্যক্তিদের নিকট-আত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৯৯টি পরিবারকে মৃত্যুকালীন অনুদান হিসাবে ৩৬৬.৪ লক্ষ টাকা এবং সর্পাঘাতে মৃত ২৭৮টি ক্ষেত্রে ২.৫৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ভূমিকম্পে মৃতদের ১১টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ২২ লাখ টাকা।

- ইদ ও দুর্গাপুজোর আগে গরিব ও দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিলি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মাননীয় সদস্যদের সরবরাহ করার জন্য জেলাশাসকদের কাছে ১,৭৫,২০০টি ধুতি, ৮৭,৬০০টি লুঙ্গি, ২,৬২,৮০০টি শাড়ি, বালক-বালিকদের জন্য ৬৫,৭০০টি আট রকম মাপের পোশাক, ৭৩,০০০টি সালোয়ার কামিজ, ১,৭৫,২০০টি চাদর, ৬৫,৭০০টি হাফহাতা পাঞ্জাবি ও পাজামা এবং ১,৪৭,৫০০টি ত্রিপল প্রেরণ করা হয়েছে।
- নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সরকারি দফতরের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক পরিষেবার তাৎক্ষণিক মেরামতি, মহাকরণে ইন্টারনেট পরিষেবা উন্নীতকরণ, কৃষিতে ভর্তুকি, পশুখাদ্য ক্রয় প্রভৃতির প্রয়োজনে রাজ্য বিপর্যয় সাড়া তহবিল থেকে ১৫৯০৩.১৬ লক্ষ টাকা বিভিন্ন দফতরকে প্রদান করা হয়েছে।
- রাজ্যের বাইরে উদ্ধার এবং অনুসন্ধানের জন্য রেসিডেন্ট কমিশনার দিল্লিকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির ক্ষতি অনুসন্ধানের জন্য গঠিত চার সদস্যবিশিষ্ট যৌথ দলের গঠন সরলীকরণ করা হয়েছে।

(খ) কল্যাণমূলক ক্ষেত্র

- **সাধারণ বিনামূল্যে প্রদত্ত ত্রাণ:** রাজ্যের সবক'টি জেলাকে এই খাতে ১২৭৬৩.৩৬৮ মেট্রিক টন গম দেওয়া হয়েছে এবং কেএমসি-কে এই বাবদ দেওয়া হয়েছে ১৬৪.৬২ লাখ টাকা যা থেকে উপকৃত হবেন ১,৭৭,২৬৯ জন।
- **কুষ্ঠ ক্ষেত্রে প্রদত্ত ত্রাণ:** এই খাতে পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া এবং বর্ধমানকে ৮৩৭.৩৬ মেট্রিক টন চাল দেওয়া হয়েছে, উপকৃত হবেন ৫৮১৫ জন।
- **নগদ প্রদত্ত ত্রাণ:** সবক'টি জেলাকে দেওয়া হয়েছে ৫৬ লক্ষ টাকা।

(গ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন

- ঘূর্ণিঝড়, সুনামি বা ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য এসএমএস ভিত্তিক অগ্রিম সতর্কতা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- এসডিআরএফ-এর থেকে তল্লাশি এবং উদ্ধারে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য ৫০.৬৫ লক্ষ টাকা কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ২৫৭.৬২ লক্ষ টাকা রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের মঞ্জুরি থেকে একই উদ্দেশ্যে ২৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার জন্য।
- রাষ্ট্রীয় লাইফ সেভিং সোসাইটির থেকে জলজ বিপর্যয়ের প্রশিক্ষণ-প্রকল্পের জন্য কোচবিহারের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে ১৪.৪৫ লাখ টাকা।
- আগাম সতর্কতায় মাইক্রোফোন কেনার জন্য জেলাশাসকদের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে ২৪.৮৫ লক্ষ টাকা।
- সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য, এনজিও এবং ত্রিস্তরীয় পিআরআই-গুলির ক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে, ক) জেলাশাসকদের ২৫.২০ লক্ষ টাকা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে প্রশিক্ষণের জন্য স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এসআইপিআরডি) ও ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আর্বান স্টাডিজ (আইএলজিইউএস)-কে দেওয়া হয়েছে ৫.৭৫ লক্ষ টাকা। খ) সুনামি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংয়ের জন্য পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে দেওয়া হয়েছে ১৩.৮৯৬ লক্ষ টাকা। গ) ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের জন্য পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি এবং দার্জিলিংকে দেওয়া হয়েছে মোট ৫২ লক্ষ টাকা।
- সম্প্রচার এবং প্রসারের জন্য খরচ হয়েছে ১,২২,৫০৬ টাকা।
- রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা নীতি প্রকাশ করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০১১-১২ সালের জন্য রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন।
- পরিকল্পনার হিসেবে ২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত প্রতি বছর ৫ কোটি টাকা হিসেবে মোট ২০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে চাওয়া হয়েছে। গত আর্থিক বছরের একদম শেষের দিকে কেন্দ্র ৫০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে।
- 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' নামে একটি তথ্যচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রতিটি গ্রামের জন্য।
- দু'জন নতুন সদস্যের (যথা, খাদ্য এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী) অন্তর্ভুক্তিতে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'র পুনর্গঠন হয়েছে।

(ঘ) ক্ষমতাবৃদ্ধির উদ্যোগ -

বহুমুখী সাইক্লোন-শেল্টার গঠন

- **প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল:** প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির অধীনে দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (যথা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং হিন্দুস্তান স্টিল ওয়ার্কস কনস্ট্রাকশন লিমিটেড) থেকে প্রাপ্ত অর্থে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫টি, উত্তর ২৪ পরগনার ১৫টি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ২০টি উপকূলবর্তী ব্লকে মোট ৫০টি বহুমুখী সাইক্লোন-শেল্টার গড়ে তোলা হবে। এই তিনটি জেলাতেই প্রথম ধাপের ১৫টি শেল্টার গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

- **ন্যাশনাল সাইক্লোন রিস্ক মিটিগেশন প্রোগ্রাম:** ২৬-২৮ মার্চ বিশ্ব ব্যাংকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যে এসেছিল। তাঁরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ন্যাশনাল সাইক্লোন রিস্ক মিটিগেশন প্রোগ্রামের কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখেন। এই প্রোগ্রামের অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আটটি উপকূলবর্তী ব্লকে ৭৫টি, উত্তর ২৪ পরগনার পাঁচটি উপকূলবর্তী ব্লকে ৪৫টি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ছটি উপকূলবর্তী ব্লকে ৩০টি মিলিয়ে মোট ১৫০টি সাইক্লোন-শেল্টার তৈরির প্রস্তাব এসেছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খুব শিগগিরই মঞ্জুর হয়ে যাবে।

ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট:

- পুনর্মূল্যায়নের পর এই প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে ২৫টি বহুমুখী সাইক্লোন-শেল্টার গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক এই বাবদ অর্থ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- দফতরে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করতে, ৫০ জন ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসারের জন্য ৫০টি কমপিউটার কেনার টাকা দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের।

*****

উচ্চশিক্ষা



সূচনা

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে নতুন সরকার। 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'কে সামনে রেখে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর এই সরকার।

সাফল্য

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা: ১৯৪টি নতুন শিক্ষকপদ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।
- কলেজ শিক্ষা : ১৩৯টি বেসরকারি কলেজকে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০.৯২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- ২০০৯-১০ সালে রাজ্যে ৮৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ ছিল, অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ২৩,৮৫৪। ২০১০-১১ সালে রাজ্যে ৯০টি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ ছিল, অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ২৮,৭৫১। ২০১১-১২ সালে রাজ্যে ৯১টি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজে অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ৩১,৫৬৩। ২০০৯-১০ সালে রাজ্যে ৪৫টি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, এমবিএ-তে অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ২৭৯০। ২০১০-১১ সালে রাজ্যে ৫০টি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, এমবিএ-তে অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ৩৯০০। ২০১১-১২ সালে রাজ্যে ৫৭টি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, এমবিএ-তে অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ৪৫৬০। ২০০৯-১০ সালে রাজ্যে ৩৯টি এমসিএ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল, অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ১৯৩০। ২০১০-১১ সালে রাজ্যে ৪১টি এমসিএ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল, অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ২২৪০। ২০১১-১২ সালে রাজ্যে ৪২টি এমসিএ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল, অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ২৩০০।
- এ ছাড়া আরও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ, ৭টি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট এবং একটি এমসিএ কলেজ ২০১১-১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ 'মেরিট কাম মিনস' বৃত্তি প্রকল্প। ২০০৯-১০ সালে এই প্রকল্পে মোট ২০১৮১ জনকে ১৮.৪৪ কোটি টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। পরের বছর ২৩৯৩৩ জনকে ২২.৮০ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ২৪২৩৮ জনকে ২৫.৩৮ কোটি টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

- প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্ত

ক) ৯ জুন, ২০১১ তারিখে রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষায় দশ সদস্যের একটি 'এক্সপার্ট কমিটি' গঠন করে। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর হায়ার এডুকেশন এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রের কাজকর্ম পর্যালোচনা করা এবং সেইমতো দফতরকে রিপোর্ট দেওয়াই হল এই বিশেষজ্ঞ কমিটির কাজ। এই কমিটির মেয়াদ বিভিন্ন সময়ে বাড়ানো হয়েছে। কমিটি ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সরকার রিপোর্ট খতিয়ে দেখছে।

খ) অর্ডিন্যান্স ও সংশোধনের মাধ্যমে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বদল

উপাচার্য, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি লজ (অ্যামেন্ডেড) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ লাগু করা হয়েছে এবং ২ নভেম্বর, ২০১১ সরকারি গেজেটে তা নোটিফায়েড হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের উপর অযাচিত রাজনৈতিক খবরদারি এড়ানো, উপযুক্ত কারণে ও সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপাচার্য এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরদের অপসারণ এবং উচ্চশিক্ষায় সর্বোচ্চ গুণমান আনাও এই কমিটি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। উপরিউক্ত অর্ডিন্যান্সে রাজ্যের ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি লজ (অ্যামেন্ডেড) অ্যাক্ট, ২০১১'-ও সংশোধিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ২৫ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে এই সংশোধন আইনে পরিণত হয়েছে এবং কার্যকর হয়েছে ২ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে।

এর পরই বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট, কোর্ট, সিন্ডিকেট, এগজিকিউটিভ কাউন্সিল এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। সংশোধিত আইনের ভিত্তিতে, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনের জন্য সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

গ) প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মেন্টর গ্রুপ

অধ্যাপক সুগত বোসের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে একটি 'মেন্টর গ্রুপ' নিযুক্ত করেছে সরকার। এই মেন্টর গ্রুপ দু'টি অর্ন্তবর্তী রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকার নীতিগত ভাবে 'ডিশটিংগুইশড প্রফেসারশিপে'র জন্য পাঁচটি পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং 'ফ্যাকাল্টি রিসার্চ' ও 'প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'-এর আওতায় অর্থও দিয়েছে।

ঘ) বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের সহায়তায় একটি 'এডুকেশন ম্যাপ' তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির ভৌগোলিক অবস্থান যাচাই এবং ভবিষ্যতে নতুন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যও এই ম্যাপ তৈরির

উদ্যোগ।

ঙ) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০১১ থেকেই সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের মাস পয়লায় বেতন দেওয়া হচ্ছে। ৮৩৯৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ১৮৪ জন লাইব্রেরিয়ান, ২৫০ স্নাতকস্তরে ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ৭০৭৭ শিক্ষাকর্মী এই সিদ্ধান্তর সুফল পাচ্ছেন।

চ) অবসর নেওয়ার একমাসের মধ্যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের 'অ্যাড-হক' পেনশন দেওয়া শুরু হয়েছে এবং তা সরকারের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে।

জ) দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের আল-আমিন মেমোরিয়াল কলেজকে (সংখ্যালঘুদের জন্য) ২০১১-১২ সালে পে-প্যাকেট প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

- বিশ্ববিদ্যালয়: কোচবিহার এবং রাজ্যের যে কোনও একটি অনগ্রসর এলাকায় দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- 'নিউ জেনারেল ডিগ্রি গভর্নমেন্ট কলেজ' স্থাপন: সরকার এ ধরনের আটটি (৮) কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সঙ্গে একটি চালু সরকারি কলেজে একটি উইমেনস উইং খোলারও সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- রাজারহাট (নিউটাউন), গাইঘাটা (উঃ২৪ পরগনা), ভাবতা (মুর্শিদাবাদ)-এ তিনটি সরকারি কলেজ খোলা হবে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে নতুন সরকারি কলেজের জন্য ৫ একর জমি।
- লালগড়ে নতুন সরকারি কলেজের শিলান্যাস হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রামে সরকারি কলেজের জন্য ৭.৩৭ একর জমি চিহ্নিত।
- 'ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ'-এ গার্লস উইংয়ের জন্য জমি পাওয়া গিয়েছে, প্রকল্পের জন্য পাওয়া গিয়েছে ৭.৪৩ কোটি টাকা।
- দার্জিলিংয়ের পেডং ও গোরুবাথানে দু'টি সরকারি কলেজের জন্য জমি চিহ্নিত করার কাজ চলছে।
- মডেল ডিগ্রি কলেজ:
  ০১.০১.২০০৮ তারিখের পর প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির মধ্যে থেকে পাঁচটিকে মডেল ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত করা হবে।
- নতুন সরকারি স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ:
  চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়।
- টিচার-ইন-চার্জের জায়গায় অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ১২.০৪.২০১২ তারিখ থেকে ইন্টারভিউ শুরু করেছে।
- পার্ট-টাইম এবং চুক্তিবদ্ধ হোল-টাইম শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ নীতি আনা হচ্ছে।
- বিধাননগর কলেজে 'প্লেসমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার ফর আইএএস, ডব্লিউবিসিএস এগমিনেশনস' স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুরু হয়েছে প্রকল্প রূপায়ণের কাজও।
- ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সঙ্গে 'স্লেট'-এর আওতায় নতুন বিষয় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং পরের বছরের 'স্লেটে'ই এই নতুন বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবেশিকা পরীক্ষার (জেইএম-২০১২) পর অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকেই তা কার্যকর হয়েছে।
- দফতরে ই-গভন্যান্স-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাবে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেরিট কাম মিনস' বৃত্তির আবেদনপত্র নেওয়া হয়েছে অনলাইনে। পাশাপাশি দফতরের বিভিন্ন ডিরেক্টরেট এবং শাখায় ইলেক্ট্রনিক ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে।
- ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রি-শিপ স্কিম'-এর আওতায় 'ফুল অ্যান্ড ফ্রি স্টুডেন্টশিপ' এবং 'হাফ-ফ্রি স্টুডেন্টশিপ'-এর সুযোগ বাড়িয়ে যথাক্রমে ১০ শতাংশ+৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ+১০ শতাংশ করা হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ, যাদবপুর বা বেসু এবং সেলফ-ফিন্যান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেগুলি ম্যানেজমেন্ট কোটায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়েছে, সেগুলিতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।
- এআইসিটিই-র গাইডলাইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সবক'টি অনুমোদনপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল 'ইনস্টিটিউটে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য টিউশন ফি ওয়েভার স্কিম' (টিডব্লিউএফ) চালু হয়েছে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে।
- গত বছরই কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ অনুদানপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিইকিউআইপি) ফেজ-২ শুরু হয়েছে। কার্যকরী এবং পদ্ধতিনির্ভর করার জন্য স্টেট প্রোজেক্ট ফেসিলিটেশন ইউনিট (এসপিএফইউ) পুনর্গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন পার্টিসিপেটিং ইনস্টিটিউটকে দেওয়া অনুদানের সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, রিপোর্ট এবং রিটার্নের মাধ্যমে তা নিয়মিত নজরদারিতে রাখা হচ্ছে।
- ২০১১ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে প্রকাশিত স্টেট আর্কাইভের প্রকাশনা 'এ ট্রিবিউট টু রবীন্দ্রনাথ টেগোর' এবং 'সিলেক্ট ডকুমেন্টস অন কলকাতা' বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে এবং এগুলির বিক্রিও রীতিমতো ভালো।
- ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ১৪টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট হালনাগাদ করা হবে।
- ২০১১-১২ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ— মুর্শিদাবাদে ডোমকল কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুরে নাথানিয়েল মুর্মু কলেজ, কোচবিহারের ঘোকসাডাঙা বীরেন্দ্র মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়।
- **২০১২-১৩ সালে যে সব নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত—**

বিশ্ববিদ্যালয়— কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নতুন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ — ভাবতা (মুর্শিদাবাদ), রাজারহাট (উঃ ২৪ পরগনা), গাইঘাটা (উঃ ২৪ পরগনা), শালবনি (পঃ মেদিনীপুর), লালগড় (পঃ মেদিনীপুর), নয়াগ্রাম (পঃ মেদিনীপুর), ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে গার্লস উইং (পঃ মেদিনীপুর), পেডং (দার্জিলিং), গোরুবাথান (দার্জিলিং)।

মডেল কলেজের মানোন্নয়ন — গৌরব গুঁই মেমোরিয়াল কলেজ (পঃ মেদিনীপুর), বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয় (কোচবিহার), নকশালবাড়ি কলেজ (দার্জিলিং), রাজগঞ্জ কলেজ (জলপাইগুড়ি), দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয় (পুঃ মেদিনীপুর)।

সরকারি স্তরে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ— দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ।

*****

বিদ্যালয় শিক্ষা



সূচনা

বিগত ২০ মে, ২০১১-এর পর যে ক'টি ক্ষেত্রে সবাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষা। যথোচিত সতর্কতা ও গুরুত্বের সঙ্গে রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার বিস্তার শুরু হল। নতুন সরকারের নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের ঐকান্তিক চেষ্টায় গত এক বছরে শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকটাই টেনে তোলা গিয়েছে। আগামী বছরগুলিতেও চলবে এই সরকারের সার্বিক শিক্ষা নীতিরই সম্প্রসারণ।

জুন, ২০১১ থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার সুষ্ঠু রূপায়ণ, প্রসার ও উন্নতির লক্ষ্যে নেওয়া সরকারের প্রধান উদ্যোগ তথা কৃতিত্বগুলি একনজরে—

- বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বজনীকরণ ও সকলের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। সকলের জন্য শিক্ষার নীতিতে গ্রামে এক কিলোমিটারের মধ্যে এবং শহরে আধ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আর গ্রামে দুই কিলোমিটারের মধ্যে এবং শহরে এক কিলোমিটারের মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক স্কুল গড়ে তোলা হবে। এই শর্ত নিশ্চিত করতে গোটা রাজ্যের জনপদগুলির ভূতাত্ত্বিক তথ্যভাণ্ডার অনুযায়ী সবক'টি বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট অবস্থান ও কোন অঞ্চলে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে ২৬০টি নতুন প্রাথমিক স্কুল ও ৪৫২টি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইন মোতাবেক ২০১২-১৩'তে আমাদের লক্ষ্য আরও ১,২৩২টি প্রাথমিক এবং ২,০৭২টি নতুন উচ্চপ্রাথমিক স্কুল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
- রাজ্যের পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলিতে ৫২টি মডেল স্কুল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি রাজ্য সরকারও পিছিয়ে পড়া এলাকায় ৫৩টি মডেল স্কুল গড়বে। ২০১১-১২ সালে ৮৮টি জুনিয়র হাইস্কুলকে মাধ্যমিক এবং ৩৮৯টি মাধ্যমিককে উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১২ সালে আরও ৫০০টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই সকল বিদ্যালয়ে যথাযথ পঠনপাঠনের জন্য বাড়তি শিক্ষকও নিয়োগ করা হবে।
- ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে দেশে শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ বলবৎ হয়েছে। এই আইনের ফলে ৬-১৪ বছরের সব শিশুকে বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে।

এই আইন যথাযথ ভাবে বলবৎ করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল :

- বিদ্যালয়বিহীন সমস্ত গ্রামীণ জনপদে ১কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে ও সমস্ত শহুরে জনপদে ১/২ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। একই ভাবে বিদ্যালয়হীন জনপদগুলির ক্ষেত্রে ওই মাপকাঠি যথাক্রমে ২কিমি ও ১ কিমি ধরে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- কোনও শিশুকেই স্কুলে ভর্তি হতে গেলে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে না। তাকে সরাসরি ভর্তি নিতে হবে। প্রয়োজনে লটারির মাধ্যমে ভর্তি নিতে হবে।
- কোনও রকম ভর্তির মাশুল ছাত্রছাত্রীদের থেকে নেওয়া যাবে না, যাতে ওই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হয়। কিন্তু সবাধিক ২৪০ টাকা উন্নয়ন মাশুল ছাত্রছাত্রী পিছু ধার্য করা যেতে পারে। কিন্তু ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবক যদি তা-ও দিতে অপারগ হন, তা হলে সেই মাশুল আংশিক বা পুরোপুরি মকুব করতে হবে।

শিশুদের দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

- ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয় সেবা আয়োগ এবং সমস্ত জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের নির্মাণ, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার নির্মাণ ও সমস্ত বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করা হবে।
- সমাজের দুর্বলতর ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষালাভ সুনিশ্চিত করতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই জন্য সমস্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ে ২৪ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। ওই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সব খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।
- সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, শিক্ষকদের একান্ত শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার (প্রাইভেট টিউশন) অনুমতি দেওয়া হয়নি। যাতে তাঁরা স্কুলে সময় দিতে পারেন।
- শিক্ষার অধিকার রক্ষা কর্তৃপক্ষ (REPA) গঠিত হয়েছে, যাতে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ ও শিশু অধিকার আইন ২০০৫ সুনিশ্চিত ভাবে রাজ্যে কার্যকর হয়।
- শিক্ষার অধিকার বিধি প্রকাশিত হয়েছে।
- সমস্ত ৪ বছর বয়সি শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে



প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেই। প্রাথমিক শিক্ষকরাই শিক্ষাদান করবেন।

নতুন উচ্চ প্রাথমিক স্কুল

- জিআইএস ম্যাপের ভিত্তিতে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর ৫০৩ টি নতুন উচ্চ প্রাথমিক স্কুল গড়ে তুলেছে। ২০১১-১২ সালে স্কুলগুলি গড়ে তোলা হয় গ্রামীণ এলাকায় জনবসতির ২ কিলোমিটার এবং শহরাঞ্চলে জনবসতির ১ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে। ২০১২-১৩ সালে সরকার আরও এরকম ২,০৭২ টি নতুন উচ্চ প্রাথমিক স্কুল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে শিক্ষার আইন মোতাবেক বসত এলাকার 'কাছাকাছি' স্কুল গড়ে তোলার যে কথা বলা হয়েছে, তা পালিত হয়।

মডেল স্কুল গঠন

- রাজ্যে শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা ব্লকগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার ৫২টি মডেল স্কুলের অনুমোদন দিয়েছে। স্কুলগুলি নির্মাণের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে পূর্ত দফতরকে। এবং কাজ চলছে জোরকদমে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নীতকরণ

- বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী তিন বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের সমস্ত স্কুলকেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হবে। এই নীতির ফলে ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে ৪০৩টি বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। ২০১০-১১ আর্থিক বর্ষে এই সংখ্যাটা ছিল ৩১৭। রাজ্য মন্ত্রিসভা আগামী দু'টি আর্থিক বর্ষে আরও ৯৯৯ বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে, ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে ৫০০টি এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে ৪৯৯টি বিদ্যালয় উন্নীত হবে। এই বিদ্যালয়গুলির প্রত্যেকটিতে চারটি অতিরিক্ত শিক্ষক পদও মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ

- উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হচ্ছে। এর ফলে, ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে ৮৮টি বিদ্যালয় মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, বিগত অর্থবর্ষে যে সংখ্যাটা ছিল ৮১।

হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী, স্কুলশিক্ষা দফতর জলপাইগুড়ি জেলায় ১৭টি হিন্দি মাধ্যম স্কুল গঠনের কাজ শুরু করেছে। এ ছাড়া এই জেলায় ৬৩টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত হিন্দি মাধ্যম শ্রেণি সূচনা করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির কালচিনি ও মাটিয়ালি ব্লকে দু'টি সুসংহত হিন্দিমাধ্যম বিদ্যালয় গঠনের জন্য জমি চিহ্নিত হয়েছে। পূর্ত দফতরকে এই কাজের প্রাক্কলন তৈরি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিকরণের কাজ

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে প্রত্যন্ত এলাকার ২০০টি স্কুলে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর (WEBRDA)-র সহায়তায় পরীক্ষামূলক ভাবে পিভি বৈদ্যুতিক সৌরকোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই স্কুলগুলিতে সোলার কুকারের সাহায্যে মিড ডে মিল রান্নার প্রক্রিয়া চলছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

নতুন স্কুল স্থাপনের কারণে প্রতি বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-তে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সাড়ে ১০ লক্ষ, যা আগের বারের চেয়ে ১ লক্ষেরও বেশি। একই ভাবে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার। আগের বার ছিল যা ছিল ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার।

বিদ্যালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- ২০১১-১২ সালে ২,০০০ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কমপিউটার শেখানোর জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা গত শিক্ষাবর্ষে ছিল ১,৪০১। এ বছর প্রশিক্ষণে আনা হয়েছে পেশাদার সংস্থার ব্যক্তিদেরও।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে বিদ্যালয় সীমানা প্রাচীর তৈরি।

- স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন খাতের অর্থ একত্রিত করে সীমানা প্রাচীরও যাতে দেওয়া যায়, সে চেষ্টা চলছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ১৪০১টি স্কুলে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে,

আগের অর্থবর্ষে সংখ্যাটা ছিল মাত্র ৬৫৩।

মিড ডে মিল

২০১১-১২ সালে রাজ্যের সব প্রাথমিক স্কুলের ৮৪.০৩ লক্ষ বা ৯৬.৩১ শতাংশকে মিড ডে মিলের আওতায় আনা হয়েছে। যেখানে ২০১১-১২ সালে ৮২.৭৬ শতাংশ বা ৭৯.২৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী মিড ডে মিলের আওতায় ছিল। উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা এবং হার যথাক্রমে ৩২.১৮ লক্ষ ও ৮৩ শতাংশ (২০১১-১২) এবং ৩১.৩৩ লক্ষ ও ৬৭.১৭ শতাংশ (২০১০-১১)।

স্কুলে রান্নাঘর নির্মাণ

ইতিমধ্যেই ২০১১-১২ সালে ৫৩,০০০ স্কুলে রাজ্য সরকার রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর নির্মাণ করেছে। বাকি স্কুলগুলিতে ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষেই এই কাজ শেষ হবে।

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন

যে সমস্ত প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে মিড ডে মিল রান্না করা হয়, সেখানে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে চায় সরকার। এ জন্য দু'টি পর্যায়ে যথাক্রমে ৭১,৪২,৭০০ টাকা এবং ২৫,১৪,৭০০ টাকা জেলাশাসকদের বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রায় ৭৩,০০০ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ব্যাংকের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন

ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারিদের মাসের প্রথম তারিখেই ব্যাংকের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বেতন দেওয়ার কাজ অনেকক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আগে এই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদের বেতন পেতে মাসের পাঁত-দশ তারিখ হয়ে যেত।

জঙ্গলমহলের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ২৩টি উগ্র বামপন্থা অধ্যুষিত ব্লকে একগুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সেগুলি হল –

ক) মেয়েদের হস্টেল – তিন জেলায় ৩৪টি হস্টেলের জন্য ২৫.৮৩ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এই ছাত্রী আবাস তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

খ) সাঁওতালি জানা পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ – অলচিকি ভাষা জানা ১,১৭১টি পার্শ্বশিক্ষক পদ সৃষ্টি হয়েছে এই ২৩টি ব্লকে। ৩ জেলার দু'টিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।

গ) আগামী ৩ বছরে জঙ্গলমহলের সবক'টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হবে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ৪৪৮টি স্কুলের মধ্যে ২২৪টিকে ইতিমধ্যেই উচ্চমাধ্যমিক করা হয়েছে।

ঘ) ১১টি পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য অনুন্নত এলাকা মঞ্জুরী তহবিল থেকে ৫৯১.৫৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। প্রকল্পগুলি হল–

- ৫০টি শয্যা বিশিষ্ট ১০৫টি ছাত্রীআবাস নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে ৮০টি হস্টেল হবে জঙ্গলমহল এলাকায় (পঃ মেদিনীপুর- - ৫০, বাঁকুড়া – ১৫, পুরুলিয়া – ১৫)।
- জঙ্গলমহলের উগ্র বামপন্থা অধ্যুষিত এলাকায় ২৩টি ছাত্রাবাস-সহ নতুন সুসংহত বিদ্যালয় (১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) স্থাপন করা হচ্ছে (পঃমেদিনীপুর-১০, বাঁকুড়া– ৬ এবং পুরুলিয়া-৭)।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদীমাতৃক এলাকায় ৬টি নতুন ছাত্রাবাস-সহ সুসংহত বিদ্যালয়।
- ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলায় ১১টি ছাত্রাবাস-সহ সুসংহত স্কুলবাড়ি নির্মাণ।
- ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলায় ১১টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষনকেন্দ্র নির্মাণ।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থান শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ত বিভাগ এবং হুগলি নদী সেতু কমিশনকে নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৮ মাসে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে বলে আশাপ্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে অতিরিক্ত শিক্ষক পদ সৃষ্টি

শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হতে হবে ১:৪০। যা এ রাজ্যে অনেক কম ছিল। এই সমস্যা লক্ষ্য করে নতুন সরকার প্রাথমিকে ৫৪৪৫টি এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৩৯,৫১০টি অতিরিক্ত শিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছে। এই সব পদে নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপন দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষক পদ সৃষ্টি

উচ্চ মাধ্যমিকে ২০১২-১৩ সালে ২,০০০টি শিক্ষক পদ গঠন করা হয়েছে এবং ২০১৩-১৪ সালের জন্য ১,৯৯৯টি শিক্ষক পদ গঠন করা হয়েছে। এঁদের শতকরা ৫০ ভাগই হবেন বিজ্ঞানের শিক্ষক। ২০১২-১৩ সালে জন্য শিক্ষক নিয়োগ শুরু করে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম পুনর্বিবেচনা

স্কুলের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই খতিয়ে দেখতে ও কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তা সুপারিশ করতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য হল এর মাধ্যমে পাঠ্যসুচী, পাঠক্রম ও পাঠ্যবইয়ের পুর্নমুল্যায়ণ করা। শিক্ষার অধিকার আইন ও জাতীয় পাঠক্রম কাঠামোর সঙ্গে সংগতি রেখে ওগুলিকে তৈরি করা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করাও এই কমিটির উদ্দেশ্য, যাতে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হতে পারে। বিশেষজ্ঞ কমিটি ইতিমধ্যেই তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। রাজ্য সরকার এই কমটির বেশীরভাগ সুপারিশ মেনে নিয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক সংসদকে ইতিমধ্যেইপাঠক্রম কমিটি পর্নগঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর বিশেষজ্ঞ কমিটি ও আইআইএম, কলকাতার সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যাতে অর্থপূর্ণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকরা নিজেদের মানোন্নয়নের সঙ্গে পড়াশোনার পদ্ধতিও উন্নত করতে পারেন।

বিদ্যালয় পরিচালন

বিদ্যালয় পরিচালন ও তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভূমিকা পর্যালোচনা ও পরিকাঠামো আরও উপযোগী করে তোলার পরামর্শ

প্রদান এবং শিক্ষার অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আইআইএম'কে নিয়োগ করেছে। আইআইএম তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের পেনশন

ক) রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা যাতে অবসরের ১ মাসের মধ্যে তাঁদের অবসরকালীন যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যস্তরে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে।

খ) **বৈদ্যুতিন প্রশাসন ব্যবস্থা:** রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর তথ্যপঞ্জী, পরিকাঠামোর বর্তমান অবস্থা, অনুমোদিত শিক্ষক সংস্থা ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আদেশনামা বিদ্যালয় বিভাগের ওয়েবসাইটে দেওয়া হচ্ছে।

গ) **বিদ্যালয় শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্প:** সর্বশিক্ষা অভিযান ও জাতীয় স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের আওতায় বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ ছাড়াও বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ রাজ্য পরিকল্পনা তহবিল থেকে মোট ৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ৯৯.৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।



ঘ) **নবম ও দশম মানের পাঠরত দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তি:** ২০১১-১২ সালে ৯.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৪২,০০১ গরিব ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ এবং সাহায্য দান করতে।

ঙ) **গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগার বাবদ অনুদান:**

রাজ্যে ১৬০টি উচ্চমাধ্যমিকস্তরে উন্নীত বিদ্যালয়ের জন্য মোট ৫১ লাখ টাকা গ্রন্থাগার উন্নতিকল্পে ও ৮০ লাখ টাকা পরীক্ষাগার উন্নতিকল্পে প্রদান করা হয়েছে।

চ) **দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের ছাত্রীদের অনুদান:**

দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবার থেকে উঠে আসা ছাত্রীদের একটি বিশেষ অনুদান দিচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। নবম ও দশম শ্রেণির পড়াশোনা যাতে তারা চালিয়ে যেতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এই অনুদান। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে এই খাতে মোট ৯,১০,১৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, যাতে ১,৪২,০০১ জনকে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

ছ) **বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান:**

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সঙ্গে যৌথ ভাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে জাতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা যোগ্যতা কাঠামো নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ফের চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য। এ বছর ৯৩টি স্কুলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পৃথক ভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে।

জ) **বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ**

ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত সকল স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১১-১২ সালে প্রাথমিক স্তরে মোট ৫.১৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ১.৮৮৯ কোটি পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ঝ) **বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসার**

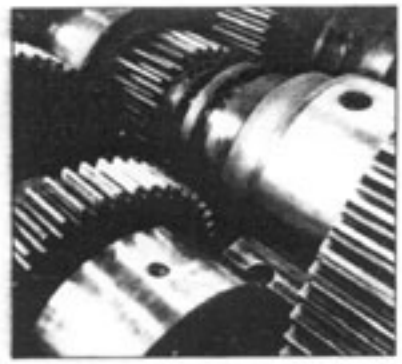
পাঠ্যক্রমের বাইরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনগুলি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করতে এই ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে বিড়লা শিল্প বিষয়ক ও বিজ্ঞান সংগ্রহশালার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন বিজ্ঞান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

ঞ) **বিদ্যালয় ক্রীড়া**

নিয়মিত ভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'বাণীপুর' পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে।

*****

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ



তিনটি ডিরেক্টরেট এবং তিনটি কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রধানত এই দফতর কাজ করে।

ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং
রাজ্যে পলিটেকনিকগুলির মাধ্যমে ডিপ্লোমা এবং পোস্ট ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের বিষয়ে এই ডিরেক্টরেট দেখাশোনা করে। এছাড়া পলিটেকনিকের মাধ্যমে কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প স্বল্পমেয়াদী ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম এই ডিরেক্টরেটের অধীনে কাজ করে।

ডিরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং হস্তশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এই ডিরেক্টরেট। আরও যে সব কাজে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, যেমন 'মডিউলার এমপ্লয়েবল স্কিম'ও এই ডিরেক্টোরেটের অধীনে রয়েছে।

ডিরেক্টরেট অফ ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং
রাজ্যের বিভিন্ন মনোনীত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাফল্যের সঙ্গে দিয়ে থাকে এই ডিরেক্টরেট। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর এবং উচ্চ মাধ্যমিক মান পর্যন্ত পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একাধিক বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের সহায়তায় একাধিক প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠানও এই ডিরেক্টরেট আয়োজন করে থাকে।

রাজ্য সরকারের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দফতরের অধীনে তিনটি কাউন্সিলও কাজ করে থাকে। এই কাউন্সিলগুলি কারিগরি শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি, পরীক্ষার আয়োজন করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন দেওয়া এই সব কাউন্সিলের প্রধান কাজ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং
ডিরেক্টোরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং'য়ের সঙ্গে যুক্ত এই কাউন্সিল পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেখাশোনা করে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ ভোকেশনাল ট্রেনিং
বিভিন্ন আইটিআই এবং আইটিসি'র শিক্ষাগত কাজকর্ম এই কাউন্সিল দেখাশোনা করে থাকে।

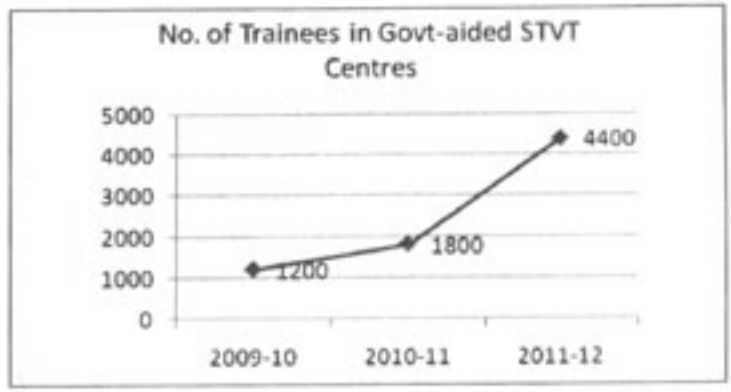
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং
অষ্টম শ্রেণি পাশ এবং উচ্চমাধ্যমিক মান পর্যন্ত পড়াশোনার পর বিভিন্ন অনুমোদিত স্কুলের মাধ্যমে বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এই কাউন্সিল দেখাশোনা করে থাকে।

১। ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং

২০১১-১২ অর্থবর্ষে রাজ্যে আরও পাঁচটি নতুন পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন হয়েছে। আসনসংখ্যা বেড়েছে পাঁচশোর বেশি। ২০০৯-১০ সালে পলিটেকনিকের সংখ্যা ছিল ৫৭, ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়ার ক্ষমতা ছিল ১৩৮৬৫। ২০১০-১১ সালে পলিটেকনিকের সংখ্যা ছিল ৬৫, ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়ার ক্ষমতা ছিল ১৬৬৫৫। ২০১১-১২ সালে পলিটেকনিকের সংখ্যা ছিল ৭০, ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়ার ক্ষমতা ছিল ১৭১৮৫।

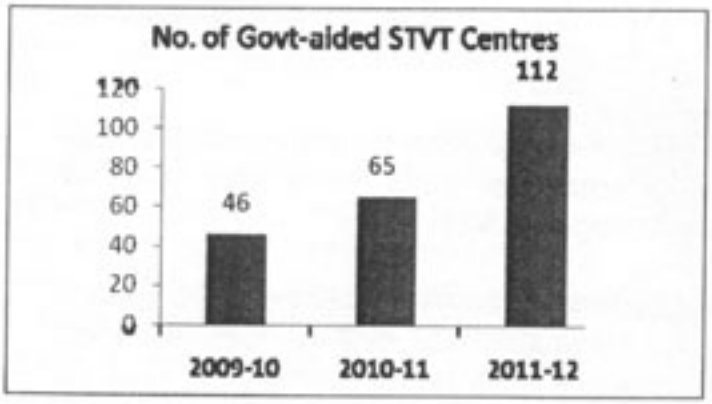
২। স্বল্পমেয়াদি বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ

- রাজ্য সরকার অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে
- লক্ষ্য- মাধ্যমিক অথবা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া
- প্রয়োজনীয় বয়স - ৪০ বছরের নিচে
- বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে
- কোর্সের সময়সীমা - ৬ মাস
- কোর্স ফি - সাধারণের জন্য প্রতি ৬ মাসে ২৫০ টাকা, তফশিলি জাতি-উপজাতির জন্য প্রতি ৬ মাসে ১৫০ টাকা
- মোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - ১২
- চলতি আর্থিক বছরে নতুন কাজ শুরু করা কেন্দ্র - ৪৭
- প্রতি বছর ৪৪০০ জন পাশ করে বেরোয়
- মোট ৪০টি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে



সরকার পরিচালিত স্বল্পমেয়াদী বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে পড়ুয়া সংখ্যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে পড়ুয়া সংখ্যা ছিল ১৮০০। যা ২০১১-১২ অর্থবর্ষে একলাফে বেড়ে হয়েছে ৪৪০০।

২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১১-১২ সালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গত বছর যা ছিল মাত্র ৬৫। চলতি অর্থবর্ষে তা হয়েছে ১১২।

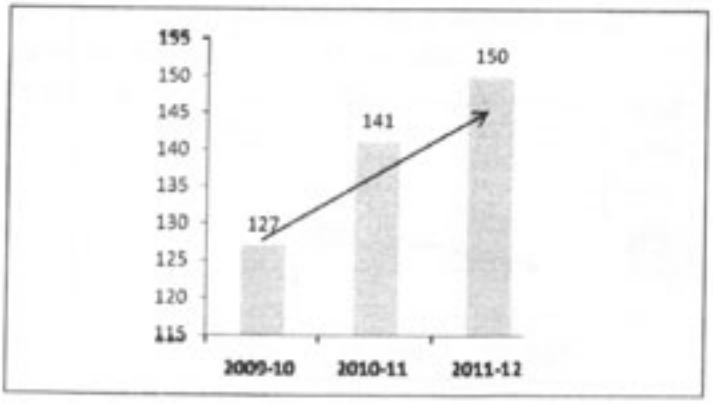


পলিটেকনিক প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি উন্নয়ন

লক্ষ্য:
প্রযুক্তিগত এবং কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন।
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়ত ও সমকালীন বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো।
টার্গেট গ্রুপ: স্থানীয় বাসিন্দা
অর্থসাহায্য করে: কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক
৩১টি সরকারি পলিটেকনিক কলেজ ও তাদের ১৭৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ চলে।

'ডিসএবলড' মানুষদের জন্য প্রকল্প

লক্ষ্য: বৃত্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসা
টার্গেট গ্রুপ: স্থানীয় বাসিন্দা
অর্থসাহায্য করে: কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক
একটি সরকারি পলিটেকনিক কলেজের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ চলে। এই প্রশিক্ষণ প্রকল্পে শিক্ষানবীশের সংখ্যা ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ছিল ১৪১, যা ২০১১-১২ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ১৫০।



ডিরেক্টরেট অফ ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং'র তত্ত্বাবধানে থাকা প্রকল্পগুলি

আইটিআই সেক্টর

- মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় বেকার যুবকদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ের বিনপুরে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত একটি নতুন আইটিআই এবং দু'টি নতুন এসডিসি স্থাপন।
- পুরুলিয়ার বলরামপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে দু'টি আইটিআই স্থাপন এবং সিউড়ি, কুচবিহার ও মগরাহাটে তিনটি এসডিসি স্থাপন।
- জলপাইগুড়ির কুমারগ্রামে তিনটি আইটিআই, বীরভূমের খয়রাশোল ও পূর্ব মেদিনীপুরের দেশপ্রাণে বিআরজিএফ'র অধীনে তিনটি এসডিসি গঠন
- এমএসডিপি প্রকল্পের অধীনে ১১টি নতুন আইটিআই স্থাপনের অনুমোদন হয়েছে। এগুলি হল -

১। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার
২। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট ২
৩। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুরিয়া
৪। হাওড়ার বাউরিয়া
৫। মালদহের কালিয়াচল ৩
৬। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ১

- খাতড়া, চাঁচল ২, ইটাহার এবং শ্যামপুর ২-তে আইটিআই স্থাপনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।
- চলতি অর্থবর্ষে বিভিন্ন জেলায় ৮টি বেসরকারি আইটিআই স্থাপন হয়েছে এবং এগুলি কাজও শুরু করে দিয়েছে।
- নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে আইটিআই স্থাপনের জন্য জমি দেখা হয়ে গিয়েছে। -

(১) বর্ধমানের কাটোয়া
(২) দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর
(৩) উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা
(৪) দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা
(৫) বাঁকুড়ার ভারা
(৬) বীরভূমের নানুর

- দার্জিলিং'র গরুবাথান ও মংপো'তে নতুন আইটিআই স্থাপনের প্রস্তাবনা
- নদিয়ার নাকাশিপাড়া ও তেহট্টে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর এবং হুগলির আরামবাগে নতুন আইটিআই স্থাপনের সিদ্ধান্তক
- পিপিপি মডেলে হিজলি, কৃষ্ণনগর এবং কন্যাপুরের তিনটি আইটিআই'র মানোন্নয়ন
- এমইএস'র অধীনে ২৪,০০০ শিক্ষানবীশের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয়েছে

এর আগের বছরগুলির তুলনায় গত এক বছরে রাজ্যে আইটিআই ও আইটিসি'র সংখ্যা বেড়েছে। আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়েছে শিক্ষানবীশের সংখ্যাও।

১৯৬১ সালের এপিপি আইনের অধীনে নথিভুক্ত হওয়া শিক্ষানবীশের সংখ্যা ২০১০-১১ সালে ছিল ৬৫০, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭১৬।

১৯৬১ সালের এপিপি আইনের অধীনে মূল্যায়ন ও পুর্নমূল্যায়ন হওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০১০-১১ সালে ছিল ২২, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৫।

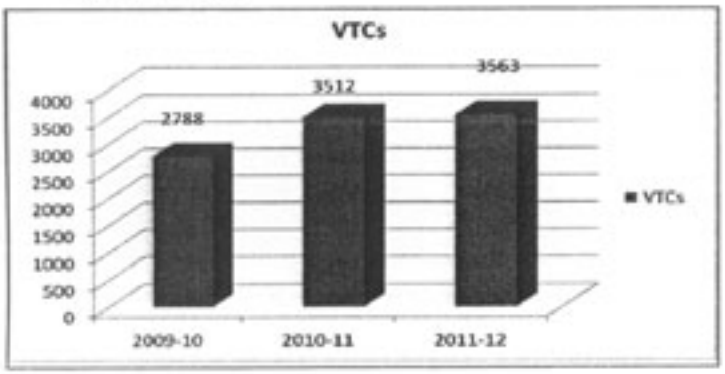
মূল্যায়ন ও পুর্নমূল্যায়ন হওয়া 'ট্রেড অ্যাপেনটিসে'র 'কোটা' ২০১০-১১ সালে ছিল ২১৭, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩২৬।

- গত তিন বছরে রাজ্যে আইটিআই/আইটিসি'র সংখ্যার হিসেব: ২০০৯-১০ সালে ছিল ৯০, ২০১০-১১ সালে ছিল ৯৪, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৮।
- গত তিন বছরে রাজ্যে এসডিআই প্রকল্পের অধীনে ভিটিপি'র সংখ্যার হিসেব: ২০০৯-১০ সালে ছিল ১৪৬, ২০১০-১১ সালে ছিল ২২১, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৩২।
- গত তিন বছরে রাজ্যে বেসরকারি আইটিআই'র হিসেব: ২০০৯-১০ সালে ছিল ৩৮, ২০১০-১১ সালে ছিল ৪২, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৬।

ডিরেক্টরেট অফ ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং

সাফল্য:

বিগত কয়েক বছর ধরে দক্ষ কর্মচারির চাহিদা ও যোগানের হিসেব না করেই একের পর এক বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছিল। ২০১১'র জুলাইতে এই প্রক্রিয়ায় রাশ টানা হয়। ২০০৯-১০ সালে ২৭৮৮টি বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২০১০-১১ সালে ৩৫১২টিতে পৌঁছয়। ২০১১-১২ সালে সামান্য বেড়ে এই সংখ্যা হয়েছে ৩৫৬৩টি।



২০১১-১২ সালে নেওয়া বিশেষ উদ্যোগ:

- এ রাজ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কালে দক্ষতা উন্নয়নের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বিশ্বব্যাংক।
- প্রাথমিক ভাবে সব শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। ২০১১-১২'র সেশনে নথিভুক্ত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের সংখ্যা হল যথাক্রমে ৩১০২ ও ৪২৯৩।
- বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির কাজকর্মের উপর নজর রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- গত ১১ মাসে সরকার অনুমোদিত অব্যবহৃত ১০.৪৫ কোটি টাকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
- পিপিপি মডেলে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ সফল ভাবে পরিচালিত হয়েছে।

আগামী প্রকল্প

- পলিটেকনিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে ১১টি কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত পলিটেকনিক খোলা হবে। রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা আরও চারটি নতুন পলিটেকনিক খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যেই ১৫টি নতুন সরকারি পলিটেকনিক খোলা হবে।
- জঙ্গলমহল সফরের সময় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ের রামগড়ে একটি পলিটেকনিক কলেজ খোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই কলেজের জন্য সরকারি অর্থ সাহায্য এসে গিয়েছে এবং পিডাব্লুডি'র তত্ত্বাবধানে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়ারি এবং পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে নতুন সরকারি পলিটেকনিক কলেজে পড়াশোনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এর ফলে জঙ্গলমহল এলাকায় প্রযুক্তিগত/বৃত্তিগত শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে।
- পাহাড়ে প্রযুক্তিগত শিক্ষার উন্নতির দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কালিম্পং'র ডেলো, মিরিক এবং দার্জিলিং'র রঙ্গিত চা বাগানে তিনটি নতুন পলিটেকনিক খোলার বিষয়ে পরিকল্পনা হয়েছে। (কালিম্পং'য়ে ১৯৬৫ থেকে একটি সরকারি পলিটেকনিল কলেজ রয়েছে।)
- কালিম্পং'র চিত্রভানুতে হস্তশিল্পীদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রটিকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার বিষয়ে পরিকল্পনা হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে পাহাড়ের মহিলাদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরও বেশি প্রযুক্তিগত শিক্ষায় উৎসাহী করে তুলতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার এবং বারুইপুরে এমএসডিপি'র অধীনে দু'টি পলিটেকনিক কলেজ স্থাপনের কাজ চলছে।
- দু'টি প্রতিষ্ঠানকে প্রধান পলিটেকনিকে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেখানে বছরে অন্তত ৬০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবেন।
- পলিটেকনিক কলেজগুলিতে আসনসংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে রাজ্য সরকারের। যার জন্য দ্বিতীয় শিফটে'র পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রস্তাব এআইসিটিই'র কাছে পাঠানো হবে।

আইটিআই সেক্টর

- চলতি প্রকল্পগুলির উন্নয়ন

  ১) হস্তশিল্পীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মানোন্নয়নের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।

  ২) তুলনায় কম জনপ্রিয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এসসিইউটি'র অধীনে চালানো হবে।
- তফশিলি জাতি-উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও মহিলাদের উন্নয়নে শুধুমাত্র এঁদের জন্য নতুন আইটিআই স্থাপনের প্রস্তাবনা।
- চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডাব্লুবিএসসিভিটি'র পুর্নগঠন
- আইটিআই স্নাতকদের মানোন্নয়ন

- ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পরিবর্তন
- নতুন আটটি আইটিআই গঠন করে আসনসংখ্যা অন্তত ৩০০০ বৃদ্ধি, নতুন ট্রেড কোর্স খুলে আসনসংখ্যা ২৫০০ বৃদ্ধি এবং এসডিআইএস'র অধীনে এমইএস'র মাধ্যমে আসনসংখ্যা ১৫০০০ বৃদ্ধি।

২০১২-১৩'র জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মালদহের হাবিবপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও বাঁকুড়ার সিমলিপালে তিনটি নতুন আইটিআই'র কাজ শুরু করা
- ছ'টি নতুন ভবনের কাজ সম্পূর্ণ করা, এগুলি হল -
- হাওড়ার চেঙ্গাইল
- বীরভূমের রামপুরহাট
- উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর
- দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারি
- পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার সারেঙ্গাবাদ
- এই ছ'টি নতুন আইটিআই'র মাধ্যমে আসনসংখ্যা ২৪০০ বাড়ানো
- নতুন ট্রেড কোর্স খুলে আসনসংখ্যা ২৫০০ বাড়ানো
- এসডিআইএস'র অধীনে এমইএস'য়ে শিক্ষানবীশের সংখ্যা অন্তত ৮০০০০ করা
- আরও ২৫টি জায়গায় নতুন আইটিআই স্থাপনের জন্য পরিদর্শন
- উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে প্রশিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে দু'টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন
- আরও ১০টি বেসরকারি আইটিআই স্থাপন

২০১২-১৩'র জন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রকল্প

- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে একটি প্লেসমেন্ট এজেন্সি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- অন্তত দু'টি চাকরি মেলার আয়োজন করা।

বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের জন্য উদ্যোগ

- বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের পর চাকরিতে নিয়োগের জন্য স্বল্পমেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও চাকরি ক্ষেত্রে সহায়তা
- চিত্রভানু এবং কালিম্পং'য়ে আইএল এবং এফএস'র সহায়তায় হসপিটালিটি, রিটেল, বিপিও, আইটি সেক্টরে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা
- জঙ্গলমহলের মধ্যে থাকা পুরুলিয়ার ২৮৮ জন যুবককে এক মাসের প্রশিক্ষণের পর নিরাপত্তা রক্ষীর চাকরি দেওয়া হবে।
- সিএডি'র অধীনে থাকা বস্ত্র বয়ন ও মেশিন এমব্রয়ডারি প্রকল্পের জাতীয়স্তরে মান্যতাপ্রাপ্ত পরীক্ষাগার এটিআইআরএ'র সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। যার ফলে বছরে ২০০০ শিক্ষানবীশ উপকৃত হবে।
- ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের চাহিদা মেটাতে সিয়েমেন্স'র সঙ্গে সহযোগিতায় কলকাতায় একটি দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলায় বিষয়ে ২০১২'র মার্চে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

নতুন প্রকল্প

- বিআরজিএফ'র অধীনে যোজনা কমিশন দ্বারা ১১টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলায় বিষয়ে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
- কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা 'ন্যাশনাল ভোকেশনাল এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কে'র অধীনে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য অটোমোবাইল, রিটেল, আইটি ও সিকিউরিটি সার্ভিসে প্রশিক্ষণের জন্য পাইলট প্রজেক্টের অনুমোদন।
- কেপিএমজি দ্বারা প্রতি জেলায় দক্ষতার মান বিচার
- পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে আদিবাসী মহিলাদের জন্য বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা
- জঙ্গলমহলের পশ্চিম মেদিনীপুরের ৫০০০ যুবককের জন্য আইএল এবং এফএস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- নিউটাউনে ২.৫০ লাখ স্কোয়্যার ফুট এলাকায় রাজ্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য হিডকো'কে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদন।

*****

পরিবেশ

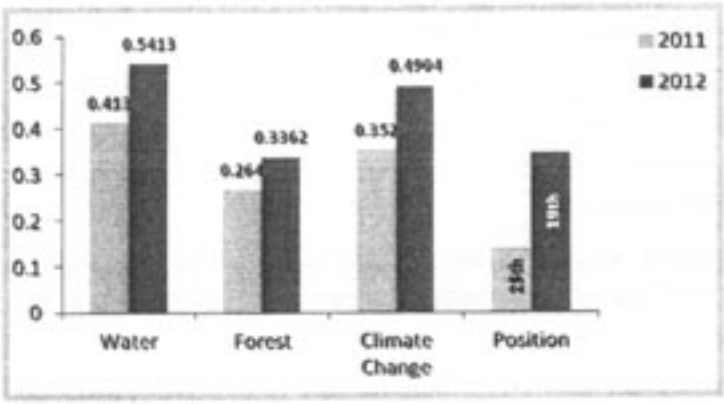


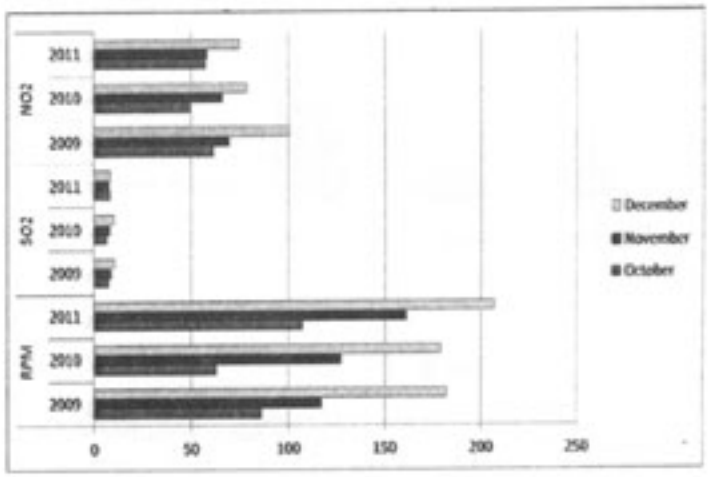
সূচনা

সবুজ স্বপ্ন চোখে নিয়ে উজ্জ্বলতর আগামিকালের দিকে রাজ্যকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর পরিবেশ দফতর। আর সে লক্ষ্যেই করা হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ, নেওয়া হয়েছে একাধিক উদ্যোগ।

যোজনা পর্ষদের র‍্যাংকিং

পরিবেশ দূষণ ঠেকানোর ক্ষেত্রে রাজ্য পরিবেশ দফতরের সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে যোজনা পর্ষদের মূল্যায়নে। গত দু'বছর ধরে রাজ্য পরিবেশ দফতরগুলির মূল্যায়ন শুরু করেছে পর্ষদ। জল, বনভূমি এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের মাপকাঠিতে তৈরি তালিকায় এক বছরে ৬ ধাপ উঠে এসেছে রাজ্য। ২০১১ সালে রাজ্যের স্থান ছিল ২৫, যা চলতি বছরে ১৯।





দূষণ রোধে উদ্যোগ

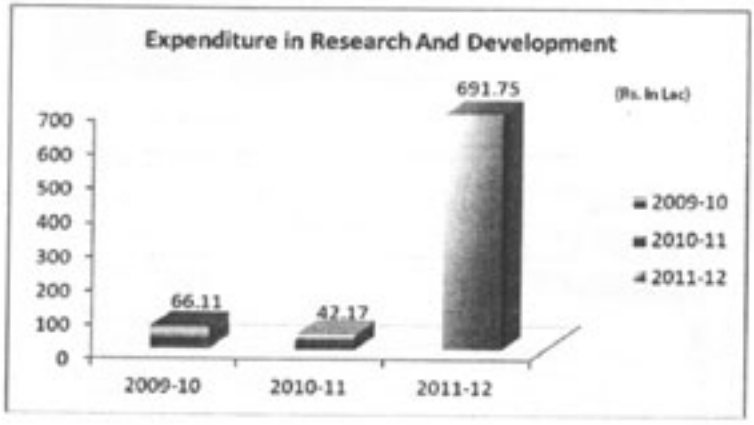
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, কলকাতার বাতাস থেকে বিষাক্ত কণা (যথা, SO2, NO2, RPM) দূর করতে ক্রমাগত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চলছে কড়া নজরদারিও। আর এই উদ্যোগের সুফলও মিলেছে হাতেনাতে। ইতিমধ্যেই জাতীয়স্তরের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কিছু বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল জৈব নিরাপত্তা, সেলফোন বিকিরণ দূষণ, জলাভূমি সংরক্ষণ, বর্ষার জলের সংরক্ষণ এবং স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামত দেওয়া। পেশাদার, বিশেষজ্ঞ, কারিগরি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি স্তরের মানুষকে সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে যুক্ত করা হয়েছে।



জ্ঞানবৃদ্ধির ধারা

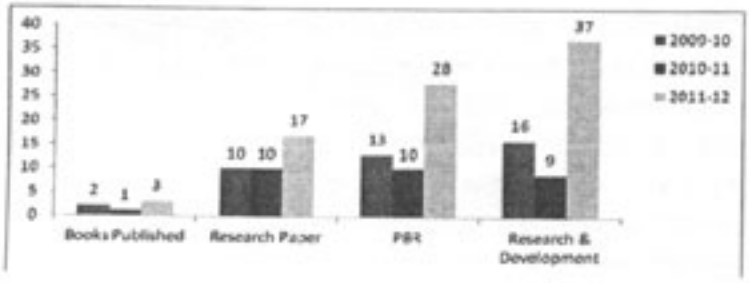
গবেষণা ও উন্নয়ন

গবেষণা ছাড়া অগ্রগতি সম্পূর্ণ হয় না। এ কথা অনুধাবন করেই রাজ্য সরকার পরিবেশের উপর গবেষণার ক্ষেত্রে বাড়তি জোর দিয়েছে। গবেষণায় প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানও পর্যাপ্ত এবং নিশ্চিন্ত করার যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।



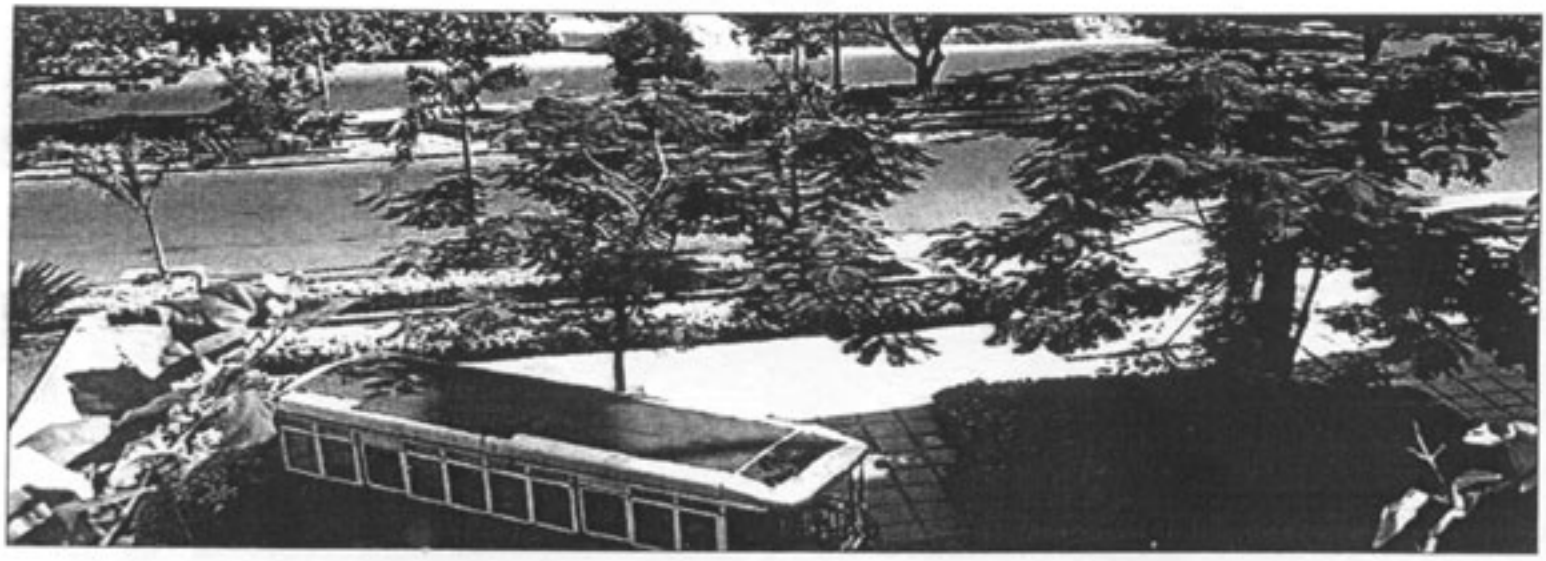
প্রকাশনা এবং গবেষণা প্রকল্প

পরিবেশ নিয়ে জ্বলন্ত সমস্যাগুলি এবং তাদের সমাধানের উপর নিয়মিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। দেখা গিয়েছে, গত তিন বছরের মধ্যে ২০১১-২০১২ সালেই সবচেয়ে বেশি এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।



লক্ষ্যপূরণ

- তৃণমূল স্তরে নজরদারির জন্য 'পরিবেশ সেবক' প্রকল্প পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে।
- স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (চূড়ান্ত খসড়া) প্রস্তুত। রাজ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার মোকাবিলা সম্পর্কে একশো জনেরও বেশি সদস্যর (প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) তৈরি করা এই অ্যাকশন প্ল্যান রাজ্যকে আগামী দিনে পথ দেখাবে।
- কলকাতায় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে।
- স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ রুখতে গৃহীত হয়েছে নির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান।
- 'ভালনারেবিলিটি অফ কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়া টু ইনক্রিজড প্রেসিপিটেশন ইন এ চেঞ্জিং ক্লাইমেট' শীর্ষক একটি সমীক্ষার কাজ শেষ। পরিবেশের দিক থেকে কতটা বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে একটি শহর, তা নিয়ে এমন সমীক্ষা ভারতে প্রথম, এশিয়ায় চতুর্থ।
- রাজ্যের বড় জলাভূমির পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্যের সার্বিক নথিভুক্তকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, যা ভারতের ইতিহাসে বেনজির। 'স্টেটাস অফ বায়োডাইভার্সিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক এই ১০০০ পাতার নথি ভবিষ্যতে বিবিধ পরিকল্পনা নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তিপ্রস্তরের কাজ করবে।
- বিভিন্ন টেকনিক্যাল কমিটি এবং কর্তৃপক্ষের একত্রিকরণে পরিবেশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব আনা সম্ভব হয়েছে।
- শিল্পাঞ্চলে সবুজায়ন ঘটনানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্যজুড়ে প্রচারাভিযান চালিয়েছে। এর ফলে বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার কয়েক হাজার বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব হয়েছে।
- পরিবেশ বাঁচাতে 'এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স অ্যাসিসটেন্স সেন্টার'কে সক্রিয় করা হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে

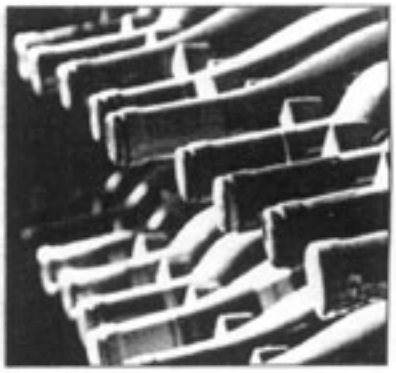


কলকারখানাজাত, যেমন— ট্যানারি, ক্রোম কেমিক্যালস, লেড অ্যাসিড, ডাইং এবং ব্লিচিংজাত দূষণ সৃষ্টিকারী বর্জ্যের বিষাক্ত প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা এবং দূষণ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।

- 'মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্ট অথরাইজেশন' প্রকল্পে গতি এসেছে। কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে ১০৮টি আবেদনের মধ্যে ৬৯টি ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে।
- মোবাইল ফোনের টাওয়ার থেকে বিকিরণ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন পর্ষদের দ্বারা সাগরদ্বীপের ৪২টি মৌজায় ইতিমধ্যেই গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। 'ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম' (আইসিজেডএমপি)-র আওতায় এ কাজে আর্থিক সাহায্য করেছে বিশ্বব্যাংক। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে দিঘায়— ক) সমুদ্রতট পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, খ) কঠিন বর্জ্য সংক্রান্ত কাজ এবং গ) নিকাশি ব্যবস্থার মানোন্নয়নের কাজ জোর গতিতে চলছে। সুন্দরবনের বাসিন্দাদের রোজগারের জন্যও আইসিজেডএমপি প্রকল্পে আওতায় কাজ চলছে।
- বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের উপর নীতি খসড়া তৈরি করেছে পরিবেশ দফতর। সঞ্চয় সংক্রান্ত কাজ হাতেকলমে দেখানোর জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আঞ্চলিক শাখা, সল্টলেক, কল্যাণী পুরসভা, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, পুরুলিয়ায় প্রদর্শন শাখা খোলা হয়েছে।
- পূর্ত দফতর এবং পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য সমবায় সমিতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সুভাষ সরোবরে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরে ঝরনা এবং টালি নালার সৌন্দর্যায়নের কাজও চলছে জোরকদমে।
- ইউএনইপি-জিইএফ'এর সহায়তায় একটি নতুন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ শুরু।

*****

শুল্ক



১. রাজস্ব আদায়ে সাফল্য

- ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২,১০১.৯৫ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবর্ষে ছিল ১,৭৬৯.৩৩ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৮.১ শতাংশ।

২. নিবারক ক্ষেত্রে সাফল্য

- বেআইনি মদ খাওয়া এবং বেআইনি ভাবে মদ আমদানি ঠেকাতে ২০১১-১২ সালে এই ক্ষেত্রের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। শুল্ক আইন অমান্য করায় ওই অর্থবর্ষে মোট ৫১,২১০টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালের চেয়ে এই সংখ্যা ২৪.৫ শতাংশ বেশি। শুল্ক আইন অমান্য করায় ২০১১-১২ সালে ৬,৭৮২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগের বছর সংখ্যাটা ছিল ৪,৮৫৬।

৩. ই-গভর্ন্যান্স

- জনসাধারণের কাছে তথ্য তুলে ধরা এবং জেলা থেকে আধিকারিকদের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য শুল্ক দফতরের একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।
- দ্রুত এবং অবাধ যোগাযোগের জন্য এনআইসি'র নেটওয়ার্কের সঙ্গে শুল্ক ডিরেক্টরেটকে যুক্ত করা হয়েছে।
- বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিউটি এবং ফি প্রদানের সময় কমাতে, ব্যাংকগুলির ই-গেটওয়ের মাধ্যমে ডিউটি এবং ফি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ইমপোর্ট পাস ফর বাল্ক স্পিরিট (আইপিবিএস) মডিউল চালু করা হয়েছে। এই মডিউলের মাধ্যমেই এখন আইপিবিএস-এর আবেদন এবং অনুমতি দেওয়া হয়।
- 'এক্স-পার্ট' সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি মডিউলে দৈনিক ভিত্তিতে প্রিভেনটিভ ডেটা আপলোড করা হয়।
- 'এক্স-পার্ট' সফটওয়্যারে মাসিক অনলাইন রাজস্ব রিপোর্টিং মডিউল চালু করা হয়েছে।

৪. অ্যাড-ভ্যালোরেম শুল্কর সূচনা

- ১ এপ্রিল, ২০১২ থেকে দেশি মদের উপর অ্যাড-ভ্যালোরেম শুল্ক চালু করা হয়েছে। এর ফলে শুল্ক কাঠামো অনেক সহজ হবে এবং বাড়তি রাজস্বের রাস্তা খুলবে।

৫. বিদেশি মদে শুল্কবৃদ্ধি

- জুলাই, ২০১১ থেকে রাজস্ব বাড়াতে বিদেশি মদের উপর শুল্ক বাড়ানো হয়েছে।

*****

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা



সূচনা

অগ্নিগ্রাসের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ নয়। বরং জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়া। অগ্নি নির্বাপণ দফতরের কর্মীরা এ ভাবেই আমরিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হাতিবাগানের আগুনেও।

কাজের খতিয়ান

- ২০১১ সালে মোট ৮১৬৫টি আগুন লাগার খবর এসেছিল। যার মধ্যে ৩৭টি ভয়াবহ, ৬টি উদ্বেগজনক এবং ১১৫টি মাঝারি আগুন। ২০১০ সালে এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৮২০২, ২৯, ৫ এবং ৮৬। ২০১০ সালে ২,৪০১টি বিশেষ উদ্ধারকাজে গিয়েছিলেন এই দফতরের কর্মীরা। ২০১১ সালে সংখ্যাটা ২৬৫৮। এ ভাবেই কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দমকল বিভাগের ব্যস্ততা বেড়েছে, বেড়েছে তৎপরতাও। যেমন, ২০১০ সালে যেখানে ১,১৭২ জন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছিল, ২০১১'য় সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৫৬। অন্য দিকে আবার অগ্নিসংযোগের কারণে সম্পত্তিহানির পরিমাণ কমেছে ২০১১'য়। তুলনায় বেড়েছে সম্পত্তিরক্ষার পরিমাণ। ২০১০ সালে যেখানে ১৬৩.৪৫ কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা গিয়েছিল, ২০১১'য় সেটা বেড়ে হয়েছে ৪৬৯.৩২ কোটি। ২৪২ জন ব্যক্তিকে অগ্নি নির্বাপণের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে। ২০১১'য় সেই সংখ্যাটা একধাপে ১,০৮৯-তে এসে ঠেকেছে।
- ২০১০-১১ সালের তুলনায় লাইসেন্স ফি বাবদ আয় **বেড়েছে ৭.৩৬ শতাংশ**। ২০১১-১২ সালে মোট আয় হয়েছে ৩৭৪.২৯ লক্ষ টাকা।

নীতিগত সিদ্ধান্ত

- চুক্তির ভিত্তিতে অসামরিক প্রতিরক্ষামন্ত্রকের ২,০০০ স্বেচ্ছাসেবীকে এক বছরের জন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। দমকল বিভাগে কর্মীসংখ্যা কম, সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত। নিযুক্তদের দৈনিক ২৮৯ টাকা করে দেওয়া হবে। তাঁদের মাসে অন্তত ২২ দিন কাজ করতেই হবে।
- সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত চালকদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাসে তাঁদের বেতন দেওয়া হবে ১০,০০০ টাকা করে।
- ২০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট মোবিলাইজিং অফিসার নিয়োগ করা হবে মাসিক ৮,০০০ টাকা বেতনে।
- নতুন বেশ কয়েকটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলি হল—
  - ডিরেক্টর (ফায়ার প্রিভেনশন)
  - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
  - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আর্কিটেকচারাল)
  - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কমপিউটার সায়েন্স)
  - সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
  - সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আর্কিটেকচারাল)
  - পিএ টিও ডিরেক্টর (ফায়ার প্রিভেনশন)
- ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা কন্ট্রোল রুমের আধুনিকীকরণ, প্রকল্পের খরচ ২.৪০ কোটি টাকা।
- ৫২.৬০ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে ২০০টি ওয়াকিটকি।
- ত্রয়োদশ অর্থ-কমিশনের অর্থ সহায়তায়,

  ক) ১৫টি টাটা-৪০৭, খ) ১০টি চেন স' এবং ২০টি সার্কুলার স', গ) টাটার থেকে ৩টি টোয়িং ভেহিকলস শ্যাশি এবং ঘ) টোয়িং ভেহিকলগুলিকে প্রস্তুত করা ও কেনা হয়েছে।
- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অর্থ সহায়তায় যেগুলি কেনার পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলি হল—
  - ৫০০টি ব্রিদিং অ্যাপারেটাস সেট
  - নবদিগন্ত টাউনশিপ অথরিটির থেকে ৫৬ মিটার লম্বা মই
  - ৪২ মিটার এরিয়েল ল্যাডার
  - ৩টি হাইড্রলিক যন্ত্র
  - পোর্টেবল সার্চলাইট
  - ছোট ওয়াটার টেন্ডার
  - ২৪টি ওয়াটার টেন্ডার
  - ১টি হেভি ডিউটি ডি-ওয়াটারিং পাম্প
  - ১০টি হাই-প্রেশার ব্রিদিং কমপ্রেসার
- নির্মাণ ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পূর্ত দফতরকে।
- নতুন ফায়ার স্টেশন গড়া এবং পুরনোগুলির মেরামতির জন্য ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে ৭.৫০ কোটি টাকা ব্যবহার করা হবে।
- চালু প্রকল্পগুলির জন্য রাজ্য সরকারের ২৩ কোটি টাকা ব্যবহার করা হবে।



- যে সব ফায়ার স্টেশনগুলি ভাড়াবাড়িতে কাজ করছে, সেগুলির জন্য ভবন নির্মাণ হল দফতরের অগ্রাধিকার।
- কর্মী ও আধিকারিকদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণের জন্য কল্যাণী ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাকাডেমির সংস্কার ও মানোন্নয়ন হবে।
- মহাকরণ (আগুন সংক্রান্ত) পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন দফতর নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- বহুতল এবং পাবলিক প্লেসে অগ্নি-বিধি ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি ফায়ার সেফটি অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৪০টি হাসপাতাল পর্যবেক্ষণ করে কমিটি জানিয়েছে, হাসপাতালগুলি অগ্নি-বিধি মানছে না। কমিটির তৈরি করে দেওয়া নির্দেশিকা রাজ্যের হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলিকে পাঠানো হয়েছে। তাদের নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না, তা ৪০টির মধ্যে ১৬টি হাসপাতালে গিয়ে খতিয়ে দেখে এসেছে কমিটি।
- পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিসুরক্ষা আইন, ১৯৫০ খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন বাড়ির (যেমন বহুতল, হাসপাতাল, বাণিজ্যিক বহুতল, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, শপিং মল ইত্যাদি) জন্য কমিটি একটি পৃথক আইন বানাবে।
- রাজ্যে সাম্প্রতিক কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের পর, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কয়েকটি নতুন ফায়ার স্টেশন গঠিত হবে। সেগুলি হল, ক) স্ট্র্যান্ড রোড, খ) পরমা আইল্যান্ড, গ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ঘ) তারাতলা, ঙ) গড়িয়া, চ) রাজাবাজার, ছ) খিদিরপুর/হেস্টিংস। এ ছাড়াও সাগরমেলার দিকে নজর রেখে কাকদ্বীপেও একটি ফায়ার স্টেশন তৈরি হবে।
- সম্প্রতি এই দফতর ঘুরে দেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অকেজো গাড়িগুলিকে বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরকম ৯১টি গাড়ি 'ই-নিলাম' করে দফতরের আয় হয়েছে ৯৭,৯৯,০০৫ টাকা।
- ৫০ বছর পর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নেতৃত্বে স্ট্যান্ডিং ফায়ার অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের বৈঠক হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত ৭০ জন দমকল আধিকারিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।
- সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম, হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে নিরলস সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে।
- হুগলির ভদ্রেশ্বর, কোচবিহারের হলদিবাড়ি, উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙায় ৩টি নতুন ফায়ার স্টেশনের কাজ শেষ। বাঁকুড়ার খাতড়া এবং পুরুলিয়ার ঝালদায় কাজ চলছে। কাকদ্বীপে জমি চিহ্নিত হয়েছে।
- বেহালার ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার সার্ভিসেসে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু হয়েছে। এটা দমকলের ইতিহাসে এই প্রথম। এর ফলে দফতরের কর্মী, অফিসাররা আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠবেন।

*****

বন দফতর



সূচনা

বন দফতরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল এমন নীতি প্রণয়ন করা, এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা যা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করবে, বিশেষ করে সুনিশ্চিত করবে জীববৈচিত্র্য, বন এবং বন্যপ্রাণের সংরক্ষণ। এই নীতিগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বন দফতরকে মাথায় রাখতে হয় ব্যাপক বনসৃজনের কথা। বনসৃজনের ফলেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সুবিধা হয়।

১. পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তনের ১৩.৪ শতাংশ বনাঞ্চল। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যও এই বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সরকারি খাতায় বনাঞ্চলের আয়তন সীমিত হলেও মানুষের হাতেও সামাজিক ভাবে সবুজের সুবিশাল আচ্ছাদন গড়ে উঠেছে, যাকে বলে সামাজিক বনায়ন।

পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্য বিপুল। সেই জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করতেই জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, জলাভূমি এবং উপকূলবর্তী এলাকার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হয়। এ রাজ্যে সুরক্ষিত বনাঞ্চলের আয়তন ৪,০৬৪ বর্গকিলোমিটার, যা রাজ্যের সমগ্র বনাঞ্চলের ৩৪ শতাংশ এবং রাজ্যের মোট আয়তনের ৪.৫৪ শতাংশ। জাতীয় উদ্যান আছে পাঁচটি। অভয়ারণ্য আছে ১৫টি। দু'টি ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভও আছে।

গত এক বছরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে
(১) সবুজের আচ্ছাদন বাড়াতে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যাপক বনসৃজন।
(২) বন এবং বন্যপ্রাণের সুরক্ষা ও উন্নয়ন।
(৩) বনসৃজন এবং সুরক্ষার জন্য যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কাজে লাগানো।
(৪) অরণ্য সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন।
(৫) গাছ লাগিয়ে বনসৃজন তরান্বিত করতে বন বিষয়ক গবেষণা।
(৬) উন্নতমানের বন ব্যবস্থাপনার জন্য বনকর্মী বাড়িয়ে লোকবল তৈরি করা।
(৭) বন এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামো গঠন।
(৮) ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ এবং কাঠ ছাড়া অন্যান্য অরণ্যজাত পণ্যের (এনটিএফপি) সুবিধা আদায়।
(৯) সামাজিক/ খামার বনায়ন, শহরাঞ্চল / বিনোদন বনায়ন।
(১০) মাটি ও আদ্রতা সংরক্ষণ।
(১১) পরিবেশ-বান্ধব পর্যটনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনে যৌথ বন-ব্যবস্থাপনা (জেএফএম)
(১২) বন, বন্যপ্রাণ এবং প্রাণবৈচিত্র সুরক্ষায় সচেতনতা গড়ে তোলা

অরণ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে করা পদক্ষেপ এবং কিছু প্রাপ্তি এখানে উল্লেখ করা হল—

- বনাধিকরণ এবং তার এক্তিয়ারে থাকা কার্যালয়গুলিকে পয়লা এপ্রিল ২০১২ থেকে ট্রেজারি ব্যবস্থার আওয়ায় আনা হয়েছে ব্যয়ের ক্ষেত্রে উন্নত এবং ঐক্যবদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য।
- ২০১২ বৃক্ষরোপণ মরসুমে ৯,৪০০ হেক্টর এলাকায় বনসৃজনের জন্য চারাগাছের নার্সারি তৈরি করা হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়।
- ২০১২ সালে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুযায়ী খামার বনায়ন সহ এমজিএনআরইজিএস, জাতীয় বনসৃজন কর্মসূচি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় আরও ৬,০০০ হেক্টর এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হবে।
- করাতকল নিয়ন্ত্রণ বিধির আওতায় চোদ্দশো তিরিশটির মতো আবেদনে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য স্তরের কমিটি। নতুন করাতকলের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য সেই আবেদনপত্রগুলি পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে। দীর্ঘসময় ধরে এই বিষয়টি ঝুলে ছিল।
- বন্যপ্রাণীদের উৎপাতে বন ঘেঁষা অঞ্চলের যে সমস্ত বাসিন্দার ফসল কিংবা জীবন নষ্ট হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সাড়ে চার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণ বণ্টনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে ব্যাংক এবং অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চার হাজার তিনশো ছিয়াশিটি যৌথ বন সুরক্ষা কমিটি বা পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি আছে। রাজ্যে বন পুনর্গঠন, বনসুরক্ষা এবং বন সংরক্ষণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে এই কমিটিগুলি। জেএফএমসি-র এগজিকিউটিভ কমিটিগুলিতে বিধায়কদের প্রতিনিধি রাখার জন্য কমিটিগুলিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থবর্ষ থেকে আর্থিক সংগতিহীন শ্রেণির জন্য আবাসন দফতরের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প 'গীতাঞ্জলি'-র বাস্তবায়ন করে আসছে বন অধিকরণ। অতীতে এই 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পের নাম ছিল 'আমার বাড়ি' প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওয়ায় গৃহনির্মাণের জন্য ২০১১-১২ অর্থবর্ষে টাকা পাওয়া গিয়েছে।
- আরআইডিএফ প্রকল্পসহ ২৪টি প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি জেলায় আগে থেকেই চালু ছিল। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পও চালু করেছিল বনাধিকরণ।
- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ করা টাকায় কর্মপরিকল্পনা, বনসৃজন এবং বন পুনর্গঠন, বাসযোগ্য এলাকা উন্নয়ন, পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, মানব-পশু দ্বন্দ্ব কমানো, এবং যৌথ বন সংরক্ষণের জন্য বিবিধ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ডব্লুবিএফডিসিএল) বা পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম বন সুরক্ষা

কমিটিগুলির মাধ্যমে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে 'মৌবন' ব্র্যান্ড নাম দিয়ে বিক্রি করেছে। সিট্রোনেলা, হলুদ এবং বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদকে বাজারজাত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- এখন মোট ২০টি রিসর্টে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন ব্যবস্থা পরিচালনা করে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম। এই রিসর্টগুলির সতেরোটি উত্তরবঙ্গে এবং তিনটি দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত। কুড়িটি রিসর্টের মোট শয্যা সংখ্যা ৩৮০।
- ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েট ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা পশ্চিমবঙ্গ জলাভূমি উন্নয়ন নিগম এত দিন প্রায় নিষ্কর্মা অবস্থায় পড়ে থেকেছে। এই সংস্থাটিকে সম্প্রতি কাজে নামানো হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বীরভূমে গরিব কৃষকদের প্রায় ১১০০ হেক্টর জলাভূমিতে বন সৃজন করা হয়েছে। সম্প্রতি বনাধিকরণের এক্তিয়ারভুক্ত পার্ক এবং বাগিচাগুলির ব্যবস্থাপনার কাজেও লাগানো হয়েছে জলাভূমি উন্নয়ন নিগমকে।
- আলিপুর এবং দার্জিলিং চিড়িয়াখানার দায়িত্ব সঁপে ২০০৯-১০'এ গড়া হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটি (ডব্লুবিজেডএ) বা পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা অথরিটি। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে আলিপুর চিড়িয়াখানায় দর্শক সংখ্যা ছিল ২১.৬৫ লক্ষ। বেশ কিছু নতুন কাজ শেষ হতে চলেছে। যেমন, প্রবেশ পথ, জলচর পাখিদের জন্য পখিরালয়, বাঘ আর চিতাবাঘের বিচরণক্ষেত্র, সরীসৃপদের জন্য বিচরণক্ষেত্র, বাঘগোত্রের ছোট প্রাণীদের জন্য আলাদা বিচরণক্ষেত্র এবং সেন্ট্রাল ফুড প্লাজা। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান চিড়িয়াখানা পৃথিবীর প্রথম সারির চিড়িয়াখানাগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি ওয়ার্ল্ড অ্যাকোয়ারিয়াম এবং জু অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য চিড়িয়াখানাও বটে। এই মর্যাদা ভারতের মাত্র তিনটি চিড়িয়াখানার আছে। গত বছর দার্জিলিং চিড়িয়াখানা ডাউ পাহাড়ে পিস্যান্ট প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এই বছর রাজ্যের অন্যান্য দশটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানাকেও নিগমের ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ বনায়ন এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য জাপান ইন্টারন্যাশন্যাল কোঅপারেশন এজেন্সি বা (জিকা-র) সঙ্গে ৪০৬ কোটি টাকার চুক্তি সই করা হয়েছে ২০১২ সালের ২৯ মার্চ। এই প্রকল্পে অর্থসাহায্য আসছে বাইরে থেকে। প্রায় দু'দশক পর পশ্চিমবঙ্গের বনদফতর এই প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছে। মোট ৪০৬ কোটি টাকা আট বছরে ব্যয় করা হবে। ৩৪৫ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে দেবে জিকা। ৪০ বছরে শোধ করতে হবে এই ঋণ।
- ২০১২ সালের মার্চ মাসে গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে গন্ডার সুমারি করা হয়েছে। গোরুমারায় গন্ডারের সংখ্য ৩৫ থেকে বেড়ে ৪২ হয়েছে। সিঙ্গালিলা জাতীয় উদানে রেড পান্ডার প্রথম পর্বের সুমারি শেষ হয়েছে। এখন চলছে পান্ডা সুমারির দ্বিতীয় পর্ব। ২০১২ সালের সালের মার্চ মাসেই গোরুমারায় প্রথমবার বাইসন সুমারি করা হয়েছে। এখন জাতীয় উদ্যানে বাইসনের সংখ্যা ৭০০-রও বেশি। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মার্চে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে কুমির সুমারিও হয়েছে।
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্য গড়ে তোলার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এই অভয়্যরণ্যটি গড়ে তোলা হবে সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের দক্ষিণ অংশে।
- জোড়বাংলোতে সেন্চাল অভয়ারণ্যের জন্য নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে।
- ২০১২-র মার্চে ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার বা (আইইউসিএন) সুন্দরবনের জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা মঞ্জুর করেছে।
- পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উন্নয়নের জন্য দার্জিলিং এবং কালিম্পং এলাকায় বিরাট কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সহযোগিতা করছে লামহাটা বন সুরক্ষা কমিটি।
- দার্জিলিং-এর পুরনো তাকদা ক্লাব অধিগ্রহণ করে বন বিভাগ সেখানে একটি রিসর্ট গড়ে তুলছে। এই ক্লাব তৈরি হয়েছিল ১৯১০ সাল নাগাদ।
- পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় বন ঘেষা গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে বিরাট পদক্ষেপ করা হয়েছে সিএসএস ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায়। আর্থিক সাহায্য করছে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতর।
- ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পূর্ব মেদিনীপুর বন বিভাগে উপকূল এলাকা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- শহরাঞ্চল বিনোদন বনায়ন বিভাগ নিউটাউনে একটি স্মৃতি উদ্যান তৈরি করবে। কলকাতায় বিখ্যাত ব্যক্তিরা বেড়াতে এসে এই বাগানে বৃক্ষরোপণ করবেন।
- উত্তরবঙ্গে ১৩০ হেক্টর জমিতে সিট্রোনেলা ঘাস লাগানো হয়েছে। ১০ হেক্টর জমিতে লাগানো হয়েছে ভেষজ গাছগাছরা। দক্ষিণবঙ্গেও পরীক্ষামূলক ভাবে সিট্রোনেলা ঘাস লাগিয়ে দেখা হয়েছে। সিট্রোনেলা তেল, সিট্রোনেলা ফিনাইল চালু করা হয়েছে। চালু হয়েছে তা থেকে প্রস্তুত হাত ধোয়ার তরলও।
- দার্জিলিং, কালিম্পং, ভুট্টাবাড়ি এবং কার্শিয়াং-এ কাঠ বিক্রির চারটি কেন্দ্র নতুন করে খোলা হয়েছে।
- কাঠ নয় এমন অরণ্যজাত সামগ্রীর নাম হিসেবে 'বনজ' ট্রেডমার্কটির সরকারি খাতায় নথিভুক্তকরণ হয়েছে। ক্রিকাটু চূর্ণ, নিম তেল, অর্জুন চা এবং আয়ুর্বেদিক শ্যাম্পু বাজারে আনা হয়েছে।
- বনজাত পণ্যের দু'টি নতুন বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেই সব পণ্যর গুণমান পরীক্ষার জন্য স্থাপন করা হয়েছে গবেষণাগার।
- বহু ক্ষেত্রে এই দফতরকে মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে। এটা সমস্যা মেটাতে একটি বন্যপ্রাণ স্কোয়াড তৈরি করা হয়েছে।
- সুন্দরবনে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের এই দফতরের একটি প্রধান কর্মসূচি। এই উদ্দেশ্যে চোরা শিকারিদের ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাঘের আচরণ বুঝতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মিঠা জলের পুকুর খনন করা হয়েছে।
- জলপাইগুড়ির বীরপাড়ার কাছে গারোচিরা গ্রামে পর্যটকদের জন্য একটি নতুন পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রিসর্টগুলিতে স্থায়ীভাবে ১২টি শয্যা বাড়নো হয়েছে। আর অস্থায়ী ভিত্তিতে ১০৪টি শয্যা যোগ করা হয়েছে।
- তিন কিলোমিটার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় নদী বোল্ডার ফেলে নদী বাঁধ গড়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করা হয়েছে।

*****

অর্থ দফতর



সূচনা

অর্থ প্রশাসনের নীতিগত বিষয়ে রাজ্য সরকার প্রভূত পরিবর্তন ও সংস্কার করেছে। কর ব্যবস্থাকে জনস্বার্থে আরও উপযোগী, স্বচ্ছ ও সাড়া পাওয়ার উপযোগী করা হয়েছে। ২০১১-র মে থেকে নতুন সরকার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে চলেছে।

ক) কমার্শিয়াল ট্যাক্স

- রাজ্য সরকারের ওন ট্যাক্স রেভিনিউ (ওটিআর)-এর ৭০ শতাংশই আসে ডিরেক্টরেট অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস থেকে। গত এক বছরে নিয়মাবলির সরলীকরণে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। নাগরিক এবং করদাতাদের কেন্দ্রে রেখেই যাবতীয় পরিবর্তনের দিকে এগোনো হচ্ছে, যাতে তারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাড়া দেয়।

১. ই-সহজ'এর সূচনা

- এত দিন পর্যন্ত করদাতাদের তিনটি আইনের জন্য তিনটি পৃথক রিটার্ন জমা দিতে হত (ওয়েস্ট বেঙ্গল ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০০৩, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৯৪ এবং সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৫৬)। প্রতিটি রিটার্নের বহরে এত বড় যে ডিলারদের, বিশেষ করে ছোট ডিলারদের পক্ষে তা বেশ জটিলই ছিল। এই সমস্যা কাটাতে, একটি একত্রিত সরল ই-রিটার্ন (ই-সহজ) চালু করা হয়েছে। এর ফলে ডিলারদের খরচ অনেকটাই বাঁচবে, রিটার্ন জমা করাও হবে অনেক সোজা। ২০১১ সালের ১ অগস্ট থেকে এই ই-রিটার্ন চালু হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স, ১৯৯৪ আইন মোতাবেক। **পশ্চিমবঙ্গ হল দেশের হাতেগোনা কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম যেখানে প্রত্যেক ডিলারের ক্ষেত্রেই, প্রতিটি আইনের জন্য ই-রিটার্ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেবল করদাতাদের সুবিধাই নয়, এর ফলে রাজস্বের ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ডেটাবেসও তৈরি করা সম্ভব হবে।**

২. ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেটের সূচনা

- বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে যাঁরা রিটার্ন দাখিল করছেন, এত দিন ধরে তাঁদের একটি কাগজেও রিটার্ন দিতে হত। এই অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে করদাতাদের খরচ যেমন বাড়ত, তেমনই বাড়ত হয়রানি। ই-রিটার্ন আসার পর থেকে কাগজে রিটার্ন দেওয়ার বিষয়টি তুলে দেওয়া হয়েছে। ছোট ডিলারদের পক্ষে ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট পাওয়া খরচাসাপেক্ষ হতে পারে, এ কথা মাথায় রেখে একটি ভর্তুকি প্রকল্পও নেওয়া হয়েছে। যেখানে যে সব ডিলারের বার্ষিক টার্নওভার ২ কোটি টাকার নীচে, তাঁদের ডিএসসি'র খরচ বহন করবে রাজ্য সরকারই। **পশ্চিমবঙ্গ হল দেশের হাতেগোনা কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম যেখানে ডিজিটালি সাইনড ই-রিটার্ন চালু করা হয়েছে।**

৩. ভ্যাটের আওতায় নথিভুক্তিতে ক্ষমা প্রকল্প

- কয়েক মাস আগে ডিমেটিরিয়ালাইজড সার্টিফিকেট-সহ ই-রেজিস্ট্রেশনের একটি সরলীকৃত প্রক্রিয়ার সূচনা করা হয়েছে, যাতে ব্যক্তিগত হাজিরা বা রেজিস্ট্রেশনে অনুমোদন দেওয়ার আগে আবেদনকারীর শুনানির মাধ্যমে ছাড় দেওয়া হয়। **পশ্চিমবঙ্গ হল দেশের হাতেগোনা কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম যেখানে ডি মেটিরিয়ালাইজড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট-সহ ই-রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।**
- যে সব ডিলারের এখনও নথিভুক্তি হয়নি, তাঁদের জন্য একটি ক্ষমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যাতে তাঁরা ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নথিভুক্তি করতে পারেন। এ জন্য তাঁদের ঘোষিত করযোগ্য টার্নওভারের একটি ন্যূনতম অংশ দিতে হবে। ডিলাররা যাতে আইন মেনেই ব্যবসা করতে পারেন, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রকল্প।

৪. সরলীকৃত ওয়ে বিল

- রাজ্যের বাইরে থেকে করযোগ্য পণ্য আনার ক্ষেত্রে ওয়ে বিল দিতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবর্ষের শুরুর দিকে দু'টি অংশে ইলেক্ট্রনিক ওয়ে বিল চালু করা হয়েছিল। সেই পদ্ধতিতে এ রাজ্যের একজন নথিভুক্ত আমদানিকারীকে ডিরেক্টরেট অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেসের ওয়েবসাইটের সঠিক লিংকে যেতে হত। এই পদ্ধতি ছিল ঝামেলাপূর্ণ, দীর্ঘসূত্রী এবং সে ভাবে সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।
- এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে, দুই অংশের পরিবর্তে ডিরেক্টরেট নিয়ে এসেছে সিঙ্গল ডকুমেন্ট ওয়ে বিল। এই পদ্ধতিতে একটি ডিমেটেরিয়ালাইজড ওয়ে বিল পেশ করা হয় একটিমাত্র নথিতেই। সরল এবং সময় বাঁচানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি রীতিমতো সাহায্য করছে। অনথিভুক্ত ডিলারদের জন্য সরকার সম্প্রতি ই-ওয়েবিল সুবিধা নিয়ে এসেছে।

৫. সরলীকৃত অডিট

- সাম্প্রতিক অতীতে অডিট পদ্ধতির সরলীকরণের জন্য ভ্যাট আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। একজন করদাতা, যিনি অডিট রিপোর্ট গ্রহণ করেন এবং কর জমা দেন, তাঁকে আর অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না। এই পরিবর্তন আনা হয়েছে সেই সব ডিলারদের জন্য যাঁরা অডিট রিপোর্ট মানেন না। এ সব ক্ষেত্রে নতুন করে আর অ্যাসেসমেন্ট হবে না। প্রস্তাবিত সময়সীমার পর অডিট রিপোর্টটিই দাবির বিজ্ঞপ্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আশা করা হচ্ছে, এই বিধিসম্মত পরিবর্তনগুলির ফলে অডিট এবং অ্যাসেসমেন্টের সময়সীমা অন্তত ১২ মাস কমে যাবে, যাতে উপকৃত হবেন করদাতা এবং কর প্রশাসন, উভয় পক্ষই।

৬. করদাতাদের সেলফ অডিটের সরলীকরণ

- বর্তমান ভ্যাট আইনের আওতায়, একজন নথিভুক্ত করদাতা, যাঁর বার্ষিক বিক্রির টার্নওভার ১.৫ কোটির বেশি, তাঁকে কোনও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা প্রস্তুত অডিট রিপোর্টের সঙ্গে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ও ব্যালান্স শিটের একটি প্রতিলিপি দিতে হয়। ছোট করদাতাদের ক্ষেত্রে কোনও পেশাদার ব্যক্তি বা সংস্থাকে দিয়ে অডিট করানোর ক্ষেত্রে একটা বড় খরচ করতে হত। এবার থেকে এ ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে রাজ্য সরকার। ১.৫ কোটির পরিবর্তে যাঁদের বার্ষিক বিক্রির টার্নওভার ৩ কোটি, তাঁদেরকেই এবার থেকে এই রিপোর্ট দিতে হবে। বাকিদের অডিট রিপোর্টের পরিবর্তে 'সেলফ অডিটেড স্টেটমেন্ট' দিলেই চলবে। এর ফলে প্রায় ১.৪৮ লক্ষ ডিলার উপকৃত হবেন।

৭. ডিমড অ্যাসেসমেন্টের সুবিধা

- ভ্যাট আইন, ২০০৩-এ অন্তর্ভুক্ত করে ডিমড অ্যাসেসমেন্ট চালু করা হয়েছে ২০১১-১২ সালে। এর ফলে, যে ডিলার রিটার্ন ফাইল করেছেন এবং কর দিয়েছেন, তাঁর ক্ষেত্রে অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালে করদাতা ডিলারদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এর ফলে সব ডিলাররাই তাঁদের বকেয়া মেটানোর সুযোগ পাচ্ছেন, যে বকেয়া কর না-দেওয়া, কম কর দেওয়া বা আন্তঃরাজ্য বিক্রির খতিয়ান জমা না-দেওয়ার ফলে জমেছে। এ ক্ষেত্রে যে সব ডিলারদের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার নীচে ছিল, তাঁরা এই সুবিধে পেতেন। এখন এই সীমা বাড়িয়ে ৫ কোটি করা হয়েছে।

৮. আবেদনের জলদি জবাব

- বিভিন্ন ট্যাক্স অ্যাপিলেট ফোরামে বহু বছর ধরে একাধিক বিতর্কিত কর মামলা ঝুলে রয়েছে। একদিকে যেমন এতে মানুষের অসুবিধা, তেমনই বিশাল অংশের রাজস্বও আটকে রয়েছে। এই পুরো বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল রিভিশনাল অ্যান্ড অ্যাপিলেট বোর্ডে জমে থাকা এমনই ৩০০০ মামলা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৯৪ এবং ভ্যাট অ্যাক্ট ২০০৩-এ সংশোধনী এনে ফাস্ট ট্র্যাক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বেঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলাগুলির নিষ্পত্তি করা যায়। ২০ লক্ষ টাকার উপর বিতর্কিত অঙ্কের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অ্যাপিল ফোরামের ব্যবস্থা করেছে। ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের মধ্যেই আবেদনের ই-ফাইলিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. শিলিগুড়িতে অ্যাপিলেট অ্যান্ড রিভিশনাল বোর্ডের ক্যাম্প

- সেলস ট্যাক্স এবং ভ্যাট সংক্রান্ত মামলায় শুনানির জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপিলেট অ্যান্ড রিভিশনাল বোর্ড কলকাতায় অবস্থিত। মামলাকারীদের তাঁদের আইনজীবীদের নিয়ে কলকাতায় আসতে হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের মামলাকারীদের পক্ষে এটা রীতিমতো অসুবিধার ব্যাপার। এ জন্য সরকার শিলিগুড়িতে অ্যাপিলেট অ্যান্ড রিভিশনাল বোর্ডের চারটি ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১০. ই-পেমেন্টের জন্য ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি

- ২০১০-১১ পর্যন্ত কমার্শিয়াল ট্যাক্স এবং প্রফেশনাল ট্যাক্স মাত্র ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে করা যেত। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি, রিজার্ভ ব্যাংক এবং রাজ্যের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের সঙ্গে আলোচনার পর, এই সংখ্যাটা বাড়িয়ে ১১ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, করদাতাদের সামনে এখন একাধিক বিকল্প খুলে গিয়েছে। মোট সার্ভিস ট্যাক্স ও ভ্যাট আদায়ের ৭৫-৮০ শতাংশই আসে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে। যাতে প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককেই যুক্ত করা যায়, সেই চেষ্টা চালাচ্ছে অর্থ দফতর। রাজ্য সরকারের সব কর জমা দেওয়ার জন্য একটি অভিন্ন ই-পোর্টাল তৈরির চেষ্টাও চলছে।

১১. ভ্যাট রিটার্ন প্রিপেয়ারার্স

- ট্যাক্স রিটার্ন এবং কর সংক্রান্ত অন্যান্য নথি প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, তা অনেক সময়েই ছোট ডিলারদের উপর বাড়তি বোঝার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে, রাজ্য সরকার পিপিপি মডেলে ভ্যাট রিটার্ন প্রিপেয়ারার্স (ভিআরপি) প্রকল্পের সূচনা করেছে। সেলস ট্যাক্স রিটার্ন এবং অন্যান্য করের বিষয়ে তরুণ স্নাতকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০১২-১৩ সালে প্রথম ধাপে ১,০০০-এর কাছাকাছি স্নাতককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষের পর প্রত্যেককে কমার্শিয়াল ট্যাক্স ডিরেক্টরেটের তরফে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ডিলারদের সহায়তা করবেন। সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর শ্রেণির স্নাতকদের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ খরচের একটি অংশ ছাড় দেওয়া হবে।

১২. যুক্তিসংগত করকাঠামো

মোটরগাড়ির উপর ভ্যাট

- মোটর গাড়ি বিক্রির উপর এখন মোটর ভেহিকলস কর আইনের আওতায় ভ্যাট নেওয়া হয়। এই করের উপর কর প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য সরকার এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে মোটর ভেহিকলস কর আইনের আওতায় দেওয়া কর আর ভ্যাট আইনের আওতায় বিক্রয়মূল্যের অংশ হিসেবে থাকবে না। ভ্যাট আইনে 'বিক্রয়মূল্যে'র সংজ্ঞা সেই মতো পালটে দেওয়া হয়েছে।

ছোট রেস্তোরাঁর জন্য প্রকল্প

- ছোট রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকান, ধাবাগুলির জন্য রাজ্য সরকার কম্পোজিশন স্কিম ১৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ করেছে। যে

সব ডিলারের টার্নওভার ২৫ লক্ষ টাকার নীচে, তাঁদের এবার থেকে কমপাউন্ডেড রেটে ১২.৫ শতাংশের পরিবর্তে ৪ শতাংশ কর দিতে হবে।

প্রফেশনাল ট্যাক্সে ছাড়

- যাঁদের বেতন মাসে ৩,০০০ টাকা বা তার উপরে ছিল, আগে তাঁরা প্রফেশনাল ট্যাক্সের আওতায় পড়তেন। কিন্তু এখন সেই সীমা বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে।

প্রফেশনাল ট্যাক্সে ডিমড অ্যাসেসমেন্ট

- ৩১.০৩.২০১১ পর্যন্ত যাঁরা প্রফেশনাল ট্যাক্স দিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ডিমড অ্যাসেসমেন্ট চালু হয়েছে।

১৩. কমার্শিয়াল ট্যাক্স ডিরেক্টরেটের কমপিউটারাইজেশন

- সরলীকরণ, যুক্তিপূর্ণ, স্বচ্ছতা, বস্তুনিষ্ঠ এবং কর প্রশাসনের কাজে গতি আনতে একটি অত্যন্ত কার্যকরী কমপিউটারাইজড সিস্টেম চালু করা হয়েছে মিশন মোড প্রজেক্ট (এমএমপি-সিটি)-র অধীনে। মে, ২০১১ থেকে নতুন ই-পরিষেবা চালু হয়েছে এবং পুরনো পরিষেবাগুলি গতি পেয়েছে। যে সব ই-পরিষেবা চালু হয়েছে, সেগুলি হল—
- ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে অন-লাইন ভ্যাট রিফান্ড ও রিফান্ডে পেমেন্ট (০৮.০৭.২০১১ থেকে)
- ইসিএস'এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন অ্যাসিস্ট্যান্সের পেমেন্ট (০৮.০৭.২০১১ থেকে)
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এবং ডিমেটিরিয়ালাইজেশন। (০১.০৮.২০১১ থেকে)
- ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে ই-রিটার্ন নেওয়া হচ্ছে। (২০.০৭.২০১১ থেকে)
- কম্পোজিট স্কিমের আওতায় অন-লাইনে ফর্ম-১৬ জমা। (০১.০৯.২০১১ থেকে)
- এক পাতার ওয়ে বিল। (২৪.০১.২০১২ থেকে)
- ই-গ্রিভ্যান্স মনিটরিং সেল। (২৪.০১.২০১২ থেকে)
- ই-অ্যান্টি-ইভেশন কমপ্লেইন্ট সার্ভিস। (২৪.০১.২০১২ থেকে)
- ই-সেলস টিডিএস পরিষেবা। (২৪.০১.২০১২ থেকে)
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিমের ই-আবেদন। (২৪.০১.২০১২ থেকে)
- অ-নথিভুক্ত ডিলারদের জন্য ই-ওয়েবিল। (১৬.০৪.২০১২ থেকে)

খ) নথিভুক্তি ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ

নথিভুক্তির কমপিউটারাইজেশন

- ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ'র অধীনে ছটি অফিস (যেমন এডিএসআর (মাল), জলপাইগুড়ি, এডিএসআর (রানাঘাট-১), নদিয়া, এডিএসআর (গোপীবল্লভপুর), পশ্চিম মেদিনীপুর, এডিএসআর (মানবাজার), পুরুলিয়া, ডিএসআর, দার্জিলিং এবং এডিএসআর (কার্শিয়াং), দার্জিলিং সম্পূর্ণ ভাবে কমপিউটার চালিত হয়েছে ২০১১-১২ সালে। **কালিম্পংয়ের অফিস এর আওতায় এসে গেলে, রাজ্যের ২৩৯টি অফিসই কমপিউটার চালিত হয়ে যাবে।**

স্ট্যাম্প ডিউটি

- বিল্ডারদের দ্বারা বিভিন্ন প্লটে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে আবাসনের বর্তমান রীতি। প্রোমোটার/ডেভেলপার এবং ছোট/মাঝারি জমি মালিকের মধ্যে চুক্তিতে স্ট্যাম্প ডিউটি নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে নথিভুক্তিতে যে সমস্যা হত, তার কথা মাথায় রেখে, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি-সহ নথিভুক্তির একটি নতুন ধারা আনা হয়েছে। সেইমতো, ৫(এফ) ধারা আনা হয়েছে এবং সেকশন ৪৮ (জি) সংশোধন করা হয়েছে। স্ট্যাম্প ডিউটির হার অত্যন্ত কম রাখা হয়েছে।

এনএলআরএমপি

- বর্তমানে ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউর অধীনে রেজিস্ট্রার/অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নথিভুক্তির যে প্রক্রিয়া চলে, তার সঙ্গে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের মিউটেশন প্রক্রিয়ার কোনও যোগাযোগ নেই। ফলে, একটি বিশেষ সময়ে রেজিস্ট্রেশন এবং মিউটেশনের সংখ্যার মধ্যে বিশাল ফারাক থেকে যায়। তথ্য বলছে, এক বছরে রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা যদি ১২ লক্ষ হয়, সেখানে মিউটেশনের সংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ। রেজিস্ট্রেশন এবং মিউটেশন পদ্ধতিকে এক সুতোয় বাঁধতে, রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ল্যান্ড রেকর্ডস মডানাইজেশন প্রোগ্রামের আওতায় একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। পাঁচলা এবং সাঁকরাইল এলাকা নিয়ে হাওড়ার রানিহাটির অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে এর পাইলট প্রকল্প সফল ভাবে রূপায়িত হয়েছে। সারা রাজ্যে এই প্রকল্প চালু হবে ২০১২-১৩ সালে।

রেজিস্ট্রি অফিসের আধুনিকীকরণ (অ্যাডভান্সড কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রবর্তন)

- রেজিস্ট্রি অফিসগুলির আধুনিকীকরণের জন্য এবং সাধারণের কাছে দেয় পরিষেবা আরও উন্নত মানের করার জন্য রাজ্য সরকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে পরীক্ষামূলক ভাবে অ্যাডভান্সড কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। এই পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রি করতে ইচ্ছুক যে কেউ অফিসের ডিসপ্লে বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় থাকবে টোকেন ডিসপেনসার ইউনিট, মাস্টার টোকেন ডিসপ্লে, কাউন্টার ডিসপ্লে ইউনিটস এবং সুপারভিশন কন্ট্রোল। সাহায্যপ্রার্থীদের অসংগঠিত লম্বা লাইন তত্ত্বাবধান করার জন্য ব্যবস্থা থাকবে ব্যক্তিগত কমপিউটারের।

- সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরনো নথি মোটা মোটা ফাইলে সংরক্ষিত রাখার রেওয়াজ চালু আছে। কেউ সেই তথ্য জানতে চাইলে ওই মোটা খাতা খুঁজে বের করতে হয় রেজিস্ট্রেশন অফিসকে। এতে অনেক সময় ব্যয় হয়। তাই সরকার ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন অফিসে গত ৩০ বছরের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাইজড ফরম্যাটে সংরক্ষণ করার। এইভাবে কমপিউটারের মগজে তথ্য সংরক্ষিত থাকলে নিমেষের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায়। এর ফলে জনগণের বিরাট সুবিধা হবে।

- বর্তমান ব্যবস্থায় সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করার ক্ষেত্রে জাল স্ট্যাম্প পেপারে কারণে সরকারের রাজস্ব ফাঁকির সম্ভাবনা থেকে যায়, অচিরেই ই-স্ট্যাম্পিং চালু করা হবে। এই ব্যবস্থায় নেট

ব্যাংকিংয়ের সাহায্যে এবং ব্যাংকের কাউন্টার পেমেন্টের সুবিধা পাওয়া যাবে।

অর্থ প্রশাসনে সংস্কার

১. ইসিএসের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের বেতন

- ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেম বা ইসিএসের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কর্মীদের বেতন সরাসরি তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায়। কমপিউটারাইজেশন অফ স্যালারি অ্যাকাউন্টস (সিওএসএ) নামে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস, পুরসভা, পঞ্চায়েত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্যালারি অ্যাকাউন্ট কমপিউটার চালিত হবে। এর ফলে সরকারি কর্মীদের ডেটাবেস তৈরি করতে সুবিধা হবে।

২. ডিডিও'দের বিকেন্দ্রীকরণ

- সরকারের ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসারদের কার্যপ্রক্রিয়া সবই অর্থ দফতরের অ্যাকাউন্টস অফিসে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর ফলে বিলগুলির প্রক্রিয়ায় অযথা দেরি হত। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থ দফতর থেকে এই প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সব প্রশাসনিক দফতরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ৪৩টি দফতরে এই প্রকল্প চালু হয়ে গিয়েছে। চলতি বছরের মে মাসের মধ্যে বাকি দফতরগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

৩. ফাইল ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম

- প্রতি দিনই অর্থ দফতরে প্রচুর ফাইল আসে এবং যায়। কিন্তু কোনও বিশ্বাসযোগ্য ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম না-থাকায়, কোন ফাইল কী অবস্থায় আছে এবং সেই ফাইল সংক্রান্ত কাজে গতি আনার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। এই সমস্যা এবং ব্যক্তি নির্ভরতা কাটাতে, অনলাইন ফাইল ট্র্যাকিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে ফাইল অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে, তার অবস্থান দফতরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এর ফলে প্রতিটি দফতর কোনও নির্দিষ্ট ফাইল সম্পর্কে যখন প্রয়োজন, তখনই তথ্য পাবে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে এই প্রক্রিয়া পুরোদস্তুর চালু হয়ে যাবে।

৪. অর্থ উপদেষ্টা

- এক্তিয়ারের বাইরে খরচ করার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতিটি প্রশাসনিক দফতরকে অর্থ দফতরের অনুমতি নিতে হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং বিভিন্ন জনমুখী কাজে গতি আনতে, এবার প্রশাসনিক দফতরগুলিকে বাড়তি অর্থ ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ধাপে ধাপে প্রতিটি বিভাগে একজন করে 'অর্থ উপদেষ্টা' নিয়োগ করা হবে। চলতি বছরের ১ জুন থেকে স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নগরোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পূর্ত এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে কার্যকর হবে।

৫. আইএফএমএসের সূচনা

- সরকারি তহবিলের দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি অ্যাকাউন্টে নজরদারি চালানোর জন্য ইন্টিগ্রেটেড ফিনাশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএফএমএস) চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর ফলে যে কোনও সময়ে অর্থ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় হাতেগরম তথ্য পাওয়া যাবে, যাতে পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

৬. নতুন বিকেন্দ্রীভূত ডেসপ্যাচ সিস্টেমের সূচনা

- বর্তমানে মহাকরণ, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ভবানী ভবন এবং পূর্ত ভবনের সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ অফিস থেকে যাবতীয় চিঠি, প্রতিবেদন বা ফাইল পাঠানো হয়। এর ফলে প্রায়ই দেরি হয় এবং ডেসপ্যাচের পর সেই ফাইল বা চিঠি কোথায়, তা খুঁজে পেতেও সময় নষ্ট হয়।
- এই সমস্যা কাটাতে রাজ্য সরকার বর্তমান পদ্ধতি বাতিল করে এ ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ আনতে চাইছে, যা এ বছরের ১ মে থেকে চালু হয়ে যাবে। নতুন পদ্ধতিতে প্রতিটি দফতর তাদের নিজস্ব ডেসপ্যাচের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে উক্ত চারটি ভবন থেকে ডেসপ্যাচ হবে ডাক বিভাগের বিজনেস পোস্ট স্কিমের আওতায়।

*****

মৎস্য

ফিশারিজ, অ্যাকুয়াকালচার, অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস, ফিশিং হারবার



সূচনা

বঙ্গ সংস্কৃতির জরুরি অঙ্গ মাছ। কিছুটা ভৌগোলিক অবস্থান, কিছুটা মাছের প্রতি বঙ্গজীবনের অকৃত্রিম টান, আর সঙ্গে সরকারি প্রয়াস– তিনে মিলেই দেশে নজিরবিহীন মৎস্য দফতরের মালিক পশ্চিমবঙ্গ। তাই আর পাঁচটা রাজ্যের মতো নয়, মাছচাষের অতুলনীয় সাফল্যের জেরে মৎস্য দফতর এ রাজ্যে একটি স্বাধীন সরকারি দফতর, যা নিরন্তর নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে মৎস্য উৎপাদন এবং মৎস্যজীবীদের সমৃদ্ধ করে আসছে।

অর্থবরাদ্দ

২০০৯-১০ সালে যেখানে বরাদ্দ ছিল ১৩,০৩২.২৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১০-১১ সালে ১৪,১৯২.২৪ লক্ষ টাকা, সেখানে ২০১১-১২ সালে বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪,৪৪২.৩৯ লক্ষ টাকা।

সাফল্য

- ডেভেলপমেন্ট অফ ইনল্যান্ড ফিশারিজ ও অ্যাকুয়াকালচারের অধীনে ২০০৯-১০ সালে ১,৪৬৪.০৩ হেক্টর এলাকাকে বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষের আওতায় আনা হয়েছিল। পরের বছর আনা হয় ১,০২০.৬৫ হেক্টর এলাকাকে এবং ২০১১-১২ সালে আনা হয়েছে ১,১৬৯.৩৩ হেক্টর এলাকাকে।
- **পরিকাঠামো:** মৎস্যজীবী অধ্যুষিত গ্রামের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০০৯-১০ সালে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১,৭৬০.৩৮ লক্ষ টাকা, পরের বছর ১,৮৮২.০৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ১৯৭৯.৮১ লক্ষ টাকা। এই টাকায় রাস্তা, কালভার্ট, স্লুইস গেট, কমিউনিটি হল, টিউব ওয়েলের মতো পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ নানাবিধ সামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** দফতরের অধীনে ২০০৯-১০ সালে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ২,৪৭৫ জনকে, পরের বছর সংখ্যাটা ছিল ৩,৯৭৫। আর ২০১১-১২ সালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের সংখ্যাটা হল ৬,৫৪৫। মাছচাষি, বেকার যুবক-যুবতী, ধীবরদের তৃণমূল স্তর, জেলাস্তর, এমনকী বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের ব্যাপারে রাজ্যস্তরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- **ভর্তুকি:** ২০০৯-১০ সালে বিভিন্ন জেলার মোট ৪৭টি পিএফসিএস এবং সিএফসিএস-কে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল, যা পরের বছর বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯-এ, এবং ২০১১-১২ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮-এ।
- **গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ:** ২০০৯-১০ সালে একটি মৎস্যজীবীদের গ্রামেও সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। পরের বছর ৩২টি গ্রামে পৌঁছয়। ২০১১-১২ সালে এমন গ্রামের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮-এ।
- **পেনশন:** বৃদ্ধ এবং কর্মক্ষমতাহীন মৎস্যজীবীদের যেখানে ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালে পেনশন বাবদ দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে ৩৮১.৬০ লক্ষ এবং ৬৩৮.৭৩ লক্ষ টাকা, সেখানে ২০১১-১২ সালে পেনশন দেওয়া হয়েছে ৮৭০ লক্ষ টাকা।
- **রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা:** এই যোজনার আওতায় ২০০৯-১০ সালে দেওয়া হয়েছিল ৯৪৪.১০ লক্ষ টাকা, পরের বছর ১,৬৪৮.০৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ২,২৪৬ লক্ষ টাকা।
- **মৎস্য উৎপাদন:** ২০০৯-১০ সালে ১৫.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছিল, যা পরের বছর কমে দাঁড়ায় ১৪.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু ২০১১-১২ সালে তা ফের বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.৭২ লক্ষ মেট্রিক টনে।
- **মৎস্যবীজ উৎপাদন:** ২০০৯-১০ সালে ১,২৫,৬৬০ লক্ষ মৎস্যবীজ উৎপাদন হয়েছিল, পরের বছর ১,৩৪,৫৩০ লক্ষ এবং ২০১১-১২ সালে ১,৩৮,৪৬০ লক্ষ বীজ উৎপাদন হয়েছিল।
- **এমজিএনআরইজিএ:** আরও মৎস্য উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় মৎস্য দফতর এমজিএনআরইজিএ (নারেগা) কার্যকর করবে। এখনও পর্যন্ত ১৪৯টি স্কিম জমা করা হয়েছে, যার আনুমানিক বরাদ্দ ২১.২৭ কোটি টাকা। অধিকাংশ প্রকল্পেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ২,৫৪৯ হেক্টর এলাকার উন্নয়ন করা যেতে পারে ৬.৯১ লাখ মানব-দিবসের (ম্যান-ডে) মাধ্যমে।
- **মৎস্য ক্ষেত্রে ই-গভন্যান্স:** মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শরিকদের কথা মাথায় রেখে, তাদের লাগোয়া নানা চ্যানেলের মাধ্যমে সাযুজ্যপূর্ণ তথ্য ও পরিষেবার সংস্থান রাখা, যাতে নানা সরকারি যোজনা সম্পর্কে তাদের সচেতন করা যায়। ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে ওয়েবসাইট।
- **ক্ষুদ্র সেচের ত্বরান্বিত অগ্রগতি:** জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে, বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ২০১২-২০১৭'য় বাস্তবায়িত হবে এই প্রকল্প। দফতরের তৈরি করা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা জলাভূমিতে মৎস্যচাষের জন্য আগামী পাঁচ বছরের জন্য বছরপিছু ২৫.৬৩ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা।
- দেশীয় কার্পের প্রজননস্থল ও বিপন্ন মাছ চাষের জন্য পাঁচটি জলভূমিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।
- ছটি যোজনায় বেনফিশের খরচ ২৫.৪৫ কোটি টাকা

*****

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন



সূচনা

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে অন্য স্তরে উন্নীত করার যাবতীয় সামর্থ্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের। উদ্যানপালনও সম্প্রসারিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এই ক্ষেত্র দু'টির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোচ্ছে।

বরাদ্দ ব্যবহার

ক) ২০১১-১২ সালে ডিরেক্টরেট অফ হর্টিকালচার ব্যবহার করেছে ৭৪১৫.২৫৮৩২ লক্ষ টাকা। আগের বার এই অঙ্কটা ছিল ৪০৩২.০৯৫২ লক্ষ টাকা।

খ) ২০১১-১২ সালে ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা ব্যবহার করেছে ১০০.১২ লক্ষ টাকা। আগের বার এই অঙ্কটা ছিল ৮০.৬১ লক্ষ টাকা।

বৃদ্ধির খতিয়ান

রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০০৯-১০ সালে ৩১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যাতে মোট ১৩৩.৭ কোটি টাকা জড়িত ছিল। পরের বছরে প্রকল্পের সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ১৬-য়, টাকার অঙ্ক ছিল ৯৮.৬১ কোটি। কিন্তু ২০১১-১২ সালে প্রকল্পে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৫, এবং টাকার পরিমাণ ৫০১.৮১ কোটি।

সচেতনতা প্রকল্প

বিভিন্ন সচেতনতা প্রকল্পের সংখ্যা ২০০৯-১০ সালে ছিল ৩, অংশগ্রহণ করেছিলেন ৪৫০ জন। পরের বছর প্রকল্পে সংখ্যাটা একই ছিল, অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৬০০ জন। ২০১১-১২ সালে প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২, অংশগ্রহণকারী ১৩৫০।

ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট

ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের সংখ্যা ২০০৯-১০, ২০১০-১১ সালে ছিল ১। মঞ্জুর করা প্রজেক্টের খরচ ছিল যথাক্রমে ১৯.৪৭ লাখ এবং ৪.৫ লাখ। ২০১১-১২ সালে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২, এবং টাকার অঙ্ক বেড়ে হয়েছে ৩৩ লক্ষ।

জুন ২০১১ থেকে নেওয়া প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্ত

১. কৃষকদের আরও ভালো মূল্য এবং ক্রেতাদের ভালো মানের সবজি দিতে মাদার ডেয়ারি থেকে সবজি বিক্রি করা হচ্ছে।

২. মল্লিকঘাট (কলকাতা), পাঁশকুড়া (পূর্ব মেদিনীপুর), ঠাকুরনগর (উত্তর ২৪ পরগনা) ধানতলা (নদিয়া) ভার্মি-কমপোস্ট জৈব সারের উদ্ভাবনী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

৩. ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে আর্বান ক্লাস্টারে ন্যাশনাল ভেজিটেবল ইনিশিয়েটিভ-এর কাজ শুরু হয়েছে। এ জন্য ৭.৬৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সবজি উৎপাদকদের সঙ্গে শহরে বাজারের পরিচয় আরও বেশি করে বাড়বে, যার ফলে উৎপাদন এবং যোগানের উন্নতি হবে। এই রাস্তায় হাঁটলে একদিন দামের উপরও নিয়ন্ত্রণ আনা যাবে সহজেই।

৪. খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন নিয়ে একটি সার্বিক সমীক্ষার পর দফতরের একটি হেল্প ডেস্ক খোলা হবে। বিনিয়োগকারীরা সেই হেল্প ডেস্ক থেকে যাবতীয় তথ্য পেয়ে যাবেন।

৫. ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা অ্যান্ড আদার মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টস দার্জিলিংয়ে অর্কিড (সিমবিডিয়াম) নিয়ে একটি বৃহৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে, যে প্রকল্পের আওতায় ৩ বছরে ৫ লাখের উপর গাছ উৎপাদন হবে।

৬. কালিম্পংয়ে হর্টিকালচার কলেজ তৈরির ব্যাপারে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট তাদের রিপোর্ট চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এই প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার।

৭. *banglarmukh.com* ওয়েবসাইটে যাবতীয় গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলি প্রকাশ করা হবে যাতে বিনিয়োগকারী, কৃষক এবং অন্যান্য



সংশ্লিষ্ট সকলে যাবতীয় তথ্য সহজেই পেয়ে যান। এই গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে আরও বেশি করে প্রয়োজনভিত্তিক করে তোলা হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন বণিকসভার মতামত চাওয়া হয়েছে।

৮. আয়েশপুরে টিস্যু কালচার প্রকল্প, বরজোড়ায় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, মালদা ফুড পার্ক, জঙ্গীপুর ফুড পার্কের মতো দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকা প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণের বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য সাফল্য

- মুড়ি তৈরির উপর ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প শুরু হয়েছে বীরভূমের নলহাটিতে।
- পশ্চিমাঞ্চলের ১৫০ হেক্টর পতিত জমিতে আমের মতো ফলের চাষ শুরু হয়েছে (বরাদ্দ ৩৫ লক্ষ টাকা)।
- দু'টি নতুন উদ্যানপালন নার্সারি চালু হয়েছে (বরাদ্দ ৩ লক্ষ টাকা)।
- উদ্যানপালনের সম্প্রসারণের জন্য ১৬টি পুকুর খোঁড়া হয়েছে (বরাদ্দ ৯.৬৯ লক্ষ টাকা)।
- প্রায় ২৫০ হেক্টরের পুরনো আমবাগান বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে (বরাদ্দ ৩৬ লক্ষ টাকা)।
- ৩৫টি ভার্মি-কমপোস্ট ইউনিট গঠন করা হয়েছে (বরাদ্দ ১১ লক্ষ টাকা)।
- ২০০ জন কৃষককে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে (বরাদ্দ ৩.৮ লক্ষ টাকা)।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় একটি ২০০ এমটি কন্ট্রোলড অ্যাটমোস্ফিয়ার স্টোর খোলা হয়েছে (বরাদ্দ ২৫.৬ লক্ষ টাকা)।
- নদিয়ার সিমুরালি এবং মালদায় দু'টি বহুমুখী হিমঘর (যথাক্রমে ৩০০০ এমটি ও ৭৫০০ এমটি) স্থাপন (বরাদ্দ ১৯২ লক্ষ টাকা)।
- নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পোস্ট হার্ভেস্ট ডিসেমিনেশন সেন্টার (বরাদ্দ ৯৯.৩২ লক্ষ টাকা)।
- বাঁকুড়া ও নদিয়ায় গ্রামীণ বাজার এবং পান মান্ডি (বরাদ্দ ৩০২ লক্ষ টাকা)।
- নদিয়ায় সবজি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র (বরাদ্দ ১৮.৫৪ লক্ষ টাকা)।
- মিরিকে ১০ হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হয়েছে।
- ২০ হেক্টর জমিতে কমলা লেবু চাষ হয়েছে।
- ১০০ হেক্টর জমিতে চিরতা চাষ হয়েছে।
- লক্ষ্যমাত্রা দু' লক্ষের মধ্যে এক লক্ষ ইপিকাক গাছ লাগানো হয়েছে।
- জটামুনসি, কুথ, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, কালমেঘ, ঘৃতকুমারীর মতো গাছ চাষ হয়েছে ৬৩ হেক্টর এলাকায়।

*****

খাদ্য ও সরবরাহ



সূচনা

'সকলের জন্য খাদ্য'— এই মন্ত্রকে সামনে রেখে অনাহার দূর করাই লক্ষ্য। সমাজের সর্বস্তরে, মূলত অনগ্রসর শ্রেণির খাদ্য নিরাপত্তার মতো মৌলিক চাহিদা সুনিশ্চিত করতে, সুষম গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য বিলি করাই এই দফতরের দায়িত্ব। পাশাপাশি, কৃষকশ্রেণি যাতে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত না-হন, তা দেখার দায়ও এই বিভাগের উপরই বর্তায়।

- চলতি বছরের খরিফ মরশুমে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল কেনা হয়েছে (১৬ এপ্রিল পর্যন্ত), যা গত বারের এই সময়ের তুলনায় অন্তত ৩ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। চাল কেনার এই প্রক্রিয়া চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত। ফলে, গত অর্থবর্ষে সরকারের চাল কেনার পরিমাণ এ বছর সহজেই টপকে যাওয়া যাবে বলে আশা করাই যায়।
- এই প্রথম চাষিদের হাতে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তুলে দেওয়া হচ্ছে চেক মারফত।
- টিভি, রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে কৃষকদের চেতনা বৃদ্ধি।
- প্রায় ৪,০০০ শিবিরের মাধ্যমে পিএসিএস এবং সিএমআর এজেন্সিদের মারফত চাষিদের থেকে সরাসরি ২০ লক্ষ টনের বেশি ধান কিনে নেওয়া হয়েছে এ বছর।
- জঙ্গলমহলের ২৩টি মাওবাদী প্রভাবিত ব্লকের অধীন বসবাসকারীদের বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুবিধার্থে এর সীমা বিস্তৃত করা হয়েছে। ওবিসি ও তফশিলি জাতি-সহ যাদের বাৎসরিক আয় ৩৬,০০০ টাকার নীচে এবং যে সমস্ত তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাৎসরিক আয় ৪২,০০০ টাকার নীচে, তারাও বিপিএল-এর সুবিধা পাবেন। এই সমস্ত পরিবার দু' টাকা কিলোগ্রাম দরে বর্ধিত স্কেলে চাল পাচ্ছেন। পাঁচ জনের এমন পরিবারপিছু এখন চাল ও আটা মিলিয়ে ৫৫ কিলোগ্রাম করে প্রতি মাসে খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছেন তাঁরা। এই পদ্ধতিতে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বিশেষ ক্যাম্প করে উপরিউক্ত ভাবে চিহ্নিত মানুষদের রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১৩ লক্ষ রেশন কার্ড এখনও পর্যন্ত বিলি করা হয়েছে। বর্তমানে চালু রেশন দোকান ছাড়াও ৪৯টি অতিরিক্ত বণ্টন কেন্দ্র খোলা হয়েছে রেশন দ্রব্যাদি বিতরণের জন্য।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার প্রায় ৩ লক্ষ আয়লা-দুর্গত মানুষের জন্য সাপ্তাহিক রেশনের অতিরিক্ত হিসেবে, সপ্তাহে ২ কিলোগ্রাম পর্যন্ত চাল দু' টাকা কিলো দরে দেওয়া হচ্ছে। এই স্কিম আগামী ছ' মাস চলবে।
- আয়লা-বিধ্বস্ত চারটি ব্লকে **বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১১** পালন করা হয়েছে। প্রায় ১০০০টি তফশিলি উপজাতি পরিবারকে বিনামূল্যে চাল বিতরণ করা হয় ওই দিন।
- দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি মাসে পাঁচ জনের একটি পরিবার স্বল্পমূল্যে ৬৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য (চাল, গম এবং আটা সমেত) পেতে পারত এত দিন। সম্প্রতি রেশনের মাধ্যমে বিলিকৃত এই খাদ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে।
- বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারবর্গ টিপিডিএস-এর মাধ্যমে এখন এএওয়াই-এর সুবিধা পান। এই সুবিধার সময়সীমা আরও তিন বছর বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে বাগান খুলে গেলেও, এই সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন না।
- সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনতে www.wbfood.gov.in ওয়েবসাইটটি চালু করেছে রাজ্য সরকার।
- খাদ্য সরবরাহে দুর্নীতি দমন করতে পাঁচটি বিশেষ ভিজিল্যান্স স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে।
- বাড়ির দোরগোড়ায় খাদ্য সরবরাহের সুবিধা পেতে রাজ্যজুড়ে চালু করা হয়েছে **ফেয়ার প্রাইস শপ**।
- দফতরের জন-অভিযোগ কেন্দ্রটির কাজ জোরদার করা হয়েছে। অভিযোগ পাঠানোর জন্য টোলফ্রি নম্বর ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ চালু করা হয়েছে।
- গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের চোরাচালান ও অপচয় একটি প্রধান সমস্যা। ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের অন্য পথে চালান রোধ করার জন্য বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করার পাশাপাশি, সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে এ ব্যাপারে জনমানসে সচেতনতা গড়ে তোলার পথে হাঁটছে দফতর।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- ক্ষুধার অস্তিত্ব সমূলে বিনাশ করতে চায় সরকার। 'ফুড ফর অল' নিশ্চিত করতে নিরলস এই সরকার।



- চলতি আর্থিক বছর প্রত্যেক রাজ্যবাসীর হাতে ল্যামিনেটেড বার-কোডযুক্ত ইউনিক আইডি নম্বর-সহ রেশন কার্ড তুলে দেওয়া হবে।
- রেশন কার্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ডিজিটালাইজ করার জন্য এনআইসি একটি প্রকল্প জমা দিয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার জন্য।
- জিপিআরএস ব্যবস্থার সাহায্যে পিডিএস কেরোসিন ট্যাংকারদের উপর নজরদারি চালানো হবে।
- অতিরিক্ত ২০০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করার উপযোগী গুদাম গড়ছে সরকার।
- সরষের তেল, চিনি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য পুজো এবং ইদের সময়ে বিলি করা হবে।
- কয়েকটি বিশেষ জায়গায় খাদ্যবণ্টনের উপর এক সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা কর্মসূচি হবে।
- কোয়ালিটি কন্ট্রোল উন্নত করতে শিলিগুড়ি ও কলকাতার খাদ্যভবনে অত্যাধুনিক দু'টি ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছে।

*****

স্বরাষ্ট্র দফতর



সূচনা

পুলিশ-প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা ও মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র দফতর গত একবছরে তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে।

প্রধান সাফল্য

- নানা মহলের আশঙ্কা ছিল, বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর রাজ্যে রক্তগঙ্গা বইবে। কিন্তু বাস্তব বলছে, ভোটের ফল বেরোনোর পর হিংসার বা হানাহানির তেমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। এটা সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনের দৃঢ় মনোভাবের জন্য।
- গত একবছরে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কারণ পুলিশ-প্রশাসনে বেশ কয়েকটি সংস্কার করা হয়েছে এবং প্রশাসনের প্রতিটি স্তরকে সজাগ করা হয়েছে।
- সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি জঙ্গলমহলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের বুকে বল জোগাতে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েকবার জঙ্গলমহল সফর করেছেন। একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। কয়েক মাসের ব্যবধান সরেজমিনে দেখতে গিয়েছেন সেই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে কি না। প্রথমেই চেষ্টা করেছেন স্থানীয় মানুষের যুগ যুগ ধরে চলে আসা সমস্যাগুলি বুঝতে এবং তার মোকাবিলা করতে। জঙ্গলমহলবাসীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ— জঙ্গলমহলের ২৩টি ব্লকের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। স্থানীয় কর্মহীনদের মধ্যে থেকে পুলিশের জুনিয়র কনস্টেবল, হোমগার্ড, এবং এনভিএফের চাকরিতে ১০,৭০০ জনকে নিয়োগ করা হচ্ছে।
- এর পাশাপাশি গৃহীত হয়েছে বেশ কিছু উন্নয়নী প্রকল্প। যেমন, নয়াগ্রামের ভাসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, জল সরবরাহ যোজনা, স্টেডিয়াম নির্মাণ, ছাত্রী-আবাস নির্মাণ, মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলকে উন্নীত করা, নতুন কলেজ স্থাপন, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সব ছাত্রীকে বাইসাইকেল বিতরণ, দু' টাকা কেজি দরে সব আদিবাসী পরিবারকে ও ৩৬,০০০ হাজার টাকার নীচে বার্ষিক রোজগার এমন অনাদিবাসী পরিবারকে চাল ইত্যাদি।
- এই উন্নয়নী পদক্ষেপের পাশাপাশি গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতার ফলে শান্তি ও আইনশৃঙ্খলার শাসন ফিরেছে অঞ্চলে। জঙ্গলমহলে যে হিংসাত্মক ঘটনা ক্রমে তলানিতে ঠেকেছে, তা একটি তথ্যেই স্পষ্ট। ২০১০ সালে যেখানে ১৩৯ জন সাধারণ মানুষ ও ৩৫ জন নিরাপত্তারক্ষী প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেখানে ২০১১ সালে নিহতের সংখ্যাটা যথাক্রমে মাত্র ১২ ও ২। আর এ বছর এখনও পর্যন্ত কেউ নিহতই হননি জঙ্গলমহলে।
- মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরানোর প্রকল্প: একযোগে আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন প্যাকেজ কেন্দ্রীয় সরকারের মডেল যোজনার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে মাওবাদীদের কাছে। রাজ্য আত্মসমর্পণের ডাক দেওয়ায়, গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে নেতৃস্থানীয়-সহ মোট ২৩ জন মাওবাদী সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের সব ব্যবস্থা করেছে সরকার।
- বহুকাল ধরে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল অশান্তই থেকেছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দীর্ঘ বৈঠকও মোর্চার দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনে রাশ টানতে পারেনি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যে জিজেএমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করতে পেরেছে। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে ত্রিপক্ষ চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠন।
- পুলিশ সংগঠনের পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে, কলকাতা পুলিশের এলাকা কলকাতা পুরসভার এলাকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ানো হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ন'টি থানাকে কলকাতা পুলিশের অধীনে আনা হয়েছে, যা আবার ভেঙে ১৭টি থানা গঠন করা হয়েছে।
- শহরে পুলিশি সক্রিয়তার উন্নতিকল্পে চারটি নতুন কমিশনারেট কাজ শুরু করেছে। এগুলি হল: আসানসোল-দুর্গাপুর, হাওড়া, বিধাননগর ও ব্যারাকপুর। কমিশনারের দায়িত্বে আছেন আইজি/ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি ও হলদিয়াতেও দু'টি পুলিশ কমিশনারেট শিগগিরই স্থাপন করা হবে।
- রাজ্যে মোট ৬৫টি মহিলা পুলিশ পরিচালিত থানা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে এ পর্যন্ত হাওড়া, বারাসত, বারুইপুর, আসানসোল, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি— এই ১০টি মহিলা পুলিশ পরিচালিত থানা কাজ শুরু করেছে।
- লালবাজারে একটি 'সাইবার ল্যাব' চালু করা হয়েছে। যে সব



পুলিশ আধিকারিক সাইবার অপরাধের তদন্ত করেন বা সাইবার ফরেন্সিক কাজের সঙ্গে যুক্ত, এই ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- পুলিশে মানবসম্পদের প্রবল টানাটানির মোকাবিলা করতে পুলিশকর্মী পদে শূন্যস্থান পূরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, গত একবছরে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে বিভিন্ন পদাধিকারের জন্য ২৭,২১৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সামগ্রিক ভাবে পুলিশবাহিনীকে সাহায্য করতে পঞ্চায়েত এলাকায় ৩,৩৫১ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। কলকাতা পুলিশের জন্য আরও ৫৩০ জন গ্রিন পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকের নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে। সদ্যগঠিত পুলিশ কমিশনারেটগুলিতে ৭০০ গ্রিন পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক এবং ৩৩১ জন স্পেশ্যাল পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের কথাও বিবেচনা করছে সরকার।
- কলকাতা পুলিশের এলাকায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে দশটি ট্র্যাফিক গার্ড নিয়ে দু'টি নতুন ট্র্যাফিক ডিভিশন সৃষ্টি করা হয়েছে। কৌশলগত জায়গায় ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) বসানো হয়েছে।
- পথদুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ক্রিটিকাল কেয়ার পরিষেবাযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স ও একটি ট্র্যানজিট ট্রমা কেয়ার ইউনিট শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রাখা হয়েছে।
- তপসিয়া থানা এলাকায় সমাজের অবহেলিত শিশুদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ২৫ জুন ২০১১-এ কলকাতা পুলিশ 'কিরণ' নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করেছে। পিছিয়ে পড়া অনুন্নত এলাকার তরুণ প্রতিভাদের তুলে ধরতে ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় 'গোলজ' নামে একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশে কর্মরত নন গেজেটেড পুলিশদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
- আগে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে শুধু পুলিশকর্মীদেরই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করানোর সুযোগ মিলত। **এখন পুলিশকর্মীদের পরিবারও সেই সুযোগ পাবে।** কলকাতা পুলিশের কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য একটি উন্নত মেডিক্লেম পলিসি চালু করা হয়েছে।

দশটি তদন্ত কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি:

- বিধায়ক মোস্তাফা বিন কাশেমের অস্বাভাবিক মৃত্যু

- বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ঘটনা
- বিডিও কল্লোল শূরের অস্বাভাবিক মৃত্যু
- ১৯৯৩-এ মহাকরণ অভিযানে পুলিশের গুলি
- মগরাহাটের নৈনান গ্রামে পুলিশের গুলি
- রাজারহাটে জমি বিলিতে হিডকোর ভূমিকা
- আমরি অগ্নিকাণ্ড
- আনন্দমার্গী হত্যা
- কাশীপুর-বরানগর গণহত্যা
- হুল মহোৎসবের সময় সাঁওতালরে হত্যা

- কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে রাজ্যস্তরে রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি মনে করলে বিচারাধীন বন্দিদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে। কমিটির প্রথম রিপোর্টের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই বিচারাধীন বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

- আইনের পদ্ধতি মেনে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এমন ৪২ জন আসামি যাঁদের ১৪ বছরের বেশি কারাবাস হয়ে গিয়েছে, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে

*****

আবাসন



সূচনা

বিবিধ সামাজিক আবাসন প্রকল্পগুলি ভাবনা ও রূপায়ণ করার বিস্তারিত কাজগুলি করে আবাসন দফতর। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ এবং আবাসন ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে এই কাজ হয়। আবাসন দফতরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আরও দু'টি ডিরেক্টরেট আছে—১) এস্টেট ডিরেক্টরেট, ২) ব্রিক প্রোডাকশন ডিরেক্টরেট। এস্টেট ডিরেক্টরেট-এর কাজ হল বিভিন্ন আবাসনের পরিচালন ও দেখভাল করা। পরেরটির কাজ হল ভালো মানের ইট তৈরি করে সরবরাহ করা। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণির লোকেদের জন্য বাসস্থান তৈরি করার কাজ করছে আবাসন দফতর। এই প্রকল্পের নাম 'গীতাঞ্জলি'।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

- ২০১১-১২ সালে বাজেটে বরাদ্দ ৬০০ কোটি টাকার মধ্যে খরচ করা হয়েছে মোট ১৪৬.৬৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২৪.৪৪ শতাংশ। এর আগের বছর খরচ হয়েছিল ২২.৬৭ এবং ২০০৯-১০ সালে খরচ হয়েছিল মাত্র ১২.৯১ শতাংশ।
- 'গীতাঞ্জলি' ও 'আমার ঠিকানা' আবাসন প্রকল্পে বরাদ্দ ৫২৫ কোটি টাকার মধ্যে খরচ হয়েছে ১২৬.৯৭ কোটি টাকা। আগের বছর এবং তার আগের বছর যথাক্রমে খরচ হয়েছিল ১১৩.৫৫ ও ৫৩.৭৪ কোটি টাকা।
- এ ছাড়াও ইডব্লিউএস আবাসন প্রকল্পে, একটি ক্ষেত্র বাদে বিভিন্ন দফতরকে দেওয়া অর্থের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। ২০১০-১১ সালে সংখ্যালঘু দফতরকে দেওয়া হয়েছিল ৫.৫৫ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে দেওয়া হয়েছে ৩.৭৩ কোটি টাকা। কিন্তু অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরকে আগেরবারের ১৪.০৬ কোটি টাকার জায়গায় ২০১১-১২ সালে দেওয়া হয়েছে ২৩.৮৯ কোটি টাকা। বন দফতরকে ১৪.৫৭ কোটির জায়গায় দেওয়া হয়েছে ২৯.৯১ কোটি টাকা।

ক্ষেত্রভিত্তিক নির্মাণের জন্য ব্যয়:

- **কর্মরত মহিলাদের হস্টেল – ০.৭৭ কোটি টাকা**
- **নিম্ন আয়ের আবাসন – ০.৭৬ কোটি টাকা**
- **রাত্রিআবাস নির্মাণ – ০.৫০ কোটি টাকা**
- **সরকারি কর্মীদের জন্য ভাড়ার আবাসন – ৪.১৪ কোটি টাকা**
- **সরকারি আবাসন প্রতিস্থাপন এবং মেরামতি – ১০.৭৪ কোটি টাকা**
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সহ রাজ্যের আর্থসামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের আবাসনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর দিনাজপুর ছাড়াও, সংখ্যালঘু দরিদ্রদের জন্য ইডব্লিউএস হাউজিং স্কিমে কাজ চলছে নদিয়া, হুগলি, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। আবাসনগুলি বিনামূল্যে দেওয়া হবে।
- জেলা হাসপাতালগুলোয় গরিব রোগীর আত্মীয়দের রাতে থাকার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে আবাসন দফতর। যে সব আত্মীয়রা হাসপাতালে রোগী দেখতে আসেন কিন্তু তাঁদের থাকার জন্য কম পয়সায় কোনও ব্যবস্থা নেই, তাঁদের জন্য এই রাত্রিআবাস।
- রাত্রিআবাস, বাস শেল্টার এবং পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট তৈরি হবে জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়কে প্রতি ৫০ কিলোমিটার অন্তর।
- **ফ্ল্যাট বণ্টনের ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হয়েছে কোটা প্রথা।**
- রেন্টাল হাউজিং এস্টেট এবং পাবলিক রেন্টাল হাউজিং এস্টেট (এলআইজি, এমআইজি এবং এইচআইজি)-র বণ্টন এত দিন ধরে অস্বচ্ছ, দীর্ঘায়িত এবং ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া ছিল। এই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনতে এবার কমপিউটারাইজড সিস্টেমে, আগে এলে আগে পাবে নীতিতে বণ্টন করা হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দফতরের ওয়েবসাইটে (যা খুব শিগগিরই আনা হচ্ছে) পাওয়া যাবে, যাতে করে একজন জানতে পারেন ফ্ল্যাট পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ঠিক কোথায়।
- স্বচ্ছতা আনতে এবার থেকে দফতরের ২ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে যাবতীয় কাজ হবে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে।
- মেরামতির ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদিত হবে। এর আগে এ ধরনের কোনও চুক্তি ছিল না। যার ফলে কাজের মান ছিল অত্যন্ত খারাপ। এবার থেকে কনট্রাক্টরের নাম, ফোন নম্বর এবং পাঁচ বছরের রক্ষণাবেক্ষণের টেন্ডারমূল্য প্রতিটি আবাসনের তিন থেকে চারটি জায়গায় টাঙানো থাকবে।
- গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে যে সব আবাসনগুলি বানানো হয়েছে, তা সময়োপযোগী নয় এবং পুরনো ধাঁচের। এবার থেকে সবক'টি বহুতলে ৬ ফিট চওড়া বেরনোর দরজা রাখা বাধ্যতামূলক হবে। সেই সঙ্গে রাখতে হবে একটি এমার্জেন্সি এগজিটও।
- যাবতীয় টেন্ডার এবং কাজ খতিয়ে দেখতে, দফতরের সচিবের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি টেকনিক্যাল-কাম-ওয়ার্কস কমিটি গঠন করা হবে।
- যাবতীয় ক্রয় এবং পেমেন্ট এবং সবক'টি চালু নির্মাণ ও মেরামত



কাজে নজরদারি করতে সাত সদস্যের রানিং প্রজেক্ট অ্যান্ড রিপেয়ারিং মনিটরিং কমিটি।

- জঙ্গলমহল, পাহাড়, আয়লা বিধ্বস্ত এলাকার দরিদ্রদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমরা বিশেষ সুবিধা পাবেন।

বিআরজিএফ

- অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং পিছিয়ে পড়া এলাকায় দরিদ্রদের মধ্যে আবাসন প্রকল্পে অসাম্য মেটাতে ১১টি জেলায় **(পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর) বিআরজিএফ-এর বিশেষ অনুদানে মোট ৩৪,৭৫৮টি বাড়ি তৈরির প্রস্তাব আছে।**

ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং বোর্ড

- **মালিকানাধীন ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে এবার থেকে কোটা সিস্টেম তুলে দেওয়া হল।**
- হাউজিং বোর্ডে ২ লক্ষ টাকার উপর যাবতীয় টেন্ডার ডাকা হবে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে।
- ফ্ল্যাট বণ্টন এবং অন্যান্য সব তথ্যের জন্য একটি আলাদা ওয়েবসাইট খুব শিগগিরই আনা হবে।
- মালিকানাধীন ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে যে লটারি হত, তাতে বিস্তর অসংগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এবার থেকে লটারি হবে কমপিউটারাইজড পদ্ধতিতে, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে।
- আবেদন খারিজ করার ক্ষেত্রে এত দিন আবেদনকারীদের কারণ সঠিক ভাবে জানানো হত না। এবার থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে কারণ তুলে ধরা হবে।
- এত দিন মাত্র একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদনপত্র দেওয়া হত। এবার থেকে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে তা দেওয়া হবে।
- হাউজিং বোর্ডের যাবতীয় কাজকর্ম, ক্রয়-বিক্রয় এবং পেমেন্টের উপর নজরদারি করবে একটি টেকনিক্যাল-কাম-ওয়ার্ক কমিটি।
- জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি এবং অ্যাসিস্টেড সেক্টর কোম্পানির কাজে নজরদারির জন্য ৯ সদস্যের মনিটরিং কমিটি থাকবে।
- আবাসন দফতরের টেন্ডারে আরবিট্রেশন ক্লজ থাকায় সরকারের ক্ষতি হয় বেশ কয়েক কোটি টাকা। এই আরবিট্রেশন ক্লজ তুলে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

*****

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ



সূচনা

পরিবর্তন শুধু রাজনৈতিক নয়, পরিবর্তন হোক স্বাস্থ্যেও। সকলের জন্য সুলভে সেরা স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর নতুন সরকার।

আর্থিক সংগতি, ভৌগোলিক বা সামাজিক অবস্থান যাতে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার পথে বাধা না-হয়, তার জন্য সরকার নিরলস। দীর্ঘ দিনের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফিরিয়েই দায় সারতে চায় না সরকার, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিকে গুণমানের নিরিখে দেশের সেরা হিসেবে গড়ে তুলতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এই উদ্যোগে একটা সম্পূর্ণ নতুন কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কর্মসংস্কৃতি পুনরায় ফিরে এসেছে। নাগরিকদের প্রতি পরিষেবা দিতে দায়বদ্ধতা দেখা গিয়েছে, কয়েক দশকের পুরনো কাজ না-করার বদভ্যাস এবং সর্বব্যাপী যে ধ্বংসাত্মক রাজনীতিকরণের পরিবেশ ছিল, তা দ্রুত উলটো পথে যাচ্ছে। কর্মসংস্কৃতিহীনতার যে সব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, মুছে যাচ্ছে তা-ও।

প্ল্যান অফ অ্যাকশন

পরবর্তী চার বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিশা নিয়ে একটা নতুন কার্যকরী পরিকল্পনা (Plan of Action) নেওয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে যে বাগাড়ম্বরপূর্ণ অথচ অন্তঃসারশূন্য একঘেয়ে কথা বলা হয়েছিল ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে এই নতুন পরিকল্পনায় অনেকটাই পার্থক্য আছে।

হাসপাতাল প্রশাসনের উন্নতি, জেলার হাসপাতালগুলোয় উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামোর ব্যবস্থা, বর্তমান পরিকাঠামোর যথোপযুক্ত ব্যবহার, ওষুধপত্র ও যন্ত্রাদি কেনার ব্যাপারে আরও বেশি স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য দফতরের সকল কর্মীর আরও বেশি দায়বদ্ধতা, পোলিও নির্মূলকরণ, আইএমআর (ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট) বা এমএমআর (ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট) দ্রুত কমাতে জোর দেওয়া, চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গি, কালাজ্বরের মতো জীবাণুবাহিত রোগগুলি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা, স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বেসরকারি ক্ষেত্রের দক্ষতা এবং শক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার— এগুলিই হল নতুন কার্যকরী পরিকল্পনা তথা Plan of Action-এর বৈশিষ্ট্য। যে কোনও নাগরিক স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইট খুলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারেন। সরকার স্বচ্ছতা মেনে চলে বলেই জনসমক্ষে সব কিছু তুলে ধরতে ওয়েবসাইটে সব কিছু প্রকাশ করেছে।

স্বাস্থ্য সূচক

স্বাস্থ্যের মান নির্ণয়কারী যে সব সূচকগুলি প্রচলিত, তার প্রায় সবক'টিতেই জাতীয় স্তরের থেকে উন্নততর অবস্থানে এ রাজ্য। জন্ম, মৃত্যু, শিশুমৃত্যু বা মায়ের স্বাস্থ্য— সবেতেই আগের চেয়ে এগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ডিসেম্বর, ২০১০-এ রাজ্যে জন্ম-হার ছিল ১৭.২, যা ২০১১-র ডিসেম্বরে দাঁড়িয়েছে ১৬.৮-এ। ডিসেম্বর, ২০১০-এ রাজ্যে মৃত্যুহার ছিল ৬.২, যা ২০১১-র ডিসেম্বরে দাঁড়িয়েছে ৬-এ। ডিসেম্বর, ২০১০-এ রাজ্যে সদ্যোজাত শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৩৩, যা ২০১১-র ডিসেম্বরে দাঁড়িয়েছে ৩১-এ। প্রসূতিমৃত্যুর নিরিখেও রাজ্যের সাফল্য যথেষ্ট ভালো।

হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি

গত এক বছরে প্রায় ৩,০০০ শয্যা বেড়েছে সরকারি হাসপাতালগুলিতে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজ স্তর পর্যন্ত বেডের সংখ্যা যেখানে ২০১০-১১ সালে ছিল ৫৮,৬৪৭, সেখানে ২০১১-১২ সালে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৬১,৬৪৫-এ। গত এক বছরে ইন্ডোরে ৪.৫ শতাংশ এবং আউটডোরে ৮ শতাংশ অতিরিক্ত রোগী পরিষেবা পেয়েছেন। ২০১০-১১ সালে আউটডোরে ৯৫৭.১৫ লক্ষ রোগী চিকিৎসা পেয়েছিলেন। ২০১১-১২ সালে সংখ্যাটা ১০৩৪.২১ লক্ষ। ইন্ডোরে সংখ্যাটা যথাক্রমে ৪০.৪৮ এবং ৪২.৩০ লক্ষ।

ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি

২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১১-১২ সালে এ রাজ্যে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি (হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব) বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৫ শতাংশ। যেখানে ২০১০-১১ সালে বাড়িতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভরসা না-করে হাসপাতালে চিকিৎসক বা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর উপর নির্ভর করেছিলেন ৭.২৭ লক্ষ প্রসূতি, সেখানে পরের বছর সংখ্যাটা হল ৭.৯৬ লক্ষ।

নীতিগত সিদ্ধান্ত ও সংস্কার

১) মালটি-ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপ

রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার, বিশেষত বড় হাসপাতালগুলির চূড়ান্ত মানোন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণ করতে, বিশিষ্ট চিকিৎসক সুব্রত মৈত্রের

নেতৃত্বে বিভিন্ন পেশার দিকপালদের নিয়ে সম্প্রতি গঠিত হয়েছে ১১ সদস্যের মালটি-ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপ। এঁদের তৈরি নীতির বাস্তব প্রয়োগ যোলো আনা নিশ্চিত করতে কাজ করবে একটি ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি।

২) উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স

মা ও শিশুদের চিকিৎসার উন্নতিতে কয়েক জন বিশিষ্ট চিকিৎসকের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়। এসএনসিইউ, নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিটের দেখভাল ও প্রয়োজনে এমন ধরনের বিভিন্ন ইউনিট খোলার পরামর্শ দেওয়া-সহ রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে নিরন্তর কাজ করে চলেছে এই টাস্ক ফোর্স।

৩) নতুন স্বাস্থ্যজেলা

নতুন সাতটি স্বাস্থ্যজেলা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য প্রস্তুতিপর্বে যা যা দরকার, অর্থাৎ অফিসের জন্য জায়গা বাছা, পদ সৃষ্টি — সবই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, পশ্চিম মেদিনীপুর তথা জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম, বর্ধমানের আসানসোল, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং বীরভূমের রামপুরহাট— এই সাতটি জায়গায় নতুন স্বাস্থ্যজেলা তৈরির আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি হয়ে গিয়েছে। এমনকী, **ঝাড়গ্রাম ও নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলা হিসেবে কাজও শুরু করে দিয়েছে।** আশা করা যায়, ২০১২ সালের মধ্যেই সব ক'টি স্বাস্থ্যজেলা কাজ শুরু করে দিতে পারবে।

৪) ওষুধ সংগ্রহ নীতি

উন্নততর ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে নতুন ওষুধ সংগ্রহ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জাল ওষুধ ঠেকাতে, ওষুধ সংগ্রহের (বিশেষত দামি) প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে এবং বহির্বিভাগে আগের চেয়ে মাথাপিছু দ্বিগুণ ওষুধ সরবরাহ করতেই এই নয়া নীতি। স্বচ্ছতার লক্ষ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে 'ই-ড্রাগ প্রোকিওরমেন্ট' ব্যবস্থা চালু হবে। আমজনতার স্বার্থে সরকারি হাসপাতালে 'ফেয়ার প্রাইস শপ' (সুলভে ওষুধের ব্যবস্থা করতে) চালু করা নয়া সরকারের আরও একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপ।

৫) মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে মেলবন্ধন

রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলির সঙ্গে আশপাশের ছোট হাসপাতালগুলির যোগসূত্র স্থাপনের ঘোষণা আগেই করা হয়েছে। এর কাজও শুরু হয়েছে। এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালের সদ্যোজাত ও শিশু বিভাগের দেখভাল করছে এসএসকেএম হাসপাতাল। আরজি কর হাসপাতালের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অবিনাশ দত্ত, ইন্দিরা মাতৃসদনের মতো হাসপাতালগুলিকে। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে, বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে জোড়া হয়েছে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে। একই সঙ্গে গার্ডেনরিচ, বাঘাযতীন, বিদ্যাসাগর, অবিনাশ দত্ত ইত্যাদি হাসপাতালগুলোর মানোন্নয়ন করা হবে এবং এখানে প্রায় ৩,৫০০ শয্যাসংখ্যা বাড়ানো হবে। এর ফলে বড় হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ অনেকটাই কমানো যাবে।

৬) হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড

আপাতত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (গ্রুপ সি এবং ডি) স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের জন্য গঠন করা হয়েছে **ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।** পরবর্তীকালে চিকিৎসক-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগও হবে এই বোর্ডের মাধ্যমে।

৭) পোলিও নির্মূলের ব্যবস্থা

পোলিও'র প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সরকার বদ্ধপরিকর। নজিরবিহীন ভাবে এ ব্যাপারে জনসমর্থন পাওয়া গিয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে জেলা প্রশাসন, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ন্যাশনাল পোলিও সাপোর্ট প্রোগ্রাম, রোটারি ক্লাব, কলকাতা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য পুরসভাগুলোও এই কাজে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এই কর্মসূচির মানও উন্নত হয়েছে। জাপানি এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গি, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধেও একই ভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা হচ্ছে।

৮) ওপিডি এবং মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ট্র্যাকিং

১০০ বা ততোধিক শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালগুলিতে আউটডোর (ওপিডি) শুরু যাতে সময়মতো হয়, সে জন্য এসএমএস ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা (ওপিডি ট্র্যাকিং সিস্টেম) চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ন'টায় হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টরা এসএমএসের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে স্বাস্থ্যভবনকে (বিভাগীয় সচিবালয়) দেন, ওই সময়ের মধ্যে কতগুলি আউটডোর খোলা হয়েছে, মোট কতগুলি আউটডোর খোলার কথা, চিকিৎসকদের উপস্থিতি ইত্যাদি। এর ফলে, ডাক্তার আছেন না নেই, তা-ও জানা যায়। এ ভাবেই আউটডোরগুলোকে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। এতে ভালোই ফল মিলছে। সময়ানুবর্তিতা এবং উপস্থিতির হারে উন্নতি লক্ষ করা গিয়েছে।

আউটডোরের এই তদারকি ব্যবস্থা এখন জেলাতেও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর ফলে, জেলার আধিকারিকরাও সদর হাসপাতাল, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপস্থিতি তদারক করতে পারবেন।

সমস্ত সরকারি হাসপাতালে প্রসূতি, সদ্যোজাত ও শিশু ভর্তি এবং মৃত্যুর বিস্তারিত খতিয়ান নিত্য এসএমএস মারফত স্বাস্থ্যভবনে পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ভর্তি ও মৃত্যুর আনুপাতিক হিসেব রাখায় মা ও শিশুর মৃত্যুর মতো সংবেদনশীল বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি নজর দেওয়া সম্ভব হয়েছে ঘাটতির জায়গাগুলোতেও। সেই সব জায়গায় দ্রুত উন্নতির জন্য সদাব্যস্ত সরকার।

৯) নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্রিক পক্ষকাল

'সিটিজেন সেন্ট্রিক ফর্টনাইট' বা নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্রিক পক্ষকাল শুরু করেছে সরকার। ভালো ভাবেই পালন করা হয়েছে প্রথম বারের কর্মসূচি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি সামনে আনার এবং প্রতিকার করার কথা উঠেছে। নাগরিকরা দাবিসনদ পেশ করেছেন। মা ও শিশুদের জন্য খাবার, বিনাব্যয়ে যাতায়াত ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। হাসপাতালে বহু দিন ধরে পড়ে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করা,

আউটডোরে অপেক্ষা করে বসে থাকার জন্য সু-ব্যবস্থা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লেবার রুমের বাইরেও অপেক্ষারত আত্মীয়দের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, পুরো হাসপাতালই ঝাড়পোঁছ করে নতুন করে রং করা হয়েছে, ওয়ার্ড এবং শৌচাগার পরিষ্কার করা হয়েছে।

১০) অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ

স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিয়মিত অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের জোগান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রগুলিতে, যেখানে সময়মতো এই যন্ত্রাদির প্রয়োজনীয়তা সর্বোচ্চ। স্বচ্ছতা বজায় রেখে সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন।

১১) ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল

দীর্ঘ দিন ধরে ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল। চিকিৎসকদের নৈতিক পরিধি বেঁধে দেওয়া এই নিয়ামক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় ও স্বাভাবিক করে তুলতে যাবতীয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নতুন সরকার।

১২) অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদান

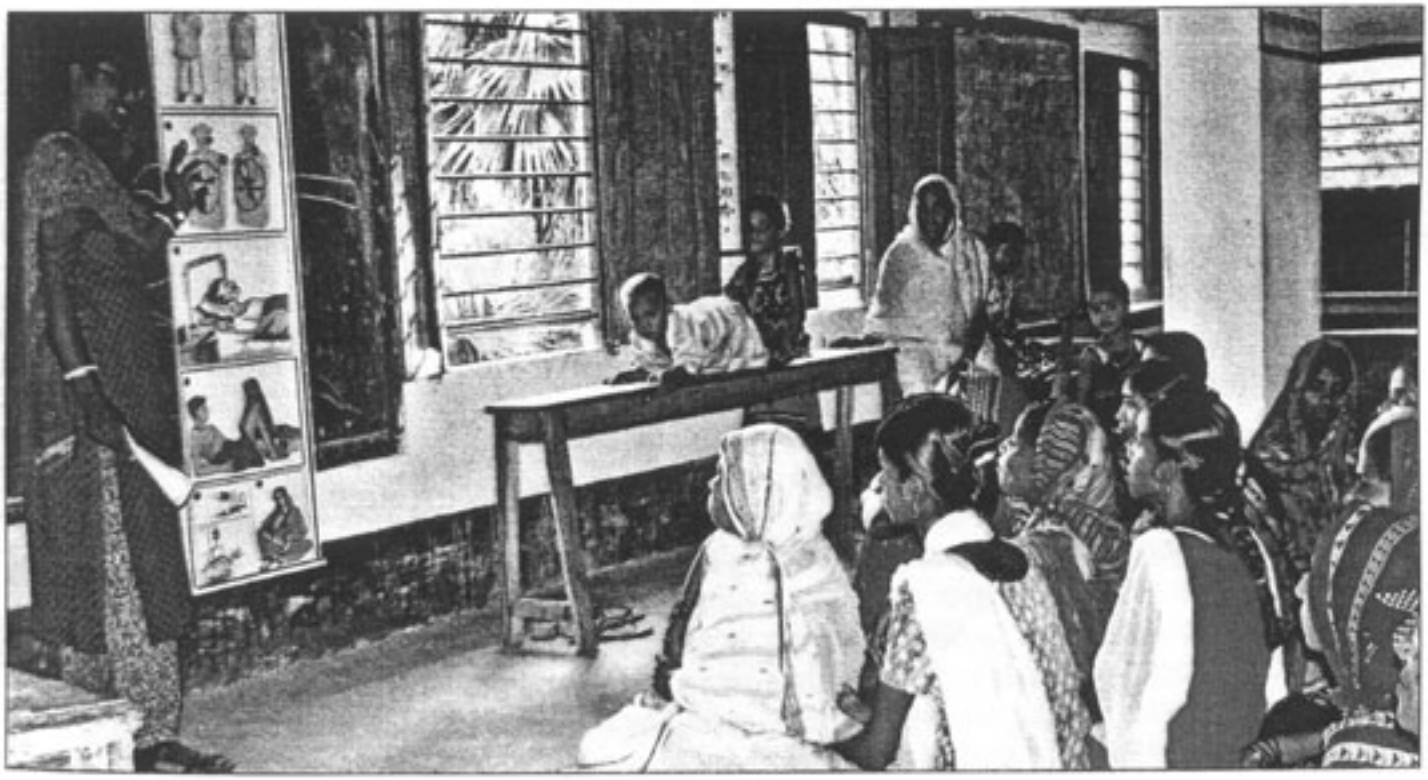
দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে উচ্চতম পর্যায়ের দক্ষতা আনতে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্রুভাল কমিটি (ডিএসি) ক্ষমতা দিয়েছে অর্থ দফতর।

১৩) শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে প্রকল্প

- একরত্তি শিশুদের জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প। 'কম্প্রিহেনসিভ এমারজেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার সেন্টার' (সিইএমওসি) খোলার জন্য ১২১টি এবং 'বেসিক এমারজেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার সেন্টার' (বিইএমওসি) খোলার জন্য ৫৭২টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৯৫টি সিইএমওসি এবং ৩৫৫টি বিইএমওসি চালু হয়ে গিয়েছে।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৬ কিলোমিটার ব্যাসের এলাকাজুড়ে দিনরাত পরিষেবা দেবে বিইএমওসি এবং ২৫ কিমি ব্যাসের এলাকাজুড়ে পরিষেবা দেবে সিইএমওসি।
- নন-বিআরজিএফ এলাকায় ১১টি এমসিএইচ হাব হবে।
- ১৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (যেখানে বছরে ৩০০-র বেশি ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হয়েছে) এবং ৫০টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালকে (যেখানে বছরে ১,৫০০-র বেশি ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হয়েছে) পুরস্কৃত করা হয়েছে।

১৪) নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলি নীতি

- ২০১১ সালের মে মাস থেকেই সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত এসএনসিইউ-এর জন্য ৯১ জন-সহ ৪০২ জন জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (জিডিএমও), ১৯ জন মেডিক্যাল অফিসার(এমও), ৭৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (৮ জন এসএনসিইউ-এর জন্য-সহ), ৩৩২ জন শিক্ষক-চিকিৎসক, ৫০ জন ডেন্টাল সার্জেন, ১৭৯ জন হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল অফিসার এবং ১,৩০৮ জন নার্স নিয়োগ হয়েছে। ২৮৫ জন অক্সিলিয়ারি নার্স তথা ধাত্রীকে (এএনএম) ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। ২,৫০০ নার্সকে কাজে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত। সদ্যোজাত অসুস্থ শিশুদের পরিচর্যার জন্য ৬০০ অবসরপ্রাপ্ত নার্সকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। এ ভাবেই, ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় কর্মীদের সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও নিয়োগ করা হয়েছে ৮ জন ইঞ্জিনিয়ার, ১২ জন নিউট্রিশনিস্ট, ২৪ জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ২ জন ম্যানেজারিয়াল স্টাফ, ১ জন স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট, ছ জন ল্যাব টেকনিশিয়ান, ১ জন অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ৬ জন কাউন্সেলর।



- গ্রামাঞ্চলে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য একটি যুক্তিসংগত ও বাস্তবসম্মত পদোন্নতি ও বদলি নীতি তৈরি করেছে সরকার। বর্তমানে যাবতীয় পদোন্নতি ও বদলি হচ্ছে এই নীতি মেনেই।
- আগে ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিক হেলথ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে চাকুরিরতদের পদোন্নতি ছিল সীমাবদ্ধ। বর্তমানে তিনটি 'ডিরেক্টর'-এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিকর্তার অধীনে।

১৫) বিআরজিএফ

ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্র্যান্ট ফান্ড থেকে ২,২৮০ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এই টাকা রাজ্যের ১১টি অনগ্রসর জেলার হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগছে। গ্রামীণ, মহকুমা ও জেলাস্তরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৩৪টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল গড়া হবে। এর মধ্যে ১৩টি জায়গায় প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এগুলি হল— ওন্দা, ছাতনা, নন্দীগ্রাম, পুরুলিয়া, মেটিয়াবুরুজ, সাগরদিঘি, কাকদ্বীপ, ইসলামপুর, বোলপুর, গঙ্গারামপুর, ফালাটাকা, ডেবরা ও শালবনি।

১৬) উত্তরবঙ্গ বিষয়ক

তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালের পরিষেবার উন্নয়ন, কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতালের মানোন্নয়ন এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপন করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্যপরিষেবার উন্নতিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

১৭) রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা

অভূতপূর্ব ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা চালু হয়েছে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে। হাওড়া জেলা হাসপাতাল দিয়ে এই পরিষেবার সূচনা হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের জন্য এই পারিবারিক বিমার সুযোগ অচিরেই পাবেন রাজ্যবাসী।

১৮) মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট

রাজ্যের দুর্গম এবং মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাবাসীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে চালু হয়েছে জিআইএস ভিত্তিক ১১টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। জঙ্গলমহল দিয়েই এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছে।

১৯) সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ

সতত পরিবর্তনশীল নাগরিক প্রত্যাশার সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে স্বাস্থ্য প্রশাসকদের ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা করতে হবে। পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) হল তেমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রিত উদ্ভাবনকে জনস্বার্থে ব্যবহার করা যায়। ডায়গনস্টিক ক্ষেত্রে পিপিপি নিয়ে সরকারের অভিজ্ঞতা অসামান্য। সরকার এই পরিকল্পনা ছড়িয়ে দিতে চায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ডিজিট্যাল এক্স-রে এবং ডায়ালিসিস ইউনিটগুলিতেও। মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে গঠিত উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্সটিও আদপে একটি সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ। আরও পাঁচটি 'স্পেশ্যালিটি' স্বাস্থ্য পরিষেবা পিপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে অচিরেই চালু করা যাবে বলে সরকার আশাবাদী। স্বাস্থ্যশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই পথেই এগোনো হবে।

২০) রাজ্যের অংশের বকেয়া মেটানো

দীর্ঘ দিন ধরে ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন (এনআরএইচএম)-এর আওতায় রাজ্য সরকার তার প্রদেয় অংশ দেয়নি। ফলে কেন্দ্র থেকেও টাকা আসার গতিও রুদ্ধ হয়েছে। প্রবল আর্থিক সংকটে থাকা সত্ত্বেও এই খাতে নতুন সরকার ২০২.৫ কোটি টাকা (রাজ্যের প্রদেয় অংশ হিসেবে) দিয়েছে, যার মধ্যে ১১৫.৩ কোটি টাকা ২০০৭ থেকে ২০১০-১১ সালের জমে থাকা প্রদেয় অংশ। এই খাতে ২০১২-১৩ সালে রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ ২৮০ কোটি টাকা। ফলে আগামী দিনে আরও ভালো ভাবে এনআরএইচএম প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে।

২১) বায়োমেট্রিক হাজিরা

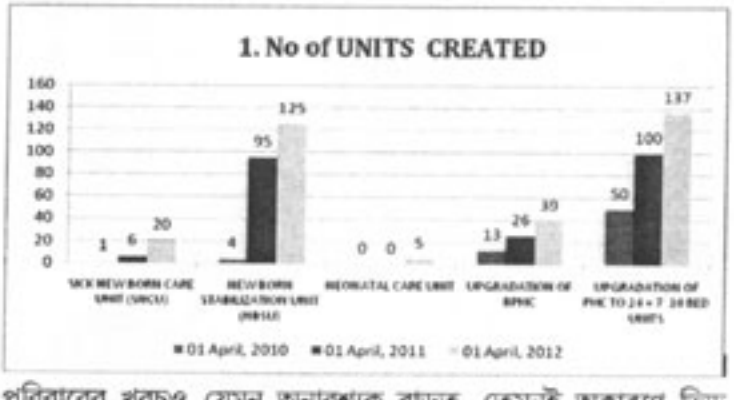
বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যভবনে হাজিরা নেওয়া শুরু হয়েছে। এতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে কর্মীদের হাজিরা রেকর্ড হয়ে যাবে দফতরের সার্ভারে। অদূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতিতে হাজিরা নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত হবে প্রথমে সবক'টি মেডিক্যাল কলেজ এবং পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত জেলা হাসপাতালগুলিতে। ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিতে হাজিরার আওতায় আসবেন সব স্বাস্থ্যকর্মীই।

২২) অর্থ কমিশনের দেওয়া সম্পদ ব্যবহার

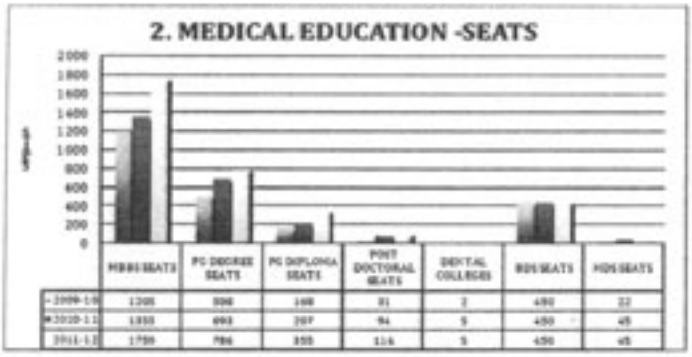
ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে সার্বিক স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো উন্নয়নে। নির্মাণ, যন্ত্রাদি, ব্লাড ব্যাংক, নয়া মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের (সিএমওএইচ) কার্যালয়, মানসিক হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রের মানোন্নয়ন, ডাক্তারদের থাকার বন্দোবস্ত— সর্বক্ষেত্রের উন্নতিকল্পেই এই অর্থ খরচ করা হচ্ছে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

২৩) স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন

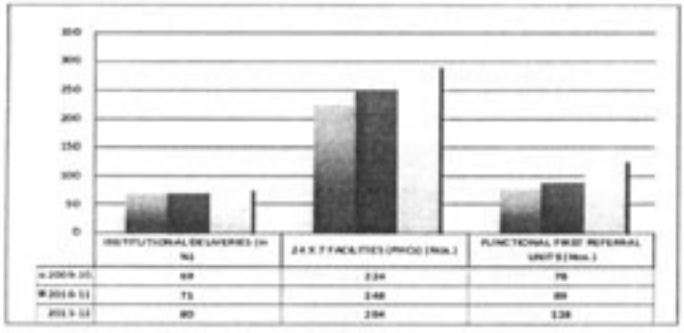
যথাযথ পরিকাঠামোর অভাবে প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি কেয়ার হাসপাতালেও মামুলি রোগের চিকিৎসা হত না। ফলে শহরের মেডিক্যাল কলেজে আসতে হত রোগী ও আত্মীয়দের। এতে রোগীর



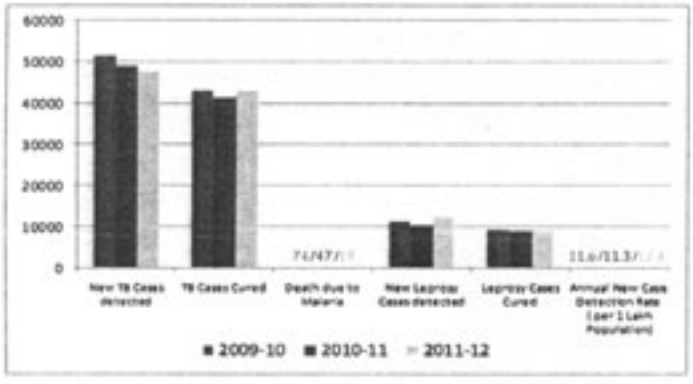
পরিবারের খরচও যেমন অনাবশ্যক বাড়ত, তেমনই অকারণে ভিড় বাড়ত শহরের বড় হাসপাতালেও। এই সমস্যা দূর করতে, বিশেষ করে দুর্গম এলাকাগুলিতে নতুন সরকার ছোট হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো মজবুত করার পথে হাঁটছে। চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন হচ্ছে ডায়াগনস্টিক পরিষেবারও। একইসঙ্গে, মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিকাঠামোও বাড়ানো হচ্ছে যাতে সংকটের সময়ে আদর্শ রেফারেল



হাসপাতাল হিসেবে সেগুলি পরিষেবা দিতে পারে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতেও যথাযথ 'রেফারেল সিস্টেম' গড়ে তুলতে চায়



সরকার। ইতিমধ্যেই ২০টি এসএনসিইউ চালু করা হয়েছে, তিনটি অচিরেই এবং চলতি আর্থিক বছরের শেষে আরও ২০টি এসএনসিইউ

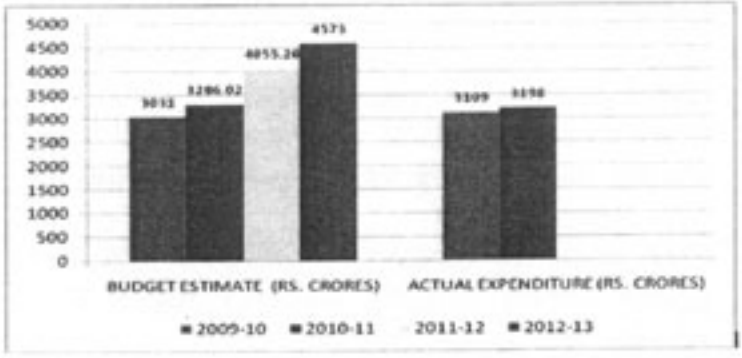


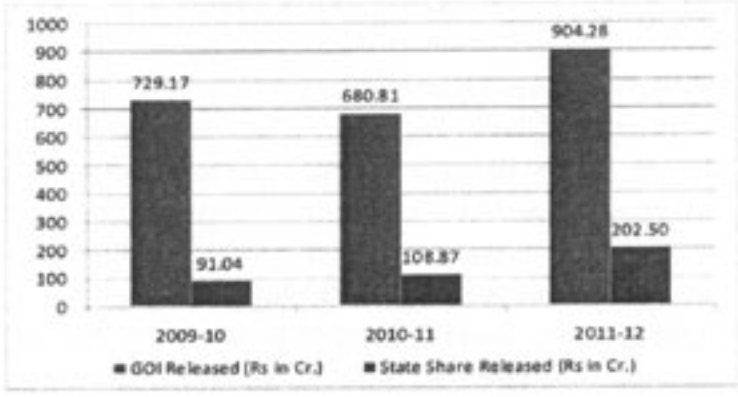
চালু করা হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, 'নিকু'র (নিওন্যাটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট) পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে চালু করা হবে এসএনসিইউ-ও, যাতে শিশু চিকিৎসার লেভেল-থ্রি এবং লেভেল-টু, দুই চিকিৎসাই পাওয়া যায়।

- **২০১১-এর এপ্রিলে যেখানে এসএনসিইউ-এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টি, সেখানে চলতি বছরের এপ্রিলে সংখ্যাটা ২০।** গত এক বছরে নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিটের সংখ্যাও ৯৫ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ করা হয়েছে। ২০১১-র এপ্রিলে একটিও নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিট ছিল না। এখন সংখ্যাটা ৫। ২০১১-র এপ্রিলে ১০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২৬টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মানোন্নয়ন করা হয়েছিল। ২০১২-র এপ্রিলে মানোন্নয়নের এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৭ ও ৩৯।
- **কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর আত্মীয়দের জন্য এই প্রথম রাত্রীআবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।** বেলেঘাটায় বিসি রায় পোলিও হাসপাতালের পাশে গড়া হচ্ছে ১০০ আসনবিশিষ্ট 'নাইট শেল্টার'।
- **গত এক বছরে ডাক্তারি শিক্ষার আসনসংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।** এমবিবিএস-এ আসনসংখ্যা ২০১০-১১ সালে ছিল ১,৩৫৫, যা ২০১১-১২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭৫০-এ। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সেও ৬৯৩ থেকে আসনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৮৬। ২০৭ থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের আসনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৫-য়। পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের আসনসংখ্যা ৯৪ থেকে বেড়ে ১১৪ হয়েছে।
- **রয়্যাল কলেজ অফ জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ফ্যামিলি মেডিসিনে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে।** পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিওন্যাটোলজি এবং অ্যানাস্থেশিয়া শাখায় সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার চিন্তাভাবনাও করা হচ্ছে।
- **'আয়ুষ' প্রকল্পে অধীনে এ রাজ্যে অল্টারনেটিভ মেডিসিনকেও শক্তিশালী করার কথা ভাবছে সরকার।** শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং আরও আনুষঙ্গিক সুবিধাযুক্ত অত্যাবশ্যকীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যের অনগ্রসর এলাকার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ৬০টি 'আয়ুষ' ডিসপেনসারি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
- **পরিবারকল্যাণ, টিকাকরণ, মাতৃস্বাস্থ্য এবং রোগ-নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে নতুন সরকার।** সাফল্য মিলেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতেও। ২০১০-১১ সালে যেখানে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১৬,১২,১৬০ জন, সেখানে ২০১১-১২ সালে অংশগ্রহণ করেছেন ১৬,৩৫,৩৬২ জন (বৃদ্ধি ১.৪ শতাংশ)। গত এক বছরে (২০১০-১১'র তুলনায় ২০১১-১২'তে) টিটেনাস টক্সয়েড (১৫,২৬,৫২৯ থেকে বেড়ে ১৫,৩৪,৬২১), ডিপিটি (১৪,৬৮,০৪৪ থেকে বেড়ে ১৬,৭৩,২৮৩), পোলিও (১৪,৬২,৪৫২ থেকে বেড়ে ১৫,৩৩,২৮৭), বিসিজি (১৬,৫৪,০৪২ থেকে বেড়ে ১৬,৯৭,৮১৭), হাম (১৪,২৩,৫৩৩ থেকে বেড়ে ১৪,৯০,১৫৭) ইত্যাদির টিকাকরণেও যথেষ্ট সাফল্য মিলেছে।
- **প্রসূতি ও সদ্যোজাতের স্বাস্থ্যের জন্য ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি একান্ত জরুরি।** গত এক বছরে রাজ্যে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি ৯ (৭১-৮০) শতাংশ বেড়েছে। ২০১০-১১ সালে প্রসূতিদের জন্য ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিতে পারত ২৪৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। চলতি আর্থিক বছরে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৪-তে। গত এক বছরে ফাংশনাল ফাস্ট রেফারাল ইউনিটের সংখ্যা ৮৯ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৮-এ।
- **যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণেও মিলেছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য।** ২০১০-১১ সালে ৪৯,১৭৩ জন যক্ষ্মা-আক্রান্তের মধ্যে সেরে উঠেছিলেন ৪১,৩০৫ জন। ২০১১-১২ সালে ৪৭,৫৫৬ জন যক্ষ্মা-আক্রান্তের মধ্যে সেরে উঠেছেন ৪২,৮৭৯ জন। এ রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যাও ২০১০-১১'র (৪৭ জন) চেয়ে ২০১১-১২'য় (১৯ জন) কমেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। কুষ্ঠ নির্মূল করতেও ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছে গত এক বছরে। ২০১০-১১'র (১০,৩২১) তুলনায় ২০১১-১২'তে (১২,১০২) অনেক বেশি রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও সাফল্যের হার

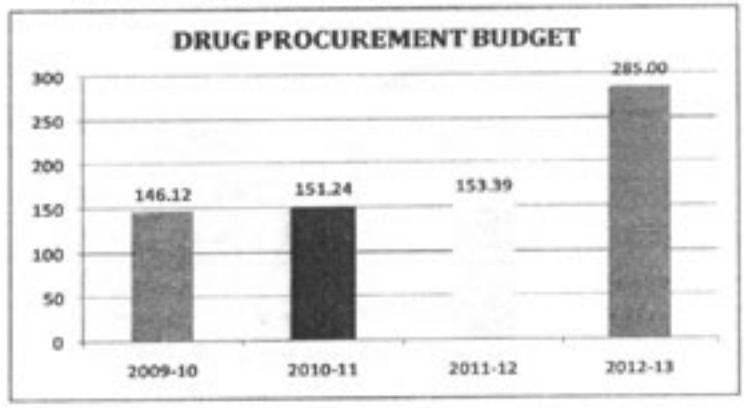
(৯,০৫০ থেকে বেড়ে ৯,১২৫) বেড়েছে।

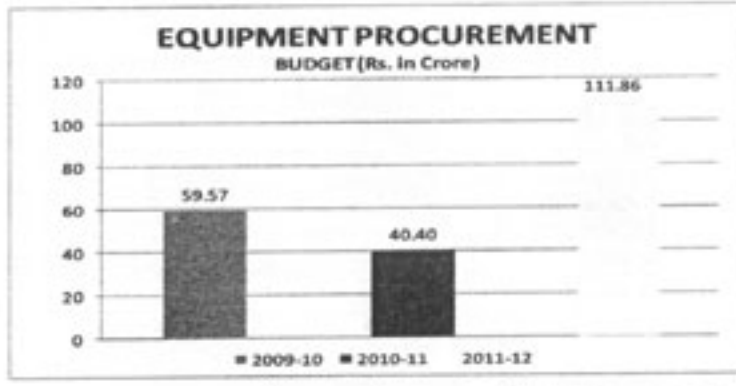
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ বাজেট যেমন বেড়েছে (২০১১-১২ সালে ৪,০৫৫.২০ কোটি থেকে বেড়ে ২০১২-১৩ সালে ৪,৫৭৩ কোটি





টাকা), তেমনই বরাদ্দ অর্থের সদ্ব্যবহারও (২০১০-১১ সালে ৩,১০৯ কোটি থেকে বেড়ে ২০১১-১২ সালে ৩,১৯৮ কোটি টাকা) হয়েছে অনেক বেশি। এনআরএইচএম-এর ক্ষেত্রেও রাজ্যের প্রদেয় অংশে সরকার বরাদ্দ বাড়ানোয় (২০১০-১১ সালে ১০৮.৮৭ কোটি থেকে বেড়ে ২০২.৫০ কোটি), বেড়েছে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণও (৬৮০.৮১ কোটি থেকে ৯০৪.২৮ কোটি)। ওষুধ সংগ্রহের বাজেট গত অর্থবর্ষের (১৫৩.৩৯ কোটি - ২৮৫ কোটি টাকা) তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসার সরঞ্জাম





কেনার জন্য অর্থবরাদ্দও (৪০.৪০ কোটি থেকে ১১১.৮৬ কোটি) বেড়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা ও আশার নতুন আলোর উদ্ভাস দেখা গিয়েছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। **'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'**– এই কর্মসূচিতেই এগিয়ে যাওয়া হবে।

*****

পার্বত্য বিষয়ক



সূচনা

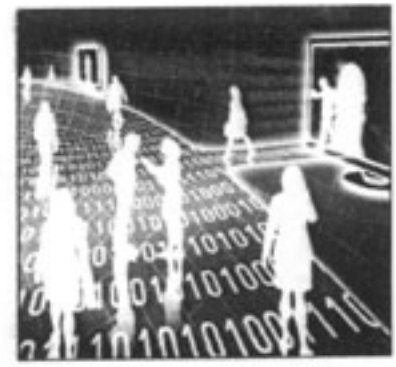
- বহুকাল ধরে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল অশান্তই থেকেছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দীর্ঘ বৈঠকও মোর্চার দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনে রাশ টানতে পারেনি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যে জিজেএমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করতে পেরেছে। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে ত্রিপক্ষ চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠন। ফলে দীর্ঘ দিন বাদে শান্তি ও স্বাভাবিকত্ব ফিরেছে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য সাব-ডিভিশনে।
- রাজ্য সরকারের অনুরোধে, গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পে আগামী তিন বছরের জন্য বছরপিছু ২০০ কোটি টাকা করে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দিতে রাজি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যথাযোগ্য অনুদান দিয়ে সাহায্য করবে রাজ্য সরকারও।
- ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকে বাস্তব রূপ দিতে গোর্খাল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল পাশ করানো হয়েছে রাজ্য বিধানসভায়। এই বিলে তার পর সম্মতি দিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতিও।
- এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয়েছে উচ্চপর্যায়ের কমিটি। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির শর্তাবলি মেনে জিটিএ'তে নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। আশা করা হচ্ছে, শিগগিরই জমা পড়বে কমিটির রিপোর্ট।
- গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠনে নির্বাচন করাতে এখন প্রস্তুত রাজ্য সরকার।
- দার্জিলিং জেলার পার্বত্য সাবডিভিশনে শান্তি, স্বাভাবিকত্ব ও উন্নয়ন ফেরাতে দায়বদ্ধ সরকার।
- অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প গড়ে তোলা, আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, নার্সিং কলেজ, পর্যটন শিল্প এবং এলাকাবাসীর সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলায়।
- এর পাশাপাশি, দার্জিলিং সাব-ডিভিশনে রোপওয়ে নির্মাণ, চা ও সিংকোনা চাষের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ফুল-সবজি প্রক্রিয়াকরণের জন্য মংপুতে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের কাজও শুরু করবে রাজ্য সরকার।
- বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য (এসসিএ) ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের (এসডিআরএফ) আওতায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। ভূমিকম্প ও প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ রাস্তা ও ঝোরার মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে।
- পাহাড়ে তিনটি নতুন পলিটেকনিক ও দু'টি নতুন আইটিআই স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সিদ্ধান্ত হয়েছে পাহাড়ে সৈনিক স্কুল প্রতিষ্ঠারও।



- আরআইডিএফ-১৩ থেকে আরআইডিএফ-১৬'র আওতায় গ্রামীণ রাস্তা, ক্ষুদ্র সেচের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ চলছে।
- আরআইডিএফ-১৭'র আওতায় ছটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে নাবার্ড।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ তহবিলের পরিমাণ:
- ২০০৯-১০'এ স্টেট নর্মাল প্ল্যানে (কোর প্ল্যান) বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি টাকা। ২০১০-১১'য় তা ছিল ৩.২৬ কোটি টাকা। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৯ কোটি টাকা।
- ২০০৯-১০'এ স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্ট্যান্সে (এসসিএ) বরাদ্দ ছিল ৪৩.২৯ কোটি টাকা। ২০১০-১১'য় তা ছিল ৫.৯৭ কোটি টাকা। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৭.২১ কোটি টাকা।
- ২০০৯-১০'এ আরআইডিএফে বরাদ্দ ছিল ১৮.৩৪ কোটি টাকা। ২০১০-১১'য় তা ছিল ৮.৭৪ কোটি টাকা। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৫.১৭ কোটি টাকা।

*****

তথ্যপ্রযুক্তি



সূচনা

ক্ষমতায় আসার পরেই তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ও এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় তথ্যপ্রযুক্তির হাব স্থাপন, জেলাশাসক দফতরে ই-অফিসের সফল প্রয়োগ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

একনজরে

- রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রসারের জন্য আসানসোল, দুর্গাপুর, (দ্বিতীয় পর্যায়), বড়জোড়া, শিলিগুড়ি (দ্বিতীয় পর্যায়) এবং পুরুলিয়াতে তথ্যপ্রযুক্তি হাব ও ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই সব স্থানে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শীঘ্র শুরু হবে। এই উদ্যোগ প্রসারিত হবে বোলপুর, খড়গপুর, হলদিয়া, ফলতা, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, বেহালা, বানতলা, রাজারহাট ও দার্জিলিং এ।
- সরকারি দফতরগুলিতে কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনতে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দফতরে ই অফিসের পাইলট প্রকল্প চালু। ওই অফিসের ৩১টি বিভাগে ই-অফিসের সফল প্রয়োগের পর খুব শীঘ্রই তা চালু হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। ক্রমান্বয়ে তা চালু করা হবে অন্য সব জেলায়।
- গত ১৩ এপ্রিল, ২০১২-য় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বাঁকুড়া জেলায় উদ্বোধন করেন অনলাইনে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান পদ্ধতির। এর মাধ্যমে যে কোনও আবেদনকারী অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বর্তমানে বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি— এই দুটি ই-ডিস্ট্রিক্টে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।
- বানতলায় কগনিজেন্টের দ্বিতীয় দফায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে আইটিসি ইনফোটেক, উইপ্রো, মাইক্রোসফট, এইচপি, এইচসিএল ইত্যাদি বৃহৎ সংস্থার থেকে।
- সরকারি দফতরগুলিতে ফাইল ও চিঠির গতিবিধি যাতে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও সরল হয়, সেই উদ্দেশ্যে তথ্য প্রযুক্তি দফতরের নিজস্ব ফাইল ট্র্যাকিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- বিপর্যয় মোকাবিলা ও পূর্বাভাসের জন্য পুশ বেসড SMS সিস্টেম চালু করা হয়েছে। দ্রুত তথ্য প্রদান করতে এই অত্যাধুনিক মোবাইল গভর্ন্যান্স পদ্ধতি আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হবে।
- রাজ্যের ৭০ লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে ইতিমধ্যেই employment bank সফটওয়্যারের সাহায্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- রাজ্যের ৬টি দফতরের বরাত দেওয়ার কাজে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি চালু হয়েছে।
- স্যাম পিত্রোদা ও শ্রী এন আর নারায়ণমূর্তির নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়েছে।
- কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকার খুব শিগগিরই নতুন তথ্য প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন করতে চলেছে।
- কল্যাণীতে সরকারি বেসরকারি যৌথ প্রকল্পের অধীনে IIIT (Indian Institute of Information Tecchnology) গড়ে তোলা হচ্ছে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওয়েবেলের ব্যবসা গত বছরের তুলনায় ১৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে অপারেটিং প্রফিট হয়েছে চার গুণ।
- তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশের প্রথম ছ'টি অগ্রসর রাজ্যের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গন্তব্য হিসাবে সবথেকে এগিয়ে আছে কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, NCR ও মহারাষ্ট্র। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তবে খুব শিগগিরই পশ্চিমবঙ্গ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি পছন্দের রাজ্যের একটি হয়ে উঠবে। সরকারের লক্ষ্য, ২০১৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মাধ্যমে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সংগৃহীত রাজস্বের অন্তত ২৫ শতাংশ যেন এ রাজ্যে আসে। সরকার চায়, ২০১৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে তথ্যপ্রযুক্তি চালিত একটি রাজ্যে রূপান্তরিত করতে, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও সরকারি কাজে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হবে।

রফতানি বৃদ্ধি

- বিগত তিন বছরে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি রফতানি যে হারে বেড়েছে :

  ২০০৯-২০১০ সালে ৬,৫০০ কোটি টাকার সামগ্রী রফতানি হয়।

  ২০১০-২০১১ সালে ৭,৫০০ কোটি টাকার সামগ্রী রফতানি হয়।

  ২০১১-২০১২ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৯৩৯ কোটি টাকা।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

- ইতিমধ্যেই দেশের নামী চারটি প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস, আইবিএম, উইপ্রো এবং কগনিজেন্ট টেকনোলজি সলিউশন এ রাজ্যে কাজ করছে। এছাড়াও আরও ২০০টি সংস্থা কলকাতা থেকেই সফটওয়্যার রফতানি ও পরিষেবা বাণিজ্যে নিযুক্ত। আনুমানিক ৩০০টির বেশি সংস্থা স্থানীয় স্তরে চাহিদা পূরণকারী উৎপাদন বাণিজ্যে যুক্ত। নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে আইটিসি ইনফোটেক, উইপ্রো, মাইক্রোসফট, এইচপি, এইচসিএল ইত্যাদি বৃহৎ সংস্থা থেকে।
- এর ফলে সরকারের অনুমান, পরোক্ষ ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান অন্তত পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবে।

  ২০০৯-২০১০ সালে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান হয়েছিল ১ লাখ মানুষের।

  ২০১০-২০১১ সালে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান হয় ১.০৮ লাখ মানুষের।

  ২০১১-২০১২ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.২ লাখ মানুষে।

ওয়েবেলের পুনরুজ্জীবন

- ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা WBIDC Ltd. (WEBEL) -এর দেওয়া তথ্যেই প্রমাণ মিলেছে, বিগত বছরে এই সংস্থা সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই সংস্থার মুনাফা ক্রমবর্ধমান

২০০৯-২০১০ সালে ওয়েবেল ব্যবসা করেছিল ৮৭ কোটি টাকার।

২০১০-২০১১ সালে ওয়েবেল ৯১ কোটি টাকার ব্যবসা করে।

২০১১-২০১২ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৭ কোটি টাকা।

- ওয়েবেলের উৎপাদিত মুনাফা ২০১০-১১-তে ১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১১-১২-তে আনুমানিক ৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

গত ছয় মাসে ওয়েবেলের নতুন বাণিজ্য

- শ্রম দফতরের অধীনে ওয়েব নির্ভর এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকের কাজ শুরু হয়েছে। এর বাজেট বরাদ্দ ৯৩ লাখ টাকা।
- শ্রম দফতরের অধীনে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ড ফান্ড ও অন্য সামাজিক সুবিধার জন্য ২৫ লাখ টাকা বাজেটে সামাজিক মুক্তি কার্ড প্রকল্প চালু হয়েছে।
- শ্রম দফতরের অধীনে ১৬ লাখ টাকা বাজেটে নির্মাণকর্মী এবং পরিবহণ কর্মীদের জন্য একইরকম একটি কার্ডের ব্যবস্থা চালু হয়েছে।
- খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অধীনে ৪২ লাখ টাকা বাজেটে সংশ্লিষ্ট দফতরে ১৯টি অফিসের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে।
- খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অধীনে ২২০ টাকা বাজেটে ডিজিটাইজড ইলেকট্রনিক পিডিএস পাইলট প্রজেক্ট চালু হয়েছে। এর ফলে ৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
- কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের অধীনে ৭০ লাখ টাকা বাজেটে দার্জিলিং-এর জেলাশাসকের অফিসের জন্য ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু হয়েছে।
- লোকসেবা আয়োগ দফতরের অধীনে ৫০ লাখ টাকা বাজেটে ওয়েব নির্ভর পরীক্ষা পোর্টাল সিস্টেম চালু হয়েছে।
- পৌরবিষয়ক দফতরের অধীনে ২১৯ লাখ টাকা বাজেটে ৮২টি 'নন কেএমএ' পুরসভার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।
- ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের অধীনে ৭৬৮ লাখ টাকা বাজেটে গোটা রাজ্যে এল এবং এলআর দফতরের ৩৮৫টি অফিসের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে ৪০০ লাখ টাকা বাজেটে ২০০টি সংলগ্ন পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।
- শ্রম দফতরের অধীনে ৪০০ লাখ টাকা বাজেটে সংশ্লিষ্ট দফতরের গোটা রাজ্যে ২০০টি অফিসে 'ল্যান' বসানো হয়েছে।
- পৌর বিষয়ক দফতরের অধীনে ১৭০০ লাখ টাকা বাজেটে কেইউএসপি-র ডেটা সেন্টারের জন্য হার্ডওয়্যার বসানো হয়েছে।

পরিকল্পনা খাতে ব্যয়

গত দু'টি আর্থিক বছরে পরিকল্পনাখাতে ব্যায়

- ২০১০-১১ সালে পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৯৩.৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬.৪২ কোটি টাকা খরচ হয়। সেখানে ২০১১-১২ সালে পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয় ১০০.৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে খরচ হয় ২৯.৫২ কোটি টাকা।

ই-গভর্ন্যান্স

- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পরিকল্পনা অনুসারে সরকার একাধিক ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দফতর যে পদক্ষেপ নিয়েছে

- WBSWAN (West Bengal State Wide Area Network) ৩৫০টির বেশি সংযোগস্থল বিশিষ্ট WBSWAN স্থাপন করেছে। এর দ্বারা যুক্ত হয়েছে রাজ্যের জেলা, মহকুমা, ও ব্লক। সফটওয়্যার চালিত ভিডিও কনফারেন্সিং প্রকল্প আইএনভিসি ৫১টি শহরাঞ্চলে এবং ৮২টি অন্যান্য এলাকায় সূচিত হয়েছে। এছাড়া ২২টি রাজ্য সরকারি ভবনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার সাহায্যে মাননীয় মন্ত্রী এবং বরিষ্ঠ সরকারি আধিকারিকরা জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে মিটিং করতে পারবেন।
- রাজ্যের সমস্ত ই-গভর্ন্যান্স পরিকাঠামো এবং পরিষেবাকে একটি

বিশ্বমানের TIER-II তথ্যভাণ্ডারে আনার জন্যে উচ্চতম নিরাপত্তা, নির্ভর যোগ্যতা ও সহজলভ্যতা বিশিষ্ট State Date Centre (এসডিসি) স্থাপন করা হয়েছে।

- জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়া-তে ই-জেলা প্রকল্পের পাইলট প্রজেক্ট, ১৫টি ক্ষেত্রে চালু হয়েছে :
  - ❖ আয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট
  - ❖ বসবাসকারী সার্টিফিকেট
  - ❖ জাতিভিত্তিক সার্টিফিকেট
  - ❖ তথ্যের অধিকার
  - ❖ অভিযোগের প্রতিকার
  - ❖ আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স
  - ❖ আতসবাজির লাইসেন্স
  - ❖ কাস্টিং লাইসেন্স
  - ❖ উদ্যোগপতিদের দেওয়া স্মারকলিপি—১
  - ❖ উদ্যোগপতিদেরদেওয়া স্মারকলিপি-২
  - ❖ প্রধানমন্ত্রী কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প
  - ❖ প্রতিবন্ধী শংসাপত্র
  - ❖ বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধী পেনশন
  - ❖ ভর্তুকি বিষয়ক
  - ❖ সমাজ কল্যাণ আইসিডিএস

গত ১৩ এপ্রিল ২০১২-য় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বাঁকুড়া জেলায় উদ্বোধন করেন অনলাইনে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান পদ্ধতির। এর মাধ্যমে যে কোনও আবেদনকারী নিজের গ্রামের কিয়স্কে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন, এসএমএস-এর মাধ্যমে তার অবস্থা জেনে সেখান থেকেই শংসাপত্র নিতে পারবেন। বর্তমানে বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি-এই দু'টি ই-ডিস্ট্রিক-এ এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

- রাজ্য সরকারের ই-গভর্ন্যান্স মিশন টিম রাজ্য দফতরগুলির ফাইল ও চিঠির গতিবিধি দ্রুত, স্বচ্ছ ও সরল করার উদ্দেশ্যে ফাইল ট্র্যাকিং সফটওয়্যার চালু করেছে। এর ফলে খুব সহজে দ্রুত যে কোন চিঠি ও ফাইল খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। তথ্যপ্রযুক্তি দফতর, রিফর্মস নগরোন্নয়ন দফতর, শিল্প ও বাণিজ্য দফতর, নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, স্বরাষ্ট্র, উচ্চশিক্ষা, বিপর্যয় মোকাবিলা, পার্সোনেল ও অ্যাডমিন রিফর্মস, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ ও পরিবেশ দফতরে ইতিমধ্যে এই ই-ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

- উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক অফিস ও তথ্য প্রযুক্তি দফতরে ই-অফিসের পাইলট প্রকল্পের কাজ আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে সবকটি জেলাতেই কাগজহীন অফিস (ই-অফিস) চালু হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসকের অফিসেও অনুরূপ প্রকল্পের কাজ চলছে।

- রাজ্যের সমস্ত জেলায় একটি অত্যাধুনিক তথ্য সংগ্রহশালা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেখানে যাবতীয় তথ্য গচ্ছিত রাখা থাকবে। প্রাথমিক ভাবে দার্জিলিং জেলা ও স্বরাষ্ট্র দফতরে পরীক্ষামূলক ভাবে এই কাজ শুরু হবে।

- মোবাইল গর্ভনেন্সের প্রথম ধাপ হিসাবে পুশ বেসড এসএমএস সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এসইএমটি-র সহায়তায় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বিপর্যয়ের অগ্রিম সতর্কীকরণ চালু করেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সরকার রাজ্যবাসীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। ভবিষ্যতে নানা পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যাতে মোবাইল এসএমএস-র মাধ্যমে যোগাযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এটি চালু হয়ে গেলে নাগরিকরাও মোবাইলে ৫১৯৬৯ কোডে এসএমএস করে সরকারি দফতরে তাদের পরিষেবা প্রাপ্তির অবস্থান বা পরিস্থিতি জনতে পারবেন।

- তথ্য প্রযুক্তি দফতরের সহায়তায় শ্রমকল্যাণ দফতর একটি এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক গড়ে তোলার প্রকল্প নিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ব্যাঙ্কে রাজ্যের ৭০ লক্ষ কর্মপ্রার্থীর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। কর্মপ্রার্থীর আবেদনপত্র নথিভুক্ত করা হচ্ছে, সেগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসারেরা। অনুরূপ ভাবে সংস্থার মালিকরা যারা উপযুক্ত কর্মীর সন্ধান করছেন তারাও তাদের নাম নথিভুক্ত করবেন। যাতে কর্মপ্রার্থীর ও নিয়োগকারী উভয়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন সম্ভব হয়।

- সরকারের বিভিন্ন কাজে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে বরাত দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ছটি দফতরে এই ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে। এগুলি হল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত দফতর, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, সেচ ও জলপথ এবং কেএমডিএ।

- তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে স্যাম পিত্রোদা ও এন আর নারায়ণমূর্তির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের সমস্ত দিকগুলি খতিয়ে দেখছে। সফটওয়্যার শিল্প, পরিকাঠামো, ইকো সিস্টেম, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সৃজন, ই-এডুকেশন, ই-হেলথ, ই-এগ্রিকালচার ও হার্ডওয়্যার শিল্প, সোলার এলইডি, আর এন্ড ডি মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেনটেশন ইত্যাদি নানা বিষয় কমিটির বিবেচনায় রয়েছে। কমিটির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার খুব শীঘ্রই নতুন তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ঘোষণা করতে চলেছে।

- তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সরকারের নীতির সার্থক রূপায়নের লক্ষে ইতিমধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তি দফতর ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে। প্রতিটি জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে স্থানীয় মানুষদের প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। কল্যাণীতে পিপিপি মডেলে একটি ট্রিপল আইটি গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিনটি সংস্থা এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তি দফতর শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি লাগু করেছে। ৫২১টি স্কুলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে তফশিলি জাতি অধ্যুষিত ও উর্দুভাষী এবং সরকারি স্কুলগুলি।

- তথ্যপ্রযুক্তি দফতর হার্ডওয়্যার শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই এই দিকটিতে জোর দেওয়া হয়নি। অথচ হার্ডওয়্যার শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রেও হার্ডওয়্যার শিল্পের সম্ভাবনা অধিক।

- নতুন সরকারের লক্ষ্য রাজ্যে শিল্প সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানের শহরগুলিতেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জেলায় তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের প্রসারের জন্য দুর্গাপুর (ফেজ-২), আসানসোল, বড়জোড়া ও শিলিগুড়ি (ফেজ-২) ও পুরুলিয়া আইটি পার্ক ও ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই সব প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। অনুরূপ ভাবে বেহালা, বানতলা, রাজারহাট, হলদিয়া, খড়্গপুর, ফলতা, কল্যাণী, কৃষ্ণনগর ও দার্জিলিংয়েও এই প্রকল্পের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- হার্ডওয়্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য সরকারের যে নীতি রয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের প্রধান সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এই নীতির পর্যালোচনা করছে। অর্থসচিব ও এই কমিটিতে রয়েছেন। হার্ডওয়্যার ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয়নীতির বিষয়টিতে স্থানীয় প্রস্তুতকর্তাদের কী ভাবে উৎসাহিত করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
- নাগরিকদের সর্বোত্তম পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সর্বস্তরে সচেষ্ট।

বৃহৎ ই-গভর্ন্যান্স নীতি ও উদ্যোগ :

(Major E-Governance Policies and Initiatives)

- তথ্যপ্রযুক্তি দফতর একটি বৃহত্তর ওয়েবসাইট নীতি প্রণয়ন করেছে এবং সেটি প্রকাশও করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ওয়েবসাইট নীতি মেনেই এর বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানা নির্ধারণ করা হবে। ওয়েব হোস্টিং, সিকিউরিটি অডিট সরকারি ওয়েবসাইটের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মবিধি এবং হিসাবরক্ষণ ক্ষেত্রে যাতে নিরাপত্তা বজায় থাকে সে ব্যাপারেও নজর দেওয়া হচ্ছে।
- এই দফতরের অধীনে সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (এসএলএনটিআর) নামে একটি নথিভুক্ত সংস্থা সম্প্রতি অলচিকি হরফ ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- এ জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীনে তথ্যপ্রযুক্তি ডাইরেক্টরেট তৈরি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ই-গভর্ন্যান্স মিশন টিম এ ব্যাপারে সরকারের দফতরগুলিকে উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

*****

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

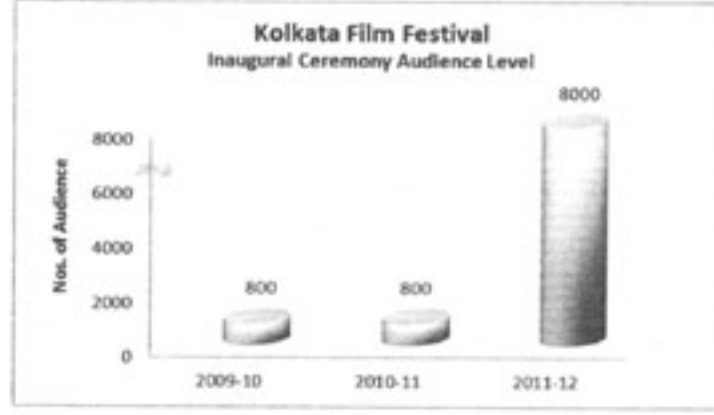


সূচনা

গত এক বছরে রাজ্য সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি দফতর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে বিশেষ নজর দিয়েছে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী-সহ **পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায়** তার প্রাথমিক লক্ষ্যের দিকে। এই লক্ষ্যমাত্রার আরও কাছাকাছি পৌঁছতে রাজ্যজুড়ে এবং দেশের নানা প্রান্তে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে রাজ্য। উদ্দেশ্য, রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ও সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশ, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এই রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে সম্যক ভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে।

নতুন সরকারের প্রথম বছরে রাজ্যজুড়ে অভূতপূর্ব সংখ্যায় কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়েছে।

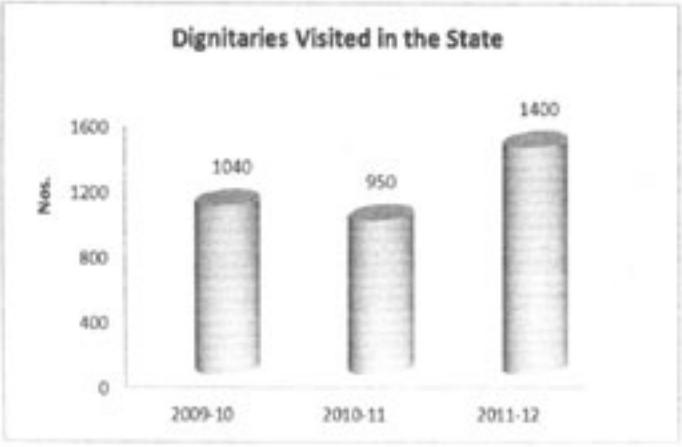
- রাজ্যে এই প্রথম ন' জন কিংবদন্তিতুল্য শিল্পীর হাতে **বঙ্গবিভূষণ সম্মান** তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। শিল্পক্ষেত্রে সারা জীবনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান দেওয়া হয় **মান্না দে, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অমলা শংকর, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত শৈলেন মান্না, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী ও উস্তাদ আমজাদ আলি খানকে।**
- বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালন করা হয়েছে। বাইশে শ্রাবণ এবং পয়লা বৈশাখ কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করা হয়েছে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে।
- ১৩-২১ এপ্রিল ২০১২ আয়োজিত হয়েছিল **বাংলা সংগীত মেলা।** ১২ এপ্রিল, ২০১২ এই প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এবং সমাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রবীন্দ্রসদনে, যেখানে সংগীত জগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **মহাসংগীত সম্মান** ও **সংগীত সম্মান** পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় শিল্পীদের হাতে। মহাসংগীত সম্মান প্রাপকরা হলেন **ফিরোজা বেগম, গিরিজা দেবী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অমর পাল, সুবীর সেন, সুমিত্রা সেন ও পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী।** সংগীত সম্মানপ্রাপকরা হলেন **যূথিকা রায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, উস্তাদ মনসুর ফকির, কুমার সুবা, বনশ্রী সেনগুপ্ত, আরতি মুখোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল, উস্তাদ রশিদ খান, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, শ্রীকান্ত আচার্য ও নচিকেতা চক্রবর্তী।** বাংলা সংগীতের প্রতি নিবেদিত সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়েছে মেলার।
- সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল **সপ্তদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের।** এই প্রথম নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মতো একটি বৃহৎ পরিসরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে অনেক বেশি সংখ্যায় মানুষ শুভারম্ভ ও সূচনার চলচ্চিত্রটি দেখার সুযোগ পান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার শাহরুখ খান



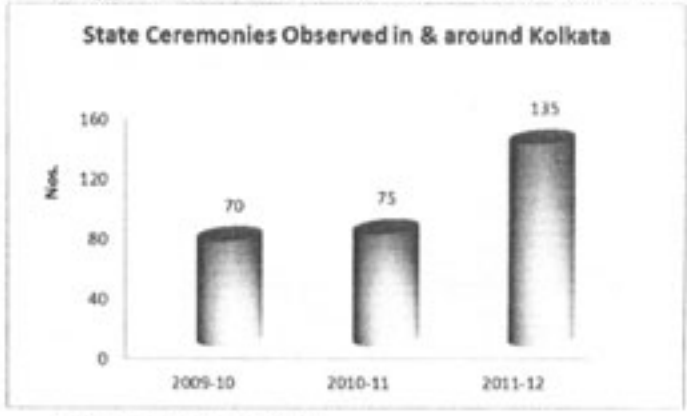
এবং প্রথিতযশা অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। **৫০টিরও বেশি দেশ থেকে ১৫০টির বেশি ছবি এবার চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে।** কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে **এই প্রথম** উৎসব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য **ওয়েবসাইটের** মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করা হয়। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া হয়েছে অভূতপূর্ব।
- **রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শতবর্ষ প্রাচীন টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ানস স্টুডিও নতুন করে গড়ে তোলা ও আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে।** ওয়েস্টবেঙ্গল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-রূপায়ণের উন্নয়ন হচ্ছে পিপিপি মডেলে। দক্ষিণবঙ্গের **উত্তরপাড়ায়** এবং উত্তরবঙ্গের **ডাবগ্রামে** বেসরকারি অংশীদারিত্বে তৈরি হচ্ছে **দু'টি ফিল্ম সিটি।**
- স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ২০১২-'১৩ অর্থবর্ষে বেলুড় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত **বিবেক যাত্রা** আয়োজন করা হচ্ছে। **আন্তর্জাতিক বিবেক যুব উৎসব, রাজ্য যুব উৎসব, জেলা যুব উৎসব এবং বিবেক মেলা** আয়োজন করা

হচ্ছে স্বামীজির ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা **'কল টু দ্য নেশন'** বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি, সাঁওতালি ও নেপালি ভাষায় অনুবাদ করে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

- সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদকদের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বচ্ছ মাপকাঠিতে বিচার করে, নতুন প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড তৈরি ও বিতরণ করেছে প্রেস অ্যাক্রেডেটিশনের জন্য কমিটি। সাংবাদিকদের বহু দিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে মহাকরণে গড়ে তোলা হয়েছে প্রেস কর্নার। সাংবাদিক বৈঠকের এলাকাও বাড়ানোর পাশাপাশি সংস্কার করা হয়েছে। দরিদ্র সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়াতে আর্থিক সহায়তায় দায়বদ্ধ রাজ্য সরকার **'জার্নালিস্ট বেনিভোলেন্স ফান্ড'** তৈরির পরিকল্পনা করেছে।
- সাহিত্য, শিল্প, সংগীত এবং সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদানের জন্য **১৯৬ জনকে** 'লিটারারি অ্যান্ড পেনশন স্কিম'-এর আওতায় আনা হয়েছে।
- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে **বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সরোজিনী নাইডু প্রমুখের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে, প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ৩৯ বছর বাদে, ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় **মাসিক বসুমতী সাহিত্য পত্রিকা** ফের যাত্রা শুরু করেছে। ২০১১-'১২ অর্থবর্ষে ৫ কোটি টাকা আয় করেছে বসুমতী কর্পোরেশন।
- **নিজের শক্তি ও সুযোগ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অতিথিদের সামনে তুলে ধরতে রাজ্য এই প্রথমবার ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় (২০১১) সহ-উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেছে।** এই বছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় (আইআইটিএফ মঞ্চে) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দিবসে **বাংলার জাগরণ (রাইজিং বেঙ্গল)** শীর্ষক কথোপকথনের আসরে তাঁর মন্ত্রিসভার আরও চার সদস্যকে নিয়ে পৌরোহিত্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি, বিনিয়োগপতি ও বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা। আলোচনাসভার শেষে রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারের আবাসিকদের দ্বারা মঞ্চস্থ রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রশংসা কুড়িয়েছে সর্বস্তরে।



- ২০১১-১২'য় রাজ্যে এসেছেন ১৪০০ জন বিখ্যাত অতিথি। ২০১০-১১'য় এই সংখ্যাটা ছিল ৯৫০।
- ১২ বছর পর **নয়াদিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে** অংশগ্রহণ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সবক'টি রাজ্যের মধ্যে **দ্বিতীয় পুরস্কার** জিতে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষের স্মরণে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতন শীর্ষক ট্যাবলোই ছিল রাজপথে ট্যাবলো-মিছিলের অগ্রভাগে।
- **উর্দু, হিন্দি, নেপালি, ওড়িয়া, সাঁওতালি ও গুরুমুখীকে** দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সেই সব অঞ্চলে, যেখানে উপরি-উক্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা দশ শতাংশ বা তার বেশি। উর্দুকে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।
- শিল্প-সংস্কৃতি ও জনজীবনে খ্যাতনামা **১৩৫ জন ব্যক্তিত্বের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন** শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়েছে মহাকরণ ও



রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়।

এ ছাড়াও সরকার আর যে উদ্যোগগুলি নিয়েছে, সেগুলি হল:

- ২৭ ডিসেম্বর ২০১১-এ টাউন হলে এক অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদায় **জাতীয় সংগীতের শতবর্ষ** পালন করা হয়েছে।
- ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে, যৌথ উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সংস্কারের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।
- কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত **রবীন্দ্রসদনকে** একটি **আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের গ্লোবাল কালচারাল কমপ্লেক্স** হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।
- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ আর্থিক সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় **৩২টি রবীন্দ্রভবন** পুনরুজ্জীবিত করার কাজ চলছে।
- রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১৭ খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে **রবীন্দ্র রচনাবলি।**
- দার্জিলিং জেলার কালিম্পঙে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য **মংপু ভিলা** ঢেলে সাজা হচ্ছে। এই বাড়িটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন সৃষ্টির প্রত্যক্ষ এবং নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।
- গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় ২৬-২৮ মার্চ ২০১২-এ **'রবীন্দ্র-কিরণে'** শীর্ষক একটি চিত্র কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।
- ১৩ জুলাই, ২০১১'তে দীর্ঘ ২০ বছর পর শিলিগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে নেপালি কবি ভানুভক্তের জন্মতিথি পালিত হয়েছে।
- **হুলদিবস (সাঁওতাল গণসংগ্রামের সূচনার দিন)** যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে সাঁওতাল গণসংগ্রামের দুই নায়ক সিধো এবং কানহো'র পরিবারের বর্তমান সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এই বিশেষ দিনে পশ্চিম মেদিনীপুরের

ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলি ও আদিবাসী পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষায় উৎসাহ জোগাতে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

- শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে রক্ষা করতে মোট ৩৭টি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- কাজী নজরুল ইসলামের কাজ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচারের জন্য রাজ্যে প্রথম **কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাকাদেমি** গড়ে তোলা হচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির ধারা রক্ষণাবেক্ষণে **বিরসা মুন্ডা অ্যাকাডেমি, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি এবং নেপালি অ্যাকাডেমি** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- **বর্ধমানের চুরুলিয়ায় কাজী নজরুল ইসলামের বাড়ি ও নদিয়ার কৃষ্ণনগরে তাঁর গ্রেস কটেজ** সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- রাজ্যের **একাদশ নাট্যমেলা** এ বার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩-৩০ নভেম্বর ২০১১। এ বছর হাওড়াতে নাট্যমেলা আয়োজিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়িতেও এই নাট্যমেলা সম্প্রসারিত হয়েছে। ৩-৭ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরে বসেছিল নাট্যমেলার আসর। রাজ্যের শতাধিক নাট্যদল এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছিল। আটটি প্রেক্ষাগৃহে নাটকের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আলোচনা সভা এবং কর্মশালাও আয়োজিত হয়েছিল।
- ৮-১৪ ডিসেম্বর ২০১১ সরকারি উদ্যোগে কিংবদন্তি শিল্পীর জন্মবার্ষিকী পালনে আয়োজিত হয় সাত দিনব্যাপী **উদয় শংকর নৃত্য উৎসব**।
- রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত হয়েছে **ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত উৎসব** (রবীন্দ্রসদনে ৭-১১ জানুয়ারি ২০১২) এবং **রাজ্য চারুকলা উৎসব** (৪-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২)।
- **৪-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২** তারিখে **রাজ্য চারুকলা উৎসব** আয়োজিত হয়েছে।
- ১৪ জানুযারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ আয়োজিত হয়েছিল **যাত্রা উৎসব**, যেখানে ২৭টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। **আলিপুর সংশোধনাগারের আবাসিকরা 'মা-মাটি-মানুষ'** মঞ্চস্থ করেন উৎসবে।
- নন্দনে ১৪-১৬ জানুয়ারি ২০১২ **একাদশ ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল কমিউনিকেশন সিনেমা কনফারেন্স** (প্রথম পর্যায়) আয়োজন করে **রূপকলা কেন্দ্র**।
- **প্রথম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব** আয়োজন করে শিশু-কিশোর আকাদেমি, যেখানে ছোটদের ১৬০টি সিনেমা দেখানো হয়।
- চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের **লাইফটাইম** স্বীকৃতিস্বরূপ **উত্তমকুমার পুরস্কার** দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- **পুরনো বাংলা সিনেমার রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের** উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিউ থিয়েটারের প্রযোজনায় ১৯৩০-এর দশকে তৈরি **৩০টি কালজয়ী সিনেমাকে** (ডাক্তার, জীবন মরণ, চণ্ডীদাস, নটীর পূজা প্রভৃতি) সংরক্ষিত করা হয়েছে।
- রাজ্যের **হেরিটেজ কমিশন ও সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া** পুনর্গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের ১০৮টি রাজ্য-রক্ষিত সৌধ এবং ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করতে **ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে।** ছাত্রছাত্রী এবং আমজনতার মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে বিভিন্ন খননকার্য ও আবিষ্কার সম্বলিত 'জেলার পুরাকীর্তি' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০০টিরও বেশি হেরিটেজ সৌধের তালিকা ঘোষণা করেছে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন।
- হুগলির আঁটপুরে অবস্থিত **রাধাগোবিন্দ মন্দিরকে** পূর্ত দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সংরক্ষণ করেছে ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি। আগামী অর্থবর্ষে **আঁটপুরের দুর্গা মন্দিরের ভোগমণ্ডপটির** সংস্কারের কাজ হবে। **ব্যান্ডেল চার্চের মধ্যে পর্তুগিজদের তৈরি কাঠের মাস্তুলটিও** সংরক্ষণ করা হবে। ইতিমধ্যেই এমন ৩৩টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।
- **বিষ্ণুপুরের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়াম, মালদা ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়াম, বালুরঘাটের দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়াম, রায়গঞ্জের উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়াম, জিয়াগঞ্জের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়াম এবং বাগনানের আনন্দ নিকেতন কৃতীশালা**-সহ বিভিন্ন গ্রামীণ মিউজিয়ামকে আরও সুন্দর করে তোলা হবে আগামী অর্থবর্ষে।
- বর্ধমানের ভাতার থানার অন্তর্গত আরা গ্রামের **সাঁওতালডাঙা**, উত্তর ২৪ পরগনার **চন্দ্রকেতুগড়** এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের **দাঁতনে** পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু হবে আগামী অর্থবর্ষে।

*****

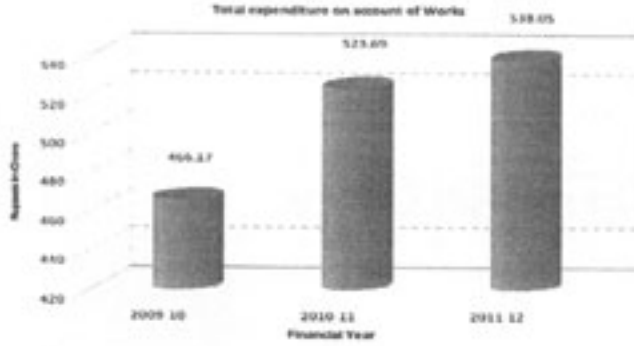
সেচ ও জলপথ

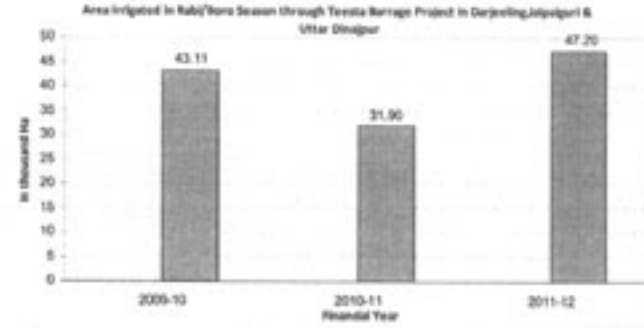


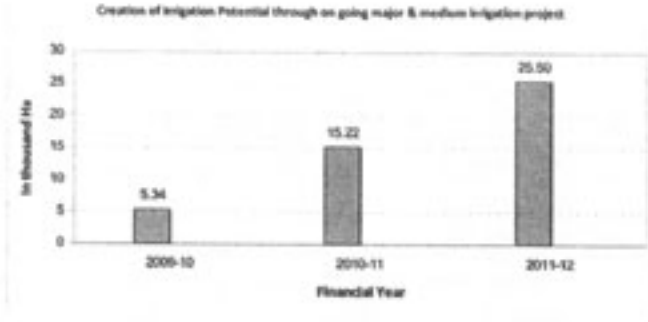
সূচনা

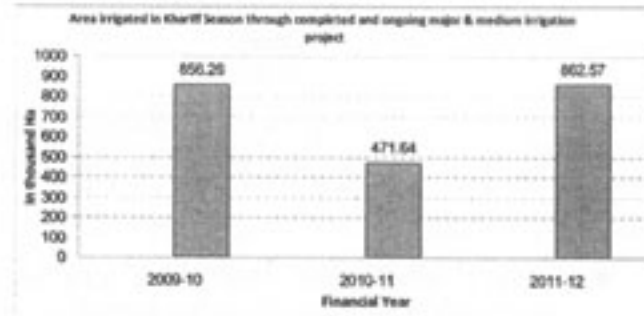
রাজ্য সরকার সেচ ও জলপথ দফতরের কার্যকলাপের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। আনা হয়েছে কিছু গুণগত পরিবর্তন। যেমন ...

- সংশ্লিষ্ট দফতরের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত রাজ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাদের রিপোর্ট মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছে। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে রাজ্যে বন্যা ও ক্ষয় সমস্যা সমাধানের রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব হবে।
- জলসম্পদের সুষম ব্যবহারের জন্য দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত রাজ্য জলনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- কলকাতার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতি ও তদারকির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেচসচিবের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি ইতিমধ্যেই তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। মতামত চেয়ে রিপোর্টের প্রতিলিপি পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট সব দফতর ও সংস্থার কাছে।
- প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনতে ও সুস্থ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দিতে, রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের সমস্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে। এই দফতরে ই-গভর্ন্যান্স চালু করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ন্যূনতম সীমা ধরা হয়েছিল ১.২৫ কোটি টাকা, পরে কমিয়ে ৫০ লাখে নিয়ে আসা হয়।
- ২০১১'র বর্ষায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৩৫-৭৫ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নিরন্তর সমন্বয় সাধন হওয়ায় ও প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের সরকার জলাধার থেকে বন্যার জল ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করায়, বন্যার প্রকোপকে অত্যন্ত কার্যকারি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। পাশাপাশি, বিপজ্জনক জায়গাগুলিতে লাগাতার তদারকি ও বাঁধ মেরামতে দ্রুত সক্রিয়তার ফলেও বন্যার প্রকোপ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। গত বছরের তুলনায় নদীবাঁধে ফাটলের সঙ্গে ন্যূনতম।
- আয়লাবিধ্বস্ত সুন্দরবনে নদীতীর পুনর্নির্মাণের কাজকে কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ১,৬২২ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে ১.৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীতীর পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজে মোট খরচ হবে ৭.৪১ কোটি টাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে অনুরূপ একটি প্রকল্প শিগগিরই শুরু হবে। কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাঘাই ড্রেনেজ বেসিন প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় টলি নালা ও বাগজোলা খালের উপরিঅংশের মতো প্রধান নিকাশি নালার পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হয়েছে।
- গত পাঁচ বছর ধরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকা মেদিনীপুর টাউনের কাছে কংসাবতী নদীর উপর দেড় শতকের প্রাচীন অ্যানিকাট গঠনকে সক্রিয় করে তুলতে বরাত দেওয়া হয়েছে, কাজও শুরু হবে শিগগিরই। এই কাজ সফল ভাবে সম্পূর্ণ হলে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ৫০,০০০ একর জমিতে ৮৪,০০০ টন খারিফ ধান উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- নিকাশি নালার উপর গ্রামীণ সেতু তৈরির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি ও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে নিকাশি নালা ও সেচখালের উপর এক বছরের মধ্যেই ৩৪টি সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, যা সর্বকালীন রেকর্ড। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কংসাবতী নদীর উপর ঝাড়গ্রাম ও লালগড়ের মধ্যবর্তী সেতুটি। বিআরজিএফ-সহ একাধিক তহবিলের উৎস রয়েছে এই প্রকল্পগুলির অনুদানে।
- মুর্শিদাবাদের কান্দি এলাকায় বন্যা প্রতিরোধের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, তার দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে সম্প্রতি। যোজনা কমিশন এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনা পর্বের অন্তর্ভুক্ত করলে, কাজ শুরু হবে।
- উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তিস্তাবাঁধ প্রকল্পের কাজকে জাতীয় প্রকল্প রূপে ঘোষণা এবং এআইবিপি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৪০ কিলোমিটার খাল কেটে ও ৩৯টি নতুন কাঠামো গড়ে জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে সেচ পৌঁছনো সম্ভব।
- উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গা/পদ্মা ও ভাগীরথীর মতো বৃহৎ নদীব্যবস্থায় ভাঙন রোধ, পাড় রক্ষা ও পলি-প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রকল্পে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।
- রাজ্য সরকার আর্থিক সমস্যার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১১-১২ অর্থবর্ষে সেচ ও জলপথ খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে করেছে ৫৩৮.০৫ কোটি টাকা। যা ২০১০-১১ সালের তুলনায় ৩ শতাংশ (৫২৩,৬৯ কোটি টাকা) বেশি এবং ২০০৯-১০ অর্থবর্ষের তুলনায় ১৫ শতাংশ (৪৬৬.১৭ কোটি টাকা) বেশি।


Total expenditure on account of Works
518.05
523.69
456.27
Rupees in Crore
2009-10
2010-11
2011-12
Financial Year


Area Irrigated in Rabi/Boro Season through Teesta Barrage Project in Darjeeling,Jalpaiguri & Uttar Dinajpur
43.11
31.90
47.20
In thousand Ha
2009-10
2010-11
2011-12
Financial Year


Creation of Irrigation Potential through on going major & medium Irrigation project
5.34
15.22
25.50
In thousand Ha
2009-10
2010-11
2011-12
Financial Year


Area Irrigated in Kharif Season through completed and ongoing major & medium Irrigation project
856.26
471.64
862.57
In thousand Ha
2009-10
2010-11
2011-12
Financial Year

*****

বিচার

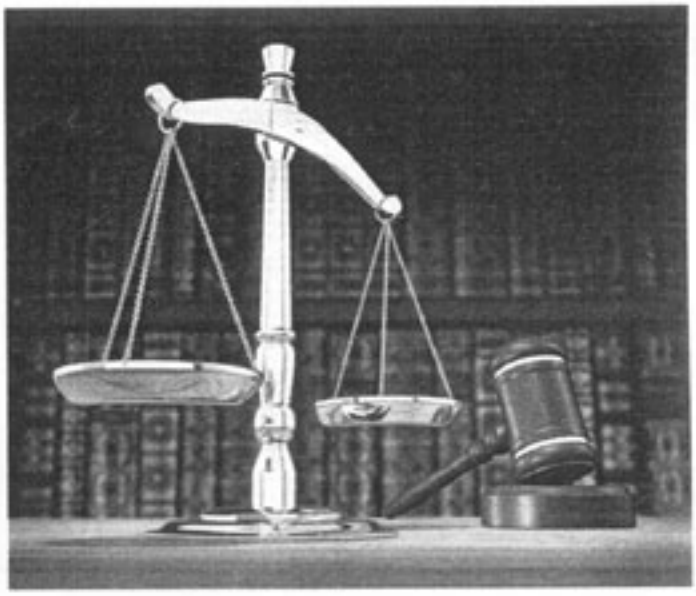


সূচনা

রাজ্যে বিচারব্যবস্থা পরিকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই সাফল্য এসেছে বিচার দফতরের। জুন, ২০১১ থেকে প্রধান নীতিগত ও সংস্কার সিদ্ধান্ত এই দফতর নিয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ:

সাফল্যসমূহ

- রাজ্যের ১৯টি জেলায় ১৯টি মানবাধিকার রক্ষা আদালত স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি কাজ করছে।
- কলকাতা সংলগ্ন রাজারহাট নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-২'য়ে জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি গড়ার জন্য ৯২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। অ্যাকাডেমি ভবন গড়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬ কোটি টাকা।
- কলকাতায় চারটি সিবিআই কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেগুলি কাজ করছে। আরও দু'টি সিবিআই কোর্ট শিলিগুড়ি ও আসানসোলে স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলি কাজ করছে।
- রাজ্যের সব মহকুমায় গ্রাম ন্যায়ালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের গ্রাম ন্যায়ালয়ের কাজ খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে।
- ডায়মন্ড হারবার, তমলুক, বহরমপুর, দার্জিলিং, গোরুবাথান, শিলিগুড়ি, কাকদ্বীপ ও বিষ্ণুপুরে **সাব ডিভিশনের কোর্ট কমপ্লেক্স** নির্মাণের কাজ চলছে। বিধাননগর, রায়গঞ্জ, তেহট্ট, ডোমকল, এগরা, মাল, ক্যানিং, বুনিয়াদপুর, হুগলি, হাওড়ায় নতুন আদালত ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং, কল্যাণী, রানাঘাট, গোলাপবাগ, চাঁচল, কৃষ্ণনগর, কেঁদুয়াদিহি, নবদ্বীপ, আসানসোলে **বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের জন্য কোয়ার্টার** তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।
- জলপাইগুড়িতে ৪০ একর জমির উপর কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ গঠনের উদ্দেশ্যে জমির উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর তৈরি করতে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- কলকাতা হাইকোর্ট, বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া ও কলকাতা জেলার কৌঁসুলি ও প্যানেলভুক্ত সরকারি কৌঁসুলিদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। বাকি জেলার কৌঁসুলিদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতি শিক্ষার্থী কৌঁসুলিদের আইনগ্রন্থ দেওয়া হয়েছে। **শিক্ষার্থী আইনজীবীদের আইন গ্রন্থ দেওয়ার এই উদ্যোগ সারা দেশের মধ্যে প্রথম।**
- রাজ্যের আইনজীবীদের কল্যাণে **আইনজীবী কল্যাণ তহবিল ট্রাস্ট** কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করে **স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি** পুনর্গঠন করা হয়েছে
- অতিরিক্ত জেলা বিচারকের পদ-ক্ষমতা সম্পন্ন ৭৩ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক, দেওয়ানি বিচারক, সিনিয়র ডিভিশন বা অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পদ-ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৮ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক এবং ২৩ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে **নিয়োগ** করা হয়েছে।
- ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকার শেষ করে দিলেও রাজ্য কোষাগারের খরচে ১৫১টি এরকম কোর্টের কাজ আগামী ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- কলকাতা হাইকোর্ট ও বিভিন্ন জেলা আদালত ভবনের মেরামতি, সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হয়েছে।
- হাইকোর্ট-সহ বিভিন্ন জেলা আদালতগুলিতে নলকূপ, সাক্ষীদের বিশ্রামাগার, সাইকেল রাখার জায়গা, গ্যারেজ নির্মাণের জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে।
- হাইকোর্ট-সহ জেলা আদালতগুলির **কমপিউটার-চালিত** বিভিন্ন প্রকল্পের জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হয়েছে।
- কলকাতা হাইকোর্টের রেকর্ড রুম তৈরির জন্য কলকাতা পোর্ট



ট্রাস্টের ডক লেবার হাসপাতালের একটি অংশ সংস্কার করা হয়েছে।

- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে স্টেট জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি, জুডিশিয়াল অফিসার/ সরকারি কৌঁসুলিদের প্রশিক্ষণ, এই দফতরের আওতায় থাকা হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হয়েছে।
- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের দেওয়া অর্থের ব্যবহারের জন্য ঝুলে থাকা মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
- আলিপুরে দু'টি পারিবারিক আদালতের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।
- শিয়ালদহ আদালত চত্বরের রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- আইনজীবীদের কল্যাণে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভোকেটস ওয়েলফেয়ার বিল পাশ করানো হয়েছে।
- ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবর্ষে দফতরের ব্যয় যেখানে ৩৭৯.১৩ কোটি এবং ৪৮২.২৬ কোটি টাকা ছিল, সেখানে ২০১১-১২ সালে সেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১১.৯৮ কোটি টাকায়।

উপসংহার

যথাসময়ে সবাইকে বিচার দেওয়ার লক্ষ্যে বিকল্প বিবাদ মীমাংসা কেন্দ্র স্থাপন, পালাক্রমে কোর্ট স্থাপন, সেশন কোর্ট, মুখ্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের মানোন্নয়ন, মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ, কাজী ও নোটারির শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি কাজ আগামী দিনে গুরুত্বের সঙ্গে করে যাবে এই দফতর।

*****

জঙ্গলমহল

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করা বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ



মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর জঙ্গলমহল এলাকার উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়েছে। সেই প্রকল্পগুলির কাজ কেমন হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখছে পরিকল্পনা দফতর। বলা বাহুল্য, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার জন্য এমন সার্বিক প্রয়াস রাজ্যে প্রথম।

- এই প্রয়াসে এখনও পর্যন্ত যা যা সাফল্য মিলেছে, তা নিম্নরূপ :
  - ❖ এনভিএফ/হোমগার্ড এবং জুনিয়ার কনস্টেবল পদে ১০,০০০ জন নিয়োগ। এ ছাড়াও তফশিলি উপজাতিভুক্ত ৭০০ জনকে জুনিয়র কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হয়েছে।
  - ❖ দক্ষতা উন্নয়নে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দিয়েছে।
  - ❖ প্রাপ্তবয়স্ক পিছু ২ টাকা কেজি দরে ২ কেজি করে চাল এবং ভিটামিন-এ, আয়রন এবং ফোলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ আটা প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হচ্ছে।
  - ❖ লালগড়, নয়াগ্রাম, শালবনিতে নতুন কলেজ।
  - ❖ ৩৪টি গার্লস হস্টেল তৈরি হচ্ছে। আরও ২৩টি হস্টেল যুক্ত স্কুল (প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) তৈরির কাজ খুব শিগগিরই শুরু হবে। নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার বাই-সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।
  - ❖ খাতরা, বলরামপুর এবং শালবনিতে আইটিআই।
  - ❖ ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ার খাড়িডুংরি এবং পুরুলিয়ায় স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।
  - ❖ পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪১টি, পুরুলিয়ায় ৫টি এবং বাঁকুড়ায় ৪টি পাইপবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প।
  - ❖ জঙ্গলমহলে ৫টি সুপার-স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল।
  - ❖ সুবর্ণরেখা এবং কংসাবতীর উপর সেতু।

ক্ষেত্রভিত্তিক সবিস্তার বর্ণনা

শিক্ষা

- লালগড়, শালবনি এবং নয়াগ্রামে উচ্চশিক্ষা দফতর তিনটি ডিগ্রি কলেজ খুলছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের হাতে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় জমি তুলে দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে মেয়েদের জন্য আসনসংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।
- জঙ্গলমহলে ২৩৫টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। এখনও পর্যন্ত ১২৪টি স্কুলকে উন্নীত করা হয়েছে। জঙ্গলমহল এলাকার মেয়েদের জন্য ১১৪টি নতুন হস্টেল গড়ে তোলা হবে। ৩৪টি হস্টেলের নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ৩১/১২/২০১২-র মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মেয়েদের যাতে স্কুলে যেতে সুবিধা হয়, সে জন্য ৪০ হাজার সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হস্টেল সুবিধাযুক্ত ২৩টি নতুন স্কুল খোলা হচ্ছে। অতিরিক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হবে। তেমনই একটি উদ্বোধন সম্প্রতি লালগড়ে করেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে অলচিকি/সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- বাঁকুড়ার সিমলাপালের একটি হাই মাদ্রাসার কাজ শেষ করেছে সংখ্যা বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর।
- রামগড়ে একটি নতুন পলিটেকনিক কলেজের কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি, পুরুলিয়ার বলরামপুর এবং বাঁকুড়ার খাতড়ায় আইটিআই গড়ে তোলার কাজও চলছে পুরোদমে।

দক্ষতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া

- জঙ্গলমহলে বেকার যুবক যুবতীদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে কারিগরি শিক্ষা এবং যুব কল্যাণ দফতর। ২৭৫ জনকে ইতিমধ্যেই ড্রাইভিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের (বিএসকেপি) আওতায় মাওবাদী অধ্যুষিত ২৩টি ব্লকে, ৭৮৪ জনকে ৪.২৬ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, এসি, ফ্রিজ সারানো, দর্জির কাজের মতো প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে যুব কল্যাণ দফতর।

ক্রীড়া

- জঙ্গলমহলে আদিবাসী মানুষের স্বাভাবিক ক্রীড়া দক্ষতাকে পূর্ণতা দিতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামের বর্তমান স্টেডিয়ামটির মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। এখানকার দর্শনধারণ ক্ষমতা মাত্র ১৫০ ছিল, যা বাড়িয়ে ২০০০ করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ার খাড়িডুংরিতে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। পুরুলিয়ার স্পোর্টস অ্যাকাডেমির মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। শালবনি এবং নয়াগ্রামের নতুন স্টেডিয়াম গড়ার জন্য ক্রীড়া দফতরকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে ওয়ার্ক অর্ডার দেবে পূর্ত দফতর। বাঁকুড়ায় ৪টি, পুরুলিয়ায় ৩টি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৬টি জিমন্যাশিয়াম-সহ মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে।

পুরুলিয়ার বান্দোয়ান এবং বড়বাজার ব্লকে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে।

খাদ্য

- বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৪২,০০০ টাকা আয়ের আদিবাসী পরিবার এবং বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩৬,০০০ টাকা আয়ের অ-আদিবাসী পরিবারগুলিকে কম দামে চাল, আটা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে খাদ্য ও সরবরাহ দফতর। জঙ্গলমহলের তিন জেলায় ৪৯টি আউটলেট এ ব্যাপারে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদকে প্রতি ছাতা (২০০০ পাতা) কেন্দু পাতা ৭৫ টাকায় বিক্রি করার জন্য আদিবাসী মহিলাদের সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য

- ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, শালবনি, গোপীবল্লভপুর এবং পুরুলিয়ায় ৫টি মাল্টি স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত স্বাস্থ্য দফতর। জঙ্গলমহল এলাকার মেডিক্যাল অফিসার এবং নার্সদের থাকার কোয়ার্টারিগুলির মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। ঝাড়গ্রামের মহকুমা হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালের স্তরে উন্নীত করা হচ্ছে। খাতড়ার ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গেই বাঁকুড়ার রায়পুরে একটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। এ সব এলাকায় ইতিমধ্যেই নিউট্রিশন্যাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (এনআরসি) এবং অসুস্থ সদ্যোজাতদের চিকিৎসার জন্য এসএনসিইউ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- লালগড়ে একটি এএনএম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। পরিকল্পনার খরচের মূল্যায়ন করবে পূর্ত দফতর। বনমহলের প্রান্তিক গ্রামগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির হাতে হাত মিলিয়ে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্য দফতর। গত বছর জুলাই-এ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহল মোবাইল ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার যে সূচনা করেছিলেন, এই প্রক্রিয়া তার-ই সম্প্রসারণ। জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য একজন এমবিবিএস ডাক্তার, একজন নার্স, ফার্মাসিস্ট, একজন করে ল্যাবরেটরি এবং এক্স-রে টেকনিশিয়ান নিয়ে এক-একটি ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা এবং এক্স-রে এই ইউনিটই করে নেবে।

জল

- জঙ্গলমহল খরাপ্রবণ এলাকা। ফলে, পানীয় বা সেচের জলের তীব্র অভাব রয়েছে এখানে। পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর পশ্চিম মেদিনীপুর (৪১টি), বাঁকুড়া (৪টি) এবং পুরুলিয়ায় (৫টি) প্রকল্প চালু করেছে। যা ২০১৪-র শুরুর দিকে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। জলসম্পদ উন্নয়ন দফতর পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭৯টি, বাঁকুড়ায় ৬০টি এবং পুরুলিয়ায় ৩৭টি সেচ প্রকল্প (খরার সময় সেচে সুবিধার জন্য) চালু করেছে।

যোগাযোগ

- পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে লালগড় ও নেতাইয়ের মধ্যে একটি সড়ক গড়ে উঠছে। নয়াগ্রামে সুবর্ণরেখার উপর এবং লালগড়ে সুবর্ণরেখার উপর আমখোলা ব্রিজ জঙ্গলমহলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পেরই ফল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং লালগড়ের ব্রিজটির উদ্বোধন করেন।

পর্যটন

- গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নয়াগ্রামে ট্যুরিজম হাব গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও সুসংহত অ্যাকশান প্ল্যান অনুযায়ী জঙ্গলমহলে বেশ কিছু কাজ চলছে। যেমন সেচ ক্ষেত্রে ২৭৬টি, শিক্ষাক্ষেত্রে ২২৭টি, শিশুর উন্নয়ন পরিষেবা ২৫৩টি, পানীয় জল পরিষেবা ১২১০টি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ২৩টি, যোগাযোগ ক্ষেত্রে ৪৮৫টি, সম্প্রদায় পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ১টি, বাজার পরিকাঠামোয় ২৬টি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প মিলিয়ে মোট ২৭৪১টি প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ খুব শিগগিরই সমাপ্ত হবে। এ জন্য ১১৫ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে।





চাঁদরাতে তফশিলি জাতি/উপজাতিদের জন্য হস্টেল



ওরমাতে সেচের জন্য পাম্পহাউস-সহ গভীর নলকূপ



লালগড়ে নির্মীয়মান কালভার্ট



দাসের বাঁধে তফশিলি জাতি/উপজাতিদের জন্য হস্টেল



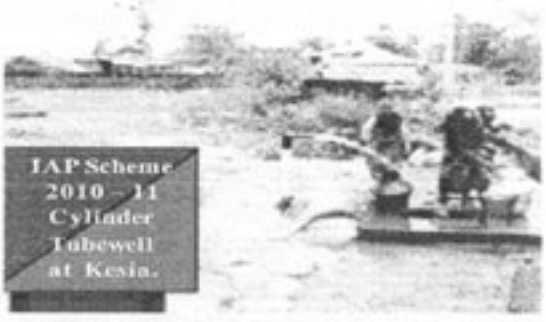
বয়লাশোলে ভেন্টেড কজওয়ে



মেটলাডোবায় বহুমুখী বাজারের শেড



সেচ খাল (পাইলট প্রকল্প)



পানীয় জলের জন্য সিলিভার নলকূপ

*****

শ্রম দফতর



সূচনা

নতুন সরকারের দিশা সক্রিয় ভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে শ্রমক্ষেত্রে নিম্নলিখিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলি রয়েছে শ্রম দফতরের:

সরকারের লক্ষ্য

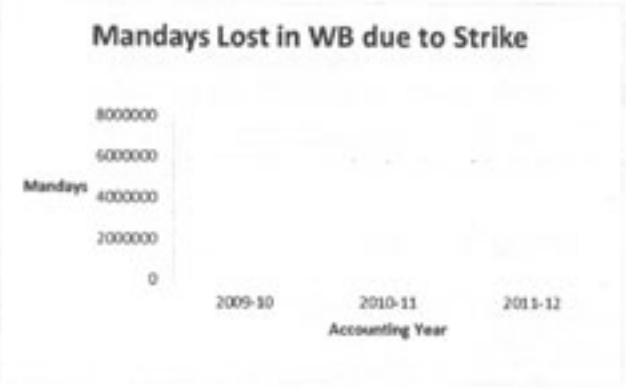
- রাজ্যে সাযুজ্যপূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক স্থাপন করা
- শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকার রক্ষার দিকে নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। নিরাপদ ও সুরক্ষিত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সামাজিক সুরক্ষার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে।
- চাকরিপ্রার্থীদের যোগ্য চাকরি খুঁজতে সাহায্য ও দক্ষতার বিকাশের মাধ্যমে তাদের চাকরিযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- নির্দিষ্ট কর্মপ্রকল্পে ন্যূনতম বেতন বেঁধে দেওয়া বা পর্যায়ক্রমে সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অর্থবহ ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত করা
- ক্রমবর্ধমান শ্রম আইনের প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক দিকগুলির জটিলতা নিরসনে শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্র একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা—এই লক্ষে সহায়তা কেন্দ্রগুলি শ্রম দফতরের যথাযথ ক্ষুদ্র সংস্করণ—শ্রম আইনগুলি বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় রূপ পাবে স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং আঞ্চলিক শ্রম আধিকারিকের দফতরের যথাযথ সহাবস্থানে।
- প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, কমপিউটার-চালিত পরিষেবা শুরু ও পরিকাঠামো উন্নয়ন

- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও, রাজ্যে শিল্পসম্পর্ক ছিল সন্তোষজনক থেকে অনেক দূরে। মৌলিক অধিকার ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ থেকে বঞ্চিত ছিলেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা অনিশ্চয়তায় ভরা বিপদসঙ্কুল জীবন কাটিয়েছেন। কাজের জোগান এবং চাকরিপ্রার্থীদের দক্ষতাতেও ছিল চরম বৈপরীত্য।
  নতুন সরকার এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে দৃঢ়সংকল্প। প্রশাসনিক কাঠামোকে সুপ্রযুক্ত ও প্রভাবশালী করে তুলতে তার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। **চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগকর্তা– দুয়েরই সুবিধার জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে।** শ্রম আইন ও সামাজিক সুরক্ষা যোজনাগুলিকে শ্রমিক-কেন্দ্রিক করে তুলতে আইন ও যোজনাগুলিকে খতিয়ে দেখা শুরু করেছে সরকার। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাছে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার যাবতীয় তথ্য পৌঁছে দিতে এবং এমন সব শ্রমিককে যথাযোগ্য যোজনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

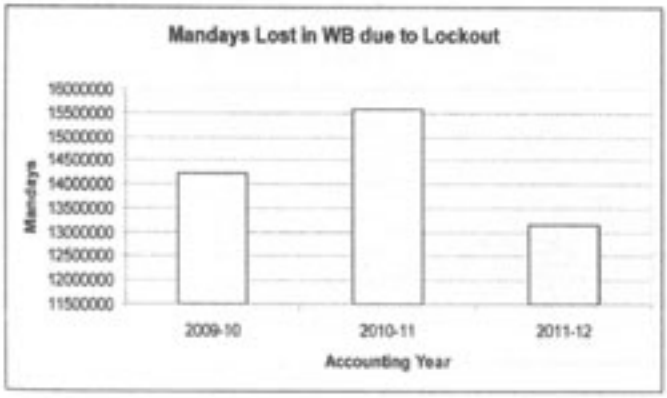
- এ বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ রাজ্যে শ্রম দফতরের ইতিহাসে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা হাজার হাজার শ্রমিকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক এই প্রথম। এখানেই তিনি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক মুক্তি কার্ড প্রথম প্রকাশ করেন। এই কার্ডের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলি পাবেন।
- কানোরিয়া জুটমিল, গোন্দলপাড়া জুটমিল, ইন্ডিয়া জুটমিল, ওয়েলিংটন জুটমিল, লুমটেক্স জুটমিল, হুগলি জুটমিল এবং ডেল্টা জুটমিল খোলা হয়েছে।
- প্রায় সবকটি চা-বাগানে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যে সমস্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলি যাতে অর্থবহ হয়, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট মনোযোগী।
- রাজ্যে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন এবং ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত আইনের উপর সবাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ৩১টি নির্ধারিত কর্ম নিয়োগের ন্যূনতম মজুরির পরিবর্তিত হার ঘোষণা করেছে এবং পরবর্তী ২০টি শিগগিরই ঘোষিত হবে।
- সরকারের সাহায্যাধীন অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মচারীদের জন্য এসএএসপিএফই উডব্লিউ প্রকল্পটি ওয়েবসাইট ভিত্তিক কমপিউটার পরিচালিত একটি অভিনব উদ্যোগ—যেখানে ৩০ লক্ষের বেশি উপভোক্তা উপকৃত হবেন। পরিষেবাকেন্দ্রিক সংবেদনশীল এই প্রকল্পটি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় থাকবে, পাশাপাশি প্রভিডেন্ড ফান্ড সংক্রান্ত সমস্যাগুলি রাজ্যব্যাপী সবিন্যস্ত আঞ্চলিক শ্রম দফতর বা আরএলও মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে, এছাড়া শ্রমিক উন্নয়ন সহায়তা কেন্দ্র এবং কমন সার্ভিস সেন্টারগুলি এই সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নেবে।
- ক্যাম্পভিত্তিক বা শ্রমশিবির গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকরা যথাযথ নথিভুক্তকরণের কাজ করতে পারেন, এবং একইসঙ্গে নির্মাণ, পরিবহণ এবং প্রভিডেন্ড ফান্ডে যাঁরা উপকৃত হচ্ছেন, সেই উদ্যোগের ধারাটি যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হবে।
- ইতিমধ্যে ৪ লক্ষেরও বেশি কর্মচারী বিল্ডিং তথা অন্যান্য

নির্মাণকাজে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন এবং এর আগে উল্লেখ করা কল্যাণমূলক নীতি বা ওয়েলফেয়ার স্কিমের আওতায় আসার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছেন। আরএসবিওয়াই প্রকল্পের আওতায় আরও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে সুযোগ-সুবিধাগুলি আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। দারিদ্র্যসীমার নিচে যাঁরা বসবাসকারী সকলকে প্রিমিয়াম স্মার্টকার্ডের মাধ্যমে সরকার এই প্রকল্পের আওতায় আনবে যেখানে পরিবার পিছু পাঁচজন করে সদস্য থাকবেন।

- অসংগঠিত শ্রমিকদের কেন্দ্রীয়স্তরে সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ডের আদলে রাজ্য সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড গঠন এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে আর একটি বোর্ডকে ছাতার তলায় রাখার প্রচেষ্টা—এর মাধ্যমে বিভিন্ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে আনা যাবে এবং কার্যগত সরলীকরণ হবে।
- রাজ্যের শ্রমকল্যাণ পর্ষদ ইতিমধ্যেই ৯.৭০ লাখ টাকা অনুমোদন করেছে যে টাকা ব্যবহৃত হবে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণের জন্য। এই প্রদেয় অর্থ কেন এত দিন দেওয়া হয়নি, তা অজানা। শ্রমকল্যাণ দফতরের প্রেক্ষাগৃহটি প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। সেটিকে সম্পূর্ণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্তরের প্রেক্ষাগৃহ হয়ে উঠতে পারে।
- রাজ্য শ্রম দফতরের অধীনস্থ 'রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠান' (স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট) শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় সকল ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'ভিভি



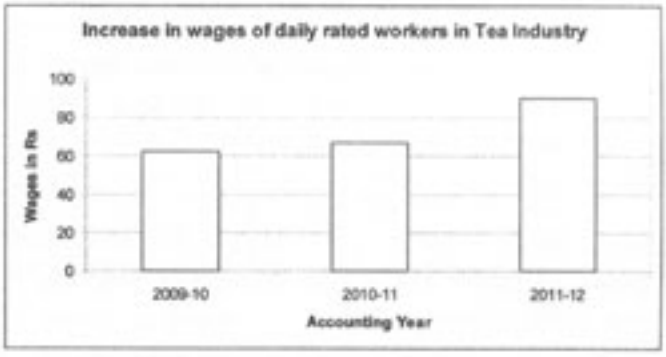
গিরি নামাঙ্কিত জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষে কেন্দ্রীয় ভাবে কাজ করে চলেছে। ক্রমাগত আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ দিয়ে রাজ্যের শ্রম প্রতিষ্ঠানটি এর সাহায্যে একটি আধুনিক



রূপরেখা তৈরি করবে।

- আগামীতে বিভিন্ন শ্রম-বিষয়ক পত্র, পত্রিকা, বুলেটিন বা 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক চেতনা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির শ্রমনীতির বোঝাপড়া সুবিধাজনক হবে। ইতিমধ্যেই একটি সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনার মধ্যে দিয়েই শ্রমিক বন্ধুদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে।

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর।



ধর্মঘট হটাও

- নতুন সরকারের নীতি হল 'শিল্প বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও।' বন্‌ধ, হরতাল, ধর্মঘটে শিল্পক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যদিও নতুন সরকার ধর্মঘটের রাজনীতিকে কড়া হাতে মোকাবিলা করে রাজ্যে শিল্পের হাওয়া ফিরিয়ে এনেছে। ২০১১-১২ সালে ধর্মঘটের ফলে ৬০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। যেখানে ২০১০-১১ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ৬৫ লক্ষ ৮০ হাজার।
- লকআউটের কারণে ২০১১-১২ সালে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৭০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। যেখানে ২০১০-১১ সালে লক আউট ডেকে কাজের দিন নষ্ট হয়েছে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯০ হাজার।

চা-শিল্পে মজুরি বৃদ্ধি

- রাজ্যে নতুন সরকারের নীতির ফলে উপকৃত হয়েছেন প্রায় আড়াই লক্ষ চা শ্রমিক। ২০১১'র নভেম্বর এবং ২০১২'র মার্চে ত্রিপক্ষ বৈঠক করে রাজ্য। দৈনিক ৬৭ টাকা মজুরি একলাফে বেড়ে দৈনিক ৯০ টাকায় উন্নীত হয়।

শ্রমিকদের নিরাপত্তা

- শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে বেশ কিছু শ্রম আইন রয়েছে। তবে সেই সব আইনকে কার্যকর করার সুবিধে এতদিন পর্যন্ত প্রায় ছিল না বললেই চলে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রম আইনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা হয়েছে। যা ২০১১-১২ সালে শ্রম আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতেই প্রমাণিত হয়। ২০০৯-১০ সালে ৩৩১টি মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১১-১২ সালে ৩৮৪টি মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১১-১২ সালে সেখানে ১০৬৫টি মামলা দায়ের হয়।
- ২০১১'য় তার আগের বছরের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি

কারখানার পর্যবেক্ষণ করা হয়।

- ২০১১'য় ২০১০'র তুলনায় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা কমেছে ১২.৩৭ শতাংশ।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ২০১১'য় ৫০ শতাংশে বেড়েছে।
- কনস্ট্রাকশন সাইটে পর্যবেক্ষণ ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দুর্ঘটনাপ্রবণ কারখানাগুলিতে মক ড্রিল ও বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কারখানার মধ্যে মক ড্রিল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা

২০০৯-২০১০ সালে ৮,৫১১ জন প্রভিডেন্ড ফান্ডের আওতায় এসেছিলেন। ২০১০-১১ সালে ১৩,১১১ জন প্রভিডেন্ড ফান্ডের আওতায় এসেছিলেন। সেখানে ২০১১-১২ সালে ১৯,৫৯১ জন প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় এসেছেন।

- নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য আইনের ফলে ২০০৯-১০ সালে উপকৃত হয়েছিলেন ৪৪,৭৫৭ জন। ২০১০-১১ সালে উপকৃত হয়েছিলেন ১৫৫০৮৭ জন। ২০১১-১২ সালে উপকৃত হয়েছেন ২,৪৩,১১৪ জন।
- ২০০৯-১০ সালে ফি সংগ্রহ করা হয়েছিল ৫৩,৫৩,০৪০ টাকা। ২০১০-১১ সালে ফি সংগ্রহ করা হয়েছিল ১,৮১,৯৭,৬২০ টাকা। ২০১১-১২ সালে ফি সংগ্রহ করা হয়েছে ৪,০৫,৫৫,৩২০ টাকা।
- ২০০৯-১০ সালে সেস সংগ্রহ করা হয়েছিল ৭১,৭৭,৩৮,১৫৭ টাকা। ২০১০-১১ সালে সেস সংগ্রহ করা হয়েছিল ৯৬,৩৭,৯৮,৯৩৫ টাকা। ২০১১-১২ সালে সেস সংগ্রহ করা হয়েছে ১০৪,৫৪,৪৫,৯২৬ টাকা।
- এর ফলে ২০০৯-১০ সালে উপকৃত হয়েছিলেন ৫৩২ জন। ২০১০-১১ সালে উপকৃত হয়েছিলেন ৬,৮৪৭ জন। ২০১১-১২ সালে উপকৃত হয়েছেন ৬৮,৮৩৬ জন।
- ২০০৯-১০ সালে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল ২২,১২,৮৩৬ টাকা। ২০১০-১১ সালে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল ১,২৭,৮৫,৭৮৯ টাকা। ২০১১-১২ সালে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে ৯,২৯,৯৬,০৬৯ টাকা।
- ২০১০-১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল ৬০,০০০ টাকা। এর ফলে উপকৃত হয়েছিলেন ২ জন। এর দ্বারা সেস সংগ্রহ করা হয়েছিল ৩,২০,৪৫,৫৯০ টাকা
- ২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল ৫,৫২,০৯১৪ টাকা। এর ফলে উপকৃত হয়েছিলেন ৮৯০ জন। এর দ্বারা সেস সংগ্রহ করা হয়েছিল ১১,৩১,৯৯,৮৬৪ টাকা

শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা

- শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ছবিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। ২০০৯-১০ সালে রাজ্যের ৪টি জেলায় ৯৯টি হাসপাতালে শ্রম দফতরের উদ্যোগে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ২০১০-১১ সালে ১৪টি জেলায় ২৯২টি হাসপাতালে শ্রম দফতরের উদ্যোগে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ২০১১-১২ সালে ১৫টি জেলায় ৩৪৫টি হাসপাতালে শ্রম দফতরের উদ্যোগে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৯-১০ সালে শ্রমিকদের জন্য চিহ্নিত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ১০,৩৫৫ জন। ২০১০-১১ সালে শ্রমিকদের জন্য চিহ্নিত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৭৬০৯ জন। ২০১১-১২ সালে শ্রমিকদের জন্য চিহ্নিত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১,৩১,৮৭২ জন।
- ২০১১-১২ সালে হাওড়া জেলা হাসপাতাল আরএসবিওয়াই প্রকল্পের অধীনে আসে। নিকট ভবিষ্যতে এরকম আরও কয়েকটি হাসপাতালকে উন্নততর পরিষেবার জন্য আরএসবিওয়াই প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

উদীয়মান স্বর্ণবিহার কর্মসংস্থান প্রকল্প

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল নথিভুক্ত বেকার যুবকদের সহায়তা করা। এদের জন্য সহজ সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে স্বনির্ভর প্রকল্পে যুক্ত করা হয়ে থাকে। বেকার যুবকদের মাথাপিছু ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ দিয়ে থাকে রাজ্য সরকার।

- ২০০৯-১০ সালে এই প্রকল্পে ৮৬ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। ২০১০-১১ সালে ৪৮ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। ২০১১-১২ সালে ১৮৬৩ জনকে ঋণ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা

- কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় রাজ্যবাসী সাম্প্রতিককালে সবথেকে বেশি উপকৃত হয়েছেন ২০১১-১২ সালে। ২০০৯-১০ সালে যেখানে ৪টি জেলায় ৮১৯৩০২টি পরিবার এই বিমা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, ২০১০-১১ সালে ১৩টি জেলার ৩৭৩৯৯৫৩টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে ২০১১-১২ সালে এই বিমায় অন্তর্ভুক্ত হয় ৪৪১২২২৫টি পরিবার।

অতীতের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা

- রাজ্যে বেনিফিশিয়ারিদের অন্তর্ভুক্তি গত একটি বছরে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১০ সালে রাজ্যে যেখানে ৮,১৯,৩০২ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ২০১১-১২ সালে সেখানে সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ৪৪,১২,২২৫। এই বছরে রাজ্যের ১৮টি জেলাতেই কাজ হয়েছে একাদিক্রমে। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- মহাত্মা গান্ধি নারেগা প্রকল্পে কার্ডহোল্ডারদের দু'টি জেলায় আরএসবিওয়াই প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে– পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলি। ১৫ দিনের বেশি কাজ করার কার্ড যাদের আছে, ধীরে ধীরে তাদের সকলকেই আরএসবিওয়াইয়ের আওতাভুক্ত করা হবে।
- একই ভাবে ২০১১-১২ সালে গড়ে প্রতি মাসে দুঃস্থ লোকেদের হাসপাতালে ভর্তির সুবিধাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ২০০৯-১০ সালে যেখানে হাসপাতালে ভর্তির গড় হিসেবটা ছিল ৩০৫, ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬২।

ধারা	কারণ		পুরনো রেট	নতুন রেট (০১.০৪.২০১২ থেকে কার্যকর)
২৭৪	দুর্ঘটনা	হাসপাতালে ভর্তি	৫,০০০/- (সর্বোচ্চ)	১০,০০০/-
		পঙ্গুত্ব	২৫,০০০/-	৫০,০০০/-
২৭৫	মৃত্যু	স্বাভাবিক	৩০,০০০/-	৫০,০০০/-
		দুর্ঘটনা	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
২৭৬	পেনশন	সুবিধাভোগী	৫০০/-	৭৫০/-
২৭৬	শিক্ষা		২,০০০/- থেকে ১৫,০০০/-	৪,০০০/- থেকে ৩০,০০০/-
২৮০	মেডিক্যাল	চিকিৎসা	বার্ষিক ১০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	বার্ষিক ২০,০০০/- (সর্বোচ্চ)
		শল্য-চিকিৎসা	বার্ষিক ৩০,০০০/- (সর্বোচ্চ)	বার্ষিক ৬০,০০০/- (সর্বোচ্চ)
২৮১	মাতৃত্ব		৩,০০০/-	৬,০০০/-
২৮২	অন্যান্য কল্যাণকর সুবিধা	যন্ত্রপাতি ক্রয়	১,০০০/-	২,০০০/-
		বিবাহ সহায়তা	৫,০০০/-	১০,০০০/-

২০১১ জুন থেকে শ্রম দফতরে গৃহীত বিশেষ নীতি

- রাজ্যের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছে। বাড়ানো হয়েছে ন্যূনতম মজুরিও। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকেও শ্রমিকদের স্বার্থে আরও উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।

পাট শিল্প

- পাট শিল্পের সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই এই সমস্যার সমাধান হয়।

ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্ধারণ

- ন্যূনতম পারিশ্রমিকের পুর্নমূল্যায়ন করা হয়। ন্যূনতম পারিশ্রমিক ২১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ শতাংশ করা হয়েছে। প্রতি শ্রমিকের দিনে ২৭০০ ক্যালরি পুষ্টির প্রয়োজনের হিসেবে এই নয়া ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ছে।

সামাজিক মুক্তি যোজনা

- পশ্চিমবঙ্গের ৯৩ শতাংশ শ্রমিকই অসংগঠিত ক্ষেত্রের। এদের সুরক্ষার জন্য 'সামাজিক মুক্তি যোজনা' কার্ড এনেছে রাজ্য সরকার। এই কার্ডের মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধে শ্রমিকরা পেতে পারেন। শ্রমিকদের স্বার্থে প্রতিটি ব্লকে লেবার ওয়েলফেয়ার ফেসিলিটেশন সেন্টার গঠন করা হয়েছে। এই সব সেন্টার থেকেই শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণের কাজ করা যাবে।

এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক

- ক্রমবর্ধমান বেকারি মোকাবিলার জন্য মহামান্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়া অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। এই বিষয়ে শ্রম দফতর যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে'র মাধ্যমে। এটি শ্রম দফতরের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ই-গর্ভন্যান্সের নীতি অনুযায়ী ওয়েবসাইট ভিত্তিক কার্যপ্রণালীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীরা যাতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য পেতে পারেন এবং নথিভুক্তকরণ কাজটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করতে পারেন পাশাপাশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলি সকলের গোচরে আনার চেষ্টা করা হবে। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক যেসব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে সেগুলি হল যে, কী কী বিষয়ে দক্ষতার অভাব রয়েছে, বাজারে কোন কোন বিষয়ের চাহিদা আছে, এবং কী ধরনের দক্ষতা তৈরি করলে বাজারে চাহিদার সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবে। আগামী বছরের মধ্যে এই নিয়োগ অধিকরণ বা এমপ্লয়মেন্ট ডাইরেক্টরেট সবরকম কর্মপ্রার্থীদের চিহ্নিত করে নিজেদের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগ

- রাজ্যের ৫২টি কলেজ এবং ১৭টি আইটিআই'র মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসগুলিতে কেরিয়ার কর্ণার গঠন করা হয়েছে। সেখানে কেরিয়ার সংক্রান্ত বই ও পত্রপত্রিকা রাখা হবে।
- অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাজের শংসাপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।
- প্রতিবন্ধী মানুষদের রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে তাদের উপযোগী কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- পরিচারক-পরিচারিকাদের জন্য কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ঘরের নিরাপত্তা, ফার্স্ট এইড সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য তিন দিনের একটি শিবির করা হবে। যেখানে প্রতি শিক্ষানবিশকে দিনে ১০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।
- পাঁচ দিনের রেসিডেনসিয়াল ট্রেনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে ইচ্ছুক যুবকদের নিরাপত্তা বাহিনীর 'নন-কমিশনড' পদে যোগদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকদেরও বিনামূল্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

পুনর্বিন্যাস

এই দফতরকে আরও কার্যকরী ও দক্ষ করে তুলতে বিভিন্ন রকম পুনর্গঠনের কাজ চলছে। প্রতি ব্লক এবং পুরসভা স্তরে লেবার ওয়েলফেয়ার ফেসিলিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল গঠন করা হয়েছে। পাট ও চা-শিল্পের জন্য দু'টি পৃথক সেল গঠন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে এবং অফিসগুলির প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

আইন



২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে নন-কনফিডেনশিয়াল রেফারেন্সের সংখ্যা ছিল ৪৮৪ এবং কনফিডেনশিয়াল রেফারেন্সের সংখ্যা ছিল ১১২। ২০১০-১১ এই সংখ্যাগুলো ছিল যথাক্রমে ৫৭০ ও ২৬৪।এবং তার আগের বছর ছিল যথাক্রমে ৩৯৫ এবং ২৭০। এই অর্থবর্ষে খসড়া বিলের সংখ্যা ৫১, প্রকাশিত বিল ৩০টি এবং প্রকাশিত আইন ২০টি। ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যাগুলি সথাক্রমে ৩২, ২৫ এবং ২০।এবং তার আগের বছর সংখ্যাটা ছিল ৪২, ৩৪, ২৯।

এই বিভাগের সরকারি ভাষা শাখা বাংলা ও নেপালি ভাষা অনুবাদ এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় আইন, রাজ্য আইন/বিল, ভারতের সংবিধান ইত্যাদি প্রকাশনায় সক্রিয় ভাবে যুক্ত। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে ২৪টি পশ্চিমবঙ্গ আইন এবং ২৫টি কেন্দ্রীয় আইন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আগের বছর এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৩৫ আর ১৫। এবং তার আগের বার ২৪ এবং ২০।

বর্তমান সরকারের কার্যকালে এই দফতর নিম্নলিখিত আইন/অর্ডিন্যান্সগুলি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- বিভিন্ন বিভাগ, অধিকরণ এবং জেলার যে সমস্ত বিধি আধিকারিকদের শূন্যপদগুলি পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ই-গভর্ন্যান্সের নীতি অনুসারে কোডের তথ্যপ্রযুক্তি রূপ তৈরি করার জন্য দফতরের কমপিউটার ব্যবস্থা চালু করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- জেলা অফিসগুলিকে আরও কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ আইন সার্ভিস থেকে বিভিন্ন আধিকারিকদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিভিন্ন বিভাগে সরকারি ভাষা শাখা (বাংলা)-এর শূন্যপদগুলি পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- দফতরের সরকারি ভাষার আধিকারিকরা ১৯টি কেন্দ্রীয় আইন এবং ভারতীয় সংবিধানের ৫৫ থেকে ৯৪তম সংশোধনী বাংলায় অনুবাদ করেছেন।এ ছাড়াও ২৫টি কেন্দ্রীয় আইন এবং ছটি পশ্চিমবঙ্গের আইনও বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।
- ভারতের সংবিধানকে ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজ শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুদ্রিত ভারতের সংবিধানকে সময়োপযোগী করে তোলা ও পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ কোডের ১২ তম খণ্ড প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দফতর, অধিকরণ, জেলা শাসকদের দফতর এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণের চাহিদা পূরণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ আইন সার্ভিসের অধীনে ৫৬টি বিধি আধিকারিকের পদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক দফতরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আইন সার্ভিসের অধীনে ১৮টি শূন্যপদে বিধি আধিকারিক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ লিগ্যাল সার্ভিসের অধীনে বিধি আধিকারিকদের পদোন্নতি ও অন্যান্য চাকরি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- সরকারি অনুবাদক শাখা (নেপালি)-র কর্মীর মৃত্যুজনিত সহানুভূতির কারণে ওই কর্মচারীর উপর নির্ভরশীলকে চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে।

২০১১-১২ সালে এই দফতর নিম্নলিখিত আইন ও অর্ডিন্যান্স তৈরি করেছে

- সিঙ্গুর জমি পুনর্বসিন ও উন্নয়ন আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) (২ নম্বর) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ পুর (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (২ নম্বর) আইন, ২০১১
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (সংরক্ষণ ও পরিচালনা) (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বারস এমোলিউমেন্টস) (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কমিশন (বিবিধ শর্তাবলী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা (সংশোধনী) আইন, ২০১১

- পশ্চিমবঙ্গ পুর (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ (বেতন ও ভাতা) (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ২০১১
- বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বারস এমোলিউমেন্টস) (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ বেতন ও ভাতা (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- পশ্চিমবঙ্গ লেজিসলেচার (রিমুভ্যাল অফ ডিসকোয়ালিফিকেশনস) (সংশোধনী) আইন, ২০১১
- ওয়েস্টবেঙ্গল ট্যাক্স অন এন্ট্রি অফ গুডস ইনটু লোকাল এরিয়াজ অ্যাক্ট, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন আইন, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) আইন, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশন আইন, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ মাইনরিটিজ কমিশন (সংশোধনী) আইন, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ লেজিসলেচার (রিমুভ্যাল অফ ডিসকোয়ালিফিকেশনস) (সংশোধনী) বিল, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারি ভাষা (সংশোধনী) বিল, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) বিল, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল (টেম্পোরারি সুপারসেশন) (সংশোধনী) বিল, ২০১২
- পশ্চিমবঙ্গ গোর্খাল্যান্ড আইন ২০১১

তদন্ত কমিশন আইন, ১৯৫২-এর অধীনে তদন্ত কমিশনসমূহ গঠন

- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাফা বিন কাশেমের অস্বাভাবিক মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে।
- ১৯৭০ সালের বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ঘটনা সম্পর্কে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিডিও কল্লোল শূর-এর অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে।
- কাশীপুর-বরানগর গণহত্যা।
- মরিচঝাঁপির ঘটনা।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে হুল উৎসব চলাকালীন কয়েক জন সাঁওতালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।
- ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযান কর্মসূচিতে পুলিশের গুলিচালনায় ১৩ জনের মৃত্যু সম্পর্কে।
- বিভিন্ন সংশোধনাগারে অন্তরীণ রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করার জন্য কমিটি।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের ঘটনায় পুলিশের গুলিচালনার অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়।

*****

ভূমি ও ভূমি সংস্কার



সূচনা

গত একবছরে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতর। বেশ কিছু এমন কৃতিত্ব অর্জন করেছে দফতর, রাজ্যে জমি ব্যবহারে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে চলেছে।

ল্যান্ড ব্যাংক

রাজ্যের সব জেলায় ব্লকভিত্তিক, মৌজাভিত্তিক এবং প্লটভিত্তিক ফাঁকা, দখলিকৃত ও বিতর্কিত সরকারি জমি চিহ্নিত করতে একটি ল্যান্ড ব্যাংক তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে এ ধরনের ফাঁকা জমির উন্নততর ব্যবহারই এই ল্যান্ড ব্যাংক তৈরির মূল উদ্দেশ্য। ল্যান্ড ব্যাংক তৈরির কাজ চলছে। এ কাজটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং শেষ হতে আরও কিছু দিন সময় লাগবে। সংশ্লিষ্ট সবক'টি দফতরই এ কাজ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করার চেষ্টা করছে। অবশ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের জমি নিয়ে জেলাশাসক/কালেক্টররা প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করেছেন যা কালেক্টর্স খতিয়ান নং.১-এ নথিভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া, অন্যান্য কয়েকটি দফতরের তথ্য যাচাই এবং মাঠে পরিদর্শনের কাজ চলছে।

রাজ্যের ১৮টি জেলায় ল্যান্ড ব্যাংকের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে ৫৯,৭৮৫.৯০ একর জমি। দার্জিলিংয়ে ১৬,৯৪৭.৯৩, জলপাইগুড়িতে ১,৯৯৪.৪৭, কোচবিহারে ৫৬.০১, উত্তর দিনাজপুরে ৬২০.২০, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৪১৯.০৪, মালদায় ৪৭০.৭৯, মুর্শিদাবাদে ৫৪.৯৯, নদিয়া ১৯.৭৬, উত্তর চব্বিশ পরগনায় ৫৪.৯১, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ৪৭.১২, হাওড়ায় ৫১.৩২, হুগলিতে ২,৮৭৫.০৭, বর্ধমানে ৫,৫৮৯.৫৭, বীরভূমে ২,৭৮৮.৮৯, বাঁকুড়ায় ১,৫১৩.৩০, পূর্ব মেদিনীপুরে ১,৭৮০.৮১, পশ্চিম মেদিনীপুরে ১,৭৬৩.৫৫ এবং পুরুলিয়ায় ৯,২৩৮.১৭ একর জমি সংগ্রহ করা হয়েছে।

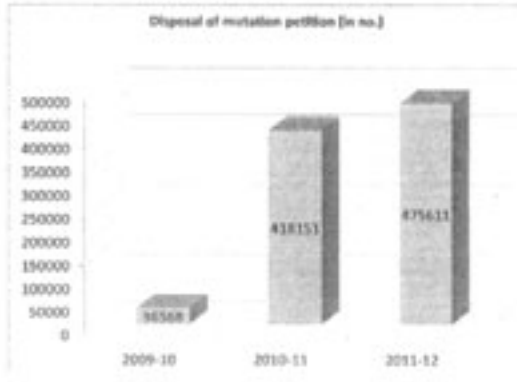
নিজ গৃহ, নিজ ভূমি প্রকল্প

২০১৫-১৬ সালে রাজ্যে কেউ ভূমিহীন বা গৃহহীন থাকবেন না। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই 'নিজ গৃহ, নিজ ভূমি' প্রকল্পের সূচনা করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় সরকার বাজার থেকে জমি কিনে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের প্রত্যেককে তিন কাঠা করে জমি দেবে। একটি 'ক্লাস্টার প্লট'-এ একাধিক এ রকম পরিবারকে জমি দেওয়া হবে যাতে পানীয় জল, রাস্তা, বিদ্যুতের মতো অন্যান্য পরিকাঠামোগুলিও ওই এলাকায় দ্রুত বেড়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে এই নীতির সাযুজ্য ও সংশ্লেষ রয়েছে। যেমন ইন্দিরা আবাস যোজনা, সম্পূর্ণ শৌচব্যবস্থা প্রচার, মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম, রাজীব গান্ধি বিদ্যুদয়ন যোজনা, ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর, কৃষি দফতর, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতর, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর, আবাসন দফতর, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক যোজনাও।

এই সমকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এর মতো ব্যাংকার এবং 'লাইন ডিপার্টমেন্ট'গুলির যুক্ত হওয়া নিশ্চিত করবেন জেলাশাসক/কালেক্টররা। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালেই এই প্রকল্প (নিজ গৃহ, নিজ ভূমি) রূপায়িত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এ পর্যন্ত ১,০৩১টি পরিবারকে ১১২.৩৪ একর জমি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২০১২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২৬.০৪ একর জমি সরকার কিনেছিল।

নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবা

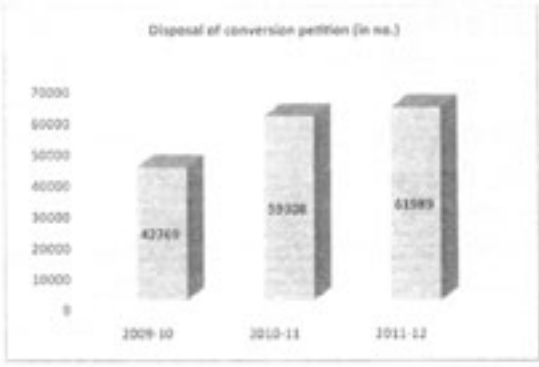
- দফতরের নিরলস কাজের জন্য গত বছরের তুলনায় এ বছরে মিউটেশন আবেদন নিষ্পত্তির সংখ্যা বেড়েছে ৬০,০০০-এরও বেশি।
- আবেদনের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জমির রূপান্তর সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে অনেক বেশি সংখ্যায়।
- ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে ROR-এর রেকর্ড সংশোধনের আবেদনের নিষ্পত্তির সংখ্যা আগের আর্থিক বছরের থেকে ৮০,০০০-এরও বেশি।



জমির খাস করা, বণ্টন ও বর্গা নথিভুক্তি

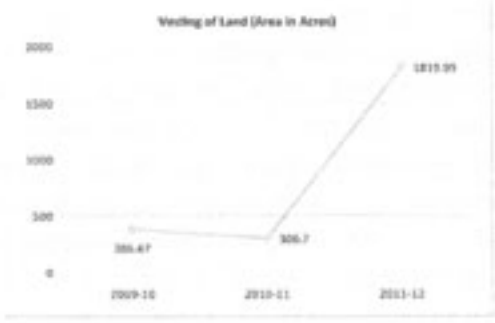
২০১১-১২ আর্থিক বছরে ১,৮১৯.৯৯ একর সিলিং বহির্ভূত কৃষিজমি খাস করা হয়েছে। এই সময়ে ২,৩৩১.৬৬৪ একর খাস কৃষিজমি ৭,৯১২

জনকে বণ্টন করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ২,০৬১ জন তফশিলি জাতি এবং ৫৫৪ জন তফশিলি উপজাতিভুক্ত। ২০১১-২০১২ আর্থিকবর্ষে ৯৬৬ একর জমিতে ৩,১৯৫ জন বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে।



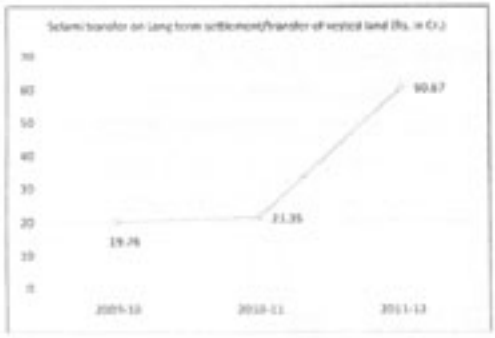
দীর্ঘমেয়াদি মীমাংসা/খাস জমির হস্তান্তর

ফেব্রুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত, ২৬৮ একর সরকারি খাস জমির দীর্ঘমেয়াদি মীমাংসা, আন্তঃদফতর বদলি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। মোট টাকার পরিমাণ ৬০.৬৭ কোটি টাকা।



জমি অধিগ্রহণ

- জোর করে জমি অধিগ্রহণ হবে না। এটাই সরকারের নীতিগত অবস্থান। মানবিক, সহযোগিতামূলক ভাবে, আগাম জানিয়ে, আলোচনা করে এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতেই করা হবে জমি অধিগ্রহণ।
- এ ছাড়া বেসরকারি সংস্থার হয়েও সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে না বলে স্থির করেছে।



- **জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এমন সব বিষয় খুব শিগগিরই বিধানসভায় তোলা হবে।**
- মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকার ইতিমধ্যেই **সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আইন, ২০১১ এবং সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রুলস, ২০১১** কার্যকর করেছে। সরকার পুরো এলাকাটিই জরিপ করেছে এবং অনিচ্ছুক কৃষকদের হাতে সেই জমি তুলে দেওয়ার জন্য রেকর্ডও প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার এখন মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের অপেক্ষায়।

জমি আইন পরিবর্তন

- রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ সংশোধন করে তাকে আরও সময়োপযোগী করে তুলে, শিল্পস্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।
- ১৪ ওয়াই ধারার সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে, কেউ যদি শিল্পস্থাপনের জন্য (ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ফিনানশিয়াল হাব, অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি, ফুড পার্ক, আইসিটি ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প ইত্যাদি) সিলিং বহির্ভূত জমি চান, তা হলে তিনি তা কিনতে পারেন সরকারের থেকে আগাম অনুমতি নিয়ে। এ ধরনের অনুমতি যে যোগ্য ব্যক্তি বা সংস্থাকেই দেওয়া হচ্ছে, সরকার তা নিশ্চিত করে নেবে।
- সংশোধন করা হয়েছে ১৪-জেড ধারারও। এর ফলে শিল্পের জন্য নেওয়া জমি রিয়েল এস্টেট বা অন্য কোনও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা যাবে না।
- ৪-সি উপধারার সংশোধন করা হয়েছে যাতে, যে কোনও জমি (পুকুর বা জলাভূমি বাদ দিয়ে) যা আগাম অনুমতি ছাড়াই পরিবর্তিত করা হয়েছে, উপযুক্ত এককালীন পেমেন্টের মাধ্যমে তাকে বিধিসম্মত করা যায় সরকারের দেখানো রাস্তাতেই।
- ৪(৪) ধারা সংশোধন করা হয়েছে যাতে একজন রায়ত তাঁর জমির পুরোটাই বা একাংশ শিল্পের প্রয়োজনে লিজে দিতে পারেন। তবে সে জন্য তাঁর প্রজেক্ট রিপোর্টকে সরকারের ছাড়পত্র পেতে হবে।
- ১৪ (আর) ধারা সংশোধন করা হয়েছে যাতে রায়ত হিসেবে সরকারি কোম্পানির জমির ক্ষেত্রে ১৪ (এম)-এর সিলিং প্রযোজ্য না-হয়।

ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ

- দ্বিতীয় দফায় হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনায় 'ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ' তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ল্যান্ড ইউজ বোর্ড। জেলাগুলির ব্লকভিত্তিক মানচিত্রকে কয়েকটি জোনে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের অন্য পাঁচ জেলায় এই 'জোনিং' কার্যকর হবে না। কারণ, 'জোনিং' ধারণা প্রবর্তনের আগেই এই পাঁচটি জেলার ম্যাপ প্রকাশিত হয়েছিল।
- কৃষি জোন, শিল্প জোন, নগরোন্নয়ন দফতর ঘোষিত টাউনশিপ এলাকাধীন জমি এবং পরিবেশ দফতর পরিচালিত ওয়েটল্যান্ড অ্যাক্ট আওতাধীন জমি চিহ্নিত করতেই 'জোনিং' ব্যবস্থা। রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না-ঘটিয়ে যাতে রাজ্যে বেসরকারি, রাজ্য সরকারি এবং কেন্দ্রীয় সরকারি শিল্পস্থাপন করা যায়, তার জন্য এই ধারণার প্রবর্তন।
- ব্লকভিত্তিক ম্যাপে দেখা যায় একফসলি জমি/দোফসলি/বহুফসলি জমি, পতিত/ উষর জমি, বনাঞ্চল, পাকা রাস্তা, জাতীয়/রাজ্য সড়ক, রেললাইন এবং জলাভূমির মতো এলাকাকে। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে বিনিয়োগের আগেই বিনিয়োগকারী প্রকৃত পরিকাঠামো চোখের সামনে দেখতে পারবেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষাও নিশ্চিত হবে। এই ব্যবস্থা সহায়ক হবে রাজ্যে পর্যটন-

সহ পরিষেবা ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনেরও।

- উত্তরবঙ্গের মালদহ, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ে আগামী অর্থবর্ষে ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ প্রস্তুতির কাজ শুরু হবে। এ জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিকে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ৩,৬৩,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শিল্পস্থাপন এবং জমি সমস্যার মীমাংসার জন্য বিশেষ সেল

শিল্পের জন্য সচিবালয় এবং জেলাস্তরে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। সরকারি জমি নিয়ে গোলমালের মীমাংসার নিষ্পত্তি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৫'র ১৪ওয়াই ধারায় সিলিং বহির্ভূত জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে নজরদারি করা ও অনুমতি দেওয়াই এই সেলের কাজ। জমির অপব্যবহার ও জমি সংগ্রহের ক্ষেত্রে দমননীতি ঠেকানো এবং সঠিক ভাবে জমির ন্যায্য মূল্য প্রদান নিশ্চিত করাও এই সেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

প্রতিটি আবেদন যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচারের পর, শিল্প, পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি জমি সংগ্রহে বিনিয়োগকারীদের সামনে থেকে জটিলতা কাটাতে পেরেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বড় শিল্প সংস্থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৫'র ১৪ওয়াই ধারায় সিলিং বহির্ভূত জমি দেওয়া হয়েছে। এ রকম আরও বেশ কিছু আবেদন সক্রিয় ভাবে বিবেচনা করে দেখছে সরকার।

স্টেট ল্যান্ড ইউজ বোর্ড

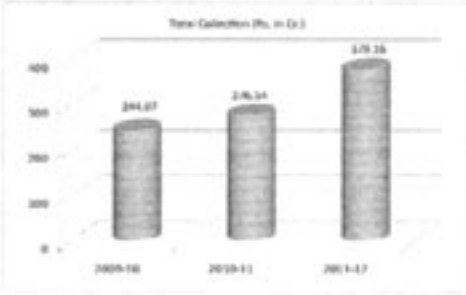
২১.৯৫.২০০৯-এ মন্ত্রিসভার নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর থেকে এই বোর্ডকে বের করে এনে ভূমি ও ভূমিসংস্কারের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২৯ জুন, ২০১১ তারিখে বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। স্টেট ল্যান্ড ইউজ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্লকভিত্তিক ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ প্রস্তুত করা ও ল্যান্ড ব্যাংক গঠন করা।

নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবাকে মজবুত করা

- জমির নথি এবং মৌজার ম্যাপ অত্যন্ত যত্ন সহকারে রক্ষা করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ যে কোনও সময় যে কোনও তথ্য পেতে পারেন। যেহেতু রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলি ভূমিসংস্কার দফতরের আওতাধীন নয়, তাই হামেশাই মানুষজন সম্পত্তি নথিভুক্ত করার পর ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরে যোগাযোগ করেন না মিউটেশন পাওয়ার জন্য। ফলে জমি সংক্রান্ত নথি অনেক সময়ই বাস্তব চিত্রটা দেখাতে পারে না।
- এই সমস্যা কাটাতে এবং জমির রেকর্ড নগদহাল রাখতে ভূমি সংস্কার এবং রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিকে একসুতোয় বাঁধার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাইলট প্রজেক্টের কাজ চলছে হাওড়ায়। এই প্রকল্পে পাঁচলা, সাঁকরাইল বিএল-এলআরও, হাওড়া ডিএল-এলআরও এবং ডিএলআর-এস অফিসকে রানিহাটির অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। পাইলট প্রজেক্টে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। গোটা রাজ্যেই পদ্ধতির খুব শিগগিরই চালু হয়ে যাবে।
- ল্যান্ড রেকর্ড এবং মৌজা ম্যাপের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হল ডিরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভেজ-এর। **এনআইসি-র তৈরি করা 'ভূচিত্র' সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ডিজিটাইজড ল্যান্ড রেকর্ডকে ডিজিটাইজড মৌজা ম্যাপের সঙ্গে সুসংহত করা হয়েছে।** এর ফলে নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবা যেমন— মিউটেশন, জমির মাপের মতো কাজ চটজলদি হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আপাতত, ভূচিত্র পরিষেবা রাজ্যের ২২৬টি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরে চালু হয়েছে। বাকি বিএল-এলআরও কার্যালয়গুলিতে এই সফটওয়্যার চালু হয়ে যাবে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের মধ্যে।
- জমির নথি রক্ষণাবেক্ষণে গ্রাম এবং জেলাস্তরে রেকর্ড রুম তৈরি করা, জরিপের যন্ত্রপাতি কেনা, এবং নবনির্মিত অফিস ভবনের জন্য ফার্নিচার এবং ভূমি সংস্কার দফতরের সঙ্গে সার্ভার কানেক্টিভিটির মাধ্যমে যোগাযোগ নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলেছে। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই ব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।
- দফতর ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, দফতর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। শিগগিরই আসতে চলেছে দফতরের ওয়েবসাইট। সেখানেও মিলবে এই সব তথ্য।

ল্যান্ড রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

কেন্দ্রীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত যোজনা ন্যাশনাল ল্যান্ড রেকর্ডস মডার্নাইজেশন প্রোগ্রামের লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একটি আধুনিক সুসংহত ল্যান্ড রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছে। এনএলআরএমপি'র মূল লক্ষ্য, জমির নথি ম্যানেজমেন্টে একটি আধুনিক, সুসংহত ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা চালু করা। প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ১৯টি জেলাকে আনা হচ্ছে।



রাজস্ব আদায়

রাজ্যের কোষাগারের বেহাল দশা ঘোচাতে রাজস্ব আদায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল ২০১১-১২ অর্থবর্ষে। রাজস্ব আদায় বেড়েছে ১০০ কোটি টাকারও বেশি। ২০১০-১১ সালে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৭৬.৫৪ কোটি। ২০১১-১২ সালে সেটাই বেড়ে হয়েছে ৩৭৯.৭৯ কোটি।

সার্ভে-সেটেলমেন্ট

৪২,০৪২ মৌজার মধ্যে খানাপুরি-বুঝারাতের কাজ শেষ হয়েছে ৪১,২১৫টি মৌজায়। কাজের প্রত্যয়ীকরণ হয়েছে ৪০,৬৮৫টি মৌজায়। খসড়া প্রকাশন হয়েছে ৪০,৬৭৩টি মৌজায় এবং চূড়ান্ত প্রকাশন হয়েছে ৪০,৪২৬টি মৌজায়।

*****

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা



সূচনা

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের কাজ বহুবিধ। দরিদ্র, অনাথ শিশু, বিপদাপন্ন মহিলাদের জন্য স্কুল ও সমাজকল্যাণ আবাসন গড়ে তোলা এর অন্যতম দায়িত্ব। স্কুল ও আবাসনে উপযুক্ত পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়। অন্য দিকে, গোটা রাজ্য জুড়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা এই দফতরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দফতর চায়, রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে লাগুক এবং তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করুক।

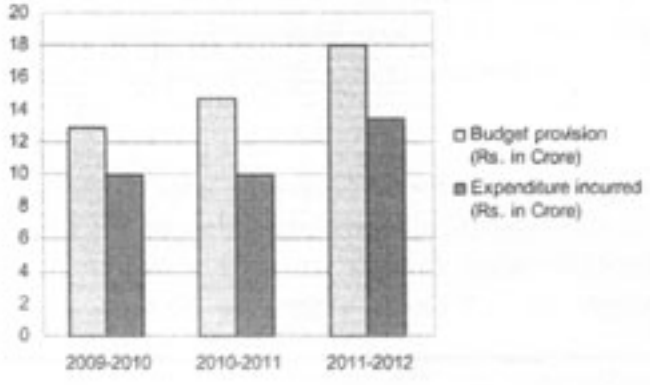
গত একবছরে এই দফতর যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে:

সরকার এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন:

বই কেনা থেকে শুরু করে ভবন নির্মাণ বা পুনর্গঠন, সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির সার্বিক মানোন্নয়ন সাধনে এগিয়ে চলেছে এই দফতর। উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন বই ও পাঠাগারের জন্য নতুন আসবাবপত্র কেনা, জেলায় জেলায় বইমেলার আয়োজন ও পাঠাগারগুলিতে কমপিউটার বসিয়েছে রাজ্য সরকার।

উন্নয়নের হার ধরা পড়ছে অঙ্কের হিসেবেই।

- ২০০৯-১০ সালে সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ হয় ১২.৮৪ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৯.৯২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।
- ২০১০-১১ সালে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হয় ১৪.৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে খরচ হয় ৯.৮৭ কোটি টাকা।



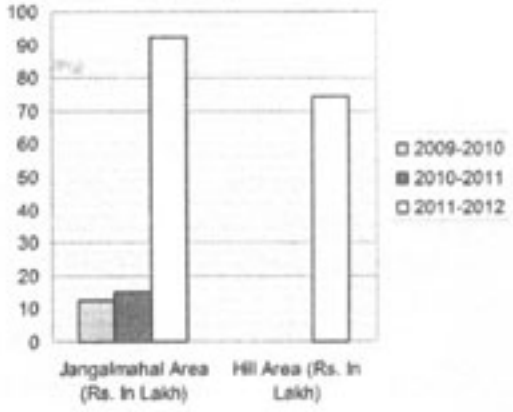
- ২০১১-১২ সালে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে হয়েছে ১৮.০২ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে ১৩.৪২ কোটি টাকা, যা সাম্প্রতিক অতীতে নজিরবিহীন।

জঙ্গলমহল এলাকা:

- বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে জঙ্গলমহল এলাকার গ্রন্থাগারগুলির দিকে। গত দু'টি অর্থবর্ষে যেখানে যথাক্রমে ১২.৮ এবং ১৪.৮৬ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেটাই ২০১১-১২ সালে দাঁড়িয়েছে ৯২.৪৬ লাখে।

পাহাড়

- পাহাড় প্রসঙ্গে আগেই জানিয়ে রাখা ভালো, পূর্ববর্তী দু'টি অর্থবর্ষে



পাহাড়ের গ্রন্থাগারগুলির জন্য কিছুই বরাদ্দ করা হয়নি। কিন্তু ভবন নির্মাণের জন্য দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার গ্রন্থাগারগুলিকে ২০১১-১২ সালের জন্য দেওয়া হয়েছে ৭৪.৫৪ লক্ষ টাকা।

বিশেষ প্রয়োজনীতার ছাত্রদের জন্য সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

বিশেষ প্রয়োজনীয়তার পড়ুয়াদের সহায়তাপ্রাপ্ত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই তহবিল। এই ধরনের স্কুলগুলির নির্মাণ, পুনর্গঠন, টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ কেনা ইত্যাদির জন্য এই খাতে আলাদা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল ৯৪২ লাখ টাকা। এর মধ্যে খরচ হয়েছিল ৩১৩ লাখ টাকা। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে বাজেটে বরাদ্দ করা হয় ৮৪২ লাখ টাকা। এর মধ্যে খরচ হয়েছিল ২৪৭ লাখ টাকা। সেখানে ২০১১-১২ সালে বাজেট বরাদ্দ করা হয় ৮০০ লাখ টাকা। এর মধ্যে

খরচ করা হয়েছে ৩৮৭ লক্ষ টাকা, যা আগেরবারের তুলনায় প্রায় ৫৭ শতাংশ বেশি।

সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোম

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অসহায় ছেলেমেয়েদের রাজ্যে সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হোমের সংখ্যা ৪৯। এ ছাড়াও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মেয়েদের হোমের সংখ্যা ৫। পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং হোমের বাসিন্দাদের জন্য আলাদা ভাবে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে সরকার। গত অর্থবর্ষের আগের দু'টিতে যথাক্রমে ৪৭২ এবং ৩৪৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১১-১২ সালে খরচ করা হয়েছে ৪২৭ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৫০ লক্ষ টাকা।

নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং লক্ষ্যপূরণ

- সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের মাসের পয়লা তারিখেই বেতন দেওয়া হচ্ছে।
- সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি অধ্যুষিত এলাকায় কেবল মহিলাদের জন্য আলাদা গ্রন্থাগারের সূচনা।
- তৃণমূল স্তর থেকে গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ। গ্রামীণ এলাকার ২০০টি গ্রন্থাগার কমপিউটারচালিত করার উদ্যোগে বিভিন্ন যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ কেনার কাজে গতি এসেছে। সমান্তরাল ভাবে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও। ই-গভন্যান্স পদ্ধতির জন্য ১৭০টি টাউন লাইব্রেরি এবং গ্রামীণ এলাকার ২০০টি গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়া হবে।
- কমপিউটারচালিত প্রকল্পের আওতায়, কমিউনিটি ইনফরমেশন সার্ভিসের মাধ্যমে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার এবং ৩৭০টি শহরাঞ্চল এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হবে।
- রাজ্য সরকার পরিচালিত এবং এই দফতরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকা 'বিশেষ' বা 'স্পেশ্যাল স্কুল'গুলির শিক্ষার পরিবেশে পরিচ্ছন্নতা আনা, তাদের মানোন্নয়ন, সেগুলিকে রাজনীতিমুক্ত করা এবং স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে জরুরি পদক্ষেপ করা হবে।
- শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অক্ষমতা-যুক্ত শিশুদের এই স্কুলগুলির জন্য আলাদা সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে।
- অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই শিশুদের জন্য বর্তমান বৃত্তি পুনর্মূল্যায়নের প্রস্তাব খতিয়ে দেখার জন্য কমিটি গঠন।
- আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য রাজ্যে ১০টি মডেল স্টেট ওয়েলফেয়ার হোম তৈরির সিদ্ধান্ত। হোমগুলি হবে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এলাকায়। একটি হবে রাজারহাটে।
- প্রতিটি জেলার একটি বিশেষ বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত।
- কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পের আওতায় পিপিপি মডেলে বিশেষ স্কুল খোলার উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

★★★★★

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বস্ত্র



সূচনা

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বস্ত্র দফতর তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে নতুন দিশায় হাঁটতে শুরু করেছিল ২০১১-১২ অর্থবর্ষে। এই নতুন দিশা সন্ধানের উদ্দেশ্য, এর আওতায় থাকা প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, মানুষের স্বনিযুক্তিকে সহায়তা দিতে পরিকাঠামো জোগানো, কাঁচা মালের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। এককথায়, ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিতে সার্বিক বিকাশ সাধন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ

- ইএম-২: ইএম-২ ফাইল করার মাধ্যমে জেলা শিল্পকেন্দ্রকে জানিয়ে দেওয়া হয়, নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোগে উৎপাদন শুরু করার দিনক্ষণ।
- ২০১০-১১ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০১১-১২'তে ক্ষুদ্র উদ্যোগে ব্যবহৃত কারখানা ও যন্ত্রসামগ্রীতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ ইনসেনটিভ স্কিমের আওতাভুক্ত উদ্যোগসমূহ: এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগে ভর্তুকি দেওয়া হয়। ভর্তুকি দেওয়া হয় সুদে, ছাড় দেওয়া হয় বিদ্যুৎ মাশুলেও। উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে উৎসাহদান।
- ২০১১-১২ সালে তার আগের অর্থবর্ষের তুলনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিমের অধীনে থাকা প্রকল্পের সংখ্যা ১৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে দেওয়া ভর্তুকি খাতে অর্থের পরিমাণ ৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উদ্যোগপতি গড়ার কর্মসূচি: যাঁদের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনা আছে, তাঁদের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের উদ্যোগপতি গড়েপিঠে নেওয়া এই দফতরের কাজের অন্যতম অঙ্গ।
- ২০১০-১১ অর্থবর্ষের তুলনায় পরবর্তী বছরে, এই কর্মসূচির অধীনে থাকা সম্ভাবনাময়দের সংখ্যা ২৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তহবিল খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬৩ শতাংশ।

হস্তশিল্প

- হস্তশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস: হস্তশিল্পীদের দক্ষতা বাড়াতে একাধিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ২০১০-১১ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০১১-১২ সালে এই প্রকল্পে প্রশিক্ষিতের সংখ্যা ৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা: হস্তশিল্পী, কুটিরশিল্পী ও ক্ষুদ্রশিল্পীদের তৈরি সামগ্রী বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে দেওয়াও এই দফতরের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে এঁদের পসরা সাজিয়ে বসানোর বন্দোবস্ত করতে হয় দফতরকে। আবার দফতরের তরফেও মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
  ২০১১-১২ আর্থিক বছরে তার আগের বছরের তুলনায় , রাজ্যস্তরের প্রদর্শনীতে হস্তশিল্পীদের বিক্রি বেড়েছিল ৩১ শতাংশ। জাতীয় স্তরে সেই বিক্রির হার বেড়েছে ১০ শতাংশ
- প্রবীণ (ষাটোর্ধ্ব) ও অশক্ত হস্তশিল্পীদের জন্য বার্ধক্যভাতা বাড়িয়ে মাসে ৭৫০ টাকা করা হয়েছে। এই খাতে গত অর্থবর্ষের তুলনায় ৩০ শতাংশ খরচ বাড়িয়েছে সরকার।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসআইডিসি লিমিটেড)

- ২০০৯-১০ আর্থিক বর্ষে এই নিগমের লেনদেনের পরিমাণ যেখানে ছিল ৩,৮৪৪.০৪ লক্ষ টাকা। ২০১০-১১'তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,০১৭ লক্ষ টাকা। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে এই নিগমের লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২৩৮.৬৫ লক্ষ টাকায়। লাভের পরিমাণও বেড়েছে উত্তরোত্তর। গত অর্থবর্ষে নিগমের লাভের অংক ৩২৫ লাখ টাকা।

খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প

গত কয়েকটি অর্থবর্ষের খতিয়ান—

- ২০১০-১১ সালে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পে মোট উৎপাদন ছিল ৮৩,৪০৬.২২ লক্ষ টাকা এবং কর্মসংস্থান হয়েছিল ৭,৩২,৬৫৬ জনের। ২০১১-১২ সালে মোট উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৯০৬৭০.১৯ লক্ষ টাকা। কর্মসংস্থানও বেড়েছিল পাল্লা দিয়ে। সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ৭,৪৭,৩৬৯-এ।
- গত তিনটি আর্থিক বছরে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পে রাজ্য সরকারের ব্যয়ের হিসেব—

  ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালে রাজ্য ব্যয় করেছিল ২৭৪ লক্ষ, ৩৩৪ লক্ষ এবং ৭৬০ লক্ষ টাকা। সরকারের এই ব্যয়বৃদ্ধি থেকে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালে উপকৃত হয়েছেন যথাক্রমে ৭৫০, ১০২২ এবং ২৮৪০ জন হস্তশিল্পী।
- গত তিনটি অর্থবর্ষে হস্তশিল্পের উন্নতিকল্পে রাজ্যের ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণও নিয়মিত বেড়েছে। ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং

২০১১-১২ সালে রাজ্য সরকারের পরিকল্পিত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ২,৭৯৯.১৮ লক্ষ, ৬৩৮৩.৬৮ লক্ষ এবং ৬৪৮০.৮৮ লক্ষ টাকা।

- হস্তশিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়, গ্রুপ অ্যাপ্রোচ প্রোজেক্ট এবং সুসংহত হস্তশিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মার্কেটিং ইনসেনটিভ স্কিম--

২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালে সরকার ব্যয় করেছিল যথাক্রমে ৩১৭.৮২ , ৭৩৬.৫৫ এবং ১৫৮৫.১১ লক্ষ টাকা।

- **তুঁতে রেশম উৎপাদন:** ২০১১-১২ অর্থবর্ষে রাজ্যে তুংতে রেশম উৎপাদনের হার উর্ধ্বমুখী। ২০০৯-১০ সালে যা ছিল ১৭৯০ মেট্রিক টন, তা পরবর্তী দু' বছরে বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৮৫ মেট্রিক টন এবং ১৯২৩.৭৮ মেট্রিক টন।
- **ন্যাচরাল ফাইবার মিশন:** রাজ্যের ১১টি পিছিয়ে থাকা জেলায় (দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, বীরভূম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা) গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার প্রাকৃতিক তন্তু মিশন প্রকল্পের রূপরেখা স্থির করেছে। প্রাকৃতিক তন্তু বলতে বোঝায় মাদুর, বাঁশ, বাবুই ঘাস, সিসাল ঘাস, পাট, ছোবড়া, রেশম, তুলো ইত্যাদি থেকে জাত তন্তু।

ক) দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মপোযোগী করে তোলা।

খ) হস্তশিল্পীদের কাজের সরঞ্জাম জোগান দেওয়া।

গ) গণ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন।

ঘ) কমন ফেসিলিটি সেন্টার গঠন।

ঙ) কমন ন্যাচরাল ফাইবার সেন্টার তৈরি।

এই প্রকল্পে ২৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ট ফান্ড (বিআরএফজি) থেকে।

গ্রামীণ হাট

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎসাহ জোগাতে ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, আলিপুরদুয়ার এবং পুরুলিয়ায় গ্রামীণ হাটের আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। যার এক-একটির জন্য খরচ পড়বে প্রায় ৩ কোটি টাকা। অর্থের জোগান আসবে ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ট ফান্ড (বিআরএফজি) থেকে।

ডিজাইন ক্লিনিক স্কিম

- ডিজাইন বিকাশ, পণ্যের উন্নতি ও উৎপাদন মূল্যের সঙ্গে বিক্রয় মূল্যের সাযুজ্যের কথা মাথায় রেখে, ২৯টি ক্লাস্টারকে চিহ্নিত করে ডিজাইন ক্লিনিক যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ন্যাশনাল ম্যানুফাকচারিং কমপিটিটিভনেস প্রকল্পের আওতাভুক্ত এই যোজনার প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ২০.৬১ লক্ষ টাকা।

আর্বান হাট

- দিল্লির অনুকরণে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরে একটি 'আর্বান হাট' তৈরি করা হয়েছে। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে ও বীরভূমের শান্তিনিকেতনে এ রকম আরও দু'টি হাট প্রস্তুতির পথে। একটি আর্বান হাট গড়ে তোলা হবে শিলিগুড়িতেও। সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টারের জন্য বারুইপুরে কমন ফেসিলিটি সেন্টার গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ।

সচিত্র পরিচয়পত্র ও স্বাস্থ্যবিমা

- এই দফতর তাঁতশিল্পী-সহ রাজ্যের সমস্ত হস্তশিল্পীকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১১-১২ সালে ১,৫৮,৯০৬ জন হস্তশিল্পীকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। আর স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা হয়েছে ৯২,৮১৯ জন হস্তশিল্পীকে।

বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থার সমীক্ষা

- ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রযুক্তিগত সহায়তায় বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থার জেলাওয়াড়ি সমীক্ষা শুরু হয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা আইএসআইয়ের।

ই-গভর্ন্যান্স

- ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে চালু হয়েছে এই দফতরের একটি নয়া ওয়েবসাইট (www.wbsidcl.com)। ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাও চালু করে দিয়েছে এই দফতর।

নতুন শিল্প কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন

- বিভিন্ন জেলায় ডব্লিউবিএসআইডিসি গড়ে তুলছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট বা শিল্পকেন্দ্র, বিশেষত বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া জেলাতে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদানে পাশাপাশি চলছে শিল্প কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও।
- অগ্নিকাণ্ড-সহ বিভিন্ন বিপর্যয়ের মেকাবালা করতে রাজ্য সরকার, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর ও কলকাতা পুরসভার সহায়তায় আগুন মোকাবিলার ব্যবস্থাপনা করেছে ডব্লিউবিএসআইডিসি। কলকাতায় বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রে নজরদারি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ।

খাদি প্রকল্পের আওতায় বাজার বিকাশ সহায়ক যোজনা

- রাজ্যের খাদি-শিল্পীদের কল্যাণে ও খাদি, মসলিন এবং রেশমের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাজার বিকাশ সহায়ক যোজনা চালু করেছে সরকার। এই যোজনার আওতায় বার্ষিক উৎপাদনের উপর দশ শতাংশ হারে আর্থিক সাহায্য করা হবে খাদি-শিল্পীদের।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় অংশগ্রহণ

- রেশম-খাদি প্রকল্পে কৃষি দফতরের সহায়তা পেতে খাদি-শিল্পকে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অন্তর্ভুক্ত করেছে রাজ্য সরকার।

মেগা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রকল্প

- রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ক্লাস্টার পদ্ধতির উপর গুরুত্ব প্রদান। গোটা মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার

একাংশ নিয়ে একটি বিরাট হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ১০১.৬৮ কোটি টাকা। নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির অনুমোদনের জন্য জেলাস্তরে এক জানালা ব্যবস্থা প্রণয়ন।

তন্তুবায়দের কারখানা-মূল্যে সুতো সরবরাহ (মিল গেট প্রাইস স্কিম)

- কারখানার উৎপাদনমূল্যে যোগ্য তাঁতিদের সুতোর জোগান দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সুতো-সহ অন্যান্য কাঁচামাল কারখানার উৎপাদনমূল্যেই তাঁতিদের নিয়মিত সরবরাহ করে তাঁদের পেশাসুরক্ষা নিশ্চিত করা। ২০১১-১২ সালে সুতোর ওপর দশ শতাংশ হারে ভর্তুকিও দিতে শুরু করেছে সরকার।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি

- রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক নদিয়ার শান্তিপুরে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি' গড়তে রাজি হয়েছে। এটি হবে দেশের প্রথম সারির কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম।

তন্তুবায়দের পরিচয়পত্র

- ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ ২৯১৬২০ জন তাঁতিকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য তাঁতিদের মধ্যে সচিত্র পরিচয়পত্র বণ্টন করার কাজ চলছে।

তন্তুবায়দের ক্রেডিটকার্ড

- সমস্ত নথিভুক্ত তাঁতিকে ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই দফতর। ওই কার্ডের ভিত্তিতে মূলধন বাবদ ২লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩ বছরের জন্য কম সুদে ঋণ পাবেন তাঁতিরা। ইতিমধ্যেই ১৩,৬০০টি আবেদনপত্র অনুমোদন করা হয়েছে।

পিছিয়ে পড়া জেলায় সুসংহত হস্তশিল্প বিকাশ

- **দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জন্য এই প্রকল্পের আওতায় একটি পরিকল্পনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অর্থ যোগাবে ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ট ফান্ড বা বিআরজিএফ। ব্যয় হবে ৪৬.৭৭ কোটি টাকা। এ কাজে যুক্ত হবেন ১১,১৫৩ জন হস্তশিল্পী। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বীরভূমে ১৬টি মিনি হ্যান্ডলুম প্রজেক্টের অনুমোদন আদায়ের চেষ্টা শুর করেছে এই দফতর। আনুমানিক ব্যয় হবে ১৫.৫৬ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রেও সেই বিআরজিএফ-এর আর্থিক সাহায্যই চাওয়া হবে। জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অফ গুডস (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, ১৯৯২-এ আওতায় ২০১১-১২ আর্থিক বছরে ধনেখালির তাঁতের শাড়ি আর বালুচরিকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।**

পাওয়ারলুম, হোসিয়ারি এবং রেডিমেড বস্ত্রের ক্ষেত্র

এই ক্ষেত্রের চাঙ্গা বাজার দেখে রাজ্য সরকারও এর বিকাশ ও বৃদ্ধিতে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

- প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।
- যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ
- কমন ফেসিলিটি সেন্টার গড়ে তোলা
- শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট

গুটি চাষ (সেরিকালচার)

গুটি চাষের উন্নয়নের জন্য গৃহীত নতুন উদ্যোগ—

- সম্প্রতি বস্ত্র অধিকরণ ভিভোলটাইন গুটি বা রেশম কীট উৎপাদনের প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে।
- ২০১০-১১ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০১১-১২ আর্থিক বছরে রোগ ও ক্ষয়মুক্ত গুটির চাষ অনেক বেড়েছে (৫৬,৫০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৯,০০০ বিভি)।
- কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ডের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জিকা) আর্থিক সহযোগিতায় গুটি চাষের কিছু দীর্ঘকালীন সমস্যা দূর করার কাজে নেমেছে দফতর। যেমন মরসুম-নির্দিষ্ট, নিরোগ, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন, সবল, সুস্থ রেশমকীট চাষের উপায় খোঁজা।
- কালিয়াচক রেশম-গুটি বাজারে সুব্যবস্থা করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে। কমপিউটার ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা, স্বচ্ছ এবং ঝুট-ঝামেলামুক্ত বেচাকেনার সুযোগ তৈরি হয়েছে কালিয়াচকের গুটি-বাজারে।
- রাজ্যের জঙ্গলমহলে তসর শিল্পে বিশেষ নজর দিয়েছে সরকার। তসর ক্ষেত্রে ২০১০-১১ সালে শস্য বীমার সুবিধা পেয়েছিলেন ১২৪৪ জন। নতুন সরকার আসার পর ২০১১-১২ অর্থবর্ষে তসর ক্ষেত্রে শস্যবীমার সুবিধা পেয়েছেন ১৭৯৩ জন।
- মুগা চাষের পরিমান বাড়াতে এবং স্বনির্ভর হতে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে সরকার সুনির্দিষ্ট কতকগুলি পদক্ষেপ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী শুনলে খুশি হবে এরাজ্য থেকে এখন নিয়মিত হারে অসমে মুগা রফতানি করা হচ্ছে। অথচ একদিন পশ্চিমবঙ্গই মুগার জন্য অসমের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকত।
- মালদায় রেশম পার্ক স্থাপন। মালদায় একটি রেশম পার্ক গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই রেশম পার্ক হবে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় সুসজ্জিত, যা রেশমশিল্পকে চাগাড় দেবে।
- সেরিকালচারের সঙ্গে যুক্ত গরিব চাষিদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার যে প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থা চালু করেছে তার সুযোগ পাবেন গরিব রেশম চাষিরাও। এজন্য বস্ত্রঅধিকরণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। রেশম চাষিদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডও দেওয়া হচ্ছে।

*****

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা



সূচনা

রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কল্যাণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের দায়িত্ব সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের। **মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সি এবং জৈনরা** পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যাদের মিলিত জনসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ।

রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্যপরিষেবা ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঠিক উন্নয়ন ঘটাতে নতুন সরকার দায়বদ্ধ।

এই কথা মাথায় রেখে গত একবছর সরকার নিরলস কাজ করে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। শুরু করেছে এমন বেশ কিছু যোজনা ও প্রকল্প, বাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সামগ্রিক জীবনযাপনের মানোন্নয়নে যা বড় অবদান রাখতে চলেছে।

- **ভাষাগত সংখ্যালঘু: উর্দু, হিন্দি, ওড়িয়া, নেপালি, গুরুমুখী এবং সাঁওতালি** ভাষাভাষী মানুষকে **ভাষাগত সংখ্যালঘু** বলে চিহ্নিত করা হবে। যে জেলা, সাব-ডিভিশন, ব্লক এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে উর্দুভাষী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ, সেখানে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে ইতিমধ্যেই বিল পেশ করে পাশ করানো হয়েছে বিধানসভায়।

- **ইমামদের প্যাকেজ:** মুসলিম সম্প্রদায়ে যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদের ইমামরা। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা ও বহু সরকারি যোজনার বাস্তব প্রয়োগের মতো সু-উদ্যোগে মানুষকে সক্রিয় করে তুলতে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নেন। কিন্তু গত সরকারের আমলে কোনও প্রয়াসের অভাবে রোজগার, আবাসন ও সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ না-পেয়ে রাজ্যে বহু ইমামই যথেষ্ট করুণ অবস্থায় আছেন। তাঁদের এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে নতুন সরকার দায়বদ্ধ।

- ইমামদের কল্যাণদের জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের পর, ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ইমামদের মাসিক ২৫০০ টাকা সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভাতা দেওয়া হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। একই ভাবে, ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে মোয়াজ্জেনদেরও মাসিক ১,০০০ টাকা সাম্মানিক ভাতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।





- ইমামদের জন্য যে অন্যান্য জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের কথা ভাবা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে নগরোন্নয়ন দফতর বা সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের মাধ্যমে শহুরে এলাকায় আবাসনের সহায়তা এবং গ্রামীণ এলাকায় ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্পে সহায়তা। পেশাদার কোর্স-সহ সবস্তরের শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড পাবেন ইমামদের ছেলেমেয়েরা।
- **সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে সরকার। আগেই জমা পড়া আবেদনগুলির নিষ্পত্তি হবে খুব শিগগিরই।
- **অ-সহায়তাপ্রাপ্ত মাদ্রাসা:** সংখ্যালঘু শিক্ষায় বিশেষ জোর দিতে রাজ্য সরকার ১০,০০০ অ-সহায়তাপ্রাপ্ত মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। **মাদ্রাসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ৬৫০টি শিক্ষকপদ। রাজ্যের ৬০৯টি মাদ্রাসার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা এখন মাসের প্রথম দিন ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন পাচ্ছেন।**
- **বৃত্তি ও ঋণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা ও সাহায্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর বিভিন্ন বৃত্তি বা ঋণ যোজনার আওতায় ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে ২৬৯.৪৭ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।**

আর্থিক সহায়তার বিবরণ নিম্নরূপ:

- **মাদ্রাসার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির গরিব ছাত্রীদের জন্য উৎসাহ ভাতা দেয় সরকার।** ২০১০-১১ সালে যেখানে এই ভাতা পেয়েছিল ১,৫০,০০০ ছাত্রী (খরচ পড়েছিল ১২৮৯.৬৯ লাখ টাকা), সেখানে ২০১১-১২ সালে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২,০০,০০০-এ (খরচ পড়েছে ১৪৭৬.০৯ লাখ টাকা)।
- **প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ** খাতে ২০১০-১১ সালে যেখানে খরচ পড়েছিল ৮৫৩.৬২ লাখ টাকা এবং বৃত্তি পেয়েছিল ৪,৯০,৭১৮ জন পড়ুয়া সেখানে ২০১১-১২ সালে খরচের অঙ্কটা দাঁড়ায় ৪৪৪৫.৭৫ লাখ টাকা আর বৃত্তি পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৯,৫৫,২০৫-এ।
- **পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ** পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা গত এক বছরে অনেক বেড়েছে (৭১,২২৬ থেকে ১,১৮,৪৪১)। এই খাতে সরকার গত বছরের তুলনায় খরচও (২৫৭৬.৫০ লাখ থেকে ৪৬৮৭.২৫ লাখ টাকা) করেছে অনেক বেশি। এ বছর মেধাবী পড়ুয়াদের সংখ্যাও আগের চেয়ে বেশ বেশি। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে যেখানে ১৪,০০০ **মেধাবী ছাত্রকে স্টাইপেন্ড** দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ১৪,৫৯৭ জন মেধাবী ছাত্রকে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ভাতা দেওয়া হয়েছে।
- ২০১০-১১ অর্থবর্ষে যেখানে ৬,৫৬৯ **মেধাবী ছাত্রকে আর্থিক অবস্থার বিচারে বৃত্তি** দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ৫.২৯৩ জন মেধাবী ছাত্রকে এখনও পর্যন্ত ২০১১-১২ অর্থবর্ষে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে সব যোগ্য ছাত্রছাত্রীকে প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তি যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা এবং পেশাদার কোর্স পঠনরত সব যোগ্য ছাত্রছাত্রীকে অবস্থার বিচারে বৃত্তি যোজনার অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদে সব উচ্চ মাদ্রাসাকে উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) স্তরে উন্নীত করারও চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের।
- **আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়:** আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজারহাটে ২০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। গোরাচাঁদ রোডে প্রায় ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও একটি ক্যাম্পাস তৈরি করছে পূর্ত দফতর।
- **তৃতীয় হজ টার্মিনাল:** রাজ্যের সংখ্যালঘু জনসংখ্যা অনুযায়ী হজযাত্রার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোটা ১৫,০০০। ২০১১ সালে এ রাজ্য থেকে ৯০০০ তীর্থযাত্রী হজ করতে গিয়েছিলেন। প্রতি

বছরই সংখ্যাটা বাড়ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নতুন (তৃতীয়) হজ টাওয়ারের জন্য রাজারহাটে ৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে। নির্মাণকাজ চলছে। আগামী দিনে হজ তীর্থযাত্রীরা এতে ব্যাপক উপকৃত হবেন।

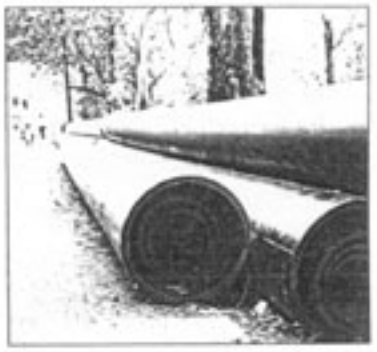
- **প্রধানমন্ত্রীর নয়া ১৫ দফা কর্মসূচি**– মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে কর্মসূচির রাজ্যস্তরীয় কমিটি। পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, দফতরের সচিব এবং মনোনীত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এতে বিশেষ লাভবান হবেন বলেই বিশ্বাস।
- **মালটি-সেক্টোরাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে।** ইন্দিরা আবাস যোজনার অনুরূপে গৃহ নির্মাণের জন্য ২৪,১৭৫টি গৃহ, ৪,৮৩৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিভিন্ন স্কুলে অতিরিক্ত ৩,৮৬৮টি শ্রেণিকক্ষ, ৩৭৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৬,২১৩টি নলকূপ/হ্যান্ডপাম্প তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ইতিমধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪৫৪.৩ কোটি টাকা। এমএসডিপি যোজনায় রাজ্যের সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত অঞ্চলে ছ'টি আইটিআই ও দু'টি পলিটেকনিক গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের সূত্র ধরেই, অসংখ্যালঘু-অধ্যুষিত জেলাগুলির সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত ব্লকে ইন্টিগ্রেটেড মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট যোজনা চলতি আর্থিকবর্ষে গৃহীত হয়েছে।
- **দফতরের বাজেট গত বছরের তুলনায় ৭৩ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৩০ কোটি থেকে ৫৭০ কোটি টাকা করা হয়েছে**
- **দক্ষতা বিকাশ, কর্মশিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ এবং স্ব-নিযুক্তির জন্য ঋণ:** দশ হাজারেরও বেশি সংখ্যালঘু যুবাকে সম্প্রতি অন্তরপ্রেনারশিপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১০-'১১ সালে যেখানে স্বনিযুক্তি ঋণ, শিক্ষাঋণ ও ক্ষুদ্রঋণ বাবদ সরকার ৮.৩২ কোটি টাকা খরচ করায় ১০,৪০০ জন সংখ্যালঘু ভাইবোন উপকৃত হয়েছিলেন, সেখানে ২০১১-'১২ সালে এই খাতে নয়া সরকার ১০.৫৫ কোটি টাকা খরচ করায় উপকৃত হয়েছেন ১৫,১০১ জন সংখ্যালঘু মানুষ। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে যেখানে এই খাতে সরকারের খরচ পড়েছিল ১.১৬ কোটি টাকা, সেখানে ২০১১-১২ সালে সেই খরচ বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১.৪৫ কোটি টাকায়।
- সংখ্যালঘু-সহ সব সম্প্রদায়ের কর্মান্বেষী যুবক-যুবতীদের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে **এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক।** সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সংক্রান্ত তথ্য পাবেন অনিয়োজিত শিক্ষিত যুবরা। মনে করা হচ্ছে, চলতি বছরে এই ব্যাংকের মাধ্যমে ১০,০০০ জনের কর্মসংস্থান হবে।
- দরিদ্র-সংখ্যালঘু পরিবারের জন্য **'গীতাঞ্জলি'** (আমার বাড়ি) প্রকল্পের কাজ চলছে উত্তর চব্বিশ পরগনা, বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে।
- অবমাননা ও অনুপ্রবেশ থেকে বিভিন্ন কবরখানাকে রক্ষা করতে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই খাতে গত অর্থবর্ষের (৭৬.২৮ লাখ টাকা) তুলনায় অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে (৯০০ লাখ টাকা)। সাহায্যপ্রাপ্ত কবরখানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে (১৩ থেকে ১৩০) দশ গুণ।
- বিভিন্ন সরকারি যোজনা সম্পর্কে তথ্য পেতে এবং তাদের প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আঠেরোটি জেলাতেই গড়ে তোলা হচ্ছে সংখ্যালঘু ভবনের (সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর) শাখা কার্যালয়।

গত একবছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণে সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব:

- ৫২,৩৫০ জন শিশুর জন্য ন্যাশনালাইজড টেক্সট বুক ছাপার খাতে ১.৩১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।
- প্রাইমারি স্কুলে ২২,৫০০ ছাত্রীর পোশাকের জন্য ৪.৫ কোটি।
- মাদ্রাসায় ২০০ সায়েন্স ল্যাবের জন্য ৭০.০২ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।
- ৫০৬টি মাদ্রাসার লাইব্রেরি, রিডিং রুম প্রভৃতির উন্নতিকল্পে ৯০ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।
- দেড়শোটি মাদ্রাসায় ছাত্রীদের জন্য কমন রুম, শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা হেতু ৩.৫০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।
- ৬২০টি মাদ্রাসার আসবাব ও যন্ত্রাদির জন্য ২.৩০ কোটি খরচ।
- ১৫০টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ খাতে ২২.২৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।
- জেলা, জোন ও রাজ্যস্তরে কোচিং ক্যাম্প ও স্পোর্টস মিট আয়োজন করতে খরচ করা হয়েছে ৮৮.৯৫ লাখ টাকা।
- কারমাইকেল/বেকার হস্টেল ফর মাইনরিটিজের সম্প্রসারণ/সংস্কারের জন্য ১.৫০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।
- ১০.৫২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে সংখ্যালঘুদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান খাতে।
- দুঃস্থ সংখ্যালঘু মহিলাদের আবাসন তৈরিতে ৩.৭৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।
- মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণে ৪.৮৭ কোটি। সব কাজই চলছে।
- সংখ্যালঘু মহিলাদের ক্ষমতায়নে (দুঃস্থ সংখ্যালঘু মহিলাদের প্রদত্ত ঋণ) ব্যয় হয়েছে ১ কোটি টাকা।
- জেলায় জেলায় মাইনরিটি ভবন নির্মাণে ৭ কোটি টাকা জেলায় দেওয়া হয়েছে।

*****

পৌর বিষয়ক



সূচনা

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর গতিময় নেতৃত্বে এবং মাননীয় পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সুনির্দিষ্ট অভিমত ও দৈনন্দিন পরামর্শ ও দিশার ফলশ্বরূপ, পৌর বিষয়ক দফতর গত এক বছরের মধ্যে পৌর উন্নয়নে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে রাজ্যে একটি গতিশীল ও প্রাণবন্ত পৌর প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আজ অনেকাংশেই সফল।

পানীয় জল থেকে বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা, গৃহ নির্মাণ এবং যানবাহন ব্যবস্থা থেকে নগরের সৌন্দর্যায়ন এবং সবুজায়নের লক্ষ্যে পৌরসভাগুলিতে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত রূপায়ণের জন্য পৌর বিষয়ক দফতর বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে শহরগুলিতে একদিকে যেমন নাগরিকদের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন মানোন্নয়নের চেষ্টা চলেছে, অপর দিকে শহরগুলিকে বিকাশ এবং আর্থিক উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

১. পরিকাঠামো উন্নয়নে পৌর দফতর

রাজ্যের শহর এলাকার সৌন্দর্যায়ন

রাজ্যের শহর এলাকার সৌন্দর্যায়নের কাজ প্রধানত পৌর বিষয়ক তত্ত্বধানে রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা) এই কাজে একটি নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। শহর আলোকায়নের কাজ মূলত সুডা'র তত্ত্বাবধানে পৌরসভাগুলির সঙ্গে আলোচনাক্রমে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেট রূপায়িত করছে।

- প্রথম দফায় যে ৪৫টি পুরসভায় আলোকায়নের কাজ নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল বরানগর, খড়দহ, হলদিয়া, কামাহাটি, ব্যারাকপুর, দমদম, বাঁকুড়া, কল্যাণী, বারুইপুর, সিউড়ি, বারাসত, মেমারি, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, রামপুরহাট, বোলপুর, কালনা, হাবড়া, রানাঘাট, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তারকেশ্বর, পানিহাটি, হুগলি-চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া, রাজপুর-সোনারপুর, জয়নগর-মজিলপুর, ডায়মন্ড হারবার, কাঁচড়াপাড়া, উত্তরপাড়া-কোতরং, ডানকুনি, শ্রীরামপুর, উলুবেড়িয়া, আসানসোল পৌরনিগম, খড়্গপুর, নলহাটি, দুর্গাপুর পৌরনিগম, পাঁশকুড়া, তমলুক, কোন্নগর, চন্দননগর পৌরনিগম, সাঁইথিয়া, বিধাননগর, বিষ্ণুপুর।
- এ ছাড়া, ক) উলটোডাঙা থেকে বারাসত পর্যন্ত ২০ কিমি রাস্তাব্যাপী এবং খ) আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে যশোর রোডে এয়ারপোর্ট গেট নং ১ পর্যন্ত ৮ কিমি ব্যাপী রাস্তার আলোকায়নের কাজ শুরু হচ্ছে।
- কলকাতা পৌর নিগম কলকাতা সৌন্দর্যায়নের জন্য জন্য একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে গঙ্গা নদীতীরে সৌন্দর্যায়ন, কলকাতার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকাগুলি থেকে বিজ্ঞাপন ফলকগুলির প্রতিস্থাপন, বিভিন্ন এলাকার আলোকায়ন এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি।
- নবদিগন্ত শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষও ভিআইপি রোডে হলদিরাম থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আট কিমি রাস্তা আলোকায়নের কাজ শুরু করেছে।

পানীয় জল সরবরাহ

- রাজ্য সরকার রাজ্যের সমস্ত শহর এলাকায় বিশেষত ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য বদ্ধপরিকর।
- আর্বান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউন্স (ইউআইডিএসএসএমটি) বর্তমানে রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগ এবং কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার ফলে জওহরলাল নেহরু আর্বান রিনিউয়াল মিশনের অন্তর্ভুক্ত ইউআইডিএসএসএমটি প্রকল্পে রাজ্যের জন্য ধার্য বরাদ্দের অতিরিক্ত নিম্নোক্ত আটটি শহরের জল প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে।

❖ এগরা	—	১৪.৯৭ কোটি টাকা
❖ বীরনগর	—	৯.৭৭ কোটি টাকা
❖ চন্দ্রকোণা	—	১৫.৫৭ কোটি টাকা
❖ ইংলিশবাজার	—	৪১.৪০ কোটি টাকা
❖ রামজীবনপুর	—	১১.০১ কোটি টাকা
❖ সাঁইথিয়া	—	১৩.০০ কোটি টাকা
❖ বালুরঘাট	—	৪১.৬০ কোটি টাকা
❖ কোচবিহার	—	৩৬.৩৫ কোটি টাকা

অন্য দিকে বিগত এক বছরে তিনটি জলপ্রকল্প শেষ হয়েছে—
❖ কৃষ্ণনগর ❖ তমলুক ❖ নলহাটি।

বিশেষ পশ্চাদপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল

- রাজ্যের খরাপ্রবণ এলাকার নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পাঁচটি শহরে ২১০.৮৭ কোটি টাকা প্রকল্প 'পশ্চাদপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল' থেকে বিশেষ ভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- উক্ত পাঁচটি শহর হল— পুরুলিয়া (৫৬.৩৫ কোটি টাকা), রঘুনাথপুর (১৭.৪৪ কোটি টাকা), বিষ্ণুপুর (৩৫.৮৪ কোটি টাকা), সোনামুখি

(১৫.৪৪ কোটি টাকা), খড়গপুর (৮৫.৭৯ কোটি টাকা)।

- রাজ্যের শহর এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পৌর বিষয়ক দফতর একটি অভিমুখ পত্র প্রস্তুত করেছে। এর দ্বারা পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় শহর চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধে হবে।

পরিকল্পনা খাতে অর্থবরাদ্দ

- বিগত আর্থিক বর্ষে মোট ১,০৬৮.৯৮ কোটি টাকা পৌরসভাগুলিকে দেওয়া হয়েছে।
- **পরিকল্পনাখাতে পৌরসভাগুলিকে দেওয়া হয়েছে:**
  - ❖ পৌর এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প (রাস্তা, নিকাশি, কালভার্ট, ই-গভন্যান্স ইত্যাদি)— ৯৩.৭৯ কোটি টাকা
  - ❖ নগর এলাকায় জল সরবরাহ প্রকল্প (জেএনএনইউআরএম ব্যতীত) — ৯৮.৪৮ কোটি টাকা
  - ❖ জেএনএনইউআরএম (ইউআইডিএসএসএমটি/ আইএইচএসডিপি– ছোট শহরগুলির জন্য) — ২৭০.০৮ কোটি টাকা
  - ❖ নূন্যতম মৌল পরিষেবা (স্বাস্থ্য ও বস্তি উন্নয়ন ইত্যাদি) — ৩১.১৬ কোটি টাকা
  - ❖ মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প — ৩৯.৯৯ কোটি টাকা
  - ❖ পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্প — ১৬৫.৭৩ কোটি টাকা
  - ❖ ত্রয়োদশ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন অনুদান— ৯৪.১৮ কোটি টাকা
  - ❖ তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদান— ১১৭.৩৪ কোটি টাকা
  - ❖ পৌর ভবন নির্মাণ— ৫.১৬ কোটি টাকা
  - ❖ অন্যান্য — ৮০.১১ কোটি টাকা

অর্থাৎ মোট দেওয়া হয়েছে ১০৬৮.৯৮ কোটি টাকা

- বিগত অর্থবর্ষে পরিকল্পনাখাতে খরচের পরিমাণ পূর্বতন বৎসরগুলির তুলনায় সর্বাধিক।

আর্বান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউন্স (ইউআইডিএসএসএমটি):

- এই প্রকল্পের মাধ্যমে মিশন এলাকা বহির্ভূত ছোট এবং মাঝারি শহরগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়।
- নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক আরও ৮টি জল সরবরাহ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে।
- এখনও পর্যন্ত ৫৬৯.৩২ কোটি টাকা মূল্যের ৩৪টি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে।
- এই প্রকল্পগুলির মধ্যে ৩০টি পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত (খরচ ৩১৬.৬১ কোটি টাকা), ২টি নিকাশি (খরচ ৪৯.২২ কোটি টাকা), একটি পয়ঃপ্রণালী (খরচ ১২.৫১ কোটি টাকা) এবং আর একটি বাইপাস নির্মাণের (৭.৩০ কোটি) প্রকল্প রয়েছে।
- গত তিন বছরে, একটি ট্রান্স-মিউনিসিপ্যাল রোড প্রকল্প এবং ৫টি জল সরবরাহ প্রকল্প চালু করা হয়েছিল, যার মধ্য ৩টিই হয়েছে গত বছর।
- গত এক বছরে মোট ৬৮.৬৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যা তার আগের বছরের চেয়ে বেশি।
- ক্রমাগত বেড়ে চলা খরচ সামাল দিতে, এই প্রকল্পগুলির বর্ধিত মূল্যের ভার রাজ্য সরকারকেই বহন করতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার গত বছর এ বাবদ ২৩ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

দরিদ্র শহরবাসীর জীবনমানের উন্নয়ন

নগরায়নের দ্রুত প্রসারের পাশাপাশি দরিদ্র শহরবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল দরিদ্র মানুষের কাছে বিভিন্ন পৌর পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পৌর বিষয়ক দফতর অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা, সুসংহত স্বল্পমূল্যে শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্প, বেসিক সার্ভিসেস ফর আর্বান পুওর, ইন্টিগ্রেটেড হাউসিং এন্ড স্লাম ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি অত্যন্ত সফল ভাবে রূপায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি, নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্প, দরিদ্র শহরবাসীর জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদিও সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হচ্ছে।

ইন্ট্রিগ্রেটেড হাউজিং অ্যান্ড স্লাম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইএইচএসডিপি)

- ❖ বস্তিবাসীর জন্য গৃহনির্মাণ এবং বস্তির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র শহরবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ❖ এ পর্যন্ত ৮০টি মিশন বহির্ভূত পৌরসভার জন্য ৯৪টি প্রকল্পে, ৯২৫.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৫২,৫৯১টি গৃহ নির্মাণ ও বস্তিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।
- ❖ এখনও পর্যন্ত ৬১৫.৬৫ কোটি টাকা পৌরসভাগুলিতে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩৩.৭৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮৭ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে।
- ❖ ৩৫,৫৬০টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭,০৩৩টি গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।
- ❖ গৃহনির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির ফলে উক্ত প্রকল্পগুলির প্রকল্পমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা রাজ্য সরকারকে তা নিজস্ব বরাদ্দ থেকে প্রদান করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে এই বছরে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য এ বাবদ ৪৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করেছে।

গরীব শহরবাসীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্প

- ❖ গরীব শহরবাসীর আবাসগৃহ নির্মাণ/সংস্কারের উদ্দেশ্যে এখনও পর্যন্ত ১০১টি পৌরসভা 'সুডা'র নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এ যাবৎ ৯৯টি পৌরসভার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে যার মাধ্যমে ৩,৮৬১টি নতুন বাড়ি এবং ৭,৭৮৯টি বাড়ির সংস্কার করা হচ্ছে।
- ❖ গত বছরে ৯৭৬টি বাড়ির সংস্কার এবং ৪৫০টি নতুন বাড়ি নির্মিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে এ প্রকল্প গতি পেয়েছে।
- ❖ শহরী দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রকের পরিচালনায় 'আর্থ সামাজিক ও জাতি গণনা– ২০১১'র কাজ 'সুডা'র মাধ্যমে সকল পৌরসভায় চালু হয়েছে।
- ❖ রাজ্য সরকারের উদ্যোগ এবং শহরী দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনার সুফল হিসেবে কলকাতা ও আসানসোল মিশন শহর এলাকার ৪৭টি পৌরসভাকে রাজীব আবাস যোজনার প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা

- ❖ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত নাগরিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের

আর্থিক সাহায্যে গৃহীত শহরী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির মধ্যে এটি অন্যতম। পৌর এলাকার বেকারও স্বল্প আয়ভুক্ত ব্যক্তিদের স্বনিযুক্তির মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার ব্যবস্থা করাই এর লক্ষ্য।

- মহিলাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠী বা স্বনির্ভর দল তৈরি করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
- এ পর্যন্ত ৩৯,২১৭টি পাড়া গোষ্ঠী, ৩,৬৯৬টি পাড়া গোষ্ঠী সমিতি এবং ৩০৬টি সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা তৈরি হয়েছে।
- স্বনিযুক্তি কর্মসূচিতে ঋণের জন্য ১,০৭,৮২৪টি আবেদনপত্র ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬,০০৭টি আবেদনপত্র অনুমোদন পেয়েছে। এ পর্যন্ত ৫,৯৯১টি ভিডব্লিউসিইউএ গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে ৪,৫৫৪টি ভিডব্লিউসিইউএ গোষ্ঠী ব্যাংকে ঋণ পেয়েছে।
- ৩৭,৪৫৪টি ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। ঐ সকল গোষ্ঠী সকল সদস্য দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত পরিবার থেকে এসেছেন। এই রকম পরিবারের সংখ্যা ৫ লক্ষ।
- এ পর্যন্ত ৯৯১৫৪ জন বেকার বা অর্ধ বেকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- ভিডব্লিউসিইউএ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় গোষ্ঠীর সদস্যগণকে উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারী সহায়তা দেওয়ার জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৌরসভা ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় স্বনির্ভর দলগুলি বিভিন্ন মেলায় অংশ নিচ্ছে।
- **গত এক বছরে ১,৮৯১টি প্লিফট ও ক্রেডিট গ্রুপ, ২৪,৮৭০ জন যুবক-যুবতী বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ১,০১৮টি ভিডব্লিউসিইউএ গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এর জন্য মোট খরচ পড়েছে ৮১.১১ কোটি টাকা।**

আইন প্রণয়ন

- পৌর বিষয়ক দফতর শহর এলাকার হকারদের জীবিকা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করেছে। যা বর্তমানে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বিবেচনাধীন আছে।
- দরিদ্র শহরবাসীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌরসভায় সুনির্দিষ্ট 'বেসিক সার্ভিসেস ফর আর্বান পুওর তহবিল' গঠনের বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩ সংশোধনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- নাগরিকদের পৌর পরিষেবা প্রদানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করার জন্য ২০১১-১২ সালে পৌরসভাভিত্তিক ৪টি মুখ্য পরিষেবা নির্দিষ্ট 'সার্ভিস লেবেল বেঞ্চমার্ক'র সরকারি প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষের জন্য অনুরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য উদ্যোগ

ই-গভর্ন্যান্স

- নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশাপূরণে এবং আরও দ্রুত পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কেইউএসপি'র সহায়তায় ৪০টি কেএমএ পৌরসভার জন্য একটি সুসংহত ই-গভর্ন্যান্স মডিউল তৈরি করা হয়েছে। ১৫টি মডিউলের মাধ্যমে এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি পরিচালিত হবে। যেমন – জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, সম্পত্তিকর, ব্যবসা সংক্রান্ত নথিভুক্তিকরণ, ওয়ার্ড ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট, জন অভিযোগ ইত্যাদি।
- এখনও পর্যন্ত সফল ৪০টি কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকাভুক্ত পৌরসভায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে এই ব্যবস্থায়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার বিভিন্ন পৌরসভার জন্য কেনা হয়েছে। ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের সঙ্গে বাকি মডিউলগুলির সংযুক্তিকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌরসভায় এই ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- কলকাতা পৌর নিগম একটি অত্যন্ত সফল প্রয়াসের মাধ্যমে কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে ই-সেবা কেন্দ্র চালু করে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা প্রদান করছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং

- পৌর বিষয়ক দফতর রাজ্য সরকারের তথ্য প্রযুক্তি দফতরের সহায়তায় প্রতিটি পৌরসভার সঙ্গে জেলা প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের সরাসরি যোগাযোগের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালুর কাজ শুরু করেছে। এর ফলে পৌর প্রশাসনের সঙ্গে দফতরের যোগাযোগ আরও সহজ হবে। বর্তমানে এই কাজ আরও ৮২টি পৌরসভায় করা হয়েছে।
- অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্ঘটনা এড়ানো লক্ষ্যে কলকাতা ও হাওড়া শহরের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা প্রজ্ঞাপিত করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে বর্তমানে চালু বিভিন্ন নির্মাণ বিধিগুলি খতিয়ে দেখে তা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের বিষয়টিও পরীক্ষা করা হচ্ছে।
- নাগরিকদের পৌরপরিষেবা প্রদানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করার জন্য ২০১১-১২ সালে পৌরসভাভিত্তিক ৪টি মুখ্য পরিষেবা নির্দিষ্ট 'সার্ভিস লেবেল বেঞ্চমার্ক'র সরকারি প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষের জন্য অনুরূপ সরকারি প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে।

পৌর নির্বাচন

- রায়গঞ্জ ও পুজালী পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে পার্বত্য এলাকার ৪টি পৌরসভায় দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে।
- ৬টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট'র সহায়তা

- ব্রিটিশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে কিছু বিষয় নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা ও সমীক্ষা করতে আগামী ২০১৫ সাল অবধি যুক্ত হতে চেয়েছে।

ইসিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে মাসিক বেতন

- পৌর বিষয়ক দফতরের অধীন সকল কর্মচারী এবং সকল পৌরসভায় কর্মরত পৌর কর্মচারীদের ইসিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে মাসিক বেতন বিলি করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ক্রমশ এই ব্যবস্থা রাজ্যের সকল শহর এলাকার বিভিন্ন সামাজিক পেনশনভোগী বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, বিধবা নাগরিকদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে যাতে তারা মাসিক পেনশন নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেতে পারেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আর্থিকভাবে দুর্বল নাগরিকদের মাসিক পেনশন ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা সম্ভব হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন



সূচনা

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর, উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিনই একটি নতুন দফতর তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। ৮ জুলাই, ২০১১ সালে দফতরটি তৈরি হয়।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা ২০১১-১২ সালের বাজেটে মঞ্জুর করা হয়েছিল, এবং উত্তরবঙ্গের বিধায়কবর্গ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সঙ্গে কথা বলে সেইমতো একটি 'প্রকল্প ব্যাংক' তৈরি করা হয়েছে।

সাফল্য

- মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর, শিলিগুড়ির হিল কার্ট রোডের বিবেকানন্দ ভবনে কাজ করতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের **ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিয়েট**।
- দফতরটির জন্য **২৩ জন অফিসার এবং কর্মীর** পদ আপাতত মঞ্জুর করা হয়েছে। এ ছাড়াও **১৯ জন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার, ২৪ জন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** এবং **৩ জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের** পদ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- **মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় গড়ে তোলার জন্য জমি দেখা হয়ে গিয়েছে।** ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।
- **জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের** কাজ শুরু হয়েছে।
- ৩১-০৫-২০১১-র হিসেব অনুযায়ী চালু প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৩৬১, যা নিয়মিত নজরদারি এবং জেলাশাসকদের সঙ্গে ক্রমাগত বৈঠকের পর ১৫৯-এ নেমে এসেছে। অর্থাৎ, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের মুখ দেখেছে।
- গঠনের পর থেকে গত দশ বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ৩৮০ কোটি টাকা। আর **নতুন সরকার একটি অর্থবর্ষের জন্যই বরাদ্দ করেছে ২০০ কোটি টাকা।**
- অর্থ দফতরের মঞ্জুর করা **২৭টি প্রকল্পের** আনুমানিক খরচের খতিয়ান তৈরি এবং প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে বলা হয়েছে পূর্ত দফতরকে, এবং এ জন্য ৪৫.৫৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ও তা পূর্ত দফতরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁদের অনুমতি নিয়ে **৮৪টি প্রকল্পের একটি প্রকল্প ব্যাংক** করা হয়েছে। এ জন্য ৫৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে অর্থ দফতর। **এই অর্থে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে।**
- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে দার্জিলিংয়ের মংপুর রবীন্দ্র ভবনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল (৮ অগস্ট, ২০১১)। আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা খরচে **রবীন্দ্র ভবনটিকে ফের সাজিয়ে তোলা হয়েছে।**
- **আদাবাড়ি ঘাট ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে জটিলতা কেটে গিয়েছে।** কোচবিহারের সিতাই এবং দিনহাটার মধ্যে দূরত্ব এই ব্রিজের ফলে অনেকটাই কমে যাবে। প্রকল্পে মোট খরচ হবে ১০২ কোটি টাকা, যার ৬০ কোটি টাকা দেবে পূর্ত দফতর এবং বাকিটা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ।
- **জলপাইগুড়ি** জেলায় **কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ** তৈরি করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ৪.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- জলপাইগুড়ির **মূর্তি এবং জলদাপাড়ার** মতো পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন ও প্রচার, **কালিম্পংয়ের** ট্যুরিস্ট লজের মেরামতি, শিলিগুড়ি দ্বারের **(মৈনাক ট্যুরিস্ট লজ)** উন্নয়ন, দার্জিলিংয়ের **তাকদায়** ইকো পার্ক গঠনের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে পর্যটন দফতরকে।
- পাঁচটি জেলা হাসপাতালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে ওষুধ, যন্ত্রপাতি, চিকিৎসার সরঞ্জাম কিনতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- **শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের** মেরামতি এবং উন্নয়নের জন্য ১২৫.৫১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢেকলাপাড়া চা-বাগান এলাকার শ্রমিকদের জন্য **শুকনো খাবার, জামাকাপড় এবং ওষুধ বিতরণ** করা হয়েছে। ওই এলাকায় **বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল** পৌঁছে দেওয়ার কাজও সম্পূর্ণ।
- শ্রম দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে **চা-বাগানে শ্রমিকদের মজুরি** সংক্রান্ত গোলমাল মেটানো গিয়েছে।
- **রায়গঞ্জ থেকে বারসোই পর্যন্ত রাস্তা** তৈরির কাজ খুব শিগগিরই শুরু হবে। এই রাস্তা তৈরি হলে স্থানীয়রা এবং এলাকার ব্যবসায়ীরা বারসোই থেকে ট্রেন ধরতে পারবেন সহজেই। বিহার সরকার জানিয়েছে, এ রাজ্যের সীমা থেকে বারসোই পর্যন্ত রাস্তা তারাই তৈরি করে দেবে।
- **কোচবিহারে** খাপাইডাঙা থেকে বোচামারি পর্যন্ত **হেরিটেজ রোডের** অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দফতর। কাজ শুরু হবে খুব শিগগিরই।
- বালুরঘাটে **নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের** অনুমোদন হয়ে গিয়েছে এবং সেইমতো অর্থও মঞ্জুর করা হয়েছে।
- মালদায় ফুলাহারের উপর **ভূতনি এবং মানিকচকের** মধ্যে সেতুর অনুমোদন হয়ে গিয়েছে। কাজ শুরু হওয়ার মুখে।
- **মালদায়** আনুমানিক ৬.২ কোটি টাকা ব্যয়ে **কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড**

শেষ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

- **আলিপুরদুয়ার ইন্ডোর স্টেডিয়ামের** অসমাপ্ত কাজ যত দ্রুত সম্ভব শেষ হবে।
- **দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে একটি মার্কেট কমপ্লেক্স** তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- **মাঝিয়ানে কৃষি কলেজের** বর্তমান ভবনটির মেরামতির জন্য অর্থ মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজ চালুর প্রক্রিয়া দক্ষিণ দিনাজপুরের এই জায়গায় শুরু হয়েছে।
- বিভিন্ন রাস্তা সারাতে **ডিজিএইচসি'কে ২০ কোটি টাকা** মঞ্জুর করা হয়েছে। **দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের মানোন্নয়ন** এবং এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করতে দেওয়া হয়েছে আরও ৭৫ লক্ষ টাকা।
- উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা দফতরকে **আরআইডিএফ প্রকল্পের** অধীনে যাবতীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি টাকা, যার মধ্যে নাবার্ড দিয়েছে ১৮ কোটি টাকা।
- জলপাইগুড়ি মেটেলি এবং মালদার গাজলে তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের আদিবাসী যুবকদের মধ্যে থেকে সম্ভাবনাময় ফুটবলার খুঁজে বার করার লক্ষ্যে **বিরসা মুন্ডা আদিবাসী ফুটবল টুর্নামেন্টের** আয়োজন করা হয়েছিল ১৪ নভেম্বর ২০১১-থেকে। আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে স্থানীয় ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল তারকা ভাইচুং ভুটিয়া।
- ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের ছয় জেলায় **উত্তরবঙ্গ উৎসব**, ২০১২-র সূচনা করেন। উত্তরবঙ্গের ১৭টি জায়গায় উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িকে মধ্যমণি করে ১০-১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উৎসব চলেছিল। **২২৬৯ স্থানীয় শিল্পী ছাড়াও কলকাতা থেকে ২৬১৯ জন প্রখ্যাত শিল্পী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের কয়েক জন খ্যাতনামা শিল্পী যেমন এসেছিলেন, তেমনই এসেছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকশিল্পীরা। কলকাতার ইজেডসিসি এবং সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় এই উৎসব হয়।** বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় মোট ৪৮৭২ জন শিশু অংশগ্রহণ করেছিল, যা ভারতে নজিরবিহীন। উত্তরবঙ্গের ৭০টি ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ১০৫০ ট্র্যাক স্যুট। এর বাইরেও প্রতিটি ক্লাবকে ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১৫ জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বকে (**জয় গোস্বামী, সন্ধ্যা রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, নচিকেতা চক্রবর্তী, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, অঞ্জন দত্ত, ভাইচুং ভুটিয়া, রঞ্জিৎ মল্লিক, উস্তাদ রশিদ খান, হরিশংকর রায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রবাহাদুর রাই, অশ্রুকুমার শিকদার**) **'বঙ্গসম্মানে'** ভূষিত করা হয়েছে। ছ' জেলার মোট ৮.৬৯ লক্ষ লোক সরাসরি এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ২.৫ কোটি মানুষ এই উৎসব দেখেছেন।
- জলপাইগুড়ির উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বীরপাড়ার মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলের ৪,৯৪৯ পড়ুয়ার জন্য ৩০টি কমপিউটার কিনতে ৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ভূমিকম্পে গুরুতর আহতদের ৫০,০০০ টাকা ও অল্প আহতদের ২৫,০০০ টাকা করে যথাক্রমে ৩৮ জন ও ১৭ জনকে দেওয়া হয়েছে। দফতরের উদ্যোগে মৃতদের দেহ কলকাতায় পাঠানো হয়। এ ছাড়াও বিজনবাড়িতে সেতু দুর্ঘটনা ও একটি বাস দুর্ঘটনায় আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে।
- চোপড়ায় শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ১০০০টি শাড়ি, ১৫০০ ত্রিপল, চিড়ে, গুড় এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি পরিবারকে ১০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
- দফতরের ওয়েবসাইটটি ইতিমধ্যেই লঞ্চ করা হয়েছে।

আগামী দিনের কাজ

- স্বাস্থ্য দফতরের সাহায্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস (নাইসেড)-এর ফিল্ড ইউনিটের জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।
- রেলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারে একটি ফ্লাইওভার বানানোর পরিকল্পনা।
- জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

*****

কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার



সূচনা

রাজ্যের আইএএস, ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ও টাইপিস্টদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক ও সংস্কারকের ভূমিকা পালন করাই কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের প্রধান কর্তব্য। লক্ষ্য, সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীদের সামগ্রিক মানোন্নয়ন। এই দফতর যে সংযুক্ত কার্যালয়গুলিকে নিয়ে কাজ করে, সেগুলি হল– ১) প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা (এটিআই), ২) রেসিডেন্ট কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ, নয়াদিল্লি, ৩) ভিজিল্যান্স কমিশন, ৪) পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন, ৫) লোকায়ুক্ত। জেলা ও মহকুমার প্রশাসনিক অফিসগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অর্থের জোগান ও তদারকি এই দফতরের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। তথ্যের অধিকার আইন (২০০৫) এবং পশ্চিমবঙ্গ লোকায়ুক্ত আইন (২০০৩)-এর মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আইনের বাস্তবিক প্রয়োগ এই দফতরের অন্যতম প্রধান কাজ।

নীতিগত সিদ্ধান্ত ও সংস্কার

- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির (গ্রুপ সি এবং ডি) সরকারি কর্মচারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৪০ বছর করা হয়েছে। তফশিলি জাতি, আদিবাসীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন।
- রাজ্যে স্টাফ সিলেকশন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন আইন (২০১১) কার্যকর করা হয়েছে। দীর্ঘসূত্রিতা এড়িয়ে গ্রুপ-বি এবং গ্রুপ-সি শ্রেণির সরকারি কর্মী নিয়োগ করাই এই কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে মে মাস থেকে চালু হয়েছে কমিশনের কার্যালয়।
- দুর্নীতিদমনে রাজ্য ভিজিল্যান্স কমিশনকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের সুপারিশ মেনে, রাজ্যের এক সদস্য বিশিষ্ট কমিশনকে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর ফলে, কাজকর্মে গতি ও দায়বদ্ধতা দুই বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি নিবারণ আইন (১৯৮৮)-এর বাস্তবিক প্রয়োগের দায়িত্ব থাকবে স্টেট ভিজিল্যান্স কমিশনের উপরেই।
- কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর-সহ মোট ১১টি দফতরে ১ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে পৃথক পৃথক ডিডিও কাজ শুরু করেছে। চলতি বছরের জুন থেকে বাকি দফতরগুলিতেও পৃথক ডিডিও কাজ শুরু করবে।
- নতুন একটি এআইএস পেনশন সেল চালু হয়েছে। এআইএস অফিসারদের পেনশনের বিষয়টি এখন এজি-বেঙ্গলের বদলে তাদেরই দেখার দায়িত্ব। ফলে, পেনশনের টাকা সরাসরি কেন্দ্রীয় তহবিল থেকেই ডেবিট হবে, রাজ্যের উপর যে সাময়িক ব্যয়ভারের চাপ পড়ে, তা আর সইতে হবে না রাজ্যকে।
- এ রাজ্যে আইএএস ক্যাডারের ব্যাপক অভাব মেটাতে কেন্দ্রকে 'মিড-টার্ম ক্যাডার রিভিউ' করার প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য। কেন্দ্র সেই প্রস্তাব অনুমোদন করায়, এ রাজ্যে আইএএস'দের 'অথরাইজড স্ট্রেংথ' ৩১৪ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৯-এ।
- আইএএস'দের ধাঁচে ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) অফিসারদের 'ইনডাকশন ট্রেনিং' পদ্ধতিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। এর ফলে, এবার থেকে অফিসারদের সিনিয়রিটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পিএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে 'ইনডাকশন ট্রেনিং'-এর প্রাপ্ত নম্বরও বিবেচ্য হবে। 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' (এটিআই)-এর উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে।
- বিভিন্ন পদ থেকে ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) পদে পদোন্নতির সুযোগ একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় আনার জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এগজিকিউটিভ) রিক্রুটমেন্ট রুলস (১৯৭৮)'-এর সংশোধন করা হয়েছে।
- ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ)-দের ভূমিকা আরও অর্থবহ করতে, তাঁদের কাজের তালিকা থেকে সেই সব কাজ বাদ দেওয়া হবে, যা একজন 'ফাংশনাল ক্যাডার' করে থাকেন।
- ই-অফিস এবং ই-গভন্যান্স চালু করার পাইলট প্রোজেক্টকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। 'সেক্রেটারিয়েট কমন ক্যাডার'দের জন্য অনলাইন গ্রেডেশন লিস্ট এবং ইলেকট্রনিক ডেটা ব্যাংক শুরুর কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
- এনআইসি-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দফতরের নয়া ওয়েবসাইট তৈরির জন্য। তারা পেনশন সেলের কাজকর্ম ও সার্ভিস রেকর্ড কমপিউটারবন্দি করার ব্যবস্থাও করবে।
- মহিলা কর্মীদের জন্য দু' বছরের 'চাইল্ডকেয়ার লিভ' চালু করা হয়েছে।

সংযুক্ত দফতর: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

- অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এটিআই) 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট উইং'-এ তিনটি শ্রেণিকক্ষ এবং একটি কমপিউটার ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে।

- সচিবালয় কর্মীদের জন্যও একেবারে আধুনিক পন্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছে এটিআই।
- কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি নতুন ১০০ আসনের আধুনিক হস্টেল তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। বিভিন্ন সরকারি দফতরে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারদের 'ইনডাকশন ট্রেনিং'ও শুরু করেছে এটিআই।

সংযুক্ত দফতর: রেসিডেন্ট কমিশনার (নয়াদিল্লি)

- 'রেসিডেন্ট কমিশনার' কার্যালয়ের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লিতে কর্মরত রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যাতে 'রেসিডেন্ট কমিশনার'-এর হাতে থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত। 'রেসিডেন্ট কমিশনার'কে রাজ্যের সচিবের সমতুল্য পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য আরও একটি ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার, একটি লিয়াজঁ অফিসার এবং তিনটি প্রোটোকল অ্যান্ড আইটি ম্যানেজারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নয়াদিল্লির বঙ্গভবনকে এ রাজ্যের মুখ হিসেবে তুলে ধরতে এবং রাজ্যবাসীর জন্য উন্নততর পরিষেবা নিশ্চিত করতে বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণ-ভার দেওয়া হয়েছে 'রেসিডেন্ট কমিশনার'কে।
- নয়াদিল্লিতে রাজ্য সরকারের সমস্ত কার্যালয়কে একছাতার তলায় আনতে ওয়েস্টবেঙ্গল রেসিডেন্ট কমিশনারের কার্যালয়ে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু হয়েছে। পোর্টালটির মাধ্যমে রেফারেন্স-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যাবতীয় ফাইলের আদানপ্রদান এবং কার্যালয়গুলির দৈনন্দিন কাজকর্মের যাবতীয় খতিয়ানেরও অনলাইন ট্র্যাকিং সম্ভব।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পর্যটকদের জন্য অনলাইন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ডব্লিউবিআইসি। সকল প্রকার তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য বঙ্গভবনে একটি 'মিডিয়া সেন্টার' চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত খবর সম্বলিত 'মিডিয়া রিফ্লেকশন' নামে একটি ওয়েবপেজ চালু করা হয়েছে।
- বিপর্যয় মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১৮০০-১১-৩৩৩০ নম্বরে এই কেন্দ্রের একটি টোল-ফ্রি ফোন পরিষেবাও চালু হয়েছে।
- নয়াদিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারের কার্যালয়কে অত্যাধুনিক ওয়েব-ব্যবস্থায় উন্নীত করা হয়েছে।

সংযুক্ত দফতর: পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন

- বকেয়া কাজ এবং মামলা মেটানোর উদ্দেশ্যে, তথ্য কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে চায় সরকার। সে জন্য আরও একজন তথ্য কমিশনারকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- তথ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ১৮টি জেলায় প্রশাসনিক কর্মীদের নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা সভার আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন (ডব্লিউবিআইসি)।
- তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়াতে, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজিতে এই আইন এবং তার আনুষঙ্গিক তথ্য ও নির্দেশিকা সম্বলিত লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- অভিযোগ জানানো এবং তথ্য জানার আবেদন যাতে অনলাইনেও করা যায়, সে জন্য 'ইলেকট্রনিক অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' নামের একটি সফটওয়্যার কাজে লাগানো শুরু করেছে সরকার।

নতুন উদ্যোগ

- তথ্য কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন, ভিজিল্যান্স কমিশন, লোকায়ুক্ত এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিকাশ ডিরেক্টরেটের মতো বেশ কয়েকটি কর্পোরেশন/ কমিশনে ডেপুটেশনের ভিত্তিতে কাজ চালানো হত। এই সব জায়গায় স্থায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- স্থানাভাব ঘোচাতে অদূর ভবিষ্যতে ডব্লিউবিআইসি 'স্টেট ইনফরমেশন কমিশন ভবন' নামে নিজস্ব ভবন তৈরি করার পরিকল্পনা করছে।
- ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া সুসংহত করার উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসে ক্যাডার-রিস্ট্রাকচারিংয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

*****

রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন



সূচনা

২০০৩ সালের আগে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সংখ্যা ছিল ৮৭। প্রথম দফার পুনর্বিন্যাসের সময় অর্থাৎ, ২০০৩-২০০৬ সালে এবং দ্বিতীয় দফার আগে অর্থাৎ, ২০০৮-২০১১ সালে ২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ হয়ে যায় এবং ৪টি সংযুক্ত উদ্যোগে পরিণত হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংখ্যা ৫৭। যার মধ্যে ১৩টি সংস্থা এই দফতরের অধীনে আছে। এই দফতরের অধীনে ৫টি সংস্থা পুনর্গঠিত হয়েছে এবং মুনাফা করছে বেশ কয়েক বছর ধরে। যদিও পঞ্চম বেতন কমিশন সুযোগ-সুবিধা কার্যকর হওয়ার ফলে সমস্যা কিছুটা হচ্ছে, কিন্তু তা-ও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে টিকে থাকতে। ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড, লিলি প্রডাক্টস লিমিটেড এবং নিও পাইপস অ্যান্ড টিউব কোম্পানি গত পাঁচ বছরে নামমাত্র উৎপাদন করেছে। ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্লাড ব্যাগ বিভাগের উৎপাদন বিগত ২০০৯ সাল থেকে বন্ধ। কিন্তু এই কোম্পানির বেলঘরিয়া কারখানাটি মোটামুটি ভালোই কাজ করছে। এ ছাড়া, ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যথা, সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন এবং ইস্টার্ন ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড কেমিক্যাল লিমিটেড ভালোই ফল করছে এবং সন্তোষজনক মুনাফাও করছে। এদের মধ্যে ম্যাকিনটোস বার্ন এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড সরকারকে লভ্যাংশও দিচ্ছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ/কর্মপন্থা নির্ধারণ

নিম্নলিখিত তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যাদের উৎপাদন নেই বললেই চলে এবং সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভর করে কর্মীদের মাইনে দিতে হচ্ছে তারা হল,

- **ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড** – ১২১ একর জমি, ১৩০ জন কর্মী, কর্মীদের বেতন বাবদ সরকারি বাজেট থেকে বছরে ২৪০ লক্ষ টাকা খরচ।
- **লিলি প্রডাক্টস লিমিটেড** – বারাসত এবং উলটোডাঙায় মোট ১২.৫ একর জমি, জমিতে কোম্পানির মালিকানা নেই, কিন্তু লিজ আছে, কর্মীসংখ্যা ৮৫, মাইনে বাবদ সরকারি বাজেট থেকে বছরে ২০০ লক্ষ টাকা খরচ।
- **নিও পাইপস অ্যান্ড টিউব কোম্পানি** – ৭১০ একর জমি, ১০৫ জন কর্মী, বেতন বাবদ সরকারি বাজেট থেকে বছরে ১৬৮ লক্ষ টাকা খরচ।
- সরকারি দফতরের সঙ্গে এই তিনটি সংস্থার পরিচালন পর্ষদ এবং অংশীদারদের কথাবার্তা চলছে যাতে কোম্পানিগুলি আবার চালু করা যায়, বা তাদের শিল্পের যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করা যায়।
- এ ছাড়াও ওই বিভাগ চিন্তাভাবনা করছে যে তারা ওয়েস্টিং-হাউস স্যানবি ফার্মার লিমিটেড, ব্রিট্যানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং গ্লুকোনেট হেলথ লিমিটেডের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে বর্তমান পরিকাঠামো কী ভাবে ব্যবহার করতে পারে।

ওই বিভাগের অধীনে যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আছে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এই রকম:

- ইস্টার্ন ডিসটিলারিজ অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড (ইডিসিএল) ২০১১-১২ সালে ২৩ লক্ষ টাকার বেশি মুনাফা করেছে।
- সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (এনপিএল) ২০১১-১২ সালে ১৬৩ লক্ষ টাকার বেশি মুনাফা করেছে।
- শালিমার ওয়ার্কস লিমিটেড (এসডব্লিউএল) ২০১১-১২ সালে ৪ লক্ষ টাকা বেশি মুনাফা করেছে।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়্যার হাউজিং কর্পোরেশন (ডব্লিউবিএসডব্লিউসি) মুনাফা করেছে ৩৭০ লক্ষ টাকা, যা আগের অর্থনৈতিক বছরের চেয়ে ৯২ লক্ষ টাকা বেশি।
- ম্যাকিনটোস বার্ন (এমবিএল) কিন্তু ২০১১-১২ সালে মুনাফা বাড়াতে পারেনি।
- জিএইচএল, ডিসিএল, বিইএল এবং ইএমএআইএল কিন্তু এখনও বিগত বছরগুলোর মতো লোকসানই করে চলেছে।

শিল্পের পুনর্গঠন

এই বিভাগে বাজেটের যে টাকা বণ্টন করা হয়, তা তিনটি খাতে করা হয়ে থাকে। যথা —

- রাজস্ব থেকে ব্যয়, মূলধন থেকে ব্যয় এবং ধার দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্জীবিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। যার সাহায্যে এই সব বন্ধ হয়ে যাওয়া / রুগ্‌ণ হয়ে যাওয়া / দুর্বল শিল্পগুলি কোনও প্রতিষ্ঠিত শিল্পের হাত ধরে বিআইএফআর-এর সাহায্যে মাঝারি/বড় শিল্পগুলির রুগ্‌ণতার হাত থেকে বেঁচে সজীব হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ২০১১-১২ সালে আগের অর্থবর্ষগুলির

তুলনায় অগ্রগতির হার বেশ ভালো।

- ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবর্ষে যেখানে বিআইএফআর-এর আওতা থেকে বেরিয়ে এসে ২৭টি ও ৩৬টি বেসরকারি রুগ্‌ণ সংস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, সেখানে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩-এ। ওই তিন বছরে, বিএফআইআর-এর আওতা থেকে বেরিয়ে আসা পুনরুজ্জীবিত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৪, ৫ এবং ৬।

  অন্য দিকে, বিআইএফআর অনুমোদিত প্যাকেজের আওতায় গত তিনটি অর্থবর্ষে রয়েছে যথাক্রমে ৪২, ২৮ ও ২৯টি বেসরকারি সংস্থা। এমন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংখ্যা যথাক্রমে ৭, ৭ ও ৮টি। রুগ্‌ণ শিল্প সংস্থার পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি অনুমোদিত শিল্প সংস্থার সংখ্যাও বেড়েছে গত আর্থিক বছরে।

- মনে রাখতে হবে, রাজ্য সরকারের অধীনে কোনও শিল্প কিন্তু বিআইএফআর-এর কাছে যায়নি কারণ রাজ্য সরকার নিজেই সর্বান্তিকরণে শিল্পগুলোকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালের ২০ মে শপথ নিয়েছিলেন। নতুন সরকার সম্পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে যাতে শিল্পগুলি চলমান থাকে এবং কর্মীদেরও চাকরি সুরক্ষিত হয়। এর সঙ্গেই আনতে হবে অর্থনৈতিক উন্নতি।

- ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার দেখেছে যে, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ দুর্বল এবং অনেক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আছে। আগের সরকার কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি যাতে ওই রুগ্‌ণ শিল্পগুলির উন্নতি হয়। ফলে রুগ্‌ণ শিল্পগুলি রুগ্‌ণই থেকে গিয়েছে।

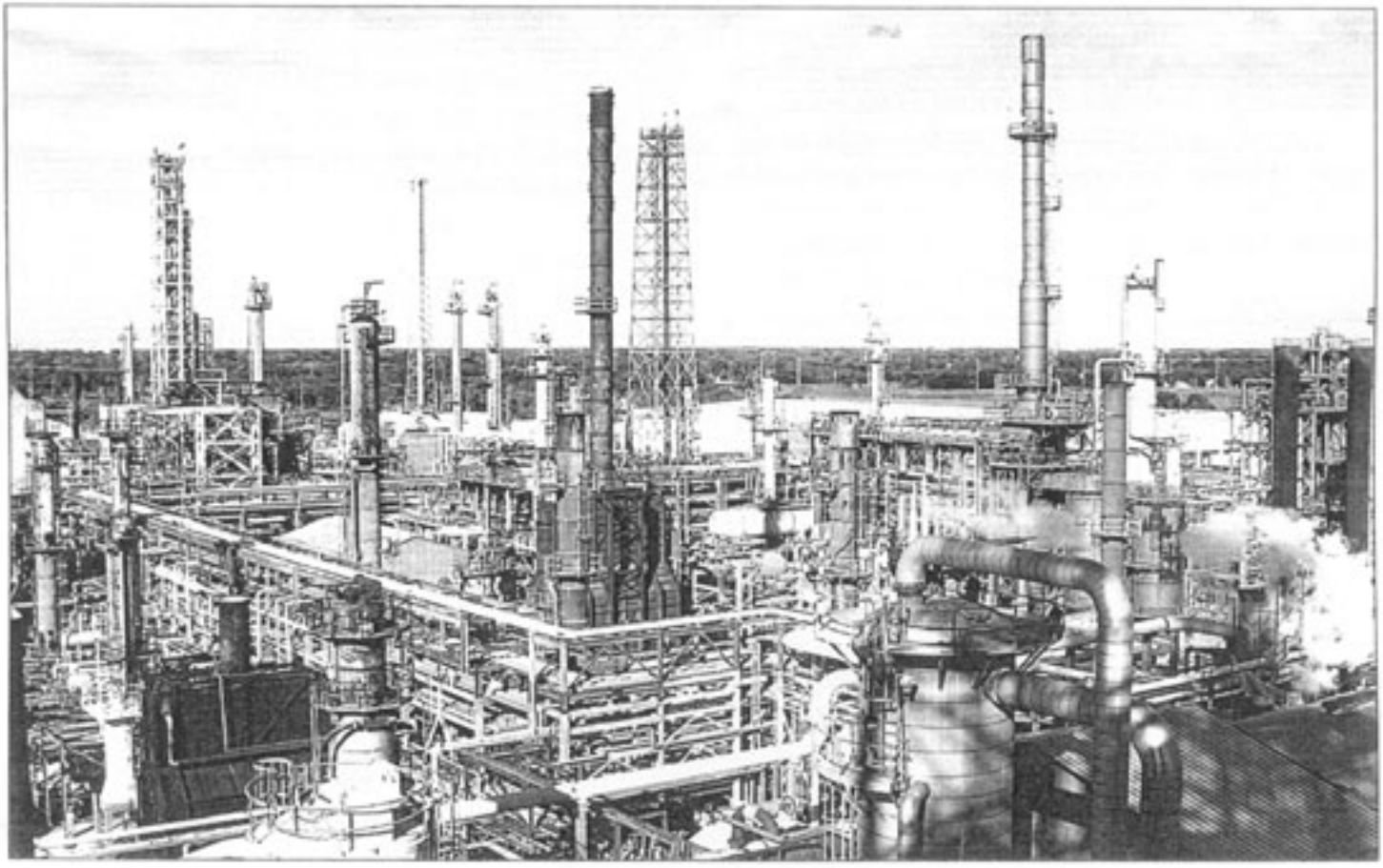
- সরকার মনোযোগ দিয়েছে সেই সব পরিকল্পনার দিকে যাতে তারা মধ্যস্থতা করে এই সব রুগ্‌ণ বা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে বা চাঙ্গা করতে পারে। সেই উদ্যোগ হিসেবেই তাদের গঠনমূলক আর্থিক সাহায্য করছে অনেকাংশে ছাড় দিয়ে, কর্মকর্তাদের সৎ পরামর্শ দিয়ে, অব্যবহার্য জমিগুলিকে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে আর্থিক লাভ করা, যাতে তারা নতুন কোনও শিল্পস্থাপন করতে পারে। এর ফলে অনেক ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক কাজ পাবেন আর আধিকারিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এর ফলে রাজ্যে উৎপাদন বাড়বে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের স্থাবর সম্পত্তির পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে।

- অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এতগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্যই এই রুগ্‌ণ শিল্পগুলি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে নতুন সরকার আসার পর। বিগত এক বছরে আমাদের অগ্রগতি এই রকম—

ক) একটি সার্বিক সমীক্ষা করা হচ্ছে বন্ধ বা রুগ্‌ণ বা দুর্বল শিল্পগুলির, যার তথ্য আমরা শিগগিরই জানতে পারব।

খ) রুগ্‌ণ বা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পগুলি যে সব জমি অধিগ্রহণ করে রেখেছে, সেগুলিকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটি জমি ব্যাংক গঠন করা, যা নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার কাজে লাগানো যাবে।

গ) সরকার স্থির করেছে, জমির প্রকৃতি পালটানো হবে না। অতিরিক্ত জমি বা বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার জমি কারখানা তৈরির কাজেই



লাগানো হবে।

ঘ) বলা হয়েছে, যে কোনও লগ্নিকারী যদি রাজ্যে শিল্পের জন্য অর্থব্যয় করতে চান, তা হলে তাঁকে অনুরোধ করা হবে যাতে তিনি প্রথমে ওই সব বন্ধ শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেন, তার পর নতুন শিল্পের প্রস্তাব রাখেন।

ঙ) ১৯৯৪ সালের শিল্প পরিকল্পনা যা পূর্বতন সরকার নিয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে নতুন পরিকল্পনা নিতে হবে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলির স্বার্থে।

চ) রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার তৈরি হবে।

ছ) প্রাথমিক ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলি খুলতে সাহায্য করতে হবে, যাতে কর্মসংস্থান হয়।

জ) পাট ও চা-শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে হবে।

ঝ) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে যাতে কেন্দ্রের অধীনে যে সব শিল্প আছে তাদের বাড়তি জমি যেন রাজ্য সরকারের নামে তারা দিয়ে দেয়।

ঞ) অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে শিল্পের উন্নতি হয়, নতুন উদ্যোগপতিরা রাজ্যে আসেন এবং ধীরে ধীরে বন্ধ বা রুগ্‌ণ শিল্পগুলিকে অধিগ্রহণ করে নতুন লাভের অংশীদার হন।

ট) বিগত এক বছরে এই দফতর রুগ্‌ণ শিল্পগুলির পুনর্বিন্যাস গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে। এই শিল্পগুলির মধ্যে আছে বেসরকারি এবং কেন্দ্রীয় শিল্পও। পুনর্গঠনের জন্য অনুদানের কাজে সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে ৬টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও ৪৩টি বেসরকারি শিল্পের। তার পুনর্বিন্যাস অনুমোদন করেছে বিআইএফআর-ও।

ঠ) রাজ্য সরকারের আর্জিতে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক দু'টি বন্ধ পাট কারখানা পরিচালনা করছে। কারখানা দু'টি ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেডের অধীনে — কিনিনসন এবং খড়দা।

ড) রাজ্য সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রক হলদিয়া এবং দুর্গাপুরে অবস্থিত হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড চালু করতে রাজি হয়েছে।

ঢ) যুগ্ম পরিচালনরত তিনটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিইএমএল, সিআইএল এবং ডিভিসি রাজি হয়েছে রাজ্য সরকারের জমি হস্তান্তর করতে, যাতে বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্গাপুরের এমএএমসি'র কারখানাটি নতুন করে চালু হতে পারে।

ণ) এই বিভাগের সাহায্যে ভারতীয় রেল বিভাগ ব্রেথওয়েট এবং বার্ন স্ট্যান্ডার্ডকে অধিগ্রহণ করতে পেরেছে, যেখানে রেলের ওয়াগন তৈরি হয়।

ত) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য সরকার কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া সিপিএসইউ চালু করার অনুমতি চেয়েছে মহামান্য হাইকোর্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রককে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে তারা বন্ধ হয়ে যাওয়া সাঁকরাইলের ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশনের কারখানার জমিতে একটি টেক্সটাইল হাব গঠন করে।

থ) বিআইএফআর অনুমোদিত অনুদান বা ছাড় কিছু কিছু যোগ্য শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার ন্যায়সংগত বলে মেনে নিয়েছে। কারণ, নীতি অনুযায়ী সেগুলি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

দ) সরকার কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছে যাতে সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানাটি চালু করা যায়।

ধ) বিআইএফআর-এর সতর্কবাণী সত্ত্বেও সরকার সর্বতো ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলটি পুনর্গঠিত হয়। এ ব্যাপারে তারা কর্মী ইউনিয়নগুলির সঙ্গেও কথা বলেছে।

ন) রুগ্‌ণ বা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প, যেগুলির বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট লিকুইডেশন প্রসিডিংস চালাচ্ছেন, সরকার সর্বোত ভাবে চেষ্টা করছে, নতুন লগ্নিকারীদের নিয়ে এসে সেগুলি চালু করতে। কিছু উদ্যোগপতি ইতিমধ্যেই মহামান্য হাইকোর্টের কাছে দরখাস্ত দিয়েছেন সুবিচারের আশায়।

প) এই বিভাগ ১০টি রুগ্‌ণ শিল্পকে 'রিলিফ আন্ডারটেকিং' অনুমোদন করেছে।

*****

জনস্বাস্থ্য কারিগরি



সূচনা

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মূল কর্মকাণ্ডের যোগ গ্রামীণ ও শহুরে জল সরবরাহ ক্ষেত্রের সঙ্গে। এই ক্ষেত্রে কাজ মূলত কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে রাজ্য এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমান সরকার গ্রামীণ জনগণকে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে:

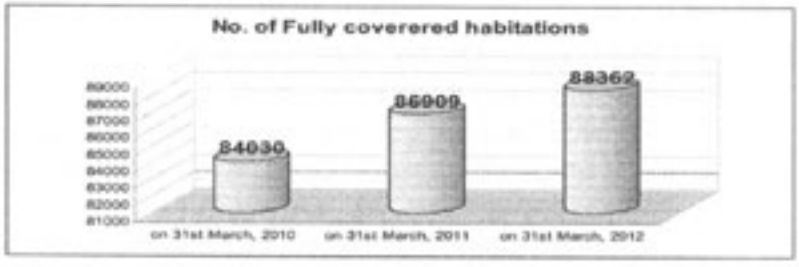
জুন, ২০১১'র পর বড় কৃতিত্ব

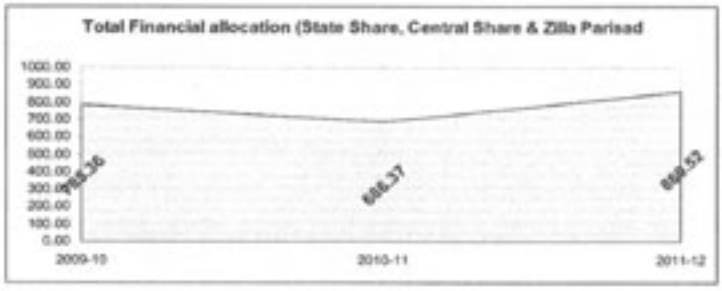
- জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের প্রাথমিক বৃহৎ পদক্ষেপ 'ভিশন ২০২০' নামে একটি নথিপত্র প্রস্তুত করা। এই নথিপত্রের মধ্যে এটা প্রস্তাব করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ অধিবাসীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।
- একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ২৩টি মাওবাদী প্রভাবিত ব্লকে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। এই পরিকল্পনার অধীনে প্রায় ৫০টি প্রকল্পের প্রজেক্ট রিপোর্টের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যার মোট ব্যয় ১৪২ কোটি টাকা। সব যোজনাই বাস্তবে প্রয়োগের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।
- ১৪৪.১৫ কোটি টাকা অনুমিত ব্যয়ে নদিয়া জেলার নদিয়া-উত্তর ক্ষেত্রে প্রথম অংশে এবং নদিয়া-উত্তর ক্ষেত্রের দ্বিতীয় অংশে ভাগীরথী নদীর উৎসের ওপর ভিত্তি করে দু'টি ভূগর্ভস্থ জলভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। এই দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬৪টি গ্রামে ৭.৫৬ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।
- মুর্শিদাবাদের মধ্য ক্ষেত্র, রঘুনাথগঞ্জ, চাকদহ, হরিণঘাটা নামক চারটি বৃহৎ ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্প শীঘ্র রূপায়ণের পথে। উপরোক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রায় ২৫.৯৭ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবেন।
- সুন্দরবন এলাকায় কামাক্ষাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৩৮.০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রকল্প সৌরশক্তি দ্বারা চালিত হবে এবং দশটি গ্রামের প্রায় ৩৮,১৭৮ জন উপকৃত হবেন। রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তির সাহায্যে একুশটি জায়গায় মাটির লবণাক্ত জল মিষ্টি জলে রূপান্তরিত হয়ে পানের উপযোগী হবে।
- শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে তিস্তা জলাধারের উপরিঅংশে ৩০৩.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিকল্প জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে উপকৃত হবে সংযুক্ত এলাকাও।
- দার্জিলিং জেলায় জল সরবরাহের সংকটমোচনের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১,০৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বৃহৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেটা দার্জিলিং জেলায় ২০ বছর ধরে ফলপ্রদ হবে। দার্জিলিং শহরের জন্য বালাসন পাম্পিং স্টেশন হল বৃহৎ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। প্রকল্পের কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে এবং এই অঞ্চলের ১,৭৫,০০০ জন মানুষ উপকৃত হবেন।
- দক্ষিণবঙ্গের পাথুরে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ সমস্যার প্রশমন করতে Rig Bored নলকূপ খননের জন্য ২.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও রিগ মেশিন কেনা হচ্ছে।
- ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত টেন্ডার করা যাবে।
- ৮-২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জলের গুণগত মান ও আর্সেনিক দূষণ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। জনবহুল এলাকায় বিক্রি করা হয় এমন খাদ্য ও জলের গুণগত মান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের জন্য একটি জাতীয় আলোচনাসভাও সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজন করেছিল জনস্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ।
- পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক নিয়ে গবেষণার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
- নদিয়ার কুপার্স ক্যাম্পে একটি ৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই দফতর।

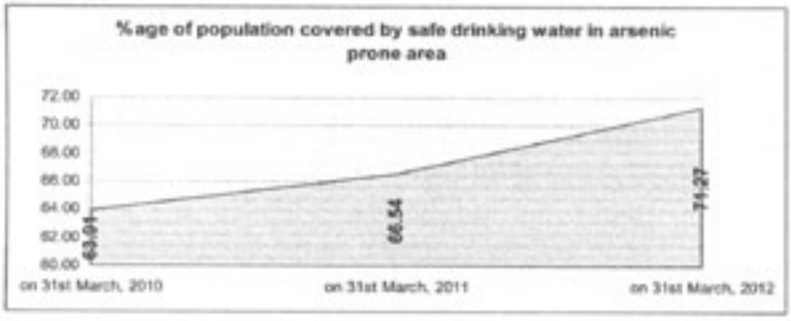
আসন্ন প্রকল্প

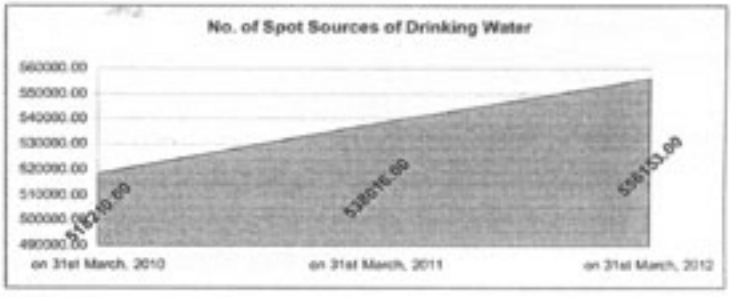
- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার দুই ধরনের পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। একটি হল ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ এবং অপরটি হল অধিক লবণাক্ত একটি বৃহৎ নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দশটি ব্লকের ৯০২ মৌজার প্রায় ৩২.৮৯ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় ১৩৩২.৪১ কোটি টাকা।
- বাঁকুড়া জেলায় (ফেজ এক) ১০১১.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যাপক জল সরবরাহের বিস্তৃতির জন্য প্রকল্পের রেখাচিত্রের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

- বাঁকুড়া জেলার ছাতনা (ফেজ দুই) এলাকায় শিল্পপতিরা এবং সাধারণ নাগরিক পিপিপি মডেলে একটি প্রকল্পের রূপায়নে জল সরবরাহের অপ্রাচুর্যের সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে একত্র ভাবে এগিয়ে এসেছে। ৬৯০.৭৪ কোটি টাকা অনুমিত ব্যয়ে উল্লিখিত নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলায় ১২৮৭.৫১ কোটি টাকা অনুমিত ব্যয়ে ব্যাপক জল সরবরাহের বিস্তৃতির জন্য প্রকল্পের রেখাচিত্রের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জলে অতিরিক্ত লবণতার উপস্থিতিও এক বড় সমস্যা। প্রথম দিকে এই সমস্যার কথা সম্পূর্ণ ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এখন এই সমস্যাকে দূর করার জন্য পূর্ব মেদিনীপুর অলবণাক্তকরণের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, যাতে পূর্ব মেদিনীপুরে লবণমুক্ত জল সরবরাহ করা যায়। এই ধরনের প্রকল্প রাজ্যের অন্য লবণাক্ত জেলাগুলিতেও প্রবর্তিত হবে।
- ২০০৯-১০ সালে পাইপলাইন দিয়ে জল সরবরাহের জন্য ১,১১১টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল, টাকা বরাদ্দ হয়েছিল ১,৭৫৫.৪৯ কোটি। পরের বছর এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ১,১৭০ এবং ১,৮০৭.৫৬ টাকা। ২০১১-১২ সালে প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৬২, বরাদ্দের পরিমাণ ২,৩৩৪.৪০ কোটি টাকা।
- ২০০৯-১০ সালে অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৯৭, বরাদ্দ অর্থ ছিল ২৩২.৯৩ কোটি টাকা। পরের বছর অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৮৩, বরাদ্দ করা অর্থ ছিল ৩২১.০০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ১৬৮ এবং ৬০১.৮৭ কোটি টাকা।









*****

পরিষদ বিষয়ক



সূচনা

রাজ্য সরকারের সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সংসদ পরিষদীয় বিষয়ক দফতরের গুরুত্ব অপরিসীম। সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা সম্পর্কে যুবসমাজকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এই দফতরের অন্যতম কাজ। তাই স্কুল এবং কলেজগুলিতে ইয়ুথ পার্লামেন্ট বা যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ কম্পিটিশনের মতো অনুষ্ঠান কর্মসূচি এই দফতরের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে।

পর্ব- ১

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল ও কলেজে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা, শিবির ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার মতো অনুষ্ঠান কর্মসূচিগুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংসদীয় বা পরিষদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে যেমন একটি সৃজনশীলতা ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে তেমনি সংসদীয় ও পরিষদীয় ব্যবস্থার পদ্ধতি ও ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এই দফতর।

যুব সংসদ প্রতিযোগিতা প্রমাণ করেছে, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কাছে সংসদীয় / পরিষদীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরতে সফল হয়েছে। গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কত জরুরি তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে যুবক যুবতীরাও। দ্রুত বেড়ে ওঠা তরুণ-তরুণীরা সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি এই কর্মপদ্ধতিটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সংসদীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রসারে ব্লক ও পুরসভা স্তরেও যুব সংসদ (Youth Parliament) এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে ক্যুইজে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৪১০ এবং কলেজ ছিল ৪০১। ২০১১-১২ সালে স্কুলের সংখ্যা একই থাকলেও, অংশগ্রহণকারী কলেজের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১২-তে।



এক্ষেত্রে উল্লেখ্য দেশাত্মবোধ দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবকে জাগ্রত করে তুলতে রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও কলেজের যুব সমাজ ও তরণ তরুণীদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও কলেজে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধআন্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে ইচ্ছুকরা। ২০১২ সালে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বদেশ চেতনা। কলেজের জন্য রবীন্দ্রচিন্তায় ছাত্রসমাজ। এখন স্কুল পর্যন্ত পর্যায়ে ১৭০টি ও কলেজ পর্যায়ে ৩৬টি প্রবন্ধ জমা পড়েছে।

পর্ব- ২

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অধিবেশন ডাকা এবং বিধানসভার কর্মপদ্ধতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই দফতর পালন করে আসছে।

বিগত বছরে বিধানসভায় বিল পাশ হয়েছে ২৯টি।

পঞ্চদশ বিধনসভা গঠনের পর জনস্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল বিধানসভায় পাশ হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :-

- দ্য সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিল ২০১১।
- দ্য গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল ২০১১।
- দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন বিল ২০১১।
- দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১১।
- দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল ট্যাক্স অন এন্ট্রি অফ গুডস ইনটু লোকাল এরিয়া বিল ২০১১।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন



২০১১-১২ অর্থবর্ষে ২০১০-১১'র তুলনায় বাজেট বরাদ্দ তিন গুণ বাড়িয়ে ১৮০.৬৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। এই অর্থবর্ষের জন্য বর্ধিত বাজেটবরাদ্দ পেয়ে নানা জেলায় প্রায়ই বৈঠক করেছেন জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন আধিকারিকদের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন-সহকারে যোগ্য যোজনার প্রস্তাব চাওয়া হয়। এই ভাবে বেশ কিছু যোজনা পাওয়া গিয়েছে, যেগুলো পূর্ত, কৃষি, বন, সেচ, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য কারিগরির মতো দফতরের মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়েছে। এর আগের বছরগুলিতে এই দফতর যে যে যোজনা অনুমোদন করেছিল, তার অধিকাংশই ক্ষুদ্র। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকরা তা প্রয়োগ করেছেন। ২০১১-১২ আর্থিকবর্ষে কিন্তু এই দফতর বৃহৎ যোজনা বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট বড় অঙ্কে অনুদান খরচ করেছে।

- ২০১১-১২ অর্থবর্ষের শেষ আট মাসে দফতর খরচ করেছে ১৩৪.৫৫ কোটি টাকা। সব প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব যোজনা শেষ করে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বা ব্যবহারিক শংসাপত্র দফতরকে জমা দিতে। অধিকাংশ যোজনার কাজই যথেষ্ট দ্রুত এগোচ্ছে।
- পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন খাতে যেখানে ২০০৯-১০ সালে ৫০,৩৭,৬৫,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, ২০১০-১১ অর্থবর্ষে বরাদ্দ হয়েছিল ২৮,৫৮,৫৫,০০০.০০ টাকা। আর ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে বরাদ্দ হওয়া টাকার অঙ্ক একলাফে তিন গুণ বেড়ে হয়েছে ১৮০.৬৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৩৪,৬০,০৮,৯১৯.০০ টাকাই এসেছে ২০১১-১২ অর্থবর্ষের শেষ আট মাসে, অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর।

সাফল্য ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

- রায়পুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই ৩.৮৪ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। কাজ শুরু করার নির্দেশ (ওয়ার্কঅর্ডার) দেওয়া হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি, ঝালদা- ১ এবং মানবাজারে লাক্ষাচাষের জন্য বন দফতর ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
- ২.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝাড়ুখামারে পুরুলিয়া-বরাকর সড়কের উপর আরসিসি সেতু নির্মাণ
- মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে পুরুলিয়া জেলায় বারি, বান্দোয়ান, শিরকাবাঁধে একটি করে মোট তিনটি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ৪৭.৮০ লক্ষ টাকা।
- পুরুলিয়া জেলায় ১৮টি গ্রামীণ এলাকায় এবং ৬৬টি বিদ্যালয়ে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে ফ্লুওরাইড রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য ৩.৫৮ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট ৫৫০টি টিউবওয়েল বসানোর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ২৫০টির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। অবশিষ্ট ২৫০টি গভীর নলকূপের জন্য টেন্ডার ডাকা মে'র প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। পুরো প্রকল্পটির প্রস্তাবিত খরচ ধরা হয়েছে ৪.৬৭ কোটি টাকা।
- স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পুরুলিয়ার পারায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে চক্ষু হাসপাতালের কর্মী আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।





রাস্তা ব্রিজ কালভার্ট

২০০৯-১০ এ বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ৩,৯১,৫৫,০০০ টাকা। পরের বছর টাকার অঙ্ক ছিল ২,৩৯,৪২,০০০ । ২০১১-১২ সালে পাওয়া গিয়েছে ৫১,১৭,৭৮,৯৮৮ টাকা

আইসিডিএস সহ শিক্ষা

২০০৯-১০ এ বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ৪,৮৩,০৬,০০০ টাকা। পরের বছর টাকার অঙ্ক ছিল ৩,৬৬,৩৮,০০০ । ২০১১-১২ সালে পাওয়া গিয়েছে ২৯,৯৫,৫৬,০৯৫ টাকা।

বিভিন্ন আয় প্রকল্প

২০০৯-১০ এ বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ৬৫,৭০,০০০ টাকা। পরের বছর টাকার অঙ্ক ছিল ১,১৭,৯৫,০০০ । ২০১১-১২ সালে পাওয়া গিয়েছে ১৪,২৮,৭৭,৬৮৭ টাকা।

স্বাস্থ্য, নিকাশি, পানীয় জল

২০০৯-১০ এ বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ১,৪২,১৬,০০০ টাকা। পরের বছর টাকার অঙ্ক ছিল ৫,৪২,৯৯,০০০ । ২০১১-১২ সালে পাওয়া গিয়েছে ২৬,৭৭,৮৬,৭৯৬ টাকা।

কৃষি ও উদ্যান পালন

২০০৯-১০ এ বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ৭৩,৪০,০০০ টাকা। পরের বছর টাকার অঙ্ক ছিল ২৪,২৩,০০০ । ২০১১-১২ সালে পাওয়া গিয়েছে ৩,১৩,৩০,২৫০ টাকা।

সেচ ও পুকুর খনন

২০০৯-১০ এ বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ৩৮,৮১,৪৮,০০০ টাকা। পরের বছর টাকার অঙ্ক ছিল ১৫,৬৭,৫৮,০০০ । ২০১১-১২ সালে পাওয়া গিয়েছে ৯,২৬,৭৯,১০৩ টাকা।

মোট

২০০৯-১০ এ সবকটি ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল মোট ৫০,৩৭,৬৫,০০০ টাকা। পরের বছর টাকার অঙ্ক ছিল ২৮,৫৮,৫৫,০০০ । ২০১১-১২ সালে পাওয়া গিয়েছে ১৩৪,৬০,০৮,৯১৯ টাকা।

*****

পূর্ত দফতর



সূচনা

নীতিগত সিদ্ধান্ত :

- স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য, **ই-প্রোকিওরমেন্ট** এবং **ই-টেন্ডারিং ৫ লাখ** টাকার উপর সব টেন্ডার বা লেনদেনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি আসার পর, টেন্ডার-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সময়সীমা ৪৫ দিন থেকে ২১ দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
- চুক্তিপত্রের নথিগুচ্ছ থেকে **সালিশি প্রথা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ** বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ এর ফলে সরকারি কোষাগার থেকে বহু টাকা অপব্যয় হচ্ছিল।
- রাজ্যের বিভিন্ন স্টেট হাইওয়ে ও তার সংযোগকারী রাস্তাগুলির মানোন্নয়ন দেখভালের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন গঠন করা হচ্ছে। এই কর্পোরেশন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপেও আগ্রহী থাকবে।
- এই দফতরের সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া ই-টেন্ডার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ নিয়মিত ভাবেই চলছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে দফতরের ওয়েবসাইট *www.pwdwb.in*-এ যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে।
- ই-প্রোকিওরমেন্ট এবং ই-টেন্ডারিং প্রথায় অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের শিক্ষণের জন্য এনআইসি'র সহযোগিতায় দফতরের ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসারদের সঙ্গে ঠিকাদার ও এজেন্সিগুলির নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ দফতরের অধীন 'ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন' (এনআরএইচএম)-এর সমস্ত প্রকল্পগুলি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য একটি আলাদা ও একান্ত ভাবে নিয়োজিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- ই-টেন্ডারিং প্রথায় সিকিওরিটি ডিপোজিট জমা দেওয়া এবং অসফল অংশগ্রহণকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতদের এড়ানোর জন্য একটি পেমেন্ট গেটওয়ের ব্যাপারে মুখ্য ব্যাংকগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সাফল্যসমূহ

- মহাকরণের প্রেস কর্নার এবং একটি ক্যাফেটেরিয়া তৈরি করার পাশাপাশি, নীচের তলায় ৬০ জন একসঙ্গে বসে খেতে পারেন এমন একটি ক্যান্টিন তৈরি হয়েছে। এখান থেকে চিরাচরিত এবং স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- এসএসকেএম হাসপাতালে রেকর্ড সময়ে একটি আইটিইউ তৈরি হয়েছে পূর্ত দফতরের উদ্যোগে। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে সদ্যোজাতদের জন্য ২২টি এসএনসিইউ তৈরি করা হয়েছে। আরও ১৭টি এমন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে যা অতি দ্রুত বাস্তবায়িত করা হবে।
- নয়াদিল্লির চাণক্যপুরীতে আরও একটি নতুন অতিথিশালা (২য় বঙ্গভবন) তৈরির কাজ শেষ। রয়েছে ৪৪টি ঘর। দিন কয়েকের মধ্যেই এই ভবনের দরজা খুলে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও পুরনো বঙ্গভবনে অনলাইন টিকিট বুকিং ব্যবস্থাকে আরও উন্নততর করা হয়েছে। এই ভবনের অতিথিদের জন্য উন্নতমানের খাবার এবং পরিষেবা বজায় রাখতে নজরদারি রাখা হয়েছে।
- হাইকোর্টের দশ তলা অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের ভাসরাঘাটে সুবর্ণরেখার উপর ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, যা আগামী দু' বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে।
- ভিআইপি রোডের উপর বিমানবন্দর থেকে আসা গাড়ির চাপ কমাতে, কেষ্টপুর থেকে জোড়ামন্দির পর্যন্ত (১.৮৬ কিমি) একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ শুরু হচ্ছে, যা আগামী দেড় বছরে পূর্ণতা পাবে।
- লক্ষ্মীকান্তপুরে ইছামতীর উপর, কোচবিহারে কালজানির উপর এবং কোচবিহারের দিনহাটায় মানসীর উপর বড় সেতু তৈরির কাজ এগোচ্ছে দ্রুতগতিতে।
- মোট ১১টি জেলায়, অনুন্নত এলাকা অনুদান তহবিল প্রকল্পের আওতায় ১,৪৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে, ১৪২টি রাস্তা এবং সেতু তৈরির কাজ চলছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা

- ১১৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কুলি-মোরগ্রাম রাস্তার ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৪.০০ কিমি পয়েন্ট এবং ১০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২০.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- বহরমপুর-ভগবানগোলা-লালগোলা-রঘুনাথগঞ্জ সড়কের ২ কিমি পয়েন্ট থেকে ১২ কিমি পয়েন্ট, ১২ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৫ কিমি পয়েন্ট, ১৮ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৯ কিমি পয়েন্ট, ২০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২২ কিমি পয়েন্ট, ২৪ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৭ কিমি পয়েন্ট, ৩৭ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩৮ কিমি পয়েন্ড, ৪০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৪৩ কিমি পয়েন্ট, ৪৬ কিমি পয়েন্ট থেকে ৪৭ কিমি

পয়েন্ট — যার মোট দৈর্ঘ্য ২৪.০০ কিমি — এই অংশগুলির দৃঢ়করণ। ব্যয় ধরা হয়েছে ১২.০০ কোটি টাকা।

- বহরমপুর-হরিহরপাড়া-আমতলা সড়কের ১০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩২.৫০ কিমি পয়েন্ট ১৩৭০.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নয়ন।
- গ্রামসালিকা-মজলিশপুর সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১২.০০ কিমি পয়েন্ট ১১৯৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

বীরভূম:

- ২০১১-১২ আর্থিক বছরে সিউড়ি-সাঁইথিয়া সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৮.০০ কিমি পয়েন্ট ১৫৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণ।
- মল্লারপুর-মাঝিপাড়া-বোলপুর সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৪ কিমি পয়েন্ট ১৪৪১.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণ।
- চাতরা-রুদ্রনগর-জাজিগ্রাম সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১১ কিমি পয়েন্ট ১০৯২.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণ।

জলপাইগুড়ি

- ফালাকাটা-মাদারিহাট সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২২.৭০ কিমি পয়েন্ট ১১৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণ।
- বক্সা ফরেস্ট সড়কের উপর ১২ কিমি পয়েন্ট, ১৪ কিমি পয়েন্ট ও ১৬ কিমি পয়েন্টে ৩টি কালভার্ট নির্মাণ-সহ ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৫.৫০ কিমি পয়েন্ট অংশের উন্নয়নের কাজ ১০৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণ।
- রাজাভাতখাওয়া-জয়গাঁও সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৪ কিমি পয়েন্টের অংশের উন্নয়ন ও ৮ কিমি পয়েন্ট ও ১৬ কিমি পয়েন্টে ২টি কালভার্ট নির্মাণের কাজ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।
- ময়নাগুড়ি-চ্যাংড়াবান্ধা সড়কের ১.৫০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৮.৫০ কিমি পয়েন্ট অংশের দৃঢ়করণ-সহ ইন্টারমিডিয়েট লেন থেকে স্ট্যান্ডার্ড দুই লেন প্রশস্তকরণ ৩৫৯২.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শুরু হয়েছে।
- জলপাইগুড়ি-চাউলহাটি সড়কের ৩.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৮.৬০ কিমি পয়েন্ট ১০৫৬.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণ।

পুরুলিয়া

- বরাকর-পুরুলিয়া সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩২.০০ কিমি পয়েন্ট এবং ৩৩.৫০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৭৪.০০ কিমি পয়েন্ট ৩৬২৫.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃঢ়করণ।
- পুরুলিয়া-রাঁচি সড়কের ১৭.৫০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৫.০০ কিমি পয়েন্ট এবং ২৭.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৫৮.৬০ কিমি পয়েন্ট দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণ-সহ তুলিনে সুবর্ণরেখা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য ৪০৬৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে।
- সিন্দরিরি-মানবাজার-বানসা রোডের ৫.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৯.০০ কিমি পয়েন্ট এবং ২৩.৭০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৮.০০ কিমি পয়েন্ট দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণের জন্য ১২২৪.৬৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে।
- বলরামপুর-বড়বাজার-সিনদিরা সড়কের ১৯.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩৩.০০ কিমি পয়েন্ট পর্যন্ত দৃঢ়করণ ও প্রশস্তকরণের জন্য ১৯৬৬.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।
- ১২১৫.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বড়বাজার-বান্দোয়ান সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৪.৫০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ। (৩.৭০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৫.৫৪ কিমি পয়েন্ট ঝাড়খণ্ড এলাকা বাদে)।
- ১০৬২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হুরা-কাশিপুর-আদ্রা-রঘুনাথপুর সড়কের ১৪.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৯.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১০৭৬.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দামদা-চাকোলাতোড়-দরদি-কেন্দা-মানবাজার সড়কের ২৪.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩২.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

পশ্চিম মেদিনীপুর

- ১২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লোধাশুলি-দহিজুড়ি-কুপানাদ সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৫.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ৩২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁশকুড়া-ঘাটাল সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩৩.৭৫ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১৭৬৩.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেশপুর-চন্দ্রকোণা সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২১.২৫ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১১১৯.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিরাকাটা-চন্দরা সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৩.৩০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১৬৯৪৯.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খড়গপুর-কেশিয়ারি এবং নয়াগ্রাম-ধুমসাই সড়কের মাঝখানে কেশিয়ারি ব্লকে ভসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর সেতু নির্মাণ।

পূর্ব মেদিনীপুর

- ১২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাঁথি-দিঘা সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৯.৭৮ কিমি পয়েন্ট, ১০.৬৩ কিমি পয়েন্ট থেকে ১২.২০ কিমি পয়েন্ট ১৪.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২২.০০ কিমি পয়েন্ট, ২৪.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩০.৬০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ২৪০৪.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাঁথি-বেলদা সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১০.০০ কিমি পয়েন্ট, ১০.৫৪ কিমি পয়েন্ট থেকে ১০.৬০ কিমি, ১০.৮১ কিমি পয়েন্ট থেকে ১১.০০ কিমি পয়েন্ট, ১১.২০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১১.৩৪ কিমি পয়েন্ট, ১১.৮১ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩৩.৮০ কিমি পয়েন্ট দৃঢ়করণ এবং কাঁথি বাইপাসের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩.০০ কিমি পয়েন্ট দৃঢ়করণের কাজ।
- ২৫৯৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁশকুড়া-দুর্গাচক সড়কের ৫.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৫.৪৫ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

বাঁকুড়া

- ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া-খাতড়া-রানিবাঁধ সড়কের ১১.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৯.০০ কিমি পয়েন্ট, ২০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৫.০০ কিমি পয়েন্ট, ২৮.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে

৩০.০০ কিমি পয়েন্ট, ৩২.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৬০.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

- ১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া-তালড্যাংরা-সিমলাপাল সড়কের ১১.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৪০.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১২২৩.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইন্দপুর-বেলুট সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২০.৪০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ২৬২৭.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণপুর-রায়পুর-ফুলকুসুমা-কোগোরিয়া সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৭.৩০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১৪৫৩.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রানিবাঁধ-ঝিলিমিলি সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২১.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১৮৫৬.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গঙ্গাজলঘাট-সালতোড়া সড়কের ১০.০৮ কিমি পয়েন্ট থেকে ১২.২০ কিমি পয়েন্ট, ২১.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২২.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

মালদা

- ১৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মালদা-মামসি সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৫.০০ কিমি পয়েন্ট, ৩৪.৫০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৪৫.২০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

উত্তর দিনাজপুর

- ১৬৫২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামগঞ্জ-দাসপাড়া সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২২.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ২৮৭২.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রায়গঞ্জ-কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর সড়কের ১.৬০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৩৫.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১৭০৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হেমতাবাদ-বিষ্ণুপুর সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৬.৭০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১১৮৮.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মকরমপুর-ভাতোল সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৩.৫০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

দক্ষিণ দিনাজপুর

- ১৭৫১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বুনিয়াদপুর-জোরদিঘি সড়কের ৩৫.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৫৫.৬০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১৩৪৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শিবপুর-মহিপালদিঘি সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৪.৩০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১৪৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফুলবাড়ি-কুমারগঞ্জ সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৫.০০ কিমি পয়েন্ট, ৯.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২০.৩০ কিমি পয়েন্ট, ২১.৪০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৬.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

- ১৪৯৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ব বিষ্ণুপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর-কুলপি সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৬.৬০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১০৭৯.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ব বিষ্ণুপুর-রাইদিঘি সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১৯.৬৩ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১০৬৪.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঠাকুরপুকুর-বিবিরহাট-রাইপুর সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১.০০ কিমি পয়েন্ট, ১.৯০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২০.২৫ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১০৬৪.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জীবনমণ্ডলহাট-সোনাটিকেরিহাট সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৩.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ৪১০০.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতা-বাসন্তী সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ২৯.০০ কিমি পয়েন্ট, ৬০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ৮৬.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ১২৯৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাসন্তী-গদখালি সড়কের ০.০০ কিমি পয়েন্ট থেকে ১০.০০ কিমি পয়েন্ট প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ।
- ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে ৪০২.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ৭২৩ কিমি দীর্ঘ সড়ক প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণ এবং ১০টি সেতু নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
- 'গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল'-এর প্রকল্পে ৩৭৩ কিমি সড়কের প্রশস্তিকরণ ও দৃঢ়করণ এবং তিনটি সেতুর নির্মাণ ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে মোট ২৫৮.৩১ কোটি টাকায় সম্পন্ন হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিলের অধীনে ৭৮ কিমি সড়কের প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করণের কাজ ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ৮০.৯৭ কোটি টাকায় সম্পন্ন হয়েছে।
- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের আওতায় ৯৮৭ কিমি সড়কের উন্নয়ন ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে মোট ১৪৫.১৬ কোটি টাকায় সম্পন্ন হয়েছে।
- মোট ১৯২.৫৬ কোটি টাকায় ১০টি রোড ওভারব্রিজ নির্মিত হচ্ছে বাগনান, ডানকুনি, ব্যারাকপুর, বারুইপুর, দুর্গাপুর, যাদবপুর, খড়গপুর, জঙ্গিপুর, ঝাড়গ্রাম, বালিচকে।

অন্যান্য

- বাগনান: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় বাগনান পূর্ব কেবিনে ৪৪/১৮-২০ কিলোমিটারে 'খ' শ্রেণির লেভেল ক্রসিং বদল করা।
- ডানকুনি: পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-বর্ধমান কর্ড শাখায় হুগলি জেলায় ডানকুনি স্টেশনের কাছে আট নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের (স্পেশ্যাল) বদলে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণ।
- ব্যারাকপুর: পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ-নৈহাটি শাখায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ব্যারাকপুর-বারাসত রোডে ১৫এ/থ্রিটি নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের বদলে সড়ক ওভারব্রিজ নির্মাণ।
- বারুইপুর: পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার শাখায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গরিয়া-কুলপি রোডে ২১/বি/টি নম্বর ক্রসিংয়ের বদলে সড়ক ওভারব্রিজ নির্মাণ। পাশাপাশি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পথচারীদের জন্য সাবওয়ে নির্মাণ।
- দুর্গাপুর: পূর্ব রেলওয়ের বর্ধমান-আসানসোল শাখায় বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুরে দুর্গাপুর-ব্রিজ রোডে ১১৩/বি/টি নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের বদলে সড়ক ওভারব্রিজ নির্মাণ।
- পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার শাখায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৭/২১-২৩ কিলোমিটারে যাদবপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ৮/এস/টি নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ে পথচারীদের

জন্য আন্ডারপাস নির্মাণ।

- দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় আইআইটি খড়গপুর (খড়গপুর-কেশিয়ারি রোডে) খড়গপুর-পুরী গেট লেভেল ক্রসিং।
- মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে মিয়াপুরে ২১২/১-২ কিলোমিটারে ২৩/বি/টি নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের বদলে সড়ক ওভারব্রিজ নির্মাণ।
- দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রামে ১৫৩/৩১ থেকে ১৫৪/১ কিলোমিটারে সড়ক ওভারব্রিজ নির্মাণ।
- দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর শাখার বালিচকে ৯০/২১-২৩ কিলোমিটারে ৫২ নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের বদলে সড়ক ওভারব্রিজ নির্মাণ।

প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্ত:

- বড়সড় নীতিগত পরিবর্তন ঘটিয়ে পাঁচ লক্ষ বা তার উপর অঙ্কের ক্রয়ের জন্য সব টেন্ডারের ক্ষেত্রে **স্বচ্ছতা রাখতে ই-প্রকিওরমেন্ট এবং ই-টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক** করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি, পিডব্লিউ কোড মেনে টেন্ডারিং পদ্ধতি শেষ হওয়ার মেয়াদ ৪৫ দিন থেকে কমিয়ে ২১ দিন করা হয়েছে।
- চুক্তিপত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে **আরবিট্রেশন ক্লজ**, কারণ পদ্ধতির সম্পূর্ণ অ-সদ্ব্যবহারের জন্য তা সরকারি কোষাগার থেকে বড়সড় লোকসানের কারণ হচ্ছিল।
- **পিপিপি মডেলে রাজ্যে গড়ে ওঠা যাবতীয় হাইওয়ে উন্নীতকরণে গড়ে তোলা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউএইচডিসিএল)** নামে পাবলিক লিমিটেড সংস্থা। বিওটি-টোল বা বিওটি-অ্যানুইটি'র ভিত্তিতে কাজ করবে এই সংস্থা।
- ই-টেন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সব জেলায় চলতে থাকা যোজনা-সহ সব যোজনার যাবতীয় তথ্য প্রচার করতে দফতরের অত্যাধুনিক ওয়েবসাইট (www.pwdwb.in)।
- ই-টেন্ডারিং ও ই-প্রকিওরমেন্টের অংশীদারদের জন্য এনআইসি'র সহায়তায় প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত। ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসারদের পাশাপাশি ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত কনট্র্যাকটর বা সংস্থাকে দৈনিক ভিত্তিতে শিক্ষিত করাও এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য
- ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের (এনআরএইচএম) আওতায় স্বাস্থ্য দফতরের যাবতীয় যোজনা প্রয়োগের জন্য অ্যাকাউন্টিং ও প্রশাসনিক পদ্ধতির একটি নিবেদিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে কাজের মান তো বেড়েইছে, প্রকল্পগুলির সম্পূর্ণ হওয়ার সময়ও যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে।
- **অগ্রবর্তী ব্যাংকারদের** সঙ্গে মধ্যস্থতা চলছে, যাতে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে টাকা ও সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দেওয়ার জন্য একটি পেমেন্ট গেটওয়ে গড়ে তোলা যায়। এর মাধ্যমে ব্যর্থ টেন্ডারে জমা পড়া টাকা ফেরতে অযথা দেরির সম্ভাবনা ন্যূনতম করে ফেলা যাবে।

*****

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন



সূচনা

গত এক বছরে সংস্কার, উদ্যোগ, নীতি আর কিছু সময়োচিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। এই দফতর সরকারের মূল গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করে। বৃহৎ যোজনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে নতুন মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে এই দফতর।

১. প্রধান নীতিগত সংস্কার

- পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (১৯৭৩) সংশোধন করে, তফশিলি জাতি ও উপজাতির সঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকেও সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ৩৩.৩৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

২. এমজিএনআরইজিএ

- এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য গতি এসেছে। প্রতিটি পরিবারের দৈনিক কর্মসংস্থান এবং প্রকল্পের ব্যয়-প্রায় সব মাপকাঠিতেই **উন্নতির এই ধারা দেখা গিয়েছে। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ব্যয়ের পরিমাণ ১,৬৮৮.৭১ কোটি টাকা। প্রতিটি পরিবারকে ৩৩ দিনের কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়।**
- এমজিএনআরইজিএ'তে জব-কার্ডধারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে, জানুয়ারি ২০১২-তে শিডিউল অফ রেটস (এসওআর)-এর পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে এবং ৮৯ সিএফটি মাটির কাজ থেকে কমিয়ে ৬৯ সিএফটি করা হয়েছে স্বাভাবিক মাটির ক্ষেত্রে।

৩. গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন

- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় ১১৫৪ কিমি পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে, যাতে ২৪৩টি জায়গার মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। খরচ হয়েছে মোট ৪১৭ কোটি টাকা। তবে, এই যোজনার আওতায় সবচেয়ে বড় উদ্যোগটি নেওয়া হয় শেষ ত্রৈমাসিকে যখন ৪০৭.৪৫ কোটি টাকা আনুমানিক খরচে ৮৭৪ কিলোমিটার রাস্তার সবিস্তার প্রকল্প-রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। **আরআইডিএফ-এর** আওতায়, নাবার্ডের থেকে প্রাপ্ত ঋণে গ্রামীণ এলাকায় নির্মাণকাজ হয়েছে, যাতে মোট আনুমানিক খরচের ৮০-৯০ শতাংশ খরচ করা হয়েছে। ২০১১-১২ সালে রাজ্য সরকার ১৫,৯৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করেছে, যা আগের অর্থবর্ষের চেয়ে বেশি।

৪. ইন্দিরা আবাস যোজনা

- গত দু'বছরে ধীরে হলেও স্থির ভাবে উন্নতির দিকে এগিয়েছে ইন্দিরা আবাস যোজনার আওতায় বিভিন্ন কাজ। ১১৪১.৫২ কোটি টাকার মধ্যে কাজে লাগানো হয়েছে ৯২৫.৭৬ কোটি টাকা। ১,৯৫,৭৭০টি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

৫. স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন

- ২০১২ সালেই স্বনির্ভর গোষ্ঠী তার বর্তমান কাঠামোয় শেষ বারের মতো কাজ করছে। ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন (এনআরএলএম)-এর ধাঁচে নতুন কাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রকল্প (আনন্দধারা) ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে এবং খুব দ্রুতই তা কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের ক্ষেত্রে নজরকাড়া উন্নতি হয়েছে এবং ব্লকস্তরে স্বনির্ভর ক্লাস্টার তৈরির ক্ষেত্রেও সেই উন্নতিরই ছাপ স্পষ্ট। বিভিন্ন জাতীয়, রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কাছে মোট ৫০.৩২ কোটি আয়ের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

৬. সার্বিক শৌচাগার প্রসার

- ২০১১-১২ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ৮,০০,৯০০টি আইএইচএইচএল নির্মাণ করতে পেরেছে। আগের অর্থবর্ষে এই সংখ্যাটা ছিল ৪,৬৬,৩১১ এবং তার আগের আর্থিক বছরে ছিল ৫,১৫,৩৩৫। স্কুল-নিকাশি ক্ষেত্রে মোট ১৬,৮৯৮টি স্কুলে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যা ২০১০-১১ সালের (১২,০৬০) চেয়ে বেশি। আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে নিকাশি সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সাফল্য এসেছে। ৯১৪৮টি আইসিডিএস শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে। আগের বার এই সংখ্যাটা ছিল ৬১৮০।

৭. ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্র্যান্ট ফান্ড (বিআরজিএফ)

- রাজ্যের ১১টি জেলায় বিআরজিএফ কার্যকর হয়েছে। ২০১১-১২ সালে পঞ্চায়েত দফতর ১১টি বিআরজিএফ জেলায় ৪৩,১৪২টি

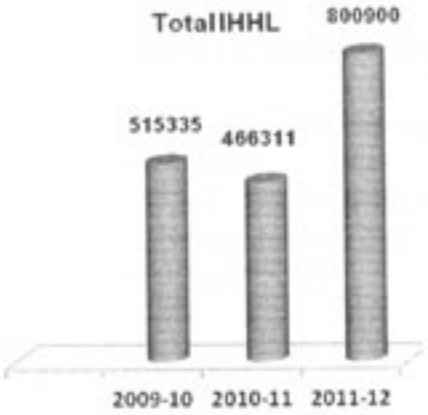
প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় জেলাগুলিকে ২৭,৮৪৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। আর্থিক বছরের শেষে জেলাগুলি মোট ২২,৬৮৮.৭১ লক্ষ টাকা ব্যবহার করেছে, যা মোট অনুদানের ৮১.৩৭ শতাংশ।

৮. অর্থ কমিশনের অনুদান

- ২০১১-১২ সালে অর্থ কমিশনের অনুদান বেড়েছে অনেকটাই। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন অনুদানের অঙ্ক আগের বারের ১৯,২৯৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৬২,৩৬১ লক্ষ করেছে। জেলাগুলিকে দেওয়া অনুদানের ক্ষেত্রেও একই ভাবে ৩০,১৮০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫৫,১২৬.৯৯ লক্ষ টাকা।

৯. ই-গভর্ন্যান্স চালু

- প্রতিটি জেলা পরিষদ, ৩৪১টির মধ্যে ৩৩৩টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৩৩৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩,১৭৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত কমপিউটার চালিত। জেলা পরিষদগুলি ১.১.২০১২ থেকে ৫ লক্ষ টাকার বেশি টেন্ডার প্রকাশ এবং জমা নিচ্ছে অনলাইনে। প্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেনশন সরাসরি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করেই। চারটি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বিজনেস করেসপন্ডেন্টের মাধ্যমে পেনশন দেবে ব্যাংকগুলি। ই-পঞ্চায়েত আবেদনপত্র চালু করা হয়েছে এবং ৬০০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যেই তাদের পোর্টাল তৈরি করেছে



ন্যাশনাল পঞ্চায়েত পোর্টালের অধীনে।

১০. সহায়

- রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় সহায় প্রকল্পের আওতায় 'সহায় বন্ধু স্বনির্ভর গোষ্ঠী'র মাধ্যমে অসহায় পরিবারগুলিকে দিনে একবার করে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। খাবার ছাড়াও কাপড়, ওষুধ, রান্নার সামগ্রীও তুলে দেওয়া হচ্ছে। ২০১১ সালের ১১ অক্টোবর থেকে সহায় প্রকল্পের আওতায় সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষ পিছু অনুদানের হার বাড়িয়ে দিনপ্রতি ২০ টাকা করা হয়েছে।

১১. শিক্ষার অধিকার

- এসএসকে এবং এমএসকে'র অধীনে, সহায়িকা এবং সম্প্রসারকদের নিয়মিত সাম্মানিক দেওয়ার পাশাপাশি স্কুল ভবন তৈরির জন্য সাহায্য করছে। ২০১১-১২ সালে জেলাগুলিকে ১,০৩৫টি নতুন এসএসকে ভবন তৈরির জন্য মোট ৬,৯৯৮.৭৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। একই ভাবে, ৬৪টি এমএসকে তৈরির জন্য ৮২৮.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। এসএসকে'তে ৬,৩৯০টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম নির্মাণ করা হয়েছে। এ জন্য খরচ হয়েছে ২২,৮৭১.১১ লক্ষ টাকা।

১২. কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ

- গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে এই প্রকল্পের আওতায় 'আয়ুষ' ডিসপেনসারি চালু করা হয়েছে। নতুন সরকারের অধীনে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, নিকাশি এবং পুষ্টি সংক্রান্ত কমিটির কাজে গতি এসেছে।

১৩. এনএসএপি, পিআরওএফএলএএল ও আম-আদমি বিমা যোজনা

- চারটি প্রকল্প যথা, ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প, ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিধবা পেনশন প্রকল্প, ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ডিজএবিলিটি পেনশন স্কিম এবং ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম একত্রিত করে গড়ে তোলা হয়েছে ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম। ২০১১-১২ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে মোট ১৫,১৫,৭০৫ জনকে বার্ধক্য ভাতা দিয়েছে দফতর। এতে খরচ হয়েছে ৪৭,২৮৫.১৩ লক্ষ টাকা। ২,৮৭,৫০৮ জনকে বিধবা ভাতা দিতে খরচ হয়েছে ১৩,৩৯২.৩২ লক্ষ টাকা। ২৯,১৯২ জনকে ডিজএবেলড পেনশন দিতে খরচ হয়েছে ৬৮৪.১১ লক্ষ টাকা। এনএফবিএস প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ২০,৬১৩টি পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য দিতে খরচ করা হয়েছে ২,০৬১.২৯ লক্ষ টাকা। পিআরওএফএলএএল প্রকল্পের আওতায় ৪,৪৭৮ জনকে সাহায্য করা হয়েছে এবং ১৯,১১৫টি ক্লেম সেট্‌ল করা হয়েছে। এ জন্য খরচ হয়েছে ৯৫৭.৬১ লক্ষ টাকা। এএবিওয়াই প্রকল্পের আওতায় রাজ্য ২৮৮.০১ লক্ষ টাকার প্রিমিয়াম দিয়েছে এবং মোট ২৯টি এএবিওয়াই ক্লেম সেট্‌ল করেছে।

১৪. ক্ষমতাবৃদ্ধি

- ২০১১-১২ সালে মোট ৪৭,৯২১ নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য এবং ৮৭,২৪২ জন আধিকারিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৫. ২০১২-১৩ সালের প্রধান উদ্যোগসমূহ

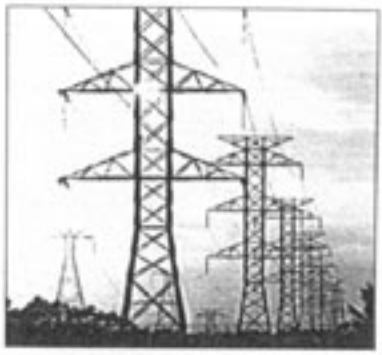
- আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ওবিসি শ্রেণি এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইন, ২০০৬ সংশোধন করা হচ্ছে।
- পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওবিসি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা/মহকুমা পরিষদে ঠিক কত জন করে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত মানুষ আছেন, তার সঠিক সংখ্যা পেতে রাজ্যজুড়ে একটি সমীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।
- ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই এই সরকার এমজিএনআরইজিএ কার্যকর করতে আইসিটি এবং বায়োমেট্রি-ভিত্তিক সমাধান বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছে। এমজিএনআরইজিএ এবং এমজিএনআরইজিএস কার্যকর করতে

এই সমাধান এমন ভাবে বাস্তবায়িত হবে যে, জন-কার্ড ধারকদের রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে কর্মস্থলে উপস্থিতি নথিভুক্ত করা, কতটা কাজ হয়েছে, তার পরিমাপ নেওয়া, ই-মাস্টার রোল তৈরি করা, ব্যাংকগুলিকে পরামর্শ দেওয়া এবং সব শেষে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া— এ সব কাজই করা যায় কমপিউটারের মাধ্যমে। একবার কার্যকর হলে, শ্রমিকদের প্রতি দু' সপ্তাহ অন্তর মজুরি দেওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলি যাতে তাদের বিজনেস করেসপন্ডেন্ট নিয়োগ করতে পারে, সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

- স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিপণনে সাহায্য করতে দফতর ইতিমধ্যেই ব্লক, জেলা এবং রাজ্যস্তরে স্পেশাল মার্কেটিং হাব গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে।
- আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে 'নির্মল গ্রাম' প্রকল্প বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে পঞ্চায়েত দফতর। এ নিয়ে একটি সবিস্তার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে।
- বেশির ভাগ জেলাতেই আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা এবং সুমারি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং গণনার কাজ খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধির প্রক্রিয়া বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পের আওতায় শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত হাজারেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতকে আর্থিক সাহায্যে করা হয়েছে।

*****

বিদ্যুৎ এবং অচিরাচরিত শক্তি



দফতরের ভূমিকা ও লক্ষ্য

- রাজ্যে বিদ্যুতের উন্নয়নের জন্য সাধারণ নীতি, কার্যপ্রক্রিয়া এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহারের মাধ্যমে সেই পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ।
- সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, বণ্টন এবং ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।
- বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির রূপায়ণে গতি আনা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর এবং সেইমতো ঋণ চুক্তিগুলির দেখভাল করা ও প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া।
- গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন প্রকল্প ও গ্রামীণ বিদ্যুৎ সমবায়সমিতির বিষয়গুলি দেখা।
- এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, এনার্জি অডিট, কনজারভেশন অফ এনার্জি, পিলফারেজ/বিদ্যুতের লোকসান, বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সংস্কার ও আধুনিকীকরণ।
- অচিরাচরিত বিদ্যুতের প্রচার এবং বাণিজ্যিক কাজে লাগানোর উপায় সন্ধান।

এই প্রথমবারের জন্য, রাজ্যে দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত পরিস্থিতি হয়েছে যা গোটা গ্রীষ্মেই একইরকম ছিল।

এবারের বাজেটে এই দফতরের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ৯৪ শতাংশ, যা ২০১১-১২-র ৫২০.৬০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১২-১৩ সালে হয়েছে ১০১০.৫০ কোটি টাকা।

দফতরের অধীনে কিছু সংস্থা যেমন ডব্লিউবিপিডিসিএল, ডব্লিউবিএসইডিসিএল, ডব্লিউবিএসইটিসিএল, ডিপিএল, ডব্লিউবিজিইডিসিএল এবং ডব্লিউবিআরইডিএ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে, যেমন—

- সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬ নম্বর ইউনিটের (২৫০ মেগাওয়াট) কাজ শেষ হয়েছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এবং বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে।
- ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রর পাঁচ নং ইউনিট (২১০ মেগাওয়াট) সংস্কারের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে (বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রকল্প)
- সাগরদিঘি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দু'টি ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ডিপিএল-এ একটি ২৫০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ ইউনিট খুব দ্রুতই আসছে।
- ডব্লিউবিপিসিএল ২০১২'র ৪ মার্চ তারিখে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন (৩৭৫৯ মেগাওয়াট) করেছে।
- ডব্লিউবিএসইটিসিএল ইতিমধ্যেই মুড়িগঙ্গা রিভার ক্রসিং লাইন প্রকল্প শেষ করেছে এবং মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরদ্বীপে গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১৯, অক্টোবর, ২০১২ তারিখ থেকে।
- সুন্দরবনের গোসাবা পর্যন্ত গ্রিড বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। (১৬ এপ্রিল, ২০১২ থেকে শুরু)
- সুসংহত গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন প্রকল্প, 'সবার ঘরে আলো' রাজ্যের ১১টি অনগ্রসর জেলায় অনুমোদিত হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড রিজিওন গ্রান্ট ফান্ড (বিআরজিএফ)-এর আওতায়।
- পুনর্ব্যবহারযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম একত্রিকরণ ও উৎপাদন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যা সরকারি ভাবে খুব শিগগিরই প্রকাশিত হবে।
- ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর গ্রাহক সংখ্যা এক কোটির মাইলফলক পেরিয়েছে।
- ২০১১-১২ সালে বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারগুলি-সহ ১৪ লক্ষ পরিবারকে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে ডব্লিউবিএসইডিসিএল।
- কার্যকর করা হয়েছে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর স্টেট-অফ-আর্ট ডেটা সেন্টার এবং ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার। এ ধরনের সেন্টার দেশের মধ্যে প্রথম।
- গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের কাজে গতি এসেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে।
- জামুড়িয়ায় গ্রিড-যুক্ত সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির ক্ষমতা ১ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ২ মেগাওয়াট করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাহিদা তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও রেকর্ড পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে।
- অভিযোগ অনুযায়ী পদক্ষেপের সময় কমানোর মাধ্যমে দফতরে জনসাধারণের অভিযোগ সংক্রান্ত কাজকর্মের আধুনিকীকরণ হয়েছে।

কিছু বাছাই করা মাপকাঠিতে পারফরম্যান্সে বিচার

- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইডিসিএল'র নতুন উপভোক্তা সংখ্যা ৩.২৮ লক্ষ। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইডিসিএল'র নতুন উপভোক্তা সংখ্যা ৮.৭৯ লক্ষ। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইডিসিএল'র নতুন উপভোক্তা সংখ্যা ১৬.৩৫ লক্ষ।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইডিসিএল'র অধীনে বিদ্যুৎ পৌঁছনো নতুন মৌজার সংখ্যা ০। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছনো নতুন মৌজার সংখ্যা ৭,৮৫৪। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছনো নতুন মৌজার সংখ্যা ১১,৩০২।
- ট্রান্সমিশন সাবস্টেশনে ভোল্টেজের উন্নতির জন্য ২০১০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গৃহীত পদক্ষেপের সংখ্যা ছিল ১, পরের বছর একই সময়ে সংখ্যাটা হয় ২ এবং ২০১২ সালে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে

১৭-য়।

- ডব্লিউবিপিডিসিএল-এ সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার পরিমাণ ২০১০ (৩১ মার্চ তারিখে) সালে ছিল ২০৮৮৭.১৩ এমইউ, ২২৪০০.৪৭ এমইউ ছিল তার পরের বছর এবং ২০১২ সালে ওই একই সময়ে ছিল ছিল ২৩৮০৬.৭৯ এমইউ।
- ডব্লিউবিপিসিএল-এ সার্বিক জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার পরিমাণ ২০১০ (৩১ মার্চ তারিখে) সালে ছিল ২৬৪.৬০ এমইউ, ২০১১ (৩১ মার্চ তারিখে) সালে ছিল ৩৫৬.৪০ এমইউ এবং ২০১২ (৩১ মার্চ তারিখে) বেড়ে হয়েছে ৪২৭.৬০ এমইড
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত নতুন ৩৩ কেভি সাবস্টেশন যোগ হয়েছে ১৭টি। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত নতুন ৩৩ কেভি সাবস্টেশন যোগ হয়েছে ৯টি। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত নতুন ৩৩ কেভি সাবস্টেশন যোগ হয়েছে ১৪টি।
- ৩৩ কেভি সাবস্টেশনে ভোল্টেজ উন্নয়ন ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত হয়েছে ২৭৫ এমভিএ, ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত হয়েছে ২৪০ এমভিএ এবং ২০১২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত হয়েছে ৬৭৪ এমভিএ।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত একটিও বাড়িতে সৌরআলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২১০০টি বাড়িতে সৌরআলোর ব্যবস্থা করা হয়। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩৮০০টি বাড়িতে সৌরআলোর ব্যবস্থা করা হয়।
- সৌর ব্যবস্থায় জল গরম করার প্রকল্প ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৫০০০ লিটার। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই পরিমাণ একই ছিল (৫০০০ লিটার)। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ৬৫০০ লিটার
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত একটিও বাড়িতে সৌর লণ্ঠন ছিল না। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫০০টি বাড়িতে সৌর লণ্ঠন দেওয়া হয়। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮০০।
- ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত একটিও বাড়িতে সৌর কুকার দেওয়া যায়নি। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১০৩৫টি পরিবারে সৌর কুকার তুলে দেওয়া হয়।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২০০০টি ব্যাটারি চালিত যান বিলি করা হয়। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩০০০টি ব্যাটারি চালিত যান বিলি করা হয়। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫০০০টি ব্যাটারি চালিত যান বিলি করা হয়।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৫০০০ পরিবারে বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট ছিল। ২০১১'র একই সময় পর্যন্ত ওই একই সংখ্যক পরিবারে বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট ছিল। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৮০০০ পরিবারে বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট রয়েছে।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল শূন্য (০)। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই ক্ষমতা ছিল ১১ কেডব্লিউপি। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে ১ এমডব্লিউ।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩১৫টি প্রত্যন্ত গ্রামে সৌরআলোর মাধ্যমে স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩৩৫টি প্রত্যন্ত গ্রামে সৌরআলোর মাধ্যমে স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই সংখ্যাটা বেড়ে হয় ১০০০।
- ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১০৮টি স্কুলে সৌরআলোর ব্যবস্থা করা হয়। ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই সংখ্যাটা ছিল ৬। এর আগের বছরে একটিও স্কুলে সৌর আলোর ব্যবস্থা করা যায়নি।
- তুষভিত্তিক বায়ো গ্যাসের উৎপাদন ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৫৩৪০ কেডব্লিউ, ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৬৩৮০ কেডব্লিউ, ২০১২'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত হয় ৬৮৫০ কেডব্লিউ।

ব্যবসার পরিমাণ

- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিপিডিসিএল'র মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৫১৪২.৯১ কোটি টাকা। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৫৮৩২.১২ কোটি টাকা। ২০১২'র ৩১ মার্চের মধ্যে তা হয় ৬০৯৮ কোটি টাকা।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইডিসিএল'র মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৯১৬৩.২৪ কোটি টাকা। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ১০২৬১.৭৫ কোটি টাকা। ২০১২'র ৩১ মার্চের মধ্যে তা হয় ১৩৬৭২.৯৫ কোটি টাকা (কমবেশি)।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইটিসিএল'র মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৭২৯.৫৬ কোটি টাকা। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৭৬৫.৫৪ কোটি টাকা। ২০১২'র ৩১ মার্চের মধ্যে তা হয় ৯৮৩ কোটি টাকা (কমবেশি)।

কর প্রদানের পর লভ্যাংশ

- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইডিসিএল'র কর প্রদানের পর লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ৯৬.৪৭ কোটি টাকা। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৯৫.১৩ কোটি টাকা। ২০১২'র ৩১ মার্চের মধ্যে তা হয় ১৩৪.৭৬ কোটি টাকা (কমবেশি)।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিপিডিসিএল'র কর প্রদানের পর লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ২৩.৩৫ কোটি টাকা। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৭৭.৯৬ কোটি টাকা। ২০১২'র ৩১ মার্চের মধ্যে তা হয় ১৫৩ কোটি টাকা (কমবেশি)।
- ২০১০'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউবিএসইটিসিএল'র কর প্রদানের পর লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ১৭৪.৬৮ কোটি টাকা। ২০১১'র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ১৭৪.৪৯ কোটি টাকা। ২০১২'র ৩১ মার্চের মধ্যে তা হয় ২১৫ কোটি টাকা (কমবেশি)।

বি.দ্র. ব্যবহৃত অ্যাব্রিভিয়েশন...

- ডব্লিইবিএসইডিসিএল - ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিসট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেড
- ডব্লিউবিএসইটিসিএল - ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কর্পোরেশন লিমিটেড
- ডব্লিউবিপিডিসিএল - ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
- ডব্লিউবিআরইডিএ - ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি
- ডিপিএল - দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটিড
- ডব্লিউবিজিইডিসিএল - ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রিন এনার্জি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
- এমডব্লিউ - মেগা ওয়াট
- এমইউ - মিলিয়ন ইউনিট
- এমভিএ - মেগা ভোল্ট অ্যামপিয়ার

*****

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কল্যাণ



১. উদ্বাস্তুদের মধ্যে দলিল বিলি

২০১১-১২ অর্থবর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া বাদে রাজ্যের ১৭টি জেলায় উদ্বাস্তু কলোনিতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে 'ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিডস' তুলে দেওয়ার কাজ চলেছে।

২. অনুদ্বাস্তুদের মধ্যে দলিল বিলি

অনুমোদিত উদ্বাস্তু কলোনিতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে এক টাকার সেলামি এবং এক টাকা টোকেন লিজ রেন্টের বিনিময়ে কেবলমাত্র হোম-স্টিড প্লটের ভিত্তিতে ৯৯ বছরের জন্য 'লিজ হোল্ড রাইটস' দিয়ে, তাঁদের পরিসংখ্যান সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ২০০৯-১০ সালে এমন দলিলের সংখ্যা ছিল ৪৭৭, পরের বছর ৫৯ এবং ২০১১-১২ সালে ৬৫৭।

৩. পুকুর ইত্যাদির থেকে রাজস্ব আয়

২০০৯-১০ সালে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১,০৭,০৯৯.০০ টাকা। পরের আর্থিক বছরে তা দাঁড়ায় ২,৬২,৩৩৪.০০ টাকায়। ২০১১-১২ সালে রাজস্ব আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৩০,২১৩ টাকায়।

৪. অন্যান্য সূত্রে রাজস্ব আয়

দোকান-বাজার লিজ, দলিলের সার্টিফায়েড কপি দেওয়া, ফাঁকা জমির ব্যবহারের মতো উৎস থেকে ২০০৯-১০ সালে আয় হয়েছিল ১,২৪,৬৩৫.০০ টাকা। পরের বছর আয় দাঁড়ায় ৮১,৮১৭.০০ টাকায় এবং ২০১১-১২ সালে অঙ্কটা দাঁড়িয়েছে ৫,৫২,৮৮৬.০০-তে।

৫. আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রোডাকশন সেন্টারগুলির থেকে আয়

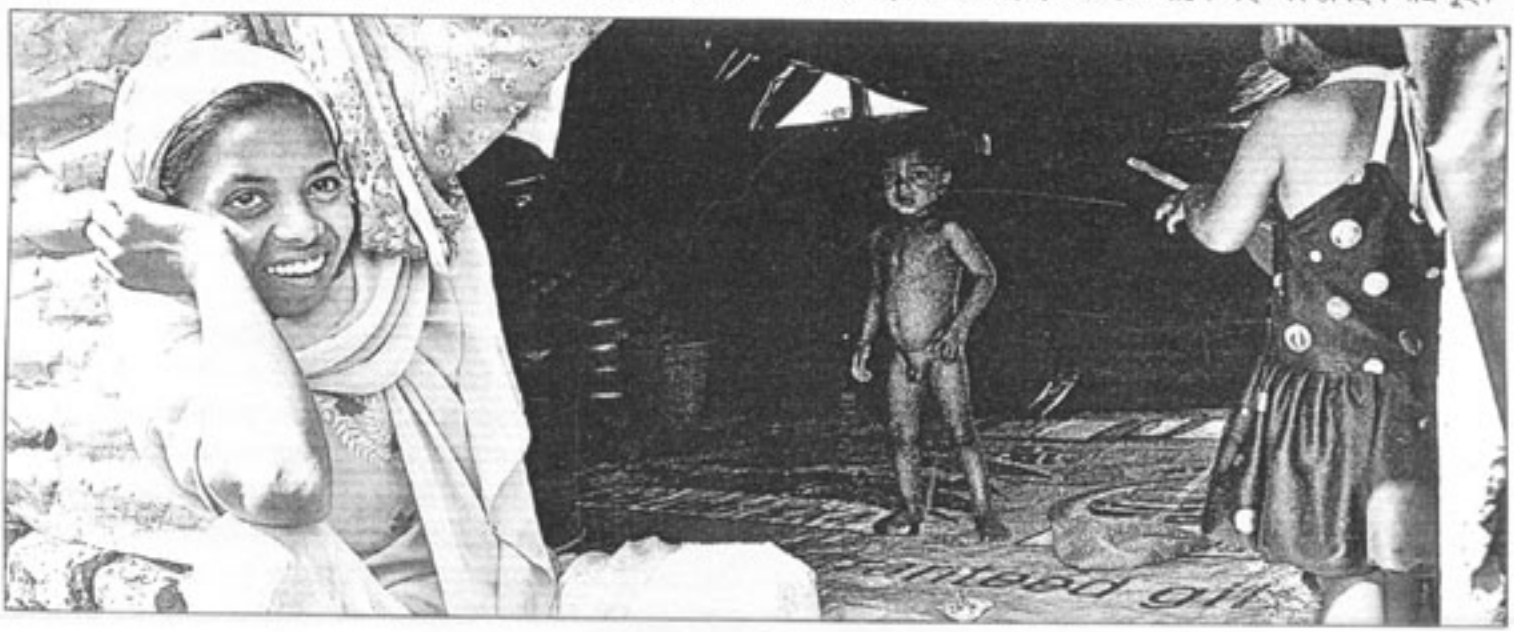
২০০৯-১০ সালে এই খাতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ০.৯৮ কোটি টাকা। এ জন্য সরবরাহ করা সামগ্রীর খরচ ছিল ৪.৯৫ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে এই অঙ্কটাই দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.৭৪ কোটি এবং ৪.১০ কোটি। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে অঙ্কটা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১.০৪ কোটি এবং ৫.৭৬ কোটিতে।

৬. স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সামাজিক কল্যাণে দেওয়া লিজ, ডিড

২০১১-১২ অর্থবর্ষে উদ্বাস্তু কলোনির মধ্যে থাকা মোট ২৯টি স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সামাজিক সংস্থাকে লিজ ডিড দিয়েছে রাজ্য সরকার। ২০১০-১০ অর্থবর্ষে এই সংখ্যাটা ছিল ২৪। ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে ছিল মাত্র ৬।

৭. নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রদান

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে পঞ্চায়েত, পুরসভা বা কর্পোরেশনের অফিস গড়ার জন্য ২০১১-১২ অর্থবর্ষে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' দেওয়া হয়েছে পাঁচটি। ২০১০-১১ সালে এই সংখ্যাটা ছিল তিন এবং ২০০৯-১০ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র দুই।



*****

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি



সূচনা

অবহেলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে। স্কুলস্তরে বিজ্ঞানচেতনা বিকাশের লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য:

- রাজ্যবাসীর আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে **বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার উন্নতিসাধন।**
- জরুরি সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সমাধান বের করা।
- গোটা রাজ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে **রিমোট সেনসিং টেকনোলজির** ব্যবহার
- সাধারণ মানুষের মধ্যে **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জনপ্রিয়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি**

১। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা:

প্রতি বছর বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণামূলক কাজের আয়োজন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য, আয়ুর্বেদিক গাছ-গাছড়া, ভৌতবিজ্ঞান, রাসায়নিক বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, গ্রামীণ প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, টিস্যু কালচার ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা করে থাকে এই দফতর।

২০১১-১২ **অর্থবর্ষে** মোট ৪৯টি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণামূলক প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে অর্থ সাহায্য করেছে রাজ্য সরকার।

২। জরুরি সমস্যা ও তার সমাধান

২০১১-১২ অর্থবর্ষে 'রাজীব গান্ধি ন্যাশনাল ড্রিংকিং ওয়াটার মিশনে'র অধীনে দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলা এসেছে। এই জেলাগুলি হল— মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। রিমোট সেনসিং ও জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার

- ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের অনুরোধে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় তৃতীয় দফার ল্যান্ড ব্যাংক গঠন
- রাজ্যের ৯টি জেলায় রেশম চাষের উন্নয়নে এই রিমোট সেনসিং ও জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। এই জেলাগুলি হল — মুর্শিদাবাদ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর।
- ভূমিকম্পের মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ, কলকাতায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।
- জমির প্লট ধরে সবজি ও শস্যের মধ্যে পার্থক্য এই প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হয়। নদিয়ার চাকদহ, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ২ নম্বর ব্লকে শস্য ও সবজির মান নির্ধারণে এই প্রযুক্তির সাহায্য নেওা হয়।
- জমির পরিমাপ ও মানচিত্র তৈরিতেও এই প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন: জিওইনফর্মেটিক্সের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স ক) পিজি ডিপ্লোমা-ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অনুমোদিত খ) সার্টিফিকেট কোর্স গ) স্বল্পমেয়াদি কোর্স
- এই প্রযুক্তির সহায়তায় মহাকাশভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সে তথ্য কাজে লাগবে সারা রাজ্যের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনায়।

৪। ২০১২'র ১ ও ২ মার্চ সল্টলেকের সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ক্যাম্পাসে ১৯তম রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস আয়োজিত হয়।

গবেষকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও এখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গবেষণা আরও বাড়ানো ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শহরে ও গ্রামে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রদর্শনীর আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকার অর্থ মঞ্জুর করেছে।

জুন, ২০১১ থেকে নীতি সংস্কার

- আরও উন্নতমানের কাজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্পের জন্য ০২.০৪২০১২ থেকে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের অধীনে থাকা এই স্বশাসিত সংস্থার পুর্নগঠন করা হয়।
- গ্রামের দিকে বিজ্ঞান চেতনা বাড়াতে প্রতি জেলায় 'ডিস্ট্রিক্ট কমিউনিটি সায়েন্স সেন্টার' গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

*****

ক্রীড়া দফতর



সূচনা

কেবল শহরাঞ্চলে প্রতিভা সন্ধান নয়। গ্রামবাংলায় মাঠে ময়দানে ছটোপুটি করে বেড়ানো ছেলেমেয়েদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রাজ্যকে ক্রীড়াক্ষেত্রে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার প্রতিভারা। তাদের খুঁজে, যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করাই ক্রীড়া দফতরের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকা ক্রীড়াক্ষেত্রকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে দিতে এই দফতর জোর দিয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নেও।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রীড়ার উন্নতি এবং তাকে ছড়িয়ে দেওয়াই এই দফতরের মূল মন্ত্র। গ্রামবাংলায় প্রচুর ক্রীড়া প্রতিভা লুকিয়ে আছে, যাঁরা সঠিক সুযোগ পেলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেরাটা বের করে আনতে পারবেন। সরকারের একার পক্ষে সবসময় এই প্রতিভা খুঁজে বের করে আনা বা ক্রীড়াকে প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্লাব এবং স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে যায়। তবে এই ক্লাবগুলিরও অর্থ এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। সরকার তাদের সাহায্য করবে। জঙ্গলমহল এলাকায় ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো খেলার আয়োজন করা হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গে স্থানীয় ক্লাবগুলিকে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সাফল্য পাওয়া গিয়েছে।

- খেলাধুলোর ক্ষেত্রকে আরও ভালো ভাবে তুলে ধরতে রাজ্যজুড়ে ৭০০ ক্লাবকে ২ লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।
- মাঠ, গ্যালারির মানোন্নয়নের জন্য মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিংকে ১ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
- জঙ্গলমহলে খেলাধুলোর সম্প্রসারণে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারদের মাধ্যমে ৭১০টি ক্লাবের প্রতিটিকে ২৫,০০০ টাকা করে দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে মোট ১,৭৭,৫০,০০০ টাকা।
- পশ্চিম মেদিনীপুর — ৩৩২টি ক্লাবকে মোট ৮৩ লক্ষ টাকা
- বাঁকুড়া — ১৫৮টি ক্লাবকে মোট ৩৯.৫০ লক্ষ টাকা
- পুরুলিয়া — ২২০টি ক্লাবকে মোট ৫৫ লক্ষ টাকা
- দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের স্টেডিয়ামটির মানোন্নয়নের জন্য ডিজিএইচসি'কে ১.৯২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের জন্য ৭৫,০০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নতুন ফ্লাডলাইট বসানোর কাজ শুরু করেছে ডব্লিউবিএসইডিসিএল যার আনুমানিক বাজেট ১৫ কোটি টাকা। এ জন্য ইতিমধ্যেই ৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও মোট ১১.৪৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে যুবভারতীর সংস্কার, নতুন ফ্লাড লাইট বসানো এবং অন্যান্য কাজের জন্য।
- পঞ্চায়েত যুব ক্রীড়া ও খেল অভিযান (পিওয়াইকেকেএ)-র অধীনে ৪-৭ জানুয়ারি, ২০১২, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে চতুর্থ জাতীয় গ্রামীণ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে— ভলিবল, তায়কোন্ডো এবং অ্যাথলেটিক্স। ৯.০২.২০১২-১২.০২.১২ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয়েছে খো খো এবং কবাডি।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য অবদানের জন্য ১৭০ জন ক্রীড়াব্যক্তিত্বকে ১৯ জুন, ২০১১ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সম্মানিত করা হয়েছে। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দল এবং পর্বতারোহণ, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, দাবা এবং বক্সিংয়ের বিভিন্ন ক্রীড়াবিদদেরও সম্মানিত করা হয়েছে।
- ২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আর্জেন্টিনা এবং ভেনিজুয়েলার মধ্যে একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ম্যাচের জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা হয়।
- ২০১১ সালের ৬ জুন, লালগড়ে একটি প্রদর্শনী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। জঙ্গলমহল এলাকার যুবকদের নিয়ে তৈরি জঙ্গলমহল দলের সঙ্গে কলকাতা দলের খেলা হয়। আইএফএ-র কর্তাব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লালগড় অঞ্চলের প্রায় ২৫ হাজার মানুষ এই প্রতিযোগিতার সাক্ষী হয়েছিলেন।
- অলিম্পিক ডে রানের জন্য ১,০০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় আদিবাসী ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য ৫,৫৬,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য কলকাতা পুলিশকে ১০,০০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- দার্জিলিংয়ে গোর্খা গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হয়েছে ৩৫,০০,০০০ টাকা।
- পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম (পুলিশ), বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার এসপি'দের জঙ্গলমহল কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য ৬.৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লম্বা দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া হয়েছে ৪.০০ লক্ষ টাকা।
- ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে পুনর্গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের।

- 'দিঘা বিচ ফেস্টিভ্যালে' খেলাধুলোকে তুলে ধরার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন পর্ষদকে ১০.০০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- ৫,০০০ ক্রীড়াবিদের জন্য ১ লক্ষ টাকার হেলথ অ্যান্ড পার্সোনাল অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স প্রকল্প চালু হয়েছে।
- ৫০ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদকে স্পনসর করেছে রাজ্য সরকার। সুস্মিতা সিংহ রায়, শেখ মমতাজ, সৌরভ চক্রবর্তীর মতো ক্রীড়াবিদ, যাঁরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তাঁদের আমরা রাজ্যেই রাখতে পেরেছি। সফল হয়েছি তাঁদের মত পরিবর্তনে।
- ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামের মানোন্নয়নের জন্য ২.৮৪ কোটি টাকার মধ্যে ইতিমধ্যেই ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামে একটি



স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে শালবনি এবং নয়াগ্রামে দু'টি স্টেডিয়াম (৩.৫৭ কোটি টাকা করে প্রতিটির প্রস্তাবিত খরচ) গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হবে।
- পুরুলিয়ায় স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার জন্য বরাদ্দ ৪.১৪ কোটির মধ্যে ১.৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- হাওড়ার উলুবেড়িয়া স্টেডিয়ামের মানোন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে ১২,০০,০০০ টাকা।
- কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়নমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্ত দফতরকে ৫২,৬৯,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- অন্তত ১,০০০ ক্রীড়াবিদকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২৪ ঘণ্টার একটি কন্ট্রোল রুম রয়েছে।
- নেতাজি ইন্ডোর এবং যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের জন্য অন-লাইন টিকিট বুকিং ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এনআইসি'কে পুরো কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে, আগামী কয়েক মাসেই জনসাধারণের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যাবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের মানোন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ৬ কোটি টাকা খরচের মধ্যে ৩ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- নেতাজি ইন্ডোরে একটি বাতানুকূল অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার জন্য।
- মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া ময়দানের অন্য কোনও ক্লাবের চেঞ্জিং রুম ছিল না। এ জন্য নেতাজি ইন্ডোরের দু'টি ঘর দেওয়া হয়েছে।
- সুভাষ সরোবর এবং বেলেঘাটা সুইমিং পুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭, ০৫, ০৩৮ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- ১২ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে গোলপার্ক থেকে রবীন্দ্র সদনের কাছে স্বামীজির মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত একটি পদযাত্রার আয়োজনা করা হয়েছিল। সেই পদযাত্রায় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, ক্লাবের ছাত্রছাত্রী এবং সদস্যরা অংশ নিয়েছিলেন। সে দিন বিকেলে ইস্টবেঙ্গল মাঠে মহারাজ একাদশ এবং ক্রীড়ামন্ত্রী একাদশের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। সেই ম্যাচে অনেক প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার অংশগ্রহণ করেছিলেন।
- ফুটবল, কবাডি, ভলিবল, খো খো-র মতো বিভিন্ন খেলায় কলকাতা এবং জেলাগুলিতে একাধিক কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ স্পোর্টস। ১৯৮৯ থেকে কাউন্সিল দীর্ঘমেয়াদি অনাবাসিক কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করে আসছে। প্রধানত গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলিতে এই কোচিং প্রকল্প কার্যকর হচ্ছে এবং বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় আছে ৩০টি স্কুল। ১০-১৪ বছরের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক স্তরে কাউন্সিল যুব ক্রীড়া ও খেল অভিযান (পিওয়াইকেকেএ)-র আয়োজন করেছে।
- পিওয়াইকেকেএ'র অধীনে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 'ক্রীড়াশ্রী' প্রশিক্ষণ চলছে।

*****

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ



ভূমিকা

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দফতর রাজ্যজুড়ে আন্তরিক ভাবে উন্নয়নের দায়িত্ব নিচ্ছে। আমাদের সমাজের দুর্বল ও সম্বলহীন অংশকে সুবিধা দেওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে এই দফতর।

অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় বোঝা গিয়েছে, দিনের চাহিদার সঙ্গে একেবারেই গতি রাখতে পারেনি অধিকাংশ যোজনার বাস্তবিক প্রয়োগ। ফলে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দফতরের কর্মকাণ্ডের উন্নতিসাধন করা হবে কল্যাণের সব ক্ষেত্রে, বিশেষত অক্ষমকল্যাণ, নারীকল্যাণ ও নারীশক্তির বিকাশ, সমাজকল্যাণ ও শিশুকল্যাণে।

গত এক বছরে এই দফতর যে নজরকাড়া কাজগুলি করেছে, তা হল—

- রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে সেরা পারফর্মারদের জন্য 'টেগোর অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড' চালু।
- ২০০৮ সালে কেন্দ্র অনুমোদিত ১৬০টি আইসিডিএস প্রজেক্টের কাজ শুরু।
- প্রথমবারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত আইসিডিএস মনিটরিং কমিটি গঠন।
- জঙ্গলমহলে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৩টি ব্লকে আইসিডিএস-এ শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু।
- রাজ্য এবং অন্যান্য অঙ্গনওয়াড়ি এলাকায় আইসিডিএস-এর শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু।
- এডব্লিউডব্লিউ-র সাম্মানিক ৩৮৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৩৫০ টাকা এবং এডব্লিউএইচ-এর সাম্মানিক ২৩৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৮৫০ টাকা করা হয়েছে।
- ২৮টি সরকারি হোমে ৩৩৫টি পদের সৃষ্টি এবং সেইমতো নিয়োগ।
- চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের পুনর্গঠন।
- মিসিং চিলড্রেনস ট্র্যাকিং পোর্টালকে এনআইসি'র সঙ্গে যুক্ত করা, যা ভারতে প্রথম।
- রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন গড়ার প্রক্রিয়া শুরু।
- পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, শিশুপাচার রোধ, নারী ও শিশুদের অধিকার নিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রচার শুরু হয়েছে ১ এপ্রিল, ২০১২ থেকে। সক্রিয়তার সঙ্গে বাল্যবিবাহ রোখায়, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার ২০ জন বালিকাকে মাননীয়া রাষ্ট্রপতি সম্মান প্রদান করেছেন।
- প্রতিবন্ধী প্রশক্তিপত্র প্রদানের নিয়মাবলি সরলীকৃত করতে



নোটিফিকেশন জারি।

- শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি মাসে ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। এতে উপকৃত হবে প্রায় ৫০০০ পড়ুয়া।
- প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ এবং প্রশস্তিপত্র প্রদানের জন্য ১৪৩টি ক্যাম্প করা হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন ২৮৬০০ জন।
- ৬টি জেলায় রাজীব গান্ধি স্কিম ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ অ্যাবন্ডনডিং গার্লস (নিখোঁজ মেয়েদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প) কার্যকর হয়েছে।
- গর্ভবতী মা এবং সদ্যোজাত শিশুদের পুষ্টির জন্য জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়ায় ইন্দিরা গান্ধি মাতৃত্ব সহযোগ যোজনা চালু হয়েছে।
- 'শেল্টার ফর আর্বান হোমলেস' প্রকল্পের আওতায় কলকাতা, হাওড়া এবং আসানসোলে গৃহহীনদের জন্য ২৮টি রাত্রি-আবাস তৈরি। এ জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে ২৮ লক্ষ টাকা।
- মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন এবং তাঁদের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সমীক্ষা।
- সাম্মানিক বাড়ানোর পাশাপাশি 'অঙ্গনওয়াড়ি কার্যকারী বিমা যোজনা'র আওতায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিবিধ সুবিধা প্রদান।
- হোম আবাসিকদের জন্য খরচ ১১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৫০ টাকা করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে জেজে হোমের আবাসিকদের জন্য মেডিক্লেম পলিসি করার প্রক্রিয়া শুরু।
- বাছাই করা হোমে পিপিপি মডেলে আবাসিকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ চালু।
- 'স্বাবলম্বন' প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোয় অনুমোদন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক্ষেত্র	২০১০-১১	২০১১-১২
প্রতিবন্ধী কল্যাণ	৩৭২.১৫	৪৮০.২৬
শিশুকল্যাণ	৩৪৪৫৭.৬৭	৩৭১৫০.৯৪
নারীকল্যাণ	৬৯৬.৪৬	৭৫৬.০১
পুষ্টি	৩৪৭৮০.২০	৩৮২০৮.০৯
অন্যান্য	৮৭৪.৭৭	৯০৩.১৭
মোট	৭১১৮১.২৫	৭৭৪৯৮.৪৭

দ্বিতীয় ভাগ

- রাজ্যের ১০৮৭ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাকা বাড়ি তৈরির জন্য ৭৬ কোটি টাকা মঞ্জুর।
- 'বিধবা ভাতা'র সঙ্গে মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স জুড়ে তার আওতাবৃদ্ধি এবং নাম বদলে 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প' করা এবং এর আওতায় প্রত্যেক একাকী মহিলাকে (বিধবা, ডিভোর্সি, অবিবাহিতা, পরিত্যক্তা) এর আওতায় নিয়ে আসা।
- প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ইউনিফর্ম এবং সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান।
- ধাপে ধাপে জেলা সদরগুলিতে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সহ সব কর্মরত মহিলা এবং ছাত্রীদের জন্য হস্টেল তৈরির পরিকল্পনা।
- এনএসডিসি, ইউনিসেফ, সরকারি সংস্থা এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মান বাড়ানো এবং আর্থিক সহায়তার পরিকল্পনা।
- নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক উদ্যোগ। 'নারীর অধিকার' নামে একটি সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচার।
- যে সব কর্পোরেট সংস্থা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা বাড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের সাহায্যে পিপিপি মডেলে জেলার মহিলাদের জন্য 'মহিলা জ্ঞান কেন্দ্র' বা 'ই-লার্নিং সেন্টার' চালু।
- ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
- রোজকার খিচুড়ির একঘেয়েমি কাটাতে আইসিডিএস-এর আওতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মেনুতে পরিবর্তন।
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সাহায্যকারীদের দু'টি করে শাড়ি ইউনিফর্ম হিসেবে দেওয়া হবে।

*****

সুন্দরবন বিষয়ক



সূচনা

সুন্দরবন। বলা হয়, 'ল্যান্ড অফ নিউম্যাটোফোরস'। আবার দক্ষিণরায়ের রাজত্বও বটে। জীববৈচিত্র্যে ঠাসা এমন নির্দশন খুবই কম। আর এ কারণেই সুদূর সাগরপাড় থেকে ঘরের লোক, সকলের কাছেই এর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। পশ্চিম দিকে হুগলি নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ইছামতি-কালিন্দী-রায়মঙ্গল নদী এবং উত্তরে ডাম্পয়ার-হজেসরেখা দিয়ে বেষ্টিত সুন্দরবন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৯টি ব্লক এবং ১৬টি থানা এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরবনের আয়তন ৯,৬২৯ বর্গ কিলোমিটার যার মধ্যে ৪,৪৯৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় জনবসতি রয়েছে এবং বাকি এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সুন্দরবন এলাকার আনুমানিক জনসংখ্যা ৪৫ লাখ।

প্রধান প্রকল্প

সুন্দরবন এলাকায় সড়ক যোগাযোগ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। কৃষি এবং কৃষি সংক্রান্ত কাজই এই এলাকার প্রধান জীবিকা। তাই কৃষিতে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মৎস্যচাষ, সামাজিক বনসৃজন, কৃষি সম্প্রসারিত প্রকল্প, মহিলাদের জন্য পৃথক প্রকল্প এবং অচিরাচরিত বিদ্যুতের ব্যবহার— এ সবই পর্যাপ্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। এ ছাড়াও কালভার্ট, ব্রিজ, জেটি, টিউব ওয়েল, স্লুইস, বৃষ্টির জল ধরা, নদী বাঁধ— যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সব বিভাগেই।

বিশেষ প্রকল্প

- বিশ্বব্যাংক সুন্দরবনে 'ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট'-এ অনুমোদন দিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকে এর পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে। ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।
- বিশ্বব্যাংকের নন-লেন্ডিং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সে সুন্দরবনের জন্য একটি সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে।
- সুন্দরবনের নদীতীর ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন ৪৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫ 'র মধ্যে এই অর্থ পাওয়া যাবে। পুরো প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করবে।

চলতি প্রকল্প সমূহ

ক) সেতু

- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পিয়ালি নদীর উপর আরসিসি সেতু, সংযোগকারী ব্লক সমূহ জয়নগর-১, ক্যানিং-১।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুতারভাগ নদীর ওপর আরসিসি সেতুর (ব্লক মথুরাপুর)।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সপ্তমুখী নদীর ওপর কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের সংযোগকারী সেতু। সেতুটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সংযোগকারী রাস্তাটির কাজ চলছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুমারপুর বাজারে আঠারোগাছি খালের ওপর আরসিসি সেতু (ব্লক-পাথরপ্রতিমা)।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মৃদঙ্গভাঙা নদীর ওপর (মথুরাপুর-২ ও পাথরপ্রতিমা ব্লক) সংযোগকারী সেতুর কাজ চলছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢাকিরমুখে সোনাটিকারি খালের উপর জয়নগর-২ ও মথুরাপুর-২ ব্লকের সংযোগকারী আরসিসি সেতু।
- আঠারোগাছি খালের উপর আরসিসি সেতু। সংযোগকারী স্থান, কুমারপুর বাজার এবং লক্ষ্মীপুর বাজার।
- হাড়োয়ায় বোয়ালঘাটা ব্লকে বিদ্যাধরী নদীর উপর আরসিসি ব্রিজ।
- জেলিয়াখালি বাজার এবং দুর্গামিশুপ বাজারের মধ্যে বালি নদীর উপর আরসিসি ব্রিজ।

খ) ইটপাতা রাস্তা

- সুন্দরবন অঞ্চলে ১০০টি ইটপাতা রাস্তার কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৩৫ শতাংশ।

গ) পিচ রাস্তা

- সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে ১৫টি পিচের রাস্তার কাজ।

ঘ) ঢালাই রাস্তা

- সুন্দরবন অঞ্চলের ৭টি ঢালাই রাস্তা তৈরি হচ্ছে।



ঙ) ঢালাই জেটি

- সুন্দরবন অঞ্চলের ৩২টি ঢালাই জেটির কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।

চ) স্পোর্টস কমপ্লেক্স

- সুন্দরবন অঞ্চলের ৩টি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের (কাকদ্বীপ, ক্যানিং-১ এবং রায়দিঘি) কাজ চলছে।

ছ) নলকূপ স্থাপন

- সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে ৩৮৯টি নলকূপ স্থাপন করা হচ্ছে।

জ) আইটিআই বিল্ডিং নির্মাণ

- সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে ৭টি আইটিআই বিল্ডিং নির্মাণ হচ্ছে।

ঝ) ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প নির্মাণ

- সুন্দরবন অঞ্চলের দুটি ব্লকে (নামখানা ও গোসাবা) ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প নির্মাণের কাজের গতি সন্তোষজনক।

আগামী দিনের প্রকল্প

- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে পিচ রাস্তা নির্মাণ, দৈর্ঘ্য— ৯৬ কিমি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ, দৈর্ঘ্য— ৭০ কিমি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে গার্ডওয়াল ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ—২টি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ—৮টি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ঢালাই জেটি নির্মাণ— ২০টি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে পাকা রাস্তা নির্মাণ।
- সুন্দরবন অঞ্চলের আনুষঙ্গিক কাজ—মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের রায়দিঘিতে ১টি ছাত্রী আবাস।
- সুন্দরবন অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থা নির্মাণ—ক্যানিংয়ে কাজ চলছে।
- স্লুইস ও নিকাশি নালার ওপর ঢালাই—কুলতলি ব্লকে কাজ চলছে।

- সুন্দরবনের সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চ মাদ্রাসা বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ১৩,০০০ সাইকেল বিতরণ।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন—৫০৫ টি।
- সুন্দরবনের বিদ্যুৎ সংযোগহীন মৌজাতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ—পাথরপ্রতিমা ও গোসাবা ব্লকের কিছু মৌজাতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সাগর ব্লকে বিদ্যুদয়ন প্রায় সম্পূর্ণ।
- সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে (দুই ২৪ পরগনা) পিচ রাস্তা নির্মাণ, দৈর্ঘ্য— ২২৩.৭৪ কিমি।
- নামখানা ব্লকে সুন্দরিকা-দেওয়ারিকা নদীর উপর আরসিসি ব্রিজ। আনুমানিক খরচ ১০.০৯ কোটি টাকা।
- বাসন্তীর ঝড়খালি বাজার থেকে হেরোভাঙার জেটি ঘাট পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। আনুমানিক খরচ ৭.৪১ কোটি টাকা।
- দুই ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ। আনুমানিক খরচ ২.৯৯ কোটি টাকা
- সুন্দরবনের ব্লকগুলিতে আরসিসি স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ।
- বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা হিসেবে বিদ্যা নদীর উপর গদখালি এবং গোসাবা বাজারের মধ্যে সেতু।
- সাগর ব্লকের চেমাগুড়ি ফেরিঘাটে চেমাগুড়ি নদীর উপর ব্রিজ।
- কাকদ্বীপ ব্লকে কালনাগিনী খালের উপর আরসিসি ব্রিজ।
- কাকদ্বীপ ব্লকে কুকুলিয়া ব্র্যাঞ্চ খালের উপর ব্রিজ।
- ঘাটিহারায় কালনাগিনী খালের উপর আরসিসি ব্রিজ।
- নগেন্দ্রপুর-কাঁকনদিঘি পরামানিকের খেয়াঘাটে আরসিসি ব্রিজ।
- গিলেরছাঁটে মহামায়া খালের উপর ব্রিজ।
- ভদ্রনগর গিরিপাড়া এবং ডাক্তার ঘেরি হাটুয়াপাড়ায় ব্রিজ।

সাফল্য

২০১০-১১ সালে ১২ কিমি কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ২০১১-১২ সালে এই দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫ কিমি। একই ভাবে, পিচের রাস্তার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৯ ও ৬১ কিলোমিটার। আরসিসি জেটির সংখ্যা যথাক্রমে ২২ ও ৩০। ব্রিজের সংখ্যা যথাক্রমে ৩ ও ৩। ফুটব্রিজ/কালভার্টের সংখ্যা যথাক্রমে শূন্য ও ৬। স্পোর্টস কমপ্লেক্সের সংখ্যা যথাক্রমে শূন্য ও ১।

খরচের খতিয়ান

২০১০-১১ সালে খরচের পরিমাণ ছিল ৩০.৮০ কোটি টাকা॥ ২০১১-১২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮.১৩ কোটি টাকায়।

*****

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি



সূচনা

পরনির্ভরশীলতার পরদা সরিয়ে ভরসা নিজের হাতে। ছোট উদ্যোগের হাত ধরে এই বার্তাই পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের ঘরে ঘরে। ঘরে বসেই আজ মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছেন। পরিবারের পুঁজিতে তাঁদের অবদান দিনে দিনে আরও প্রাসঙ্গিক হচ্ছে। এক বছরে দফতরের সাফল্য এখানেই।

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প-র সাফল্য

- বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিএসকেপি) হল স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দফতরের অধীনে সোসাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ-এর প্রধান প্রকল্প, যা রাজ্যজুড়ে কার্যকর হচ্ছে। প্রকল্পে নির্ধারিত নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণের পর কোনও বেকার যুবকদের ব্যাংক ঋণের সাহায্যে তাঁদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করা হয়। ব্যবসা প্রকল্পের ২০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি দেয় (একজনের ক্ষেত্রে তা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ এবং পাঁচ বা তার বেশি জনের গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ২.৫ লক্ষ সর্বোচ্চ)। ২০১১-১২ সালে ২২৬০৬টি প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল যাতে খরচ হয়েছে মোট ৫১৭.৬৭ কোটি টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জন্য ২০১১-১২ সালে মঞ্জুর করা হয়েছে ৪৪১.২২ লক্ষ টাকা, যা আগের দু' বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আরআইডিএফ-এর অধীনে প্রকল্পের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে ৩১২.০৮ লক্ষ টাকা। এই অঙ্কও আগের দু' বছরের তুলনায় বেশি।

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

- সরকারের লক্ষ্য হল এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া, প্রাথমিক পুঁজির বন্দোবস্ত করা এবং বাজারের রাস্তা খুলে দেওয়া। কাগজের ব্যাগ তৈরি, সেলাই, চামড়ার কাজ, প্যাকেজিং, কমপিউটার হার্ডওয়্যার এবং নেটওয়ার্কিং, ফ্রিজ ও এসি সারাই, জরির কাজ, ইমিটেশন গয়না তৈরির কাজ, ব্যাঙের ছাতা চাষের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় জঙ্গলমহলের ২৩টি ব্লকে প্রশিক্ষণের কাজ চলছে জোরকদমে।
- ডব্লিউবিএসসিএল **স্বনির্ভর সহায়ক (এসএস)** নামে নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করে নেবে যা তৃণমূল স্তরে সরকার এবং অন্যান্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করবে।
- ডব্লিউবিএসসিএল-এর বিপণন এবং পরিকাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর সহায়ক অ্যাঙ্কর-কাম-অপারেটরের কাজ করবে।
- প্রতিটি ব্লক, সাব-ডিভিশন এবং পৌরসভা এলাকায় একজন করে স্বনির্ভর সহায়ক থাকবেন, এসএইচজি সুপারভাইজার যাঁর কাজে নজরদারি করবেন।



- মোট ৪৯১ জন এসএস মিলে রাজ্যের সব সেভিংস লিংকড এবং ক্রেডিট লিংকড নন-এসজিএসওয়াই এসএইচজি-গুলির জন্য প্রস্তুত করবেন **মাস্টার ডেটাবেস**। এ ধরনের এসএইচজি'র সংখ্যা রাজ্যে ইতিমধ্যে সাত লক্ষ ছুঁয়েছে। এর কাজ হবে পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্পের (ডব্লিউবিএসএসপি) পর্যাপ্ত ব্যবহার, উপভোক্তা সমবায় এবং বড় সংস্থাগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা যাতে এসএইচজি উৎপাদনগুলিকে বাজারে বিক্রি করা যায়।
- ২০১০-১১, ২০১১-১২ সালে ফিকে ছিল ডব্লিউবিএসএসপি। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে টাকা দেওয়া শুরু হওয়ার পরই এর কাজে গতি আসবে। প্রস্তাবিক প্রকল্প, যা অর্থ দফতরের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, বাস্তবায়িত হলে প্রত্যেক এসএইচজি অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ভর্তুকির টাকা সরাসরি পাবেন আরটিজিএস বা এনইএফটি'র মাধ্যমে।

অন্যান্য প্রকল্প

১. প্রশিক্ষণ

মানোন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বিপণন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে এসএইচজি-গুলি সমস্যার মুখে পড়ে। এ কথা মাথায় রেখে দফতরের তরফে একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। প্যাকেজিং, ইন্টেরিয়র ডেকরেশন, টিভি মেরামতি, মোবাইল মেরামতি, মৌমাছি পালন, বই বাঁধানো, জরির কাজ, কাঁথা স্টিচ, কাগজ ও পাটের ব্যাগ তৈরি, চামড়ার সামগ্রী প্রস্তুত, ইমিটেশনের গয়না, পোলট্রির মতো একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

২. সবলা মেলা

২০১১ সালে প্রতিটি জেলায় সবলা মেলার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তাদের তৈরি করা বিভিন্ন সামগ্রীর বিপণন করতে পারে।

৩. আরআইডিএফ-এর অধীনে প্রকল্প

আরআইডিএফ এবং রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ও জেলা সদরগুলিতে ট্রেনিং-কাম-মার্কেটিং সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রশিক্ষণ এবং বিপণনে সুবিধা হয়। এর ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তাদের সামগ্রী মার্কেট কমপ্লেক্স থেকে বিক্রি করার সুযোগ পাবে। দফতরের সিদ্ধান্ত, প্রতিটি জেলা সদর বা তার লাগোয়া এলাকায় একটি করে মার্কেটিং কমপ্লেক্স-কাম- ট্রেনিং সেন্টার খোলা হবে।

*****

পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ



সূচনা

সম্পূর্ণ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্য সরকার এই দফতরটি সৃষ্টি করেছে।

কাজের খতিয়ান

- এই দফতরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস। পরিকল্পনার জন্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, ১৯টি প্রধান শস্যের ফলনের হার প্রস্তুত করা, রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, জেলা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, শিল্পোৎপাদনের সূচক, উপভোক্তা মূল্য সূচক, পাইকারি দর সূচক, জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি এই ব্যুরোর কাজের আওতায় পড়ে।

- কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে এসএসএসপি নিয়ে মউ সই হয়েছে ২৮.০৩.২০১২ তারিখে।

- সমগ্র রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে সুসংহত ভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রচার করা সম্ভব হবে।

- বর্তমানে বেশির ভাগ জেলার পরিসংখ্যান অফিসই ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত। এই প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবন তৈরি, পুরনো ভবন মেরামত এবং জেলা পরিসংখ্যান সদর দফতর খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নদিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, কোচবিহার এবং পুরুলিয়ার জেলা অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা খুব শিগগিরই দেওয়া হবে। অন্যান্য জেলার অফিসের জন্য বাড়ি বা জমি খোঁজার কাজ চলছে।

- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন এ বাবদ ইতিমধ্যেই ৩.৮০ কোটি টাকা দিয়েছে। বিজনেস রেজিস্ট্রারের জন্য ১.৭০ কোটি টাকা এবং জেলা, রাজ্য সদর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতরের মধ্যে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির জন্য আরও ২.১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

- সিএসও, এমওএসপিআই, কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ষষ্ঠ অর্থনৈতিক সমীক্ষা হবে। দেশের অর্থনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে সব তথ্যের ফাঁক রয়েছে, সেগুলি এই সমীক্ষার মাধ্যমে ভরাট করা হবে।

- বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে এই দফতর বিভিন্ন প্রকল্পের উপর নজর রাখবে।

*****

পর্যটন



সূচনা

একদিকে হিমালয়, অন্য দিকে সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উথালপাথাল ঢেউ আর ডুয়ার্সে গহন জঙ্গল। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য আবার কলকাতার ব্যস্ততার মধ্যে কালীঘাট, মাদার হাউস, টিপু সুলতান মসজিদ, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি— কী নেই এ বাংলায়! এই সুযোগ হেলায় হারাতে চায় না নতুন সরকার। পর্যটনকে ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এই দফতর।

প্রতিশ্রুতি পালন

- দিঘা, দার্জিলিং পর্যটন উন্নয়ন ও মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত
- সুন্দরবনের জন্য টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব
- দিঘায় ৩৬টি সুইস কটেজ
- দার্জিলিংয়ে সিআর দাশ মিউজিয়ামে পাকাপাকি ভাবে স্থিরচিত্রের প্রদর্শনী
- দার্জিলিংয়ে টি-মিউজিয়াম
- সজনেখালিতে জেটি, সৌরবিদ্যুৎ এবং গেট
- নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে ট্যুরিজম সেন্টার
- কলকাতা, মিরিক এবং দার্জিলিংয়ে সাইনেজ চালু
- 'সুতানুটি ট্রেইল' চালু
- গঙ্গাসাগর টুরিস্ট লজ মেরামত
- গঙ্গাসাগর মেলায় আলোর ব্যবস্থা
- বড়দিনে পার্ক স্ট্রিট সাজানো
- দুর্গাপুজোয় ডালহৌসি স্কোয়্যার সাজানো/ বিবাদী বাগে ট্যুরিজম ইনফর্মেশন সেন্টার ঢেলে সাজানো
- 'বেঙ্গল লিডস' ট্যুরিজম প্যাভিলিয়ন: ৪০টি বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল।
- 'রাইটস' প্রস্তুত করা দিঘা এবং দার্জিলিংয়ের জন্য মাস্টার প্ল্যান
- কলকাতায় 'এয়ারপোর্ট কাউন্টার' নির্মাণ
- গঙ্গাসাগর এবং দিঘায় উচ্চস্তম্ভ আলো
- দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তা মলে ইনফরমেশন সেন্টার
- দার্জিলিংয়ে টি বুটিক
- চন্দননগরে স্ট্র্যান্ড আলোকমালায় সজ্জিত
- তারকেশ্বর আর্চ গেট নির্মাণ
- কাঠগোলা উৎসব
- দিঘা বিচ ফেস্টিভ্যাল
- গঙ্গাসাগরে ১৫০টি পাকা শৌচাগার
- দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজের পুনর্নির্মাণ
- দার্জিলিংয়ের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের মেরামতি
- সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজের মেরামতি
- বিমানের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন
- রাজ্যের বিভিন্ন ট্যুরিস্ট লজ ও রিসর্টের সংস্কার
- পর্যটনের পিপিপি মডেল চালুর সম্ভাবনা
- দফতরের নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন
- এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম সার্কিট চালু

যে সব প্রকল্পের কাজ চলছে

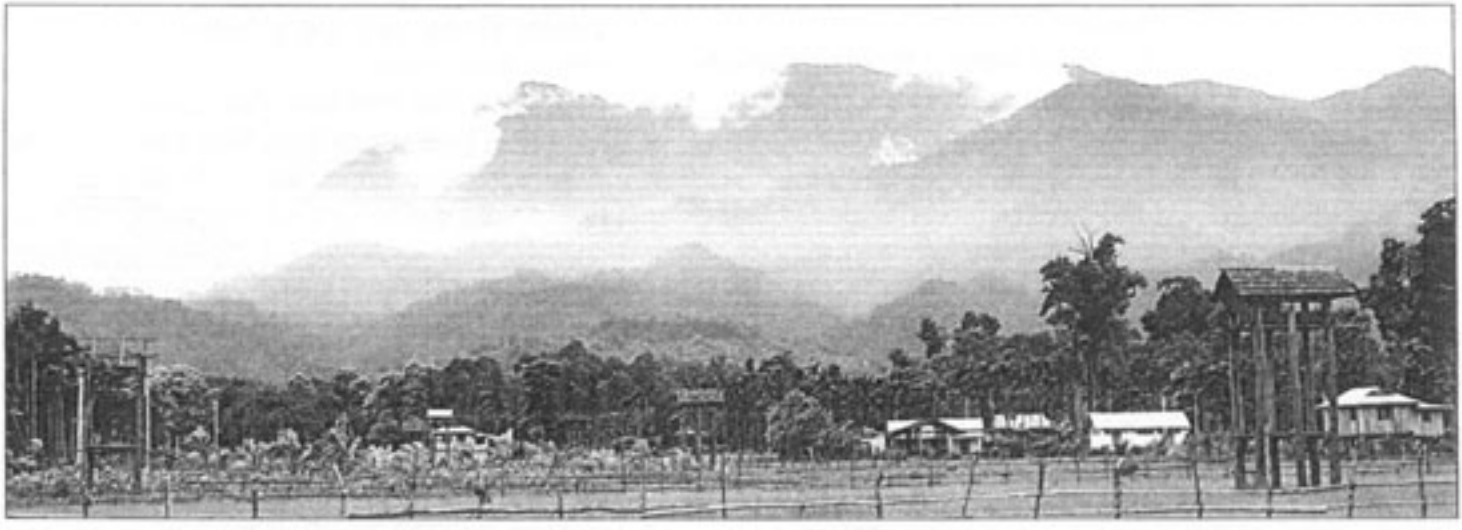
- দার্জিলিংয়ের লামহাটায় পর্যটন প্রকল্প।
- জলপাইগুড়ির মূর্তিতে ৩০টি কটেজ, অপেক্ষা শুধু উদ্বোধনের।
- উত্তরবঙ্গ নিয়ে গঠিত টাস্ক ফোর্সের প্রথম বৈঠক শেষ।
- দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে ফের চালুর জন্য আইআরসিটিসি'র সঙ্গে যৌথ পর্যবেক্ষণ এবং ডুয়ার্সে গ্রিন ট্রেন চালু।
- খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ/উদ্যানপালন দফতরের সঙ্গে কালিম্পংয়ে অর্কিড ফার্ম।
- ফুরফুরা শরিফে মুসাফিরখানা, তীর্থযাত্রীদের জন্য ছাউনি, উচ্চস্তম্ভের আলো এবং অন্যান্য সুবিধা তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য এসে গিয়েছে।
- কালিম্পংয়ের কাছে মুনসংয়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর জমি দিতে রাজি।
- গজলডোবায় ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, আয়ুর্বেদিক স্পা, আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটস ভিলেজ গড়ে তুলতে সমীক্ষার কাজ শেষ করেছে আইএল অ্যান্ড এফএস।
- দিঘার সুইস কটেজ রিসর্ট নিতে সম্মত হয়েছে আইআরসিটিসি।
- গঙ্গাসাগরের ট্যুরিস্ট লজের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আইআরসিটিসি।
- বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচারের জন্য ২৫টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র (৩০ সেকেন্ড) প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছে।
- দিঘা, উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবনে পিপিপি মডেলে পর্যটনের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে ১১.০৪.২০১২ তারিখে, কলকাতায়।
- কালনার ১০৮ শিবের মন্দিরকে আলোকসজ্জায় সাজানো।
- ৩/২, বিবাদী বাগে টেক্সটাইল মিউজিয়াম।
- হাওড়ায় নদীর পাশে রেলের জমিতে কলকাতা জায়ান্ট হুইল তৈরির জমিতে জয়েন্ট ইন্সপেকশন হয়ে গিয়েছে।
- ঝাড়গ্রামে জঙ্গলমহল ক্র্যাফটস মিউজিয়াম।
- কলকাতার সুভাষ সরোবরে ওয়াটার স্পোর্টস।
- দার্জিলিংয়ের প্ল্যান্টার্স ক্লাবের মেরামতি।

- দার্জিলিং জিমখানা ক্লাবের মেরামতি।
- ব্যারাকপুরে ১৮৫৭ সিপাই বিদ্রোহের উপর লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো প্রস্তুত।
- সুইস কটেজ, ওয়াচ টাওয়ার, সাইনেজ এবং বক্সা-ডুয়ার্স ট্রেক রুটের উন্নয়নের জন্য বন দফতরকে ২.৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।
- মরগ্যান হাউস ট্যুরিস্ট লজ, হিল টপ ট্যুরিস্ট লজ এবং তাশিডিং ট্যুরিস্ট লজের পুনর্নির্মাণ কাজ চলছে।
- জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মিউজিয়াম গ্যালারিতে অডিও গাইড সিস্টেম চালু।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের হাতিবাড়ি এবং ঝাড়গ্রামে ট্যুরিস্ট লজের কাজ প্রায় শেষ।
- কলকাতা থেকে গাদিয়াড়া, গড়খালি, ধামাখালি, ঝড়খালি, গঙ্গাসাগর, ঝাড়গ্রাম, শান্তিনিকেতন, মুর্শিদাবাদ, কালিম্পং, ডুয়ার্স এবং দার্জিলিংয়ে সাইনেজ তৈরির ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।
- গাদিয়াড়ায় হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের পুনর্গঠন এবং আয়ুর্বেদিক স্পা তৈরির কাজ চলছে।
- স্থানীয় শিল্পীদের কাজ তুলে ধরতে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ চলছে পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে।
- কলকাতায় শহিদ মিনার মেরামতি।

প্রধান উদ্যোগসমূহ

- দু'টি 'বিগ টিকিট প্যাকেজ', যথা— 'এক্সপিরিয়েন্স বেঙ্গল' (এক সপ্তাহের ট্যুর মুর্শিদাবাদ, ডুয়ার্স, দার্জিলিং) এবং সুন্দরবনে 'ময়ূরপঙ্খী নৌকা' তৈরির কাজ চলছে। ২০১২ সালের অক্টোবরে দু'টি চালু করা যাবে।
- সুন্দরবন, দার্জিলিং, ডুয়ার্স, দিঘা, কলকাতা, বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন, মুর্শিদাবাদ, গঙ্গাসাগর, ফুরফুরা শরিফ এবং বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়ায় পর্যটনভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ৩৮ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- জলপাইগুড়ি (গজলডোবা, কুঞ্জনগর এবং সাইলি), দিঘা (মন্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুর এবং জুনপুট) ও দার্জিলিং (মিরিক, সান্দাকফু, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, কালিম্পং এবং লামহাটা)— পর্যটন মন্ত্রকের প্রস্তাব মতো এই জায়গাগুলিতে ট্যুরিজম পার্ক করার পরিকল্পনা রয়েছে। যোজনা পর্ষদের অনুমতির অপেক্ষায়।
- একই ভাবে পুরুলিয়া রুরাল ক্লাস্টার, নদিয়া মিউজিক ক্লাস্টার, মালদায় হেরিটেজ ক্লাস্টারে তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে 'হোম স্টে' এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক পর্যটন গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
- কলকাতা জায়ান্ট হুইল, কলকাতা ম্যারিনা, গঙ্গা হেরিটেজ ক্রুজ সার্কিট এবং সুন্দরবনে মেরিন ভেসেলস, দিঘায় পিয়ার্স, ডুয়ার্সে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম হাব গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যা থেকে বিশাল পরিমাণ আয় হবে।
- দেশের এবং বিদেশের বাজারে পশ্চিমবঙ্গকে তুলে ধরতে জোরদার প্রচার।
- পিপিপি'র জন্য মডেল কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ট্যুরিজম পার্ক, পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা (বেশি এবং কম খরচের ক্ষেত্রে), বিনোদন পার্ক, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, হেলিকপ্টার এবং মেরিন ভেসেল সার্ভিসের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কথা ভাবা হচ্ছে।
- গাইড, গ্রামীণ সম্পদ ভিত্তি বা হোটেল সার্ভিসের মতো ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুরে ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত গঙ্গা হেরিটেজ ক্রুজ সার্কিট তৈরির জন্য ১২টি জায়গাকে বেছে নেওয়া হবে।

২০১০-১১ অর্থবর্ষে পর্যটন খাতে দেওয়া হয়েছিল ১১,৫৭,০৬,৯১৬ টাকা। ২০১১-১২ সালে এই অঙ্কটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯,০৫,১২,৭৯৫ টাকা। লজ থেকে গত অর্থবর্ষে যেখানে আয় হয়েছিল ১৪২৯.৫৪ লক্ষ টাকা, সেখানে ২০১১-১২ সালে আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫২৭.৬৮ লক্ষ টাকা। একই ভাবে জলপথে বিলাসভ্রমণ, প্যাকেজ ট্যুর এবং অফ-শপ থেকেও আয় বেড়েছে বেশ খানিকটা।



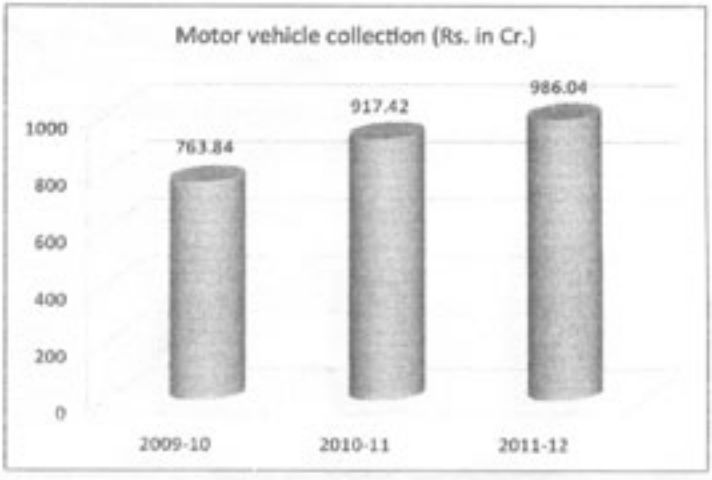
পরিবহণ



সূচনা

জলে, স্থলে নিরাপদ গতি সচল থাকুক রাজ্যের। এটাই মূল মন্ত্র করে এগিয়ে চলেছে পরিবহণ দফতর। গতির বিনিময়ে অবশ্য আমজনতাকে এই এক বছরে একটি পয়সাও খেসারত দিতে হয়নি। বিনিয়ন্ত্রণের কোপে পেট্রোলের দাম বেড়েছে, বেড়েছে অন্যান্য জ্বালানির দামও। তবে পরিবহণ দফতর তার আঁচ জনতার গায়ে পড়তে দেয়নি। আবার রাজ্যের গতিও থেকেছে সচল।

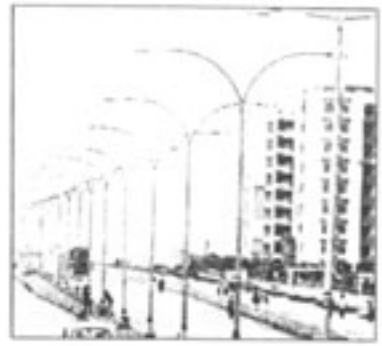
- কলকাতার কসবা মোটর ভেহিক্‌ল অফিস সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সল্টলেকের অফিসটি সংস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে।
- সাধারণ মানুষের কাছে পরিবহণ সংক্রান্ত পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্যের বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে ১৮টি এআরটিও খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে এই পরিষেবাগুলি পেতে মানুষকে আর জেলা সদরে যেতে হবে না। এই এআরটিও-গুলির মধ্যে বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, বনগাঁ, বসিরহাট এবং কালনার এআরটিও কাজ শুরু করে দিয়েছে। অন্যান্য আরটিও-গুলি খুব শিগগিরই কাজ করা শুরু করবে।
- শুধু রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্মার্ট কার্ড এবং পারমিট দেওয়া শুরু হয়েছে ১.১.২০১২ তারিখ থেকে। এর ফলে একদিকে দুর্নীতি যেমন কমবে, তেমনই কমবে সাধারণ মানুষের হয়রানিও। তা ছাড়া আবেদনকারীর ঠিকানাও যাচাই করা যাবে সহজে।
- ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে লাইফ-টাইম করের ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এরই পাশাপাশি বর্তমানের ৫ বছরের নিয়মটিও কার্যকর থাকবে। এর ফলে নথিভুক্তির প্রক্রিয়া সরলীকৃত হবে। এ ছাড়াও গাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন কর এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়াও পরিকল্পনাও করা হয়েছে।
- নথিভুক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করতে, নতুন গাড়ির নথিভুক্তি অন-লাইন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- কলকাতা থেকে হলদিয়া, দিঘা, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি (বাগডোগরা) থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত কপ্টার পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাগেরবাজার ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করেছেন। ২০ মে, ২০১১ তারিখে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে কম সম্ভাব্য সময়ে শেষ হয়েছে।
- রাজ্য পরিবহণ সংস্থাগুলির হাল ফেরাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছিল সরকার, যার ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই সংস্থাগুলির জন্য রাজ্য সরকারকে বছরে ৬০০ কোটি টাকার ভর্তুকির বোঝা বইতে হচ্ছে।
- কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, কলকাতা মেট্রো রেলওয়েজ কর্পোরেশন লিমিটেড এবং রাজ্য সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডর প্রকল্পে গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে রাজ্যে। এই প্রকল্পের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে, রেল মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
- রাজ্যের সব জেলায় হাই সিকিউরিটি রেজিস্ট্রেশন প্লেট (এইচএসআরপি) চালু করা হয়েছে।
- হাওড়া স্টেশনের নতুন এবং পুরনো টার্মিন্যাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাতানুকুল ভলভো বাস পরিষেবা চালু হয়েছে। কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত এসি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- এপ্রিল, ২০১২ থেকে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের নজরদারিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রি-পেড' ট্যাক্সি পরিষেবা চালু হয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, সাঁতরাগাছি, কলকাতা এবং শালিমার স্টেশনে একই পরিষেবা চালু করা হয়েছে।



- সাধারণ যাত্রীদের উপর যাতে কোনওরকম ভাবেই আর্থিক বোঝা না-চাপে, সে জন্য ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাস ও ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ানো হয়নি।
- ২০০৯-১০ সালে আয় হয়েছিল ৭৬৩.৮৪ কোটি টাকা। পরের আর্থিক বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯১৭.১২ কোটি টাকায়। ২০১১-১২ সালে রাজস্ব দাঁড়িয়েছে ৯৮৬.০৪ কোটিতে।
- রাজ্যে ভালো মানের বাস পরিষেবা চালুর জন্য বিভিন্ন কর্পোরেট বা বড় ব্যবসায়িক সংস্থার কাছে আগ্রহপত্র চাওয়া হয়েছে।
- পথ নিরাপত্তা বাড়াতে সল্টলেক, কলকাতা, বিভিন্ন জেলা সদর এবং পুর এলাকায় ৪৪টি অটো-ম্যানুয়াল ট্রাফিক সিগন্যাল চালু হয়েছে। এ জন্য মোট ২.৪৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।
- জল-পরিবহণে উন্নতির জন্য ডব্লিউবিএসটিসি'কে **৫.২৫ কোটি** টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও, ৩ কোটি টাকার প্রকল্পে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের নেবুখালি এবং দুলদুলির মধ্যে একটি লোডেড ক্যারেজ টাগ (এলসিটি) পরিষেবার জন্য একটি এলসিটি নির্মাণে **১.৫৭ কোটি** টাকা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে পন্টুন ধরনের জেটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- কলকাতায় দূষণের পরিমাণ কমাতে রাজ্য সরকার সিএনজি/সিবিএম চালু করতে আগ্রহী। এ ছাড়াও ব্যাটারি/ইলেক্ট্রিক-চালিত গাড়ি চালু করার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে। কলকাতা এবং হাওড়ার কয়েকটি জায়গাকে চিহ্নিতও করা হয়েছে।
- যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 'বাস স্ট্যান্ড' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এগুলি হল, —
  - ❖ পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর-২, তমলুক রেলওয়ে স্টেশন, এগরা এবং নিউ দিঘা বাস টার্মিনাস
  - ❖ পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল বাস টার্মিনাস
  - ❖ পুরুলিয়ায় পুরুলিয়া বাস টার্মিনাস
  - ❖ বাঁকুড়ায় গোবিন্দনগর বাস টার্মিনাস
  - ❖ বীরভূমের বোলপুর, নৈহাটি বাস টার্মিনাস
  - ❖ নদিয়ার রানাঘাট, নবদ্বীপ বাস টার্মিনাস
  - ❖ বর্ধমানের মেমারি বাস টার্মিনাস
  - ❖ হুগলির বৈদ্যবাটি বাস টার্মিনাস
  - ❖ সল্টলেকের করুণাময়ী এবং লাবনীতে আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাস
  - ❖ শ্যামবাজারে, ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে বাস টার্মিনাস
  - ❖ উত্তর ২৪ পরগনায় টিটাগড় বাস টার্মিনাস
  - ❖ জানুয়ারি, ২০১২-তে গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী এসেছিলেন। বাস, ট্রেন এবং ফেরির যথাযথ বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, সেইমতো সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল এই অতিরিক্ত যানবাহনকেও। মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল সংখ্যক অ্যাম্বুল্যান্সও। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

*****

নগরোন্নয়ন



সূচনা

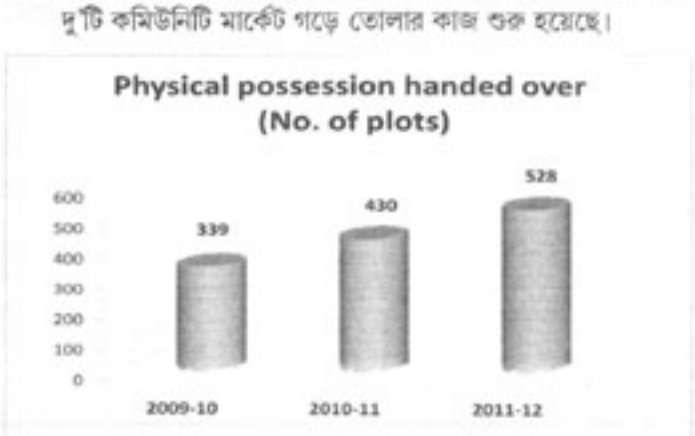
পশ্চিমবঙ্গ হল দেশের অন্যতম নগরায়িত শহর, যার ২৮ শতাংশ মানুষই শহরাঞ্চলে বসবাস করেন। রাজ্য এখন একটি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে দ্রুত এই রাজ্যকে আরও নগরায়নের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, যাতে জীবনধারণের আরও উন্নত পরিবেশ দেওয়া যায় নাগরিদের এবং এই বিকাশের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

নগরোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশতবর্ষে 'রবীন্দ্র তীর্থ' নামে একটি সুসংহত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।
- ভারত সরকারের 'লুক ইস্ট' নীতি অনুসরণ করে, **ফিনানশিয়াল হাবের প্রথম ধাপ** হিসেবে প্রস্তাবিত বেশি এফএআর-সহ একটি 'সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট'-এর জন্য নিউ টাউনে ২৫ একর জমি চিহ্নিত করেছে হিডকো। এই এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ। ১০ মার্চ, ২০১২ তারিখে হাবের শিলান্যাস করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসবিআই ইতিমধ্যে ১০ একর জমি 'অ্যাপেক্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' গড়ার জন্য নিয়েছে। এই হাবে একটি জোড়া মিনার বা টুইন টাওয়ার গড়ার পরিকল্পনা আছে। এখানেই বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে অফিস দেওয়া হবে।
- নিউ টাউনের একেবারে কেন্দ্রে ৪৮০ একর জমিতে একটি ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত। কাজ চলছে জোরকদমে।
- বিডিংয়ের মাধ্যমে সল্টলেকের **নজরুল অ্যাকাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার**-এর নকশা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বাস্তুকার নির্বাচনও চূড়ান্ত। ২৫ মে তারিখে শিলান্যাস হওয়ার কথা।
- শহিদ ভগৎ সিং ভবনের নকশাও তৈরি।
- **কনভেনশন সেন্টার** গড়ার লক্ষ্যে ১০ একর জমি চিহ্নিত করেছে হিডকো। নকশা তৈরি করা হচ্ছে।
- রঘুনাথপুর থানা, রঘুনাথপুর পুরসভা এবং নিতুরিয়া থানার মোট ২৫৪টি মৌজাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৯-এর আওতায় আনা হয়েছে। উক্ত এলাকাকে 'প্ল্যানিং এরিয়া' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং 'রঘুনাথপুর প্ল্যানিং অথরিটি' হিসেবে পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়ার জেলাশাসককে।
- দিঘায় পর্যটনের উন্নতির জন্য সম্প্রতি মন্দারমণি মৌজাকে দিঘা শংকরপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্ল্যানিং এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দিঘা শংকরপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নে একটি সবিস্তার প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে 'মেসার্স রাইটস'কে।

দিঘার অন্যান্য মাইলফলক

- আগ্রহপত্র চাওয়া হয়েছে, ক) স্পা এবং হেলথকেয়ারের জন্য, খ) থ্রি-স্টার হোটেল, অ্যাকুয়া মেরিন ক্লাব-সহ একটি ট্যুরিস্ট হাবের জন্য
- তাঁবু কটেজ অ্যাকোমোডেশনের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমকে।
- ওয়াটার স্পোর্টস চালু হয়েছে।
- বে-ক্যাফে, সৈকতাবাস এবং পার্কগুলির সংস্কার।
- মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে 'রাইটস'।
- মন্দরমণির উপকূলবর্তী বিষয়গুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।
- দিঘার রাস্তার মানোন্নয়ন হয়েছে।
- সুসংহত জমি জরিপের কাজ শুরু।
- 'ডিয়ার পার্ক'-এর প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে।
- প্রায় ৯ কোটি টাকার প্রকল্পের দিঘা বাইপাস প্রায় শেষের দিকে।
- বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আইসিজেডএম প্রজেক্ট অফিস তৈরি হয়েছে।
- **শিশু তীর্থ**: ১৫ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে খেলার মাঠ-সহ একটি চিলড্রেন্স পার্কের উদ্বোধন করেছেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। পার্কটি ইতিমধ্যেই তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
- **কমিউনিটি মার্কেট**: ডিজাইন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা নিয়ে দু'টি কমিউনিটি মার্কেট গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।



- **নিউটাউন, সল্টলেক, নবদিগন্তে** পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে হুগলি নদি থেকে পাইপ দিয়ে জল আনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এই সব এলাকায় জলের সমস্যা অচিরেই মিটে যাবে।
- **নিউ টাউনের জমি দেওয়া হয়েছে** -- ক) আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, খ) হজ হাউস, গ) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ঘ) প্রেসিডেন্সি কলেজ, ঙ) এসবিআই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চ) এনএসজি, ছ) কোস্ট গার্ড।
- **নিউটাউনে গত তিন বছরের মধ্যে এ বছরই জমির সত্ব দেওয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ২০০৯-১০'এ দেওয়া হয়েছিল ৩৩৯টি প্লট, ২০১০-১১'য় ৪৩০টি আর ২০১১-১২'য় দেওয়া হয়েছে ৫২৮টি প্লট।**

ই-গভর্ন্যান্স

- এই দফতরে ইতিমধ্যেই 'ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম' কাজে লাগানো হচ্ছে।
- কাজ শুরু করেছে 'ফান্ড ফ্লো' সফটওয়্যারও।
- কেএমডিএ-সহ একাধিক উন্নয়ন সংস্থা ই-টেন্ডার এবং ই-প্রোকিওরমেন্ট ব্যবস্থা চালু করেছে।
- হিডকোয় বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে।

নগর সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ

- বেশ কয়েকটি পুর-এলাকায় রাস্তায় আলো লাগানোর কাজ শেষ-- ব্যারাকপুর, খড়দহ, পানিহাটি, কামারহাটি, দমদম, বরানগর।
- হলদিয়ার সিটি সেন্টার থেকে ক্ষুদিরাম স্কোয়্যার পর্যন্ত এলইডি লাইট বসানোর কাজ শেষ।
- বেলভেডিয়ার রোডের সৌন্দর্যায়নের দায়িত্ব নিয়েছে কেআইটি।
  ১. কেষ্টপুর খালের উপর ব্রিজ থেকে হিডকো ভবন পর্যন্ত 'মেজর আর্টেরিয়্যাল রোড'এ (এমএআর) সবুজায়নের কাজ।
  ২. এমএআর-এর ফার্স্ট রোটারিতে ডিভাইডারে ৮,০০০ বর্গমিটার সবুজ ঘাসের গালিচা।
  ৩. এমএআর-এ ৪১২টি ট্রাইডেন্ট লাইট।
  ৪. সিক্সথ রোটারি থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ৩ কিমি রাস্তায় আলঙ্কারিক গাছ লাগানো।
- আলঙ্কারির আলো দিয়ে দিঘা থেকে ওড়িশার সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সাজানোর কাজ শেষ।
- অহীন্দ্র মঞ্চ সংস্কারের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে কেআইটি। কাজ শুরু হবে খুব শিগগিরই।

এনজিআরবিএ-র সাফল্য

- ২০১১-১২ সালে যে ঘাটগুলির কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলি হল-- আরএফডি (রিষড়া), চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, বৈদ্যবাটি এবং কলকাতা

আবাসন ক্ষেত্রে কেএমডিএ'র সাফল্য

একক ভাবে কেএমডিএ যে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করেছে, সেগুলি হল —

- ব্যারাকপুর হাউজিং কমপ্লেক্স (ফেজ-১)-এ কমিউনিটি হল এবং রিক্রিয়েশন পরিষেবা,
- কল্যাণী আবাসন প্রকল্পের আওতায় তিনটি ৪ তলা (এ-টাইপ) বাড়ি,
- পূর্ব কলকাতায় আবাসন,
- কাশীপুর থানা চত্বরে কলকাতা পুলিশেরকর্মীদের জন্য ২৪টি রেসিডেনশিয়াল কোয়ার্টার।

অন্যান্য পরিকাঠামোগত উদ্যোগ

- **শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ:** শিলিগুড়ির কানকাটা মোড়ে শান্তিনগর মেন রোড এবং ইস্টার্ন বাইপাসের সংযোগকারী আরসিসি বক্স ব্রিজ (দু'দিকেই অ্যাপ্রোচ রোজ-সহ) নির্মাণের কাজ এ বছর শেষ হয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম মহানন্দা ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
- **হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ:** গেঁওখালি থেকে চৈতন্যপুর, চৈতন্যপুর থেকে বাসুদেবপুর পর্যন্ত জল সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং বাসুদেবপুরে পরিস্রুত জলের রিজার্ভার ও পাম্পহাউস তৈরির কাজ শেষ।
- **মেদিনীপুর-খড়্গপুর উন্নয়ন পর্ষদ:** পদ্মাবতী ঘাটে ইলেক্ট্রিক চুল্লির নির্মাণ শেষ।

জেএনএনইউআরএম'এর সাফল্য

ইউআইজি সাবমিশন-এর আওতায় ১৩টি নতুন প্রকল্পের জন্য ১৪৬৯.৫২ কোটি টাকা মঞ্জুর।

- ভাটপাড়া পুরসভায় রেল ওভারব্রিজ।
- কল্যাণী রেল স্টেশনে বাস টার্মিনাস।
- আদিগঙ্গা শুরুর জায়গায় ইএম বাইপাসে কামালগাজি মোড়ে একটি চার লেনের ফ্লাইওভার।
- বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে জিঞ্জিরাবাজার এবং বাটানগরের মধ্যে এলিভেটেড রোড।
- এনডিআইটিএ-র বাইরের দিকে একটি বাস টার্মিনাস (অফিস বিল্ডিং, ক্যাফেটেরিয়া-সহ)।
- সোদপুর থেকে এমবি রোড পর্যন্ত ব্যারাকপুর-কল্যাণী-দমদম এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প।
- উলুবেড়িয়া পুরসভার জন্য জল সরবরাহ প্রকল্প (ফেজ-২)।
- মধ্যমগ্রাম, নিউ ব্যারাকপুর এবং বারাসতের মধ্যে আন্ত-পুরসভা জল সরবরাহ।
- একই ধরনের প্রকল্প খড়দহ-টিটাগড়ের মধ্যে।
- মধ্যমগ্রাম পুরসভা, কলকাতার জন্য স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম।
- বারাসত, কলকাতার জন্য সুসংহত স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম।
- দুর্গাপুরে গ্যামন ব্রিজ থেকে গান্ধিমোড় (ভায়া মানবাজার) পর্যন্ত রাস্তার মানোন্নয়ন।
- জুবিলি ধাবা থেকে এসসিওবি গেট পর্যন্ত চার লেনের রাস্তার সম্প্রসারণ।

২০১১-১২ সালে ইউআইজি সাব মিশন প্রকল্পের আওতায় ছটি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

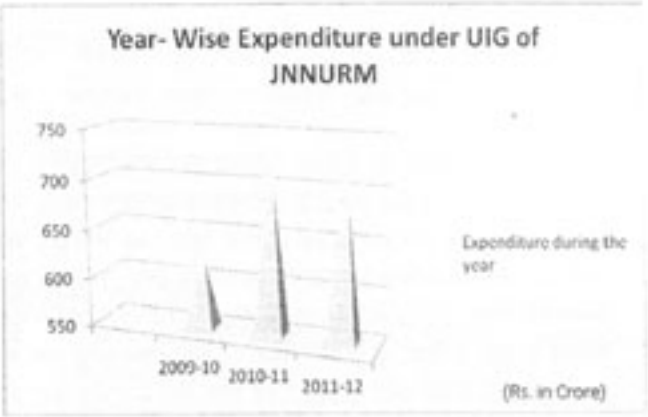
- উলুবেড়িয়া পশ্চিমের জন্য ১০এমজিডি জল পরিশোধন প্ল্যান্ট
- নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচরাপাড়া, গয়েশপুর এবং কল্যাণীর কিছু

অংশের জন্য ২৪ ঘণ্টা জল সরবরাহ প্রকল্প।

- খড়দহ, পানিহাটি, উত্তর দমদম, দমদম এবং দক্ষিণ দমদমের জন্য ড্রেনের আবর্জনা পরিষ্কারের আন্তঃপুরসভা প্রকল্প।
- হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার জন্য স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম।
- বাঁশবেড়িয়া পুরসভার জন্য স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম।
- সল্টলেক সেক্টর ফাইভের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন।

জেএনএনইউআরএম'এর বিএসইউপি সাব-মিশনের আওতায় ১৩টি নতুন প্রকল্প, যার মোট খরচ ৭১০.৩৪ কোটি টাকা ২০১১-১২ সালে মঞ্জুর করা হয়েছে।

- ডানকুনি পর্যায় -১ (১,৪৯৯টি ইউনিট)
- হালিশহর পর্যায়-২ (৫০০টি ইউনিট)
- মধ্যমগ্রাম পর্যায়- ৩ (১৪০৬টি ইউনিট)
- কাঁচরাপাড়া পর্যায়- ২ (২৪০টি ইউনিট)
- উত্তর দমদম পর্যায়- ৩ (২০০০টি ইউনিট)
- রাজারহাট-গোপালপুর পর্যায়- ৩ ও ৪ (১০৭৩ ও ১৪৬৯টি ইউনিট)
- কুমোরটুলি - (২০০টি ইউনিট)
- ভাটপাড়া পর্যায়- ২ (১৯৪৭টি ইউনিট)
- টিটাগড় পর্যায়- ২ (৮৯৯টি ইউনিট)
- শ্রীরামপুর পর্যায়- ৩ (১৫৯৮টি ইউনিট)
- কোন্নগর পর্যায়- ৩ (১১৯৭টি ইউনিট)
- দুর্গাপুর পর্যায়- ৪ (৯১২টি ইউনিট)



*****

জলসম্পদ উন্নয়ন



জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জলসম্পদের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিলক্ষণ বোঝে। তার অধীনস্থ জলসম্পদ উন্নয়ন ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট এবং প্রান্তিক চাষিদের কাছে সুফল পৌঁছে দেয়। দ্য স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে রাজ্যের কোথায় কেমন ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার ও উৎস রয়েছে নিয়মিত তা পর্যবেক্ষণ করে এবং জলের গুণগত মানের উপর নজর রাখে। একই সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত এবং সদর্থক ভাবে জলের ব্যবহারের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কাজে সম্প্রতি তিনটি মুখ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

- জলসম্পদের উপর ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব
- ভূগর্ভস্থল জল ভাণ্ডারের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি
- জলের গুণগত মানের অবনমন।

এই তিনটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে দু'দফায় রণনীতি নেওয়া হয়েছে।

- বিপুল পরিমাণে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ। 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের বহুমুখী উপায় অবলম্বন করা।
- জল ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখানো।

২০১০-১১ সালে এই দফতরের অধীনে ১৬৭০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। সেখানে ২০১১-১২ সালে এই দফতরের অধীনে ১৮০৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১০-১১ সালে ২৪৬৩ হেক্টর ফিল্ড চ্যানেল নির্মাণ করা হয়। সেখানে ২০১১-১২ সালে ৩৭৪৬ হেক্টর ফিল্ড চ্যানেল নির্মাণ করা হয়।



২০১১-১২ সালে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ৫৩৪৭টি কর্মদিবস সৃষ্টি করা হয়।

২০০৯-১০ সালে যেখানে ৭টি বৃষ্টির জল হারভেস্টিং প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়। ২০১০-১১ সালে ৬টি বৃষ্টির জল হারভেস্টিং প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়। সেখানে ২০১১-১২ সালে ৩২টি বৃষ্টির জল হারভেস্টিং প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়।

জল ধরো জল ভরো

- চলতি আর্থিক বছরে 'জল ধরো জল ভরো'র অধীনে ৩৬৬২টি 'সোর্স টু ফিল্ড' প্রকল্পের জন্য ২৫.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকল্প কার্যকরী হয় হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ এবং হাওড়ায়। এর ফলে ২০ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি হয়।
- 'জল ধরো জল ভরো'র অধীনে ১৩৮টি 'জলাধার' প্রকল্পের জন্য ১১.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকল্প কার্যকরী হয় বর্ধমান এবং কোচবিহারে। এর ফলে মোট ৫৩৪৭টি কর্মদিবস সৃষ্টি হয়।
- **জল ধরো, জল ভরো প্রকল্প:** পুকুর, ট্যাংক, রিজারভার, খাল বা মাটির তলার জলাধার, যেখানে সম্ভব বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং সেচে তার উপযোগী ব্যবহার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টিই হল এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্যোগ। এই প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণের ফলে অনেক বেশি সংখ্যক শ্রমদিবস সৃষ্টি করা যাবে, গ্রামীণ এলাকায় যা বাড়াবে কর্মসংস্থানের সুযোগ। এই প্রকল্পের আওতায়, ডব্লিউআরআই অ্যান্ড ডিডি বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে যেমন--পুকুর খনন, জলাধারের জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার বিচার্জ, এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় সোর্স টু ফিল্ড স্কিম (এসটিএফএস), রিজার্ভার খনন ইত্যাদি। ২০১১-১২ সালে, মোট ৩,৮০০টি প্রকল্পের প্রস্তাব এসেছে, যার জন্য আনুমানিক খরচ ৩৭.১৪ কোটি টাকা। হুগলি, বর্ধমান, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, হাওড়া এবং মুর্শিদাবাদে অন্তত ২৮ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

  কলকাতা এলাকা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সচেতনতা প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে।

  ২০১১-১২ থেকে আগামী পাঁচ বছরে ৫০,০০০ পুকুর খোঁড়া/সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ক্রমাগত নজরদারি এবং দফতরের সার্বিক প্রচেষ্টায় ২০১১-১২ সালে মোট ১৮,৫০০টি

পুকুর খনন/সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে।

জঙ্গলমহলের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া— জঙ্গলমহলের এই তিন জেলায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার (রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং) একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। কৃষি দফতরের আরকেভিওয়াই-এর অধীনে ২৪.৪০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এই টাকায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার বিশাল জলাধার (রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ট্যাংক), চেক ড্যাম এবং খননকার্য ও ট্যাংকগুলির আধুনিকীকরণ হবে। অধিকাংশ কাজই দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে।

ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন

নন-প্ল্যান প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এমআই প্রকল্পে ২০১১-১২ সালে অনুমোদিত হয়েছে ৩২.৯৬ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে ১৬.৪৭ কোটি টাকা।

রেন ওয়াটার হারভেস্টিং

- ২৪.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে জঙ্গলমহলের তিন জেলায় (পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া) 'রেন ওয়াটার হারভেস্টিং'এর কাজ শুরু হয়েছে। নতুন জলের ট্যাংক, চেক ড্যাম তৈরি, পুরনো কৃত্রিম জলাধারগুলির মেরামতের কাজ চলছে।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তা

- পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে উৎসাহ দিতে এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে আইডিএ থেকে ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আইবিআরডি থেকে ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ার অনুমোদন মিলেছে। এই প্রকল্পের কাজ আগামী ৬ বছরের মধ্যে শেষ হবে। এর দ্বারা ৪,৬৬০টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে উন্নত করা হবে।

ভারত সরকারের সহায়তা

- চলতি আর্থিক বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো খরাপ্রবণ জেলায় ক্ষুদ্র সেচ যোজনার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রকল্পে খরচ পড়বে ৪৪.৮৬ কোটি টাকা। সেচের সুফল পাবে ৬,৮৪০ হেক্টর জমি। চলতি আর্থিক বছরে ইতিমধ্যেই ১,৭২২ হেক্টর জমিকে ক্ষুদ্র সেচের সুফল লাভ করানো সম্ভব হয়েছে।

জঙ্গলমহলের জন্য প্রকল্প

- জঙ্গলমহলে ২৪.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পাম্প হাউস সারাই ও পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে।
- জঙ্গলমহলের তিন জেলার জন্য স্প্রিংকলার-সহ সেচের সরঞ্জাম ক্রয়ের খাতে পাঁচ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। এই টাকার ৭০ শতাংশই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন

- গভীর নলকূপগুলিকে নতুন করে খনন এবং ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অর্থে ডিজেল চালিত কূপগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্টেট ড্রট রিলিফ ফান্ড

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের পক্ষ থেকে খরা কবলিত জেলাগুলির জন্য ২০১১'র আগস্টে ৬২.৮৯ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এইসব এলাকায় খরার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি সারাই ও পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে।

রাজ্যের জল নীতি

- রাজ্যের জলনীতিকে চূড়ান্ত করতে সরকারের তরফে একটি আন্তঃদফতর উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্টেট ওয়াটার রেগুলেশন অথরিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটিই বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা করবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রাউন্ড ওয়াটার আইনের সংশোধনী

- পূর্বে বিদ্যুৎচালিত কূপ খননের ক্ষেত্রে এসডব্লিউআইডি'র অনুমোদন লাগত। এখন থেকে ৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট পাম্পের ক্ষেত্রে আর এসডব্লিউআইডি'র অনুমোদন লাগবে না। এবার থেকে এই ধরনের কূপের ক্ষেত্রে চাষিরা এসডব্লিউআইডি'র অনুমোদন ছাড়াই বিদ্যুৎ সংযোগ পাবেন।

রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাপ

- স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের সদর্থক ভূমিকা ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের ফলে রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। 'সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডে'র হিসেবে রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ২৭.৫৮ লক্ষ হ্যাম (হেক্টর মিটার)। এর মধ্যে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ ১০.৯১ লক্ষ হ্যাম।

এমজিএনআরইজিএস-এর অধীন প্রকল্প

- জমির উপর দিয়ে জলবাহী নালা তৈরি করে দু'ধরনের সুবিধা পাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে।
  ১) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং অতিরিক্ত জল ওই নলবাহিত হয়ে জমির আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
  ২) সেচের জল সঠিক অর্থে কৃষিকাজে ব্যবহার করা। মাঠের মধ্যে জলবাহী নালা এই প্রকল্পে তৈরি করা হবে।

*****

যুব বিষয়ক



সূচনা

রাজ্য সরকারের অন্যতম রোমাঞ্চকর ও প্রাণবন্ত কর্মকাণ্ডের শরিক এই দফতর। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মনীষীদের ভাবতত্ত্ব প্রচার, শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুবসমাজকে সচেতন করার দায়িত্ব যুব বিষয়ক এই দফতরের কাঁধে। লক্ষ্যে অবিচল থেকে সতত গতিশীল সরকারি এই বিভাগ।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চলছে কর্মযজ্ঞ। ২০০৯-১০ সালে যেখানে যুব দফতরের খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৮.৮৬ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ সালে ৫.৫২ কোটি টাকা, সেখানে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৮.০৪ কোটি টাকা। বরাদ্দ অর্থের পরিমাণই স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী, নয়া সরকারে কতটা গুরুত্ব আরোপিত এই দফতরে।

ছাত্র যুব উৎসবে চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ১০.১০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩.৫০ কোটি টাকা। আর ২০০৯-১০ সালে বরাদ্দ করা হয়েছিল আরও কম— ৩ কোটি টাকা।

গ্রামীণ ক্রীড়া ও খেলার মাঠের মানোন্নয়ন খাতে চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। সেখানে গত দু'টি অর্থবর্ষে যথাক্রমে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছিল মাত্র ৫৪ ও ৫২ লাখ টাকা।

জঙ্গলমহলের জন্য এই দফতর মারফত চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দ হয়েছে ১.৫৯ কোটি টাকা। সেখানে গত অর্থবর্ষে এই খাতে বরাদ্দ করা হয় মাত্র ২০ লাখ টাকা। ২০০৯-১০ সালে তো এই খাতে কোনও অর্থ বরাদ্দই হয়নি।

জিমন্যাশিয়ামের পিছনে ২০১১-১২ সালে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ১.৫১ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে অর্থ বরাদ্দ করা হয় ২৭ লাখ টাকা। ২০০৯-১০ সালে বরাদ্দ করা হয় ১.১৮ কোটি টাকা।

মিনি ইন্ডোর গেমস বাবদ ২০১১-১২ সালে অর্থ খরচ হয়েছে .৭১ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে এই অঙ্কটা ০.০৭ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ সালে বরাদ্দ করা হয় ০.১৮ কোটি টাকা।

আর্থ-সামাজিক কার্যাবলিতে ২০১১-১২ সালে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ০.১৬ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ০.০৬ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ সালে বরাদ্দ করা হয় ০.১১ কোটি টাকা।

১. ই-টেন্ডারিং

দফতরের দৈনন্দিন কাজে স্বচ্ছতা আনতে চালু হয়েছে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি। দু' লাখ টাকার বেশি কোনও কাজ করতে গেলে ভেন্ডারদের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে।

২. ওয়েবসাইট

দফতরের নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট চালু হয়েছে।

৩. বরেণ্য স্মরণে

ছাত্র যুব উৎসবের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে **বিবেকমেলা**-ও আয়োজন করেছে দফতর। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০,০০০ টাকা অর্থমূল্যের করে **বিবেক সাহসিকতা পুরস্কার** এবং **বিবেক মেধা পুরস্কার** দেওয়া হয়েছে।

৪. সত্যি অর্থেই খেলাধুলোর উন্নয়ন

- গ্রামীণ খেলাধুলোয় বিশেষ আগ্রহ রয়েছে সরকারের।
- ব্লকস্তরের স্কুল, কলেজ, ক্লাব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকার খেলার সরঞ্জাম বিতরণ করতে চায়। সরঞ্জামগুলির গুণমান নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জেলার ক্ষেত্রে এই খাতে বরাদ্দ টাকা জেলাশাসকের হাতে এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে কমিশনারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁরাই স্থানীয়স্তরে সরঞ্জামগুলি প্রয়োজনমতো কিনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবেন।

৫. ইয়ুথ হস্টেল

- ভ্রমণপিপাসু ছাত্র-যুবাদের কম খরচে থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার জন্যই রাজ্য যুব বিষয়ক দফতর রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ইয়ুথ হস্টেল গড়ে তুলেছিল।
- এমন ইয়ুথ হস্টেলের সংখ্যা রাজ্যে ২৩টি, কিন্তু সব ক'টিই চালু অবস্থায় নেই। এর মধ্যে ৮টি হস্টেলে আগাম বুকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।
- আরও ১০টি ইয়ুথ হস্টেল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে। অনলাইনে যাতে আগাম বুকিং করা যায়, সে ব্যবস্থাও অচিরেই শুরু করতে চায় সরকার। পুরনো হস্টেলগুলিরও সংস্কার করা হবে।
- মৌলালি'র স্টেট ইয়ুথ সেন্টারের আসনসংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৬. ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ সেন্টার

- পশ্চিম মেদিনীপুরের নবনির্মিত ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ সেন্টারটির সূচনা হয়েছে ২০১১-১২ সালে।

৭. জঙ্গলমহলে উন্নয়ন

- রিক্রিয়েশন কমপ্লেক্স/মিনি ইন্ডোর কমপ্লেক্স নির্মাণ
- জিমন্যাশিয়াম নির্মাণ এবং জিমন্যাশিয়ামের সরঞ্জাম বিতরণ
- ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ
- মোটর ড্রাইভিং ট্রেনিং
- উপজাতি যুবাদের মধ্যে সোলার লণ্ঠন বিতরণ
- খেলার মাঠের উন্নয়ন
- স্থানীয়স্তরে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনে ব্রতী ক্লাব/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানদের আর্থিক সাহায্য
- ছাত্র যুব উৎসব পালন



দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে **রাধানাথ শিকদার মেমোরিয়াল লেকচার**। এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আয়োজক, 'ভাষা ভবন'।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে -

- প্যারাসেইলিং এবং গ্লাইডিং নিয়ে কয়েকটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
- তেনজিং নোরগে এবং রাধানাথ শিকদারের নামে স্মারক পুরস্কার চালু করা হবে।
- পর্বতারোহণের উপযোগী ৪৭.৪০ লাখ টাকার সরঞ্জাম কেনা হবে।
- অজেয় কোনও পর্বতশৃঙ্গ জয় করার পরিকল্পনা রয়েছে। যদি সাফল্য মেলে, সেই শৃঙ্গের নামকরণ হবে স্বামী বিবেকানন্দের নামে।
- স্বামী বিবেকানন্দের 'ভারত পরিক্রমা'র কথা মাথায় রেখে একটি সাইকেল যাত্রা আয়োজন করারও পরিকল্পনা রয়েছে। আরও একটি সাইকেল যাত্রা বেলুড় মঠ হয়ে গঙ্গাসাগর থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাবে।
- মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি থেকে কলকাতার বাগবাজার ঘাট অবধি গঙ্গার উপর একটি কায়াকিং প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ওয়াটার স্পোর্টসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কৃত্রিম পাহাড়টির নামকরণ রাধানাথ শিকদারের নামে হবে।
- আর্টিফিশিয়াল রক ক্লাইম্বিং এবং বোল্ডার ক্লাইম্বিং'য়ের যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৮. স্টেট ইয়ুথ সেন্টার, মৌলালি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে--

প্রেক্ষাগৃহ

- স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ শতবর্ষকে সম্মান জানিয়ে দীনেশ মজুমদার স্টেট ইয়ুথ লাইব্রেরির নাম বদলে হচ্ছে **বিবেক লাইব্রেরি**
- কেরিয়ার ইনফর্মেশন সেন্টার স্থাপন
- কনফারেন্স হল নির্মাণ ও একটি এটিএম কাউন্টার স্থাপন

৯. মাউন্টেনিয়ারিং এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

- পর্বতারোহন এবং রোমাঞ্চকর অভিযানে উৎসাগ দিতে **ওয়েস্টবেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন** নামে একটি সংস্থা রাজ্য যুব দফতরের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে কাজ করে চলেছে।
- মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নির্ধারণকারী বিশিষ্ট গণিতজ্ঞের

১০. বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম

- এখনও এই সমাজে প্রচুর কুসংস্কার আছে। রয়ে গিয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব। যুবসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে দু'টি বার্ষিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে -- ১. স্টুডেন্টস সায়েন্স সেমিনার ২. সায়েন্স ফেয়ার।
- জনমানসে বিজ্ঞানমনস্কতা ছড়িয়ে দিতে যে সব সংগঠন (সায়েন্স ক্লাব) কাজ করে, তেমন ১২৪টি সংগঠনকে মোট ১৯.৯৮ লাখ অর্থসাহায্য করবে যুব দফতর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম সার্ধশতবর্ষে স্কুল, কলেজ, ক্লাব এবং বিভিন্ন সংগঠনে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এই অর্থসাহায্য করা হবে।

১১) যুব কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- ছাত্র-যুব সমাজকে কম খরচে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিতে রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে যুব কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি সফল ভাবে চলছে।

১২) মাল্টিজিম

- শরীর সুগঠিত না-হলে মানসিক বিকাশও সম্ভব নয়। তাই মাল্টিজিম স্থাপনের জন্য ২ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হচ্ছে স্কুল, কলেজ, ক্লাব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে।

১৩) এক্স অলিম্পিয়ানদের পেনশন

- রাজ্যের প্রাক্তন অলিম্পিয়ানদের পেনশন মাসে দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

১৪) চিনা প্রতিনিধি দল

- ২০১২'র ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত সরকারি তত্ত্বাবধানে চিনা ছাত্রদের ৭০ জনের একটি দল কলকাতায় আসে। কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান এঁরা ঘুরে দেখেন।

১৫) ক্লাবগুলির কর্মকাণ্ড

- রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর ২০১১'র জুন থেকে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সার্ভে করা হয়েছে। গবেষণা হয়েছে যুব সমাজের জীবন নিয়েও। সায়েন্স ক্লাবগুলির কাজকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।



১৬) ছাত্র-যুব উৎসব

- ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে রাজ্যের জেলা/ব্লক/পৌরসভা/বোরো স্তরে ও রাজ্যস্তরে যুব উৎসব পালিত হয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২ থেকে ৬ জানুয়ারি এই উৎসব হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা করে। বিধাননগর কলেজ ক্যাম্পাস, মৌলালি যুব কেন্দ্রেও এই উৎসব পালিত হয়।
- ১২ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ম্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ১৭তম জাতীয় যুব উৎসবে রাজ্য যুব উৎসবের বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম স্থানাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে বাঁশি এবং তবলায় ২টি স্বর্ণপদক, মণিপুরী নৃত্যে ১টি রৌপ্যপদক ও কত্থক এবং ভরতনাট্যমে ২টি ব্রঞ্জ লাভ করে এ রাজ্য। সাফল্যের নিরিখে গোটা দেশের মধ্যে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থান লাভ করে। যেখানে গত বছর এই উৎসবে রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের পদক সংখ্যা ছিল ২টি রুপো ও ১টি ব্রঞ্জ।
- কলকাতায় ছাত্র-যুব উৎসবের পাশাপাশি জঙ্গলমহল, পাহাড় এবং উপকূলবর্তী এলাকাতেও পৃথক ভাবে যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়।
- জলপাইগুড়ির মালবাজারে পার্বত্য এলাকার যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দিঘাতে 'সৈকত উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে যুব কল্যাণ দফতর সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের জন্য স্থায়ী ভাবে ওয়াটার স্কুটার, প্যারাসেইলিং'য়ের মতো বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চার গেম চালু করেছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুরে ৮ ও ৯ জুলাই ২০১১ উপজাতি যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উপজাতি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান পরিবেশন করেছিল। ঝাড়গ্রামে বিশেষ জঙ্গলমহল উৎসব ও যুব উৎসব উপলক্ষে ১০-১২ জানুয়ারি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছে। মাননীয়া

*****


মা মাটি মানুষ



তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

